গুরু-শিষ্য-সংবাদ

[ব্রহ্মবিদ্যা]

মহন্ত মহারাজ

শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী ব্রজবিদেহী

প্রদত্ত উপদেশের কিয়দংশ

তদীয় শিষ্য

শ্রীসুধীরগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্. এ.

দ্বারা সংগৃহীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্

পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

১৯৩৫

মূল্য এক টাকা চারি আনা

প্রকাশক—

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্. এস্-সি.

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী

কালিকা প্রেস

২১, ডি. এল্. রায় ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ

ওঁ হরিঃ

নিবেদন

আমি ১৩৩০ সালের পূজার ছুটিতে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমে গিয়াছিলাম। আধ্যাত্মিক কোন কোন বিষয়ে আমার মনে পূর্ব্ব হইতে সন্দেহ হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট আমি প্রশ্ন উত্থাপন করি। তিনি আমার প্রশ্ন সকলের উত্তর বলিয়া সেই সকল উত্তর ভালরূপে বুঝিয়াছি কিনা তাহা দেখিবার অভিপ্রায়ে ঐ সকল উত্তর লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে দেখাইতে আদেশ করেন। আমি ঐ প্রশ্নোত্তর এক খাতায় লিখিয়া আমার লেখা পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইলে তিনি বলেন, "ইহা কিছুই হয় নাই, তুমি বুঝিতে পার নাই। তোমার প্রশ্ন অতি দুর্ব্বোধ্য বিষয় সম্বন্ধে হইয়াছে, আমি ইহার উত্তর পুনরায় বলিতে থাকিব, তুমি তাহা লিখিয়া লও। এইরূপ লিখিয়া রাখিলে পরে পড়িয়া চিন্তা করিয়া নিজে বুঝিতে পারিবে এবং অপর কাহারও মনে ঐ সকল প্রশ্নের উদয় হইলে তাঁহারাও তোমার লেখা পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন।" তাঁহার এই আদেশ অনুসারে আমার প্রশ্নসকল একত্র করিয়া প্রথম প্রশ্নটি আমি লিখি। তৎপরে তিনি তাহার উত্তর বলিতে থাকিলে তাহা খাতায় লিখিতে আরম্ভ করি। এইরূপ দুই তিনটি প্রশ্নোত্তর লিখিত হইবার পর আমি কলিকাতায়

ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হই। সেই সময় নূতন একটি প্রশ্ন লেখা মাত্র হইয়াছিল। তাহার উত্তর তিনি বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাহা তখনও শেষ হয় নাই। আমার অপরাপর কোন কোন গুরুভ্রাতা সঙ্গে বসিয়া ঐ সকল উত্তর শুনিতেন, আমার কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সময় উপস্থিত হইলে আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় দাসজীকে ঐ প্রশ্নের উত্তর লেখা শেষ করিয়া খাতাখানি আমার নিকট পাঠাইতে বলিয়া আসি। প্রশ্নোত্তর লিখিতে লিখিতে তাঁহার মনে অন্যান্য প্রশ্নের উদয় হয়। সেই সকল প্রশ্ন ও তাহার উত্তর খাতায় লিখিত হইতে থাকে: পরে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে শ্রীযুক্ত বনমালী দাসজী নামক আমার অন্যতম গুরুভ্রাতা লিখিতে আরম্ভ করেন। লিখিতে লিখিতে তাঁহার মনেও প্রশ্ন সকল উদয় হইতে থাকে; শ্রীশ্রীগুরুদেবও দুই একটি প্রশ্ন ইঙ্গিত করিয়া দেন, এবং খাতা লেখা শেষ হইলে তাহা পাঠ করিয়া ডাক্তার শ্রীজ্ঞানবাবু প্রভৃতিও কোন কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাহা এবং তাহার উত্তর ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ হইয়া এই খাতা সমাপ্ত হয়। এক্ষণকার কালে বহুলোকের মনে আমাদের জিজ্ঞাসিত বিষয় সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়। এই সকল প্রশ্নোত্তর পাঠ করিলে তাঁহাদের সকলেরই উপকার হইবে বিবেচনায় শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের অনুমতি লইয়া এক্ষণে এই প্রশ্নোত্তর ছাপাইয়া প্রকাশ করিতেছি, ভরসা করি ইহা পাঠে অনেকের অনেক প্রকার সন্দেহ বিদূরিত হইবে।

এই প্রশ্নোত্তর পাঠে কোন কোন স্থানে পুনরুক্তি থাকা দৃষ্ট হইবে। প্রশ্নগুলি অনেক সময় মূলতঃ একই বিষয়ক হওয়াতে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা উত্থাপিত হওয়াতে এই প্রকার পুনরুক্তি অনিবার্য্য। পরন্তু আমরা পাঠ করিতে করিতে দেখিয়াছি যে এই সকল পুনরুক্তি দ্বারা উপদিষ্ট বিষয়ের সংস্কার দৃঢ়ীভূতই হইয়া থাকে। অতএব তাহার

কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করা আবশ্যক বিবেচনা করি নাই।

এই সকল প্রশ্নোত্তরকে নানা অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করা হইয়াছে। ইহা কেবল পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত। মূলে কোন অধ্যায় বিভক্ত ছিল না। গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়া এই সকল প্রশ্নোত্তর প্রকাশিত হইবে ইহা আমাদের কাহারও ধারণা ছিল না। সুতরাং শৃঙ্খলানুসারে বিষয়ভেদে প্রশ্নসকল উত্থাপন করা হয় নাই। অতএব বিষয়ভেদে অধ্যায়-বিভাগের নিয়ম সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া প্রশ্নোত্তরকে অধ্যায়দ্বারা বিভাগ করা অনেকস্থলে সম্ভবপর হয় নাই। তজ্জন্য ভরসা করি পাঠক আমাদের কোন দোষ গ্রহণ করিবেন না।

নিবেদক

শ্রীসুধীরগোপাল মুখোপাধ্যায়

সূচী-পত্র

শ্রীমৎ স্বামী সন্তদাস বাবাজী

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্ম, জীব ও জগৎতত্ত্ব

বিষয়—ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব ইহাদের যথার্থ স্বরূপ কি ? ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ করার অর্থ কি ?

শিষ্য। ব্রহ্মকে শাস্ত্রে কোন স্থানে সৎরূপ, কোন স্থানে সচ্চিদ্রূপ, কোন স্থানে সচ্চিদানন্দরূপ, কোন স্থানে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরস্বরূপ; এবং জীবকেও কোন স্থানে ব্রহ্ম, কোন স্থানে ব্রহ্মাংশ, কোন স্থানে জ্ঞানস্বরূপ, কোন স্থানে ঈশ্বরাধীন মাত্র বর্ণনা করা হইয়াছে; —ইহার তাৎপর্য্য কি ? আর জীব সর্ব্বদাই ঈশ্বরাধীন থাকা সত্য হইলে, ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ করিবার কি অর্থ হয় ?

গুরু। কেবল সদ্রূপ ব্রহ্ম একান্ত নির্গুণ ও অনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বাচ্য। দৃশ্য-স্থানীয় সমস্ত প্রকৃতিবর্গ সর্ব্বপ্রকার নাম রূপাদি লিঙ্গ রহিত হইয়া ঐ সদ্রূপে অবস্থিত আছে। সুতরাং ঐ সদ্রূপ কোন লিঙ্গবিশিষ্ট-রূপে কোন প্রকারে চিন্তনীয় নহে। ইহা কেবল "নেতি" "নেতি" দ্বারা, যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গম্য তদ্বিপরীতরূপে পরিলক্ষিত হয়। সৎ শব্দ কেবল অস্তিত্ববোধক।

পরন্তু এই সদ্‌ব্রহ্ম সদা চিৎশক্তিযুক্ত ; তিনি জ্ঞাতাস্বরূপ ; ব্রহ্ম কেবল সদ্রূপ নহেন, তিনি সচ্চিদ্রূপ। এই চিৎ (দর্শন, ঈক্ষণ, অথবা দৃক্) শক্তিবিশিষ্ট সৎ আপনাকে (সেই সৎকে) দর্শন করেন। ব্রহ্ম জড়বৎ সংজ্ঞাহীন নহেন। তিনি নিজ স্বরূপকে পরিজ্ঞাত আছেন। ব্রহ্মকে সচ্চিদ্রূপে যে স্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই স্থানে এই অর্থ বুঝিতে হইবে।

চিচ্ছক্তির দ্বারা ব্রহ্ম যে আপনাকে অনুভব (দর্শন) করেন তাহা আনন্দময়রূপে অনুভব। অতএব ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়রূপ বলিয়াও বর্ণিত হয়েন। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহা হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত অথবা অন্য কোন প্রকারে অনুভূত হয়, তৎ সমস্ত তাঁহারই অঙ্গীভূত, তাঁহাতেই বর্ত্তমান থাকিয়া নাম ও রূপবিশিষ্টভাবে প্রকাশিত হয় এবং তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়,—স্বীয় নাম ও রূপ বিবর্জ্জিত হইয়া তদ্রূপে স্থিত হয়।

ব্রহ্মের স্বীয় স্বরূপ অনুভবের নিমিত্ত যে চিৎশক্তি আছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্ম আপনাকে এক অদ্বৈতরূপে যেমন অনুভব করেন, তদ্রূপ আবার আপনার ঐ সদ্রূপকেই তিনি অনন্ত বিভিন্নরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। যেমন তোমার সমস্ত শরীরব্যাপী তুমি আপনাকে এক বলিয়া বোধ কর, আবার সঙ্গে সঙ্গে হস্তপদাদি পৃথক্ পৃথক্ বহু অঙ্গের বোধও তোমার আছে ; তদ্রূপ চিৎশক্তির দ্বারা ব্রহ্ম আপনাকে এক অদ্বৈতরূপে এবং অনন্ত বিভিন্নরূপেও দর্শন করেন। এই উভয়রূপে দর্শন যুগপৎই হইয়া থাকে ; ইহাই ব্রহ্মের চিৎশক্তির নিত্যস্বরূপ। অতএব এক হইয়াও কেন আপনাকে অনন্তরূপে দর্শন করেন, এইরূপ আশঙ্কা হয় না ; কারণ ইহাই তাঁহার স্বরূপ। ইহার দ্বারা তাঁহার পূর্ণতাই সিদ্ধ হয়, তাঁহাতে

কিছুরই অভাব নাই ; তিনি সর্ব্ব-রূপী—তিনি এক অথচ বহু। এবম্বিধ চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের ঈশ্বরসংজ্ঞা হয়।

ব্রহ্ম যে আপনাকে অনন্তরূপে স্বীয় চিচ্ছক্তির দ্বারা দর্শন করেন, তাহার দুই প্রকার ভেদ আছে। একটি সমষ্টিভাবে দর্শন, অপরটি ব্যষ্টিভাবে দর্শন। পরন্তু সমষ্টিভাবে দর্শনকর্ত্তারূপেই তাঁহার ঈশ্বরসংজ্ঞা হয় ; ব্যষ্টি-দর্শনকর্ত্তারূপে তাঁহার জীবসংজ্ঞা হয়।

এই ব্যষ্টিরূপ দর্শন পুনরায় দ্বিবিধ :—স্বরূপে দর্শন এবং ভিন্নরূপে দর্শন—স্ব অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে ও তদ্ভিন্ন রূপে।

জীব যে অবস্থায় স্বরূপে (ব্রহ্মরূপে) সমস্ত দর্শন করেন, সেই অবস্থায় তাঁহাকে মুক্ত বলে; যখন ভিন্নরূপে দর্শন করেন, তখন তাঁহাকে বদ্ধ বলে। এই বদ্ধাবস্থায় তাঁহার স্বীয় স্বরূপজ্ঞানেরও অভাব থাকে। দৃশ্যবর্গকে ভিন্নরূপে (ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে) যে দর্শন, তাহাকে অবিদ্যা বলে।

ব্রহ্মের চিৎশক্তির কদাপি অভাব হয় না, ইহা তাঁহার স্বরূপগত। পরন্তু, চিচ্ছক্তিকে স্বভাবতঃই দ্বিরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, একরূপে ঈশ্বর, অপররূপে জীব। সুতরাং ব্রহ্মের ঈশ্বরত্বও নিত্য এবং জীবত্বও নিত্য। পরন্তু জীব নিত্য হইলেও, বদ্ধাবস্থা ও মুক্তাবস্থা এই অবস্থা-ভেদ জীবের আছে ; ঈশ্বরের সেই ভেদ নাই। বদ্ধাবস্থায় জীবের স্বীয় স্বরূপের ও দৃশ্যবর্গের ব্রহ্মরূপতার উপলব্ধি হয় না ; মুক্তাবস্থায় ব্রহ্ম-রূপতার জ্ঞান হয়। ব্রহ্মরূপে দর্শন নিত্য আনন্দদায়ক। ঈশ্বরের এই দর্শনের অভাব কদাপি না থাকাতে, তাঁহার আনন্দেরও অভাব কদাপি নাই। পরন্তু এই আনন্দকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল পদার্থ বলিয়া তাঁহার চিৎশক্তির দ্বারা তিনি অনুভব করেন না।

ব্রহ্মই দৃষ্ট ও দ্রষ্টা উভয়। আনন্দও ব্রহ্ম। সদ্রূপ ব্রহ্ম যে চিৎশক্তিযুক্ত,

সেই চিৎশক্তির দ্বারা অনুভূত বিষয় স্বয়ং সেই সৎই হওয়ায়, এবং সেই সৎই স্বয়ং আনন্দরূপ হওয়ায়, ঐ সৎ আনন্দরূপেই আপনাকে চিৎশক্তির দ্বারা জ্ঞাত হয়েন। মুক্তাবস্থা-প্রাপ্ত জীবেরও স্বরূপজ্ঞান প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহারও ঈদৃশ আনন্দময়াবস্থা উপজাত হয়।

পরন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বদ্ধাবস্থায় জীবের স্বীয় স্বরূপ এবং দৃশ্য-বর্গের যথার্থ স্বরূপ (আনন্দময় ব্রহ্মরূপ) বিষয়ক জ্ঞান আবৃত থাকে, তন্নিমিত্ত তদবস্থায় জীবের তদ্রূপ আনন্দানুভব নাই। পরন্তু বদ্ধ জীবও যে কোন বস্তুর অন্বেষণে যে কোন কার্য্য করে, সেই বস্তুকে এবং সেই কার্য্যকে আনন্দদায়ক বলিয়াই বোধ করে, নতুবা সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। আনন্দও কিঞ্চিৎ লাভ করে, সন্দেহ নাই; পরন্তু বদ্ধাবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন ও পূর্ণ আনন্দ লাভ করিতে পারে না; কারণ নিজের ও দৃশ্যবর্গের পূর্ণরূপ (ব্রহ্মরূপতা) তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না। যে পরিমাণে তাহার দৃষ্টিশক্তি নির্ম্মল হইতে থাকে, সেই পরিমাণেই দৃশ্যবর্গের আনন্দময়তা জীব উপলব্ধি করিতে পারে। অতএব ব্রহ্ম স্বরূপতঃ আনন্দময়; এবং সম্যক্ বর্ণনা করিতে হইলে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দরূপ বলিয়াই বর্ণনা করা যায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দৃশ্যস্থানীয় সমস্ত প্রকৃতিবর্গ সদ্রূপ ব্রহ্মে অবস্থিত আছে। ইহা বোধগম্য করিবার জন্য এইরূপ বিচার করিবে, যথা:— ঈশ্বর সম্যক্ দ্রষ্টা হওয়াতে, তিনি কালশক্তির অতীত ও নিত্য সর্ব্বজ্ঞ। অতএব ত্রিকালে প্রকাশিত জাগতিক সর্ব্ববিধ বস্তু, সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয়-রূপে, ঈশ্বরের জ্ঞানে নিত্য অবস্থিত আছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।" যাহা ঐ সদ্রূপে স্থিত আছে, তাহাই অনন্ত বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ ত্রিকালে প্রকাশিত

সমস্ত জাগতিক ব্যাপার ঈশ্বরজ্ঞানের নিত্য বিষয়ীভূত না থাকিলে, ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা অর্থশূন্য হয়। ঈশ্বরের জ্ঞানে তৎসমস্ত নিত্য বর্ত্তমান থাকায়, নূতন কিছু প্রকাশিত হইতে পারে না। অতএব শ্রুতিতে যে জগৎকে "সদেব··· আসীৎ" বলিয়াছেন তাহা এই সর্ব্বজ্ঞতার দ্বারাও প্রতিপন্ন হয়। দৃশ্যবর্গ ব্রহ্মে যেরূপে স্থিত আছে, তাহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হইয়া কখনও ব্যষ্টিদ্রষ্টা জীবের নিকট প্রকাশিত হইতে পারে না, যেমনটি নিত্যরূপে ঈশ্বরজ্ঞানে অবস্থিত আছে, তদ্রূপই দর্শন অর্থাৎ অনুভূতি জীবের হইবে। অতএব জীবশক্তি ঐশীশক্তির অধীন। সম্যক্ দর্শনকার্য্যের অন্তর্ভূত এই ব্যষ্টিদর্শন ; ঈশ্বর যেরূপ জ্ঞান করেন, তদন্যথায় জীবের কোন অনুভূতি হইতে পারে না। ইহাই ঈশ্বরের নিয়ামকত্ব। জীব সম্যক্‌দর্শী না হওয়ায়, তাঁহার জ্ঞানের পারম্পর্য্য হয় ; ইহারই নাম কাল। অতএব জীব কালাধীন। জীবের অনুভূতি বিষয়ে অবশ্যম্ভাবিত্ব দর্শনে ঈশ্বরকে জীবের সমস্ত কার্য্যের 'নিয়ন্তা' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। বস্তুতঃ কর্ম্ম অবিদ্যারই ফলস্বরূপ অথবা রূপান্তর মাত্র। জীবের দর্শনকার্য্যের অবধারিত ক্রম আছে, অর্থাৎ কোন্‌টির পর কোন্‌টির দর্শন হইবে ইহা অবধারিত আছে। এই পারম্পর্য্য হেতু, এবং পারম্পর্য্য নিমিত্তক সুখদুঃখাদির অনুভবের বিভিন্নতা হেতু, প্রত্যেকটি নূতন কর্ম্ম বলিয়া প্রতিভাত হয়, যেন একটির দ্বারা অপর একটি নূতন সৃষ্ট হইল বলিয়া বোধ জন্মে। সমস্ত কর্ম্মবিষয়ে ঈশ্বরাধীনত্ব থাকারূপ বিবেক অন্তরে স্থাপন করাকেই (—সমস্ত কার্য্যের প্রকাশকর্ত্তা ঈশ্বর, এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত হওয়াকেই) ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ করা বলা যায়। জীব আপনাকে সর্ব্বদা ঈশ্বরাংশ (চিৎস্বরূপ, ব্যষ্টিদ্রষ্টা) সুতরাং ঈশ্বরাধীন বলিয়া চিন্তা করিবে ; ইহাই যথার্থ দাস্যভাব। এই চিন্তার দ্বারা কর্ম্মে

অহংবুদ্ধি বিলুপ্ত হইবে এবং অবশেষে নির্ম্মল চিদানন্দরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ; ইহাই মোক্ষ। বেদান্ত-দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৯শ সূত্রে, পূর্ণ মুক্ত পুরুষগণ আপনাকে যে ব্রহ্মরূপে অনুভব করেন তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। সাধন অবস্থায়ও আপনার ঐ মুক্ত অবস্থারই চিন্তা করিবে অর্থাৎ মুমুক্ষু ব্যক্তি আপনাকে পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাবে (তাঁহার অঙ্গীভূত ভাবে) ধ্যান করিবে। ইহাও বেদান্ত-দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ১ম পাদের ৩য়, ১২শ ইত্যাদি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়টি ভালরূপে পাঠ করিবে।

এক্ষণে বুঝিতে পারিবে যে ব্রহ্মকে কোন স্থানে 'সৎ', কোন স্থানে 'সচ্চিৎ', কোন স্থানে 'সচ্চিদানন্দ', কোন স্থানে 'ঈশ্বর' বলিয়া যে বর্ণনা করা হইয়াছে তৎসমস্তই সত্য। কেবল বিশেষ বিশেষ বিবক্ষা অনুসারেই বর্ণনার প্রভেদ হইয়াছে।

জীবও ব্রহ্মের অঙ্গীভূত অংশ—এক বিশেষ প্রকার চিৎশক্তিস্বরূপ এবং আনন্দময়। তিনি নিত্যই (অবিদ্যাযুক্ত বদ্ধাবস্থায় এবং তদ্রহিত মোক্ষাবস্থায়) স্বরূপতঃ ব্যষ্টিদ্রষ্টা হওয়াতে, নিত্য ঈশ্বরাধীন এবং তদংশ মাত্র। অংশ সর্ব্বভাবে অংশীর অন্তর্ভূত, অংশীকে অতিক্রম করিয়া অংশের কিছুই নাই ও থাকিতে পারে না। অতএব জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। পরন্তু অংশীর সত্ত্বা অংশমাত্রে পর্য্যাপ্ত নহে, অংশী অংশকে অতিক্রম করিয়াও থাকে। অতএব অংশী হইতে অংশ ভিন্নও বটে। সুতরাং অংশীর সহিত অংশ অভিন্ন এবং ভিন্ন, উভয়ই সত্য। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্বন্ধ এইরূপ ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) সম্বন্ধ বলিয়া জানিবে।

জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলাতে যেমন বৃহৎ মৃৎপিণ্ডের অংশ তাহার এক খণ্ড, তদ্রূপ বুঝিতে হইবে না। একই পুরুষের যেমন দর্শনশক্তি,

শ্রবণশক্তি ইত্যাদি নানা প্রকার শক্তিরূপ অংশ আছে, জীবকেও তদ্রূপ এক বিশিষ্ট চিৎশক্তিরূপ অংশ বুঝিবে। যেমন জীবের দর্শনশক্তি দর্শনকালে শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়, দর্শন ব্যাপার না থাকিলে জীবের সহিত লীন হইয়া, তাহার সহিত একতা প্রাপ্তভাবে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ প্রত্যেক জীবও ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ চিৎশক্তি (জ্ঞানশক্তি) ; ব্রহ্মের স্বরূপের সহিত একীভূত হইয়া অবস্থিত থাকিলেও, দর্শনকার্য্য উপলক্ষে ঐ 'সৎ'এর বিশেষ শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়; শক্তি ও শক্তিমানে যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ, জীবের সহিত ব্রহ্মের সেই ভেদাভেদ সম্বন্ধ জানিবে।

[এ স্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দ 'পরব্রহ্ম' অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। পরন্তু শাস্ত্রে অনেক স্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দ 'কার্য্যব্রহ্ম' (হিরণ্যগর্ভ) অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন্ স্থানে কোন্ অর্থে 'ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহৃত, তাহা বিবক্ষা বিচারে বুঝিয়া লইতে হইবে।]

সদ্রূপ পূর্ণব্রহ্মেই তাঁহার প্রত্যেক শক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকাতে, বিশেষ বিশেষ শক্তিবিশিষ্টরূপে তিনিই অনন্ত বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়েন। পরন্তু ঐ প্রত্যেক বিশেষ শক্তির অন্তরালে তদাশ্রয়রূপে এক অখণ্ড 'সৎ' ব্রহ্ম থাকায়, প্রত্যেক বিশেষ পদার্থকে পূর্ণ বলিয়া "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং" ইত্যাদি শ্রুতিতে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতেছি। দর্শনশক্তি তোমার একটি শক্তি ; সেই বিশেষ শক্তি প্রয়োগ করিয়া তুমি দর্শন কর। শ্রবণশক্তি তোমার অপর একটি শক্তি, তাহার দ্বারা তুমি শ্রবণ কর। এই দর্শনশক্তি ও শ্রবণশক্তি পরস্পর বিভিন্ন ; পরন্তু সম্যক্ 'তুমি' এই প্রত্যেক শক্তির আশ্রয় ; দর্শন করিতেও সম্যক্ 'তুমি' দর্শন করিতেছ, শ্রবণ করিতেও সম্যক্ 'তুমি' শ্রবণ করিতেছ ; অতএব দর্শনকারীকেও পূর্ণ 'তুমি' বলা হইবে, শ্রবণ-

কারীকেও পূর্ণ 'তুমি' বলা হইবে। দর্শনশক্তির সীমাবদ্ধতাহেতু দর্শনকারীকে অপূর্ণ বলা হইবে না। অতএব জীব এবং যাবতীয় জাগতিক বস্তু যখন ব্রহ্মশক্তি, তখন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদ ও সীমাবদ্ধতা থাকিলেও, যখন সদ্ব্রহ্ম হইতে তাহারা ভিন্ন নহে,—যখন প্রত্যেকটি তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত শক্তি বিশেষ, তখন প্রত্যেককেই পূর্ণ বলিতে কোন বাধা থাকিতে পারে না। পরন্তু এক বৃহৎ মৃৎপিণ্ডের যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড আছে, খণ্ড সকলের মিলিতাবস্থায় ঐ বৃহৎ মৃৎপিণ্ডের পূর্ণতা, খণ্ড সকল কোনটিই পূর্ণ নহে, সদ্রূপ ব্রহ্ম তদ্রূপ খণ্ডযুক্ত নহেন, তিনি নিত্য পূর্ণ, অদ্বৈত, পরন্তু অনন্ত শক্তিশালী; প্রত্যেক খণ্ড সেই অখণ্ড সদ্রূপের শক্তি হওয়াতে, শক্তিতে শক্তিতে প্রভেদ থাকিলেও, প্রত্যেকটি শক্তি পূর্ণ সদ্রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকায়, প্রত্যেকটি পূর্ণ বলিয়া আখ্যাত হয়; ইহাতে কোন বাক্যবিরোধ বা যুক্তিবিরোধ নাই।

বিষয়—জগৎ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত আছে কিরূপে ধারণা করা যায়।

শিষ্য। আপনি বলিলেন যে, অনন্তকালে প্রকাশিত অনন্তরূপী জগৎ নিত্য সদ্ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত আছে, নূতন কিছুই হয় না, ইহা কিরূপ তাহা ধারণা করিতে পারিতেছি না, উহা ভালরূপে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। এই বিষয়টি "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" নামক গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের ১৭৯ পৃষ্ঠায় একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তথায় বলিয়াছি, "যেমন এক খণ্ড প্রস্তর খুদিয়া তাহা হইতে কালী, দুর্গা, রাম, কৃষ্ণ, শিব, গোপাল প্রভৃতি মূর্ত্তি ইচ্ছানুরূপ প্রকাশ করা যায়, কিন্তু ঐ প্রস্তরখণ্ডকে উক্ত প্রকারে খুদিবার পূর্ব্বে তৎসমস্ত মূর্ত্তিই ঐ প্রস্তরখণ্ডের সহিত এক হইয়া উহার অন্তর্নিহিত রূপে বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং

প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এবং পরে মূর্ত্তি সকল ঐ প্রস্তর হইতে অভিন্ন ; তদ্রূপ জগৎও পরব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হয় ; পরন্তু প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এবং পরে সকল অবস্থায়ই তাহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। বিশেষ বিশেষ রূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যেমন মূর্ত্তিসকলের পরস্পর হইতে পৃথক্ ভাবের স্ফুরণ থাকে না, তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ নাম ও রূপ দ্বারা তদবস্থায় স্বীয় উপাদান প্রস্তর হইতে পৃথক্ করা যায় না, পরে প্রকাশিত সমস্ত রূপই প্রস্তরে অন্তর্নিহিত থাকে ; তদ্রূপ জগৎও পৃথক্ পৃথক্ নাম ও রূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মের সহিত একরস হইয়া বর্ত্তমান থাকে, পরে প্রকাশিত নাম ও রূপসকল ব্রহ্মেরই অন্তর্নিহিত হইয়া, তাঁহা হইতে অভিন্নরূপে অবস্থিতি করে।" এইস্থানে "ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে" ও "ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হইবার পরে" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে ; ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে ব্রহ্ম কালশক্তির অধীন। বস্তুতঃ ব্রহ্মের দর্শনশক্তি নিত্য, ইহা তাঁহার স্বরূপগত। ঐ দর্শনশক্তিযুক্ত সদ্রূপ ব্রহ্ম সদা ঈশ্বর ও জীবরূপে বিরাজমান আছেন। ব্যষ্টিরূপে দর্শনশক্তিসম্পন্ন যে 'সৎ' তাঁহারই নাম জীব ; এই জীবও নিত্য। চিৎশক্তির বিষয়রূপে বিশিষ্টভাবে অবস্থিত হওয়ার নামই প্রকাশিত হওয়া। ব্রহ্মের এই সমস্ত শক্তিভেদ মাত্রই "পূর্ব্ব" ও "পর" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। শ্রুতিও এই অর্থে "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি স্থলে কালবাচী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই নহে যে, ব্রহ্ম এক সময়ে এক

অবস্থায় ছিলেন, অপর সময়ে তাঁহার পরিবর্ত্তন ঘটিল, তিনি বিশেষ সৃষ্টির ইচ্ছাযুক্ত হইলেন এবং পরে সৃষ্টি করিলেন। এইরূপ হইলে তিনি পরিবর্ত্তনশীল ও কালাধীন হইয়া পড়েন, তাহা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে।

অতএব ব্রহ্মস্বরূপ পূর্ণরূপে বর্ণনা করিতে গেলে, তাহাকে চতুষ্পাদ-বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা যায়; যথা :—অনন্ত পৃথক্ রূপবিশিষ্ট জগৎরূপ প্রথম পাদ, জীবরূপ দ্বিতীয় পাদ, ঈশ্বররূপ তৃতীয় পাদ এবং অক্ষর সৎরূপ চতুর্থ পাদ। উপাসনার নিমিত্ত অধিকারীভেদে এক এক পাদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার বর্ণনা করা হয় মাত্র। বস্তুতঃ এই চতুষ্পাদই নিত্য যুগপৎ ব্রহ্মরূপে অবস্থিত।

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৭—১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।) *

---

* উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ ॥১।৭॥

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥১।৮॥

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা-
বজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বোরূপো হ্যকর্ত্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥১।৯॥

বিষয়—উপাসনাকালে ব্রহ্ম কি কি রূপে ধ্যেয় ?

শিষ্য। আপনি বলিলেন উপাসনার নিমিত্ত এক ব্রহ্মেরই পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপ গৃহীত হয়; ইহা বিশদরূপে বুঝিতে ইচ্ছা করি। আর ব্রহ্মের অবতাররূপ যে উপাসনার নিমিত্ত প্রায়শঃ গৃহীত হইয়া থাকে ইহা ব্রহ্মের কোন্ রূপ এবং ইহার তত্ত্বই বা কি ?

গুরু। পূর্ব্বকথিত সদ্রূপ ব্রহ্মই 'অক্ষর ব্রহ্ম' শব্দবাচ্য। ইহাতে কোনরূপ বিশেষ রূপের প্রকাশ নাই। যাহা কিছু দৃশ্য আছে, যাহা কিছু মনের দ্বারা চিন্তনীয়, তৎসমস্তই বিশেষত্ববিহীন হইয়া—সর্ব্ববিধ রূপবর্জ্জিত হইয়া, সদ্রূপ ব্রহ্মে এক হইয়া আছে। ইনি বাক্য মনের অগোচর; কারণ বাক্য ও মন কোনও 'বিশেষ'কে

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥১।১০॥
জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জ্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাঽভিধানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ ॥১।১১॥
এতজ্ জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থম্,
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥১।১২॥

> অবলম্বন করে। রূপ-রসাদি বিশেষ ধর্ম্মবর্জ্জিত অবস্থাকে মন সাধারণতঃ অবলম্বন করিতে পারে না। তবে চিৎশক্তি স্বয়ং রূপ-রসাদি বর্জ্জিত হইলেও, ঐ শক্তিই জীবের স্বরূপ হওয়ায়, এবং তৎসম্বন্ধে জীবের সাধারণ ভাবে স্বাভাবিক অনুভূতি থাকায়, সেই চিৎশক্তির ধ্যান কাহারও সাধ্যায়ত্ত হয়। এই চিৎশক্তিরই অন্যতম নাম পুরুষ। এই পুরুষমাত্রের—আত্ম-স্বরূপের ধ্যানই কাহার কাহার পক্ষে উপযোগী হয়। সমগ্র-দর্শী ঈশ্বরকে 'উত্তমপুরুষ' শব্দে সংজ্ঞিত করা যায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্যষ্টিদ্রষ্টা জীব সমগ্র দ্রষ্টা উত্তমপুরুষ ঈশ্বরের (অঙ্গীভূত) অংশমাত্র। অতএব জীব সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন। সুতরাং স্বয়ং চিদ্রূপ হওয়াতেও, তাঁহা হইতে ব্যাপক ঈশ্বরের প্রতি জীবের ভক্তিসঞ্চার হইয়া থাকে। তুমি আমি প্রভৃতি অনন্ত কোটী জীব বিশ্বরূপ দেহব্যাপী এক চৈতন্যময় পুরুষের অঙ্গীভূত আছি। তিনি সমগ্র দ্রষ্টা, আমরা ব্যষ্টিদ্রষ্টা। আমাদের সর্ব্বপ্রকার সুখাদির অনুভূতি তাঁহার অধীন হওয়ায়, তাঁহার মহত্ত্ব বোধ হইলে, তৎপ্রতি আমাদের ভক্তির উদয় হওয়া স্বাভাবিক; বস্তুতঃ আমরা ঈশ্বরের অঙ্গীভূত অংশ-মাত্র বলিয়া জ্ঞান হইলে, তৎসঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আকর্ষণ উপজাত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। নদী যেমন স্বীয় উৎপত্তিস্থান সমুদ্রের দিকে নিয়তই ধাবিত হয়, পৃথিবী হইতে বিশ্লিষ্ট পদার্থ যেমন স্বভাবতঃই পৃথিবীতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীবও স্বীয় আশ্রয়ীভূত ঈশ্বরে আকৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ কোন বস্তুকে মহৎ বলিয়া বোধ হইলে, সর্ব্বত্রই তৎপ্রতি কিছু না কিছু ভক্তির সঞ্চার হয়; ইহা একপ্রকার আকর্ষণ বিশেষ।

এই আকর্ষণের নামই ভক্তি। পরন্তু তুমি যেমন তোমার সমগ্র-

দেহের দ্রষ্টা (অধিষ্ঠাতা) হইলেও, নিজ স্বরূপে দৃশ্যস্থানীয় দেহ হইতে বিভিন্ন, দেহের পতনেও তোমার বিনাশ নাই, আর মুক্তাবস্থায় তো সর্ব্ববিধ বিশেষ দেহবর্জ্জিত চিৎকণারূপেই জীব অবস্থিতি করে, তদ্রূপ সম্যক্ বিশ্বদ্রষ্টা যে ঈশ্বর, তিনিও স্বরূপতঃ বিশ্ব হইতে বিভিন্ন। তিনি চিন্মাত্র—দ্রষ্টাস্বরূপ ; সেই স্বরূপে তিনি সর্ব্বরূপবর্জ্জিত, এবং দৃশ্যস্থানীয় যাবতীয় বস্তু হইতে বিভিন্ন। তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতেও "নেতি" "নেতি" অথবা দৃশ্যস্থানীয় কোন বস্তু নয়, তদতীত, জ্ঞাতাস্বরূপ মাত্র বলা যায়। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত সদ্রূপ অক্ষর ব্রহ্মাবস্থা এবং চিৎশক্তিযুক্ত ঈশ্বরাবস্থা, এই উভয়ই রূপ-রসাদিবর্জ্জিত ; এক সন্মাত্র, অপর সচ্চিন্মাত্র।* ঐ চিৎ আপন সৎরূপকে দর্শন করেন, তাহা যে আনন্দময়রূপে দর্শন ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই আনন্দের দর্শন নিজ হইতে অভিন্নরূপে দর্শন। ইহাতে দ্বৈতের আভাস মাত্র নাই। অতএব ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দময় ও অরূপী বলিয়া শ্রুতি এবং ঋষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু তোমার দেহের অধিষ্ঠাতা যেমন তুমি দেহী, তদ্রূপ প্রকাশিত সমগ্র জগতের অধিষ্ঠাতৃরূপে যখন ঈশ্বরকে ধ্যান করা যায়—বিশ্বরূপ দেহবিশিষ্ট পুরুষরূপে যখন তাঁহার ধ্যান করা যায়— তখন সেই ধ্যান সাকারের (সগুণের) ধ্যান হয়। এই ধ্যান অনন্ত-বিরাট পুরুষের ধ্যান। বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশের ৭ম অধ্যায়ে উক্ত বিষয় সকল অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা :—

"অমূর্ত্তং ব্রহ্মণো রূপং যৎ সদিত্যুচ্যতে বুধৈঃ
সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নৃপ ! যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৬৯॥
তদ্বিশ্বরূপরূপং বৈ রূপমন্যদ্ধরের্মহৎ।
সমস্ত শক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর ॥৭০॥"

---

* ৩৮ পৃষ্ঠাও এই স্থলে দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ, হে নৃপ! ব্রহ্মের যে অমূর্ত্তরূপ তাহাই 'সৎ' শব্দের দ্বারা কথিত হয়; সর্ব্বপ্রকার শক্তিই এই সদ্রূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। হে রাজন্! তদ্ভিন্ন মহৎ যে বিশ্বরূপমূর্ত্তি, তাহা তাঁহার অন্যতর রূপ; তাহাই সমস্ত শক্তিসম্পন্ন (বিশেষ বিশেষ) রূপসকলকে প্রকাশিত করে।

ইহাতে বলা হইল যে, তাঁহার প্রথম রূপ অমূর্ত্ত সদ্রূপ, অর্থাৎ সৎমাত্র ('সৎ' এই শব্দে বিদ্যমানতা মাত্র বুঝায়। বস্তুতঃ তাঁহার এই রূপ কোন প্রকারে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। তৎসম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায় যে তিনি আছেন। অতএব 'সৎ' শব্দের দ্বারা কেবল এইমাত্র নির্দ্দেশ করা হইয়াছে)। পরন্তু ঐ সৎ চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট, যাহা সর্ব্বশক্তির আধার; অতএব ঐ সৎ সর্ব্বশক্তিমান্; এই শক্তিও তাঁহার স্বভাবগত। এই সর্ব্বশক্তিময়রূপে তিনি ঈশ্বর-পদবাচ্য। অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত সচ্চিদানন্দরূপী ঈশ্বর সর্ব্ববিধ বিশেষরূপ বর্জ্জিত। তিনি জগদতীত হইয়া জগৎ প্রকাশিত করেন। বিশ্বরূপাধিষ্ঠিত যে চিৎ যাহাকে মহাবিরাট-রূপে বর্ণনা করিয়াছি, তিনিই ঈশ্বরের প্রথম প্রকাশিত অবস্থা; তিনি প্রকাশিত ঈশ্বর, তিনি এই অবস্থায় হিরণ্যগর্ভনামে শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছেন। ইনি ব্রহ্মের প্রথম মূর্ত্তিমান রূপ। এই ত্রিবিধ রূপই অধিকার অনুসারে সাধকের ধ্যাতব্য। এই বিষয়টি বিষ্ণুপুরাণের ৭ম অধ্যায়ে ৪৭ সংখ্যক শ্লোকে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। যথা :—

আশ্রয়শ্চেতসো ব্রহ্ম দ্বিধা তচ্চ স্বভাবতঃ।
ভূপ মূর্ত্তমমূর্ত্তঞ্চ পরঞ্চাপরমেব ॥৪৭॥

অন্বয়ার্থ :—হে নৃপ, মনের আশ্রয় (ধ্যাতব্য) ব্রহ্ম; ব্রহ্মের স্বভাবতঃ দ্বিবিধ রূপ আছে, একদিকে অমূর্ত্ত ও মূর্ত্ত, অপরদিকে পর ও অপর।

অর্থাৎ অমূর্ত্তরূপ দুই প্রকার—পর অমূর্ত্ত ও অপর অমূর্ত্ত ; এবং মূর্ত্তরূপও দুই প্রকার—পরমূর্ত্ত ও অপরমূর্ত্ত।

শ্রীধরস্বামী ঐ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন "…………মূর্ত্তং মূর্ত্তিমৎ অমূর্ত্তং তদ্রহিতং। তৎপুনঃ প্রত্যেকং পরঞ্চাপরঞ্চেতি দ্বিধা, তত্র পরমমূর্ত্তং নির্গুণং ব্রহ্ম অপরঞ্চামূর্ত্তং ষড়্গুণেশ্বররূপম্॥"

এই স্থানে লক্ষ্য করিবে যে ব্রহ্ম স্বভাবতঃই দ্বিরূপ, ইহা এই পুরাণে বেদব্যাস সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। "স্বভাবতঃ" বলিতে এই দ্বিরূপতার যে কখনও অভাব হয় না, তাহা অবশ্য বুঝিতে হইবে ; কারণ স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় না।

অনন্ত বিশ্বরূপী ব্রহ্মই হিরণ্যগর্ভনামে শ্রুতিতে এবং অনন্তদেব ইত্যাদি নামে পুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছেন। ভগবান্ অনন্তদেবের বিরাট্ দেহের অন্তর্ভূত জাগতিক সর্ব্ববিধরূপ। ইহা তাঁহার প্রথম প্রকাশিত মূর্ত্তরূপ। ব্রহ্মের এই বিশ্বরূপকে কেহ কেহ পরমূর্ত্তরূপ বলিয়া আবার অপর কেহ কেহ অপরমূর্ত্তরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন ; বস্তুতঃ এই রূপটি পরই হউক অথবা অপরই হউক ইহা ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ এবং সাধকের ধ্যাতব্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহা 'পর' পদবাচ্য অথবা 'অপর' পদবাচ্য তাহার বিচার তত প্রয়োজনীয় নহে।

বিষয়—ভগবানের দ্বিতীয় মূর্ত্তরূপ কি ?

শিষ্য। মূর্ত্তরূপও দুই প্রকার বলিলেন। তন্মধ্যে এক প্রকার রূপের মাত্র ব্যাখ্যা করিলেন ; 'পর' হউক অথবা 'অপর' হউক ভগবানের দ্বিতীয় মূর্ত্তরূপ কি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। হাঁ, এই দ্বিতীয় মূর্ত্তরূপ এক্ষণে ব্যাখ্যা করিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সদ্ব্রহ্ম, সদা চিৎশক্তিযুক্ত, তিনি নিত্য চৈতন্য-বিশিষ্ট

জড়বৎ অজ্ঞান নহেন, তাঁহার জ্ঞানের বিষয় তিনি নিজে—এক নিরাকার অদ্বৈতরূপে এবং অনন্তরূপবিশিষ্টরূপে তিনি নিজেকে দর্শন করেন। এই অনন্তরূপে দর্শন দ্বিবিধ। সম্যক্ দর্শন এবং ব্যষ্টি দর্শন। ব্যষ্টিরূপে দর্শনশক্তিকেই জীবশক্তি বলে। এই ব্যষ্টিদর্শন সম্যক্ দর্শন-শক্তির অন্তর্বর্ত্তী। সম্যক্ দর্শনশক্তিবিশিষ্ট 'সৎ' এরই নাম ঈশ্বর। অতএব জীবশক্তি ঈশ্বরাধীন। যাহা ঈশ্বরের দর্শনের বিষয় স্থানীয়, তাহাই পৃথক্ পৃথক্ রূপে জীবেরও দর্শনের বিষয়ীভূত হয়।

বিষয়—জীবকে ঈশ্বরের অঙ্গীভূত বলিয়া কিরূপে ধারণা করা যায় ?

শিষ্য। ব্রহ্মের দ্বিতীয় মূর্ত্তরূপ ও অবতারের তত্ত্ব ব্যাখ্যার পূর্ব্বে ব্যষ্টি দর্শনশক্তি (জীবশক্তি) কিরূপে সম্যক্ দর্শনশক্তির (ঈশ্বরের) অঙ্গীভূত ও অধীন তাহা আরও বিশেষরূপে বুঝিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি :—তোমার সম্মুখে এই একটি স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে, তুমি এই স্তম্ভটির সম্পূর্ণাঙ্গ দেখিতেছ ; ইহাই এই স্তম্ভের সম্যক্ জ্ঞান। পরন্তু নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিলে দেখিবে যে বৃহৎকায় স্তম্ভের সম্যক্ দর্শনের অন্তর্ভূতরূপে ইহার প্রত্যেক অঙ্গের বিশেষ জ্ঞানও অবশ্য বর্ত্তমান আছে। অঙ্গবিশেষের জ্ঞান ও সম্যক্ স্তম্ভের জ্ঞান যুগপৎই উৎপন্ন হইতেছে। যাহা কিছু সম্যক্ দর্শনে আছে, তদ্ব্যতিরিক্ত কিছু ঐ বিশেষ বিশেষ দর্শনের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে তোমার ঐ স্তম্ভবিষয়ক জ্ঞানের বহুবিধ বিশেষ অঙ্গ আছে ; ইহার বর্ণ শুভ্র, এই এক বিশেষ জ্ঞান ; ইহার কিয়দংশ গোল, কিয়দংশ চতুষ্কোণ, কিয়দংশ অন্যপ্রকার, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান আর একটি বিশেষ জ্ঞান।

পুনরায় ইহা কঠিন; চিনির দ্বারা যেমন মন্দির ও অপরবিধ খেলনা প্রস্তুত করে, তাহাও দেখিতে এই স্তম্ভের ন্যায় হইতে পারে, কিন্তু তাহা এত দৃঢ় হয় না, এবং তাহার আস্বাদ ইহা হইতে ভিন্ন প্রকার। এই স্তম্ভকে আঘাত করিলে এক বিশেষ প্রকার শব্দ হয়, তাহা ধাতুর শব্দের মত নহে। এই সমস্ত অবস্থা দ্বারা তুমি ইহাকে প্রস্তরনির্ম্মিত বলিয়া জানিয়াছ; এই সকলও এই স্তম্ভ সম্বন্ধে অপরবিধ বিশেষ জ্ঞান। এইরূপ বহুবিধ বিশেষ জ্ঞান স্তম্ভ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হইয়া ঐ স্তম্ভবিষয়ক পূর্ণ জ্ঞানের অঙ্গীভূত ভাবে বর্ত্তমান থাকে। এই সকল বিশেষ জ্ঞান মূলতঃ ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, এবং কিয়দংশ অনুমানের দ্বারাও অর্জ্জিত হয়, কিন্তু স্তম্ভসম্বন্ধীয় পূর্ণ-জ্ঞানে সকলই একত্র বর্ত্তমান থাকে। ঐ বিশেষ বিশেষ অঙ্গের জ্ঞান সম্যক্ স্তম্ভজ্ঞানের অন্তর্ভূ্ত। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়া লইবে যে সদ্‌ব্রহ্মের যে সম্যক্ দর্শনশক্তি—যাহাকে ঈশ্বরশক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি—তাহার অন্তর্ভূ্তরূপে প্রত্যেক অঙ্গ-বিশেষের দর্শনের বিশেষ শক্তিও অবশ্য আছে—যদ্দ্বারা ঐ অঙ্গ-বিশেষেরই জ্ঞান হয়; সেই শক্তিকে জীবশক্তি বলে। সূর্য্য আকাশে উদিত হইবামাত্র যেমন তাহার সম্যক্ প্রতিবিম্ব চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয় এবং ঐ সম্যক্ প্রতিবিম্বের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত সূক্ষ্ম রশ্মিসকলও তদন্তর্ভূ্তরূপে প্রসারিত হয়, অনন্ত সূক্ষ্ম জীবশক্তিও তদ্রূপ সম্যক্ দর্শনকারী ঈশ্বরের অন্তর্ভূ্তরূপে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর ও জীব, এই উভয়েরই দৃশ্যবস্তু এক সদ্‌-ব্রহ্ম; ঈশ্বর সদ্‌ব্রহ্মকে সম্যক্ দর্শন করেন, জীব ঈশ্বরের অধীন

থাকিয়া সেই সদ্‌ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ অংশ দর্শন করেন। ইহাই জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপগত ভেদ। পরন্তু স্তম্ভদর্শন দৃষ্টান্তে বলিয়াছি যে, বিশেষ বিশেষ স্তম্ভাঙ্গের জ্ঞান সমগ্র স্তম্ভজ্ঞানের অঙ্গীভূত; তদ্রূপ জীবও ঈশ্বরের অন্তর্ভূত জানিবে। অতএব জীব স্বভাবতঃ ঈশ্বরাধীন। ইহাই জীবের স্বরূপ।

বিষয়—ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ থাকা কথার অর্থ কি?

শিষ্য। স্তম্ভ দর্শনের দৃষ্টান্তে সমষ্টি ও ব্যষ্টি জ্ঞান কিরূপ তাহা এক্ষণে বুঝিলাম। কিন্তু ব্রহ্মের ত কোন খণ্ড নাই, তিনি অখণ্ড, নিত্য পূর্ণ বলিয়া পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; জাগতিক বিভিন্ন বস্তুনিচয়ও তাঁহার স্বরূপেরই অন্তর্গত বলিয়াছেন, তবে তাঁহার বিশেষ বিশেষ অঙ্গদর্শন কিরূপে সম্ভব হয়? বিশেষ বিশেষ অঙ্গ বলিতে ত যেমন বৃক্ষের পাতা, ডাল প্রভৃতি পৃথক্ অঙ্গ আছে তাহা বুঝায়, অঙ্গসকলের মিলনে সমষ্টি বৃক্ষ হয়; এই সকল অঙ্গ বৃক্ষের বিশেষ বিশেষ খণ্ড। ব্রহ্মের যখন খণ্ড নাই—তিনি অখণ্ড, তখন তাঁহার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ কিরূপ হইতে পারে এবং ব্যষ্টিদর্শন (বিশেষ বিশেষ অঙ্গের জ্ঞান) কথারই বা অর্থ কি?

গুরু। ইহার উত্তর পূর্ব্বে একপ্রকার বলা হইয়াছে; পরন্তু তোমার বোধের নিমিত্ত পুনরায় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি:—তোমার নিজের স্বরূপে তুমি এক অখণ্ড বলিয়াই ত বোধ কর। তোমার শরীরের হস্তপদাদি নানাবিধ অঙ্গ আছে সত্য, কিন্তু এই শরীরে অধিষ্ঠিত যে একমাত্র চৈতন্যময় পুরুষ আছেন, তাহাই ত তোমার নিজের স্বরূপ। সেই পুরুষ ত সর্ব্বদাই এক আছেন,

গমন করা কালে ঐ গমন কার্য্য সেই এক সম্পূর্ণ পুরুষই (তুমিই) করিতেছ ; তোমার কোন অংশ গমন করিতেছে এরূপ কখনও বোধ কর না ; দর্শনকালে তুমি সম্পূর্ণ পুরুষই দর্শন করিতেছ ; শ্রবণকালে সম্পূর্ণ তুমিই শ্রবণ করিতেছ। এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যেই সম্পূর্ণ তুমিই সেই কার্য্য করিতেছ বলিয়া অনুভব কর। এই কার্য্যগুলি প্রত্যেকই এক তোমারই শক্তিবিশেষের প্রসারণ। এরূপ কখনও অনুভব কর না যে, তোমার একখণ্ড দর্শন করিতেছে, অপর এক খণ্ড শ্রবণ করিতেছে, ইত্যাদি। তুমি এক, অখণ্ডরূপ ; কিন্তু বহুবিধ শক্তি তোমাতে আছে, সেই সকল শক্তি আপন আপন কর্ম্ম করিবার সময় শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়, অন্য সময় তোমার সহিত অভিন্নভাবে স্থিত হয়। তোমার চক্ষু যখন মুদ্রিত করিয়া থাক—কিছু দেখ না, তখনও তোমার দর্শনশক্তি আছে, কিন্তু শক্তিরূপে তাহার প্রকাশ নাই, তোমার সহিত এক হইয়া আছে, দর্শনকার্য্য কালে তোমার শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। এইরূপ অপরাপর শক্তিও কার্য্যকালে শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়, অপর সময় তোমাতে লীন হইয়া তোমার সহিত অভিন্নভাবে থাকে। এক ও অখণ্ড থাকিলেও তুমি নানাবিধ শক্তিসম্পন্ন ; সেই সকল শক্তি পরস্পরের সহিত বিভিন্ন হইলেও, সকলেই তোমার স্বরূপের অন্তর্গত, তোমার সহিত তাহারা সকলেই এক,—তোমার সহিত অভিন্নভাবে নিজেদের পার্থক্য বর্জ্জিত হইয়া তাহারা বর্ত্তমান থাকে, কার্য্যকালে বিশেষ বিশেষ নাম অবলম্বন করিয়া (যেমন একটি দর্শনশক্তি, একটি শ্রবণশক্তি ইত্যাকার নাম অবলম্বন

করিয়া) প্রকাশিত হয়। পরন্তু এই শক্তিসকলকে তোমার অংশ ভিন্ন আর কি বলা যাইবে ? তাহাদিগকে তোমার অংশই বলা যায়। সুতরাং তুমি স্বয়ং নিত্য অখণ্ড হইলেও, এই সকল বিশেষ বিশেষ শক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া তোমাকে বিশেষ বিশেষ অংশযুক্ত বলিয়া কি বর্ণনা করা যায় না ?—যেমন তোমার দর্শনশক্তি যখন প্রকাশিত হয়, তখন দর্শনশক্তিবিশিষ্ট তুমি এইরূপ বর্ণনা করা যায়, শ্রবণকালে শ্রবণশক্তিবিশিষ্ট তুমি, গমনকালে গমনশক্তিবিশিষ্ট তুমি ইত্যাদি। এইসকল অবস্থার পরস্পরের সহিত পার্থক্য আছে। প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ ; পরন্তু প্রত্যেক বিশেষ অবস্থারই অন্তরালে প্রত্যেকের আশ্রয়-রূপে এক অখণ্ড তুমি সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছ। অতএব তুমি এক অখণ্ড হইলেও, তোমার সম্বন্ধে সমগ্র দর্শন ও ব্যষ্টিদর্শন উভয়বিধ দর্শনই সম্ভব। সমগ্র শক্তিযুক্তরূপে তোমার যে দর্শন, তাহা সমগ্র দর্শন, এবং তোমার বিশেষ বিশেষ শক্তিরূপ অংশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কেবল তত্তৎ শক্তিবিশিষ্টরূপে যে তোমার দর্শন তাহা ব্যষ্টিদর্শন। অতএব এই উভয়বিধ দর্শনই এক তোমার সম্বন্ধে সম্ভব হয়, ইহাতে কোন বিরোধ নাই। তুমি এক অখণ্ড থাকা সত্ত্বেও শক্তিসকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তোমার ব্যষ্টি-দর্শনেরও সম্ভাবনা আছে। তুমি অখণ্ড থাকা, এবং তোমার ব্যষ্টিরূপে দর্শন হওয়া এই উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ব্রহ্মের সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। তিনি অখণ্ড ও নিত্য পূর্ণ স্বভাব, অথচ নিত্য অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ; ঐ সকল শক্তিই তাঁহার বিশেষ বিশেষ অংশ ; শক্তিসকলের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য আছে

কিন্তু প্রত্যেকেরই তাঁহার সহিত অভিন্নতাও আছে। প্রত্যেক শক্তিরই দ্বিবিধ অবস্থা। ব্রহ্মের সহিত একত্বভাবে স্থিতি একটি এবং শক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া বিশেষ নামরূপে অভিব্যঞ্জিত হওয়া অপর একটি। যেমন দর্শনকার্য্য না থাকা কালে তোমার দর্শনশক্তি তোমার সহিত এক হয়, কিন্তু কার্য্যকালে তোমার একটি বিশেষ শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়,—তুমি দর্শনশক্তিবিশিষ্ট-রূপেই তখন লক্ষিত হও, তদ্রূপ সদ্‌ব্রহ্ম বিশেষ বিশেষ অনন্ত শক্তিসম্পন্ন থাকায়, বিশেষ বিশেষ নাম ধারণ করিয়া অনন্ত জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েন। প্রকাশিত হয়েন কথার অর্থ তাঁহার চিতি শক্তির বিষয়ীভূত হয়েন, (ঈশ্বরের সমগ্রভাবে, জীবের ব্যষ্টিভাবে বিষয়ীভূত হয়েন)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমগ্ররূপে দর্শনকারী চিৎশক্তিযুক্ত সদ্‌ব্রহ্মের নামই ঈশ্বর, ব্যষ্টি-রূপে দর্শনকারী চিৎশক্তির নামই জীব।

বিষয়—স্থূল জগৎকে কিরূপে ব্রহ্মের শক্তিমাত্র বলা যাইতে পারে?

শিষ্য। সদ্‌ব্রহ্ম চিৎশক্তিযুক্ত, অনন্ত শক্তিসম্পন্ন এবং তাঁহার শক্তির অনন্ততাহেতু ঐ চিৎশক্তির বিষয়ও অনন্ত; সুতরাং সম্যক্ দর্শন-কারী চিৎ (ঈশ্বর) এবং ঈশ্বরের অংশরূপী ব্যষ্টিদর্শনকারী চিৎ (জীবসমূহ), ইহাদের মধ্যে যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ আছে এক্ষণে বুঝিলাম। পরন্তু আপনি বলিয়াছেন যে এই বিচিত্র জগৎ সমস্তই ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপ, প্রকাশিত অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ হয় কিন্তু মূলতঃ তাঁহার সহিত এক হইয়া আছে; যেমন আমার দর্শনশক্তি কার্য্যকালে দর্শনশক্তি নামে প্রকাশিত হয়, অপর সময় আমার সহিত এক হইয়া থাকে, তদ্রূপ। কিন্তু শেষোক্ত

কথাটি এক্ষণেও আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই। জগৎ জড় বস্তু—বৃহৎ; তন্মধ্যস্থিত প্রস্তরাদি অতি কঠিন। পরন্তু শক্তি অতি সূক্ষ্ম, দৃষ্টতঃ শক্তির কোন অবয়বই নাই, কেবল কার্য্য দ্বারা তাহার সত্তার পরিচয় হয়। অতএব দৃশ্যমান স্থূল জগৎকে শক্তিনামে কিরূপে আখ্যাত করা যায়? শক্তির দ্বারা ইহা চালিত হইতে পারে, ইহা দৃষ্ট, শ্রুত, স্পৃষ্ট, আস্বাদিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা নিজে কোন প্রকার শক্তিমাত্র, এইরূপ ত বলা যায় না? অতএব ইহাকে কিরূপে ব্রহ্মের শক্তি বলা যাইতে পারে তাহা আরও পরিষ্কার করিয়া বলুন।

গুরু। স্থূল এবং সূক্ষ্মের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ আছে মনে করিতেছ বস্তুতঃ তাহা প্রকৃত নহে। দেখ, জলীয় বাষ্প অতি সূক্ষ্ম, তাহার অস্তিত্ব তোমার একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও বোধগম্য হয় না; একখানা আর্দ্র বস্ত্র শুকাইতে দাও, ইহাতে সংলগ্ন জলীয় কণাসকল বিশ্লিষ্ট হইয়া বাষ্পাকার অবলম্বন করে, বস্ত্রখানা শুষ্ক হইয়া যায়; বস্ত্রের জল বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া বস্ত্রকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। পুষ্করিণীর জল, নদীর জলও এই প্রকার উড়িয়া যায়। এই বাষ্প তোমার সমীপে বায়ুতে বর্ত্তমান থাকিলেও তুমি তাহা বোধগম্য করিতে পার না। ঐ বাষ্প যখন ঘনীভূত হইয়া মেঘাকারে পরিণত হয় তখন তাহা ধূমবৎ দৃষ্টিগোচর হয়, আরও অধিক ঘনীভূত হইলে জলরূপ ধারণ করিয়া ভূতলে পতিত হয়। কখনও বা ততোধিক ঘনীভূত হইলে প্রস্তরের ন্যায় কঠিন বরফ আকারে পরিণত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়। বরফ, জল ও বাষ্প এই তিনটি বাস্তবিকই এক পদার্থ। পৃথিবীর ধূলি, মৃত্তিকা,

প্রস্তর এতৎ সমস্তই স্থূল ও কঠিন এবং অবয়ব-বিশিষ্ট ইহা সত্য। কিন্তু ইহাদেরও পরমাণুসকল অতি সূক্ষ্ম; অগ্নিতে গলিয়া প্রস্তর মৃত্তিকা সমস্তই তরলরূপ ধারণ করে, অগ্নি অধিক হইলে অতি সূক্ষ্ম বায়বীয় আকার ধারণ করিয়া বায়ুর সহিত একীভূত হইয়া বিচরণ করে। ঐ বায়বীয় অবস্থায় তাহারা তোমার কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না। একটি কাষ্ঠখণ্ডকে অতি স্থূল কঠিন বলিয়া বোধ কর, অগ্নিসংযোগে ইহার অধিকাংশ বায়বীয় আকার ধারণ করিয়া বায়ুর সহিত একীভূত হইয়া উড়িয়া যায়। তোমার কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐ সূক্ষ্মাবস্থায় তাহা অনুভব করিতে পার না; সকল জাগতিক বস্তু সম্বন্ধেই এইরূপ নিয়ম আছে,—কখন সূক্ষ্ম, কখন স্থূল। মূলতঃ জাগতিক সমস্ত পদার্থই অদৃশ্য সূক্ষ্মাবস্থা হইতেই স্থূলাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব স্থূল সূক্ষ্মের প্রভেদ অতি অকিঞ্চিৎকর।

শক্তি এবং দৃশ্য বস্তুসকল এক বলিয়া বোধ করিতে পার না বলিয়াছ; সাধারণ দৃষ্টিতে এইরূপই বোধ হয় সত্য। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, এই দৃষ্টতঃ প্রভেদও বস্তুতঃ অকিঞ্চিৎকর, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি:—তুমি একটি স্থূল পদার্থ একদিন দর্শন করিলে, দর্শন করিবার সময় তদ্বিষয়ে তোমার জ্ঞান হইল; তৎপর তুমি অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, অন্য স্থানে গমন করিলে, আর পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থটি তোমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত রহিল না, তুমি তাহা ভুলিয়া গেলে। দীর্ঘকাল পরে কোন উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হওয়াতে তোমার পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থটি স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া পুনরায় তোমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইল। তখন সেই পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থটি তোমার সাক্ষাতে নাই, হয়ত তাহার তদ্রূপে

অস্তিত্বও তখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে তোমার স্মৃতিতে উদয় হওয়াতে তাহা বর্ত্তমানবৎ তোমার জ্ঞানগম্য হইল। এক্ষণ চিন্তা করিয়া দেখ, তোমার স্মৃতিতে উদিত রূপটি এই দীর্ঘকাল কোথায় অবস্থিত ছিল। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে যে, তোমার দর্শনেন্দ্রিয় যেমন দর্শনকার্য্যকালে প্রকাশিত হয়, অপর সময় তোমার বুদ্ধির সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া অদৃশ্যভাবে অবস্থিত থাকে এবং পুনরায় দর্শনকার্য্যের প্রয়োজন হইলে পুনরায় প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ এই পূর্ব্বদৃষ্ট স্থূল পদার্থটিও প্রথম দর্শনকালে তোমার বুদ্ধিতে আপন স্বরূপ অঙ্কিত করাতে, তাহা তোমার দর্শনের বিষয় হইয়াছিল ; কিন্তু পরে তুমি অন্য-স্থানে গমন করায় এবং অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় ইহার জ্ঞান তোমার বিলুপ্ত হইয়াছিল। পরন্তু প্রথম দর্শনকালে তোমার বুদ্ধিতে ইহার যে প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছিল সেই প্রতিবিম্বটি বুদ্ধির সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া, স্বীয় নাম রূপ বিবর্জ্জিত হইয়া বুদ্ধিতেই বর্ত্তমান ছিল, পরে উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হওয়াতে পুনরায় স্বীয় বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ায় তোমার বোধগম্য হইয়াছে ; ইহারই নাম স্মৃতি। দৃষ্ট পদার্থ-সকলের রূপ বুদ্ধিতে স্থিত না থাকিলে তাহার সম্বন্ধে স্মৃতি হওয়া অসম্ভব ; স্মৃতির সময়ে পূর্ব্বদৃষ্ট বাহ্য বস্তুটি বর্ত্তমান থাকে না অথচ তাহার জ্ঞান হয় ; পরন্তু অস্তিত্বহীন বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের রূপ বুদ্ধিতে বর্ত্তমান ছিল, এক্ষণে (স্মৃতিকালে) উদ্দীপক কারণ পাইয়া পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব তোমার দর্শনশক্তি যেমন তোমার বুদ্ধির সহিত এক হইয়া অপ্রকাশভাবে বর্ত্তমান থাকে, দর্শনের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে প্রকাশিত হয়, ঠিক তদ্রূপ দৃষ্ট বাহ্য বস্তুটির রূপও বুদ্ধির

সহিত একীভূত হইয়া অপ্রকাশভাবে বর্ত্তমান থাকে, পরে উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলে পুনরায় প্রকাশিত হইয়া বোধগম্য হয়। অতএব বুদ্ধির সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া যেমন দর্শনশক্তি বর্ত্তমান থাকে, ঠিক তদ্রূপই বাহ্যবস্তুর স্থূলরূপও বুদ্ধিতে একতাপ্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান থাকে,—যখন বাহ্যবস্তুর স্থূলরূপ এবং দর্শনশক্তি উভয়ই বুদ্ধি হইতে অভিন্ন হইয়া বর্ত্তমান থাকে, তখন ঐ স্থূলরূপ ও দর্শনশক্তি উভয়কেই একই বুদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত রূপ বলিয়া কি বোধগম্য করা উচিত নহে ? (বুদ্ধিরই অন্যতর নাম "চিত্ত" বলিয়া জানিবে)। যখন উভয়ই এক বুদ্ধিরই বিশেষ বিশেষ প্রকাশিত রূপ, তখন ইহাদিগকে সম শ্রেণীর পদার্থ বলিয়া নিশ্চয়ই অবধারণ করা উচিত। বস্তুতঃ জগৎসৃষ্টি ব্যাপার বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিতে গিয়া সাংখ্য দর্শনকার (এবং সাংখ্য-দর্শনের ঠিক অনুরূপ পৌরাণিকগণ পুরাণ সকলে সর্ব্বত্র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক বুদ্ধিতত্ত্বই বিকারপ্রাপ্ত হইয়া অহংতত্ত্বরূপে প্রকাশিত হয়, এবং অহংতত্ত্ব বিকারপ্রাপ্ত হইয়া এক দিকে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র, এবং এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে আকাশ, মরুৎ, তেজ, অপ্ এবং ক্ষিতি ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। অপরদিকে মন ও দর্শন শ্রবণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রকাশিত হয়। এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে পূর্ব্বোক্ত শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র এবং আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত বর্ত্তমান থাকে। এই সকল তত্ত্ব প্রকাশ হওয়ার প্রণালী "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়ের ৩য় পাদে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠে ইহা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারিবে। অতএব রূপাদি-বিশিষ্ট জাগতিক বস্তুনিচয় ও দর্শনাদি শক্তির মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই ; ইহারা সকলই এক বুদ্ধিরই প্রকাশিত অবস্থাভেদ মাত্র।

বিষয়—কর্ম্মের দ্বারা বস্তু নূতন উৎপন্ন হয় দেখা যায়, ব্রহ্মে বস্তু সকল নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকিলে ইহা কিরূপে হয় ?

শিষ্য। দর্শনাদি শক্তি ও রূপ রসাদি বস্তু সমস্তই বুদ্ধির বিকার ইহা বুঝিলাম, ইহাদের মধ্যে যেরূপ ভেদ থাকা বোধ করিতাম তদ্রূপ ভেদ নাই বুঝিলাম ; পরন্তু এখনও আমার সংশয় সম্পূর্ণ রূপে মিটে নাই। প্রত্যেক বস্তু তাহার কারণরূপী বস্তুর কর্ম্মচেষ্টা (কোন না কোন ব্যাপার) দ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া বোধ করিয়া থাকি। বস্তুর উৎপত্তি সেই ব্যাপারের ফল। নূতন উৎপন্ন বস্তুটি কারণের কার্য্যস্বরূপ বলিয়া বোধ করি। আপনি বলিয়াছেন জাগতিক সমস্ত বস্তুই নিত্য সদ্ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছে ; তবে আমরা যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ দেখি এবং কারণ-বস্তুর শক্তি প্রয়োগরূপ চেষ্টার দ্বারা কার্য্য বস্তু উৎপন্ন হয় বলিয়া বোধ করি ইহা কিরূপে হইতে পারে ? কারণ-বস্তুর শক্তি প্রয়োগ দ্বারা কার্য্য-বস্তুর উৎপত্তি বিষয়ে বাধাসকল দূর করিয়া এবং কখন কখন দুই তিনটি অথবা অধিক বস্তু একত্র করিয়া কার্য্য-বস্তু উৎপাদন করে, ইহাই সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হয়। তবে কার্য্য-বস্তুও শক্তির ন্যায় সদ্ব্রহ্মে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা কিরূপে ধারণা করিতে পারা যায় ?

গুরু। তোমার এই সন্দেহ অধিকাংশ লোকের মনেই হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। পরন্তু নিবিষ্ট চিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে এই সন্দেহ অমূলক। দেখ, জড় জগতে সর্ব্বত্রই এই কার্য্য-কারণভাব দৃষ্ট হয় ; যেন প্রত্যেক বস্তুই

নূতন উৎপন্ন হইতেছে এইরূপ অনুভব সর্ব্বদা হইয়া থাকে। পরন্তু জড় জগতের সমস্ত ব্যাপার যে অলঙ্ঘনীয় নিয়মাধীন তাহা জড় বিজ্ঞানেও নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে। এই সকল নিয়ম (law) যে পরিমাণে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতেছে, সেই পরিমাণে আমরা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণী প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছি। ঝড় সকল প্রকাশিত হইবার কিছু পূর্ব্বেই তাহার বিজ্ঞাপন গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করেন। অদ্যাপি ভারতবর্ষে এমন জ্যোতিষী আছেন, যাঁহারা তোমার জীবনের প্রত্যেক ভবিষ্যৎ ঘটনা গণনাদ্বারা সেই সকল ঘটনা ঘটিবার বহু পূর্ব্বে নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিতে পারেন, অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই সকল ঘটনা যে প্রকাশিত হইবে, তাহা পূর্ব্বাবধি অবধারিতই আছে। যদি জাগতিক সমস্ত নিয়মের বিজ্ঞান আমাদের জন্মে, তবে জাগতিক সমস্ত ঘটনারই ভবিষ্যৎ জ্ঞান আমাদের উপজাত হওয়া সম্ভব। যোগীপুরুষগণ তোমার ভূত ভবিষ্যৎ ভাগ্য, ভূত ভবিষ্যৎ কর্ম্ম ও সুখদুঃখাদি বলিয়া দিতে সমর্থ; এই বিষয়ে ভারতবর্ষে এ যাবৎ প্রমাণাভাব হয় নাই। পরন্তু ঈশ্বর যে সর্ব্বজ্ঞ তাহাতে কিছু সন্দেহ নাই; এই সমস্ত জাগতিক নিয়মের নিয়ন্তা তিনিই। সুতরাং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে প্রকাশিত সমস্তই যে তাঁহার জ্ঞানে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা কিরূপে অস্বীকার করিতে পারা যায়? যদি ঈশ্বরজ্ঞানে সমস্তই নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্য হয়, তবে যাহা প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাই জীবজ্ঞানে পর পর প্রকাশিত হয় বলিতে হইবে।

বস্তুসকলের নূতন উৎপত্তি হওয়া যে আমরা বোধ করি তাহার কারণ এই যে, তৎসমস্ত পূর্ব্বে আমাদের জ্ঞানের বিষয় থাকে না পরে প্রকাশিত হয়। পরন্তু একেবারে "নাই" হইতে হঠাৎ আপনা হইতে প্রকাশিত হইল, ইহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। প্রত্যেক বস্তু কোন কারণ বিনা একেবারে নাই অবস্থা হইতে হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছে ইহা কোন জীব মনে করিতে পারে না। কোন উপাদান-কারণ কোন নিমিত্ত-কারণের দ্বারা চালিত হইয়া নূতন বস্তুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাই সর্ব্বসাধারণের ধারণা। নিমিত্ত-কারণরূপ কুম্ভকার উপাদান-কারণরূপ মৃত্তিকা অবলম্বন করিয়া নিজ ব্যাপার দ্বারা মৃত্তিকাকে কুম্ভরূপে পরিণত করে, ইহাই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় ও সত্য। বস্তুতঃ সমস্ত বস্তুই সদ্ব্রহ্মে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কোন বস্তুই নাস্তি অবস্থা হইতে প্রকাশিত হয় না; অতএব সর্ব্বসাধারণ জীবের এই শেষোক্ত ধারণা সম্পূর্ণ সত্য, অমূলক নহে। পরন্তু সদ্ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক বস্তুই পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী অপর বস্তুর সহিত যোগে জীবের বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়। যেটির পর যেটি প্রকাশিত হইবে তাহার অলঙ্ঘনীয় নিয়ম আছে। যে বস্তুটি পূর্ব্ববর্ত্তী না হইলে পরবর্ত্তী বস্তুটির প্রকাশ হয় না, পরবর্ত্তী বস্তুটির বিদ্যমানতা বিষয়ক জ্ঞান যে স্থলে উপজাত হয় পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তুটিরও বিদ্যমানতা বিষয়ক জ্ঞান সেই সেই স্থলে সর্ব্বদাই হইয়া থাকে এইরূপ যে যে স্থলে আমরা দেখি, সেই সেই স্থলেই সেই সেই বস্তুর মধ্যে কার্য্যকারণ-বিদ্যমানতা বিষয়ক সম্বন্ধ আছে বলিয়া বর্ণনা করি। বস্তুতঃ যাহাকে কারণবস্তুর

ব্যাপার বলা যায়, তাহাও এক একটি বিশেষ অবস্থার ক্রমিক প্রকাশ মাত্র। সম্পূর্ণ কুম্ভাকারে পরিণত হইবার পূর্ব্বে মৃত্তিকা-পিণ্ড যে সমস্ত অবস্থার ভিতর দিয়া যায় বলিয়া বোধ করি, সেই সমস্ত অবস্থাও পর পর ক্ষণব্যাপী বহু অবস্থার সমষ্টিমাত্র। ইহা আরও পরিষ্কার করিয়া একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। তোমরা বায়স্কোপ (bioscope) যন্ত্র দেখিয়াছ; তাহাতে কখনও এইরূপ দেখায় যে, একজন এক স্থান হইতে কোন দ্রব্য চুরি করিয়া পলায়ন করিল; চোর বস্তুটি লইয়া যাইতেছে টের পাইয়া গৃহস্থ তলবার হাতে লইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল; নানা গলি, পাহাড়, জঙ্গল অতিক্রম করিয়া গৃহস্থ চোরের সমীপবর্ত্তী হইলে, উভয়ে লড়াই করিতে লাগিল; লড়াই করিতে করিতে গৃহস্থ তলবার দ্বারা চোরের শিরশ্ছেদ করিয়া নিজের বস্তু উদ্ধার করিল, ইত্যাদি। বস্তুতঃ এইরূপ ঘটনা ঘটিবার কালে একজন লোক সঙ্গে থাকিলে, সে যেমনভাবে সত্য সত্য ঘটনা সকল দেখে, পরে বায়স্কোপ যন্ত্র দ্বারা ঠিক তদ্রূপেই তাহা অপরকে দেখান যায়। সত্য ঘটনা সকল ঘটিবার কালে প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাদের যেমন যেমন রূপ সকল দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার ফটোগ্রাফ ক্রমান্বয়ে অতি দ্রুতবেগে গ্রহণ করিয়া রক্ষিত করা হয়, সেই সকল ফটোগ্রাফ যন্ত্রে আরূঢ় করিয়া দ্রুতবেগে একটির পর আর একটি ক্রমান্বয়ে দর্শক-বৃন্দকে প্রদর্শন করা হয়। সত্য ঘটনা ঘটিবার সময় যেমন একটি 'কার্য্য' অপর একটি 'কারণ' বলিয়া অনুভূত হয়, বায়স্কোপ যন্ত্রস্থ চিত্রসকলকে পর পর প্রদর্শন করা কালেও

ঠিক তদ্রূপ ঐ সকল ঘটনা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে অবস্থিত থাকা দৃষ্ট হয়, ইহাতে কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না। পরন্তু বায়স্কোপ দর্শনকালে যে দৃশ্য পদার্থসকলের (ছবি সকলের) কেবল পর পর দর্শনমাত্র হয়, পরস্পরের মধ্যে অন্য কোন সম্বন্ধ নাই, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। তাহাদের মধ্যে কারণ-স্থানীয় যে পদার্থটি স্থূল চক্ষে দৃষ্ট হয়, বস্তুতঃ কার্য্যস্থানীয় বস্তুটির প্রকাশ বিষয়ে ঐ দৃষ্টতঃ কারণ-স্থানীয় বস্তুটির কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই, তোমার নিকট অব্যবহিত পর পর প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। ব্রহ্ম-সত্তাতে এইরূপ জাগতিক সমস্ত চিত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। জীব কালশক্তির অধীন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; সুতরাং জীবের জ্ঞানে ঐ সকল চিত্র পর পর প্রকাশিত হইতেছে। দুইটি বস্তু এক বিশেষ অবস্থায় প্রকাশিত হইলে, তাহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাকেই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বলিয়া আমরা বোধগম্য ও ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। দেখ, তুমি নিজে যখন কোন অঙ্গ চালনা করিতেছ বলিয়া বোধ কর, তখন ঐ অঙ্গের বিশেষ বিশেষ অবস্থারই জ্ঞান তোমার পর পর হইয়া থাকে। একটি প্রস্তর ঠেলিয়া দিতে তুমি শক্তি প্রয়োগ করিতেছ বলিয়া মনে কর; ঠেলিয়া দেওয়া কার্য্যে তোমার শরীরাভ্যন্তরিক অঙ্গ সকলের যে যে বিশেষ অবস্থা প্রকাশিত হয়, তাহার অনুভব ভিন্ন আর কি জ্ঞান ঐ শক্তি সম্বন্ধে তোমার আছে? দ্রুতবেগে অনুভব সকল পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, তন্নিমিত্ত তাহাতে তোমার এক ধারাবাহিক একত্ব বুদ্ধি হয়। যেমন ভিন্ন ভিন্ন জলবিন্দু দ্রুতবেগে সংলগ্ন-

ভাবে পর পর নদীতে চলিতে থাকে, কিন্তু তৎসমস্ত এক নদী বলিয়া বোধ জন্মে; যেমন প্রদীপশিখা প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন হইলেও, এক অখণ্ড প্রদীপশিখা বলিয়া বোধ হয়, ইহাও তদ্রূপ জানিবে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইলেও সংলগ্ন ভাবে অনুভূতির বিষয় হওয়ায় সেই সকলকে প্রবাহরূপে স্থিত একটি বস্তু বলিয়া তুমি বোধ কর।

পরন্তু তোমার একই শক্তি যেন প্রবাহরূপে গমন করিয়া কার্য্যসকল প্রকাশিত করে, এই যে তোমার বোধ তাহার একটি সত্য কারণও আছে, তোমার এই বোধ একান্ত অলীক নহে। দেখ, তোমার নিজের সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ শক্তিপ্রয়োগ কার্য্যে তোমার নিজের একত্ব বোধ নিত্যই অনিবার্য্য রূপে বর্ত্তমান থাকে; দর্শনকার্য্যও তোমার, শ্রবণকার্য্যও তোমার, স্পর্শকার্য্যও তোমার; বাল্যকালে যে তুমি, যৌবনকালেও সেই তুমি, এবং বার্দ্ধক্যেও সেই তুমি; সুস্থাবস্থায় যে তুমি, অসুস্থাবস্থায়ও সেই তুমি; তোমার নিজের একত্ব বোধ সর্ব্বাবস্থাতেই সমভাবে প্রত্যেক বিষয়ের অনুভূতির সহিত বর্ত্তমান আছে। এই একত্ব বোধ অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু ইহা ভ্রম নহে। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক সদ্ব্রহ্মই সদ্বস্তু, তিনি চিচ্ছক্তিযুক্ত; ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশক্তি তাঁহারই এক চিৎশক্তির অঙ্গীভূত। এই ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশক্তিযুক্ত সদ্ব্রহ্মেরই নাম জীব। সুতরাং তিনি প্রত্যেক দর্শনকার্য্যের মূলে অবস্থিত আছেন; এবং দৃশ্যস্থানীয় সমস্তই তাঁহার স্বরূপান্তর্গত; যখন কারণবস্তুও তিনি, কার্য্যবস্তুও তিনি এবং যাহাকে কারণবস্তুর ব্যাপারাবস্থা বলি তাহাও তিনি, তখন এক কারণবস্তুই কার্য্যরূপতা প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া যে অনিবার্য্য বোধ তোমার আছে, ইহাকে কেবল অলীক ভ্রম মাত্র বলা যাইতে পারে না।

এক বিশেষ রূপবিশিষ্ট হইয়া কারণবস্তুই কার্য্যরূপে প্রকাশিত হইতেছে। বিশেষ বিশেষ রূপরসাদি গুণসমষ্টির আশ্রয় এক সদ্ব্রহ্ম, ইহা সত্য। অতএব তোমার ধারণা অমূলক নহে; তোমার নিজের অঙ্গীভূত ব্যাপার সমূহ আশ্রয়রূপী এক অখণ্ড তোমারই ব্যাপার বলিয়া তোমার যে বোধ আছে, তাহাও অলীক নহে। তোমার নিজের সম্বন্ধীয় এই ধারণাকেই দৃষ্ট বাহ্য বস্তুর ব্যাপার সম্বন্ধে আরোপ করিয়া, ঐ বাহ্য বস্তুরও তদ্ব্যাপারের প্রবাহরূপে একত্ব বোধ তোমার উপজাত হয়; ইহাও মিথ্যা নহে; কারণ বিশেষ বিশেষ রূপ, রসাদি গুণসমষ্টির আশ্রয়ীভূত গুণী বস্তু এক সদ্ব্রহ্ম; তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তোমার আশ্রয়ীভূত যেমন সদ্ব্রহ্ম, তদ্রূপ প্রত্যেক বাহ্য রূপেরও আশ্রয়স্থানীয় সদ্ব্রহ্ম। তিনি স্বীয় চিতি শক্তির দ্বারা একদিকে দ্রষ্টা জীবরূপে, অপরদিকে দৃশ্য বস্তুরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। তোমার বাহ্য রূপ ও শক্তির ব্যাপারের পরিবর্ত্তন অহর্নিশ হইতেছে, তাহাতেও তুমি এক আছ, এবং এক থাকিয়া ব্যাপার সকল সম্পাদন করিয়া বালক, যুবা, বৃদ্ধ, দুঃখী, সুখী ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইতেছ। এতদ্দৃষ্টে বাহ্যবস্তুর রূপ, রসাদি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এক স্থায়ী পদার্থ আছে, এবং সেই স্থায়ী পদার্থও নিজে এক থাকিয়া কেবল রূপ, রসাদি গুণ বিষয়ে পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া তোমার ধারণা অলঙ্ঘ্যরূপে বর্ত্তমান আছে; ইহা সত্য ধারণা, অমূলক নহে। বাহ্য স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ মাত্র তোমার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি অবগত হও; ঐ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু তথাপি সেই বস্তুর পূর্ব্বাপর একত্ব বিষয়ে তোমার বোধ অলঙ্ঘনীয়। একটি গোলাপের কলি অদ্য এক স্থানে দেখিলে; দুই দিন পরে তাহার সমস্ত অঙ্গ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেও—

তাহার রূপ, রসাদি সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইলেও, পূর্ব্ব দৃষ্ট গোলাপ কলি ও পরে দৃষ্ট শুষ্ক গোলাপ একই বস্তু বলিয়া তোমার অলঙ্ঘনীয় ধারণা থাকে; এই ধারণা মিথ্যা নহে। ইহার কারণ এই যে ঐ রূপ-রসাদিকে একটি স্থায়ী বস্তুর গুণ মাত্র বলিয়া তোমার অলঙ্ঘনীয় ধারণা আছে; সুতরাং রূপ, রসাদি গুণ পরিবর্ত্তিত হইলেও তাহাদের আশ্রয়স্থানীয় গুণী বস্তুটির একত্ব বোধ তোমার সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। সেই আশ্রয় বস্তুর স্বরূপ তোমার ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে; কিন্তু ইহা যে আছে তৎসম্বন্ধে তোমার ধারণা কোন প্রকারে বিনষ্ট হয় না। এই আশ্রয় বস্তু সদ্ব্রহ্ম; সেই সৎ যে সদা চিৎশক্তিবিশিষ্ট তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; অপর সমস্ত শক্তিই ঐ চিৎশক্তির অন্তর্গত। সর্ব্ববিধ জাগতিক শক্তিবিষয়ে তোমার জ্ঞানও তোমার নিজের স্বরূপগত চিৎশক্তির অনুভব হইতেই উপজাত হয়। এই চিৎশক্তিরই অপর নাম ঈক্ষণ অথবা দর্শন শক্তি অথবা চিতি শক্তি; এই ঈক্ষণ শক্তি জগদ্ব্যাপার প্রকাশের মূল। শ্রুতি বহুস্থলে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।
তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি ॥"

অস্যার্থ :—হে সৌম্য, দৃশ্যমান্ এই জগৎ অগ্রে (অর্থাৎ রূপাদি দ্বারা বিশেষরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে) সদ্রূপে (সদ্ব্রহ্মরূপে) বর্ত্তমান ছিল। সেই সৎ এইরূপ "ঈক্ষণ" করিলেন যে আমি বহু হইব, আমার বহুরূপে প্রকাশ হউক।

এই শ্রুতি এবং এই প্রকার অন্যান্য শ্রুতি দ্বারা এই সার তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে প্রকাশিত সমগ্র জগৎ সদ্রূপ ব্রহ্মের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত আছে। তাঁহার ঈক্ষণ শক্তি প্রভাবে

তিনি আপনিই আপনাকে অনন্ত জগদ্রূপে প্রকাশিত (দর্শন) করিয়া থাকেন। পরন্তু এস্থলে উক্ত শ্রুতির উল্লিখিত "আসীৎ" পদ অতীতকাল-বাচী হওয়াতে, এরূপ বুঝিবে না যে 'সৎ' রূপ ব্রহ্মের ঈক্ষণ শক্তির এককালে অভাব ছিল, কালান্তরে প্রাদুর্ভূত হইল। শক্তি এক কালে থাকে, কালান্তরে থাকে না—এইরূপ হইলে সেই শক্তিমানকে পরিবর্ত্তন-শীল বলিতে হয় ; অতএব ব্রহ্ম পরিণামী হইয়া পড়েন। কিন্তু পরিণামিত্ব ব্রহ্ম সম্বন্ধে অসংখ্য শ্রুতি নিবারণ করিয়াছেন ; তিনি সর্ব্বদা একরস—অক্ষর। যাহা কিছু পরিবর্ত্তনশীল তাহা ক্ষর—বিনাশধর্ম্মশীল। সুতরাং ব্রহ্মের পরিণামশীলত্ব সর্ব্ববিধ শাস্ত্রের অগ্রাহ্য ; তিনি পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং কালাধীন হইলে, জীবের সহিত তাঁহার কোন পার্থক্যই থাকে না, তিনি অনীশ্বর হইয়া পড়েন। তবে পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্য প্রভৃতি শ্রুতি যে অতীতকালবাচী "আসীৎ" পদ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা জগতের প্রকাশিত অবস্থার অতীত অর্থাৎ দৃষ্টির অবিষয়ীভূত ব্রহ্মরূপতা যে জগতের আছে, তাহাই বুঝাইবার অভিপ্রায়ে।

কেমন এইক্ষণ তোমার সংশয় দূর হইয়াছে কি ?

বিষয়—ব্রহ্মেই বস্তুনিচয় নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকিলে এবং দ্রষ্টা জীবও ব্রহ্মের অঙ্গীভূত হইলে বস্তুসকল পৃথক্‌রূপে থাকাই বা কিরূপ হয় ?

শিষ্য। হাঁ, এইক্ষণ অনেকটা বুঝিয়াছি বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটি বিষয় আরও কিছু পরিষ্কার করিয়া শুনিতে ইচ্ছা হয়। ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু, তাঁহাতেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার বাহিরে কিছু নাই। তবে তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকিলেও কিরূপে আবার জগৎ তাঁহা হইতে বাহিরে পৃথক্‌রূপে বর্ত্তমান থাকা তাঁহার জীবশক্তির গোচর হয়, এই বিষয়টি এখনও ভালরূপ ধারণা

করিতে পারি নাই। আমার নিজের দর্শনাদি শক্তিসকলের যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, সেই সকল শক্তি কার্য্যকালে যেন আমা হইতে বাহির হইয়া গিয়া আমার বাহিরে স্থিত বস্তু রূপাদি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে ; সকল বস্তুই আমাতে বর্ত্তমান থাকিলে বস্তু-সকলের বিভিন্নত্ব বোধ কিরূপে হইতে পারে? এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। এই বিষয়টি বুঝাইবার জন্য এক প্রস্তরখণ্ডের ভিতরে কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা ইত্যাদি নানা মূর্ত্তির দর্শন যে হইতে পারে ও হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রস্তর খুদিয়া মূর্ত্তিসকলকে বাহির করিবার পূর্ব্বেও যেমন ঐ সকল মূর্ত্তি প্রস্তরখণ্ডের অঙ্গীভূত হইয়াছিল, প্রস্তরের অপর অংশসকল খুদিয়া বাহির করিয়া কোনও বিশেষ মূর্ত্তি প্রকাশিত করিবার পরেও সেই মূর্ত্তি প্রস্তরের অঙ্গীভূতই হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা নূতন রূপে প্রকাশিত হইল বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক অপর দৃষ্টান্তের দ্বারা এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিতেছি। তোমার স্মৃতি-শক্তির কথা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিবে যে, অতীতকালে দৃষ্ট বস্তুটি প্রত্যক্ষীভূত হইবার কালে বাহিরেই স্থিত থাকিলেও পরে স্মৃতির সময় ইহা বর্ত্তমান থাকে না ; যেরূপটির জ্ঞান স্মৃতির সময় হয়, তাহা তৎকালে তোমার নিজের বুদ্ধিতেই অবস্থিত, বাহিরে নহে ; অথচ তুমি ইহাকে বাহ্যবস্তু বলিয়া বোধ কর। এইরূপ যত কল্পনা তুমি করিয়া থাক, তৎসমস্তই ত তোমার বুদ্ধিতেই স্থিত, তোমার বাহিরে ত কল্পনাদৃষ্ট বস্তু একটিও নাই ; অথচ প্রত্যক্ষের ন্যায় সেই সমস্ত বস্তুকে তোমা

হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া কল্পনা কালে বোধ কর। স্বপ্নে ত কত কিছু কার্য্য কর, কত নূতন ও পুরাতন স্থান, কত বস্তু, কত মনুষ্যাদি দর্শন কর; সেই সকল ত বাস্তবিক তোমার বাহিরে স্থিত নহে, তোমার বুদ্ধিতেই স্থিত, কল্পনাশক্তি বলে প্রকাশিত, অথচ তৎসম্বন্ধে ঠিক প্রত্যক্ষবৎ জ্ঞান তোমার হইয়া থাকে। স্বপ্নকালে তুমি নিজে নিদ্রা যাও, অথচ একাংশে কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া স্বপ্নে নানাবিধ কার্য্য কর, নানাবিধ দর্শনাদি করিয়া থাক। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিবে। এইক্ষণ এই বিষয় পরিষ্কার হইয়াছে কি?

বিষয়—ব্রহ্ম সদ্‌রূপ, কিন্তু এই সৎএর কি কোন বিশেষণ নাই যদ্দ্বারা তাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়।

শিষ্য। এইক্ষণ আর সংশয় নাই বলিয়াই বোধ হয়; সদ্ব্রহ্মই অনন্তরূপী জগতের আশ্রয়, এবং এই সদ্রূপেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অনন্ত বিভিন্নরূপে তাঁহার চিচ্ছক্তির দ্বারা দৃষ্ট ও অনুভূত হয়; জীব সম্যক্ চিচ্ছক্তির অংশবিশেষ; সুতরাং সম্যক্ দ্রষ্টা ঈশ্বর এবং জীবে অংশ অংশী (দ্বৈতাদ্বৈত) সম্বন্ধ, ইহা এইক্ষণে বুঝিয়াছি বলিয়া বোধ হয়। প্রত্যেক দৃশ্য পদার্থের আশ্রয়ীভূত হইয়া যে পূর্ণ সদ্ব্রহ্ম বর্ত্তমান আছেন, ইহাও এইক্ষণ বুঝিলাম।

পরন্তু ব্রহ্মের সর্ব্বাশ্রয় স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে আপনি কেবল 'সৎ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; এই 'সৎ' শব্দ কেবল অস্তিত্ববাচক, ব্রহ্ম আছেন—এই মাত্র ইহার দ্বারা বুঝিলাম; কিন্তু তাঁহার স্বরূপ কীদৃশ ইহা বোধগম্য করিবার কি কোন উপায় নাই? তাহার আভাসও কি কিছু পাওয়া যায় না? এই বিষয় আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। প্রকাশিত জগতে এমন কিছু নাই যাহার সহিত ব্রহ্মের সেই সদ্রূপের যথার্থরূপে তুলনা হইতে পারে। জগৎ গুণাত্মক তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সদ্ব্রহ্ম গুণী—গুণসকলের আশ্রয়। দৃশ্য রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতির আশ্রয়ীভূত স্থায়ী অপরিবর্ত্তনীয় সদ্বস্তুই সদ্ব্রহ্ম। কিন্তু সেই আশ্রয়বস্তু কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। সুতরাং ভাষার দ্বারা তাঁহার বর্ণনা করা সম্ভব নহে। ইহার কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র শ্রুতি "আনন্দময়" শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন ব্রহ্ম আনন্দময়, রসময়, সুখময়,—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দই তাঁহার স্বরূপ। এদিকে যেমন ছান্দোগ্য শ্রুতি ("সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদ্‌······") ইত্যাদি পূর্ব্ববর্ণিত বাক্যে সমস্ত জগৎ সদ্ব্রহ্ম হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে—সদ্ব্রহ্মই জগৎরূপে আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন বলিয়া উক্তি করিয়াছেন, ঠিক তদ্রূপ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ভৃগু-বরুণ সংবাদে বলিয়াছেন :—

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।
আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।"

অর্থাৎ (ভৃগু) জানিয়াছিলেন আনন্দই ব্রহ্মের রূপ ; দৃশ্যমান জগৎ আনন্দ হইতেই জায়মান হইতেছে, জাত হইয়া আনন্দেতেই স্থিত থাকিয়া প্রকাশিত হইতেছে, এবং আনন্দেতেই পুনরায় প্রত্যাগত হইয়া তাহাতেই প্রবিষ্ট হইতেছে।

তৈত্তিরীয় শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন :—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।"

অর্থাৎ যিনি বাক্য ও মনের অতীত (যাহাকে বাক্য ও মন প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া নিবর্ত্তিত হয়), সেই ব্রহ্মের আনন্দময়তা বিজ্ঞাত হইলে জীব সর্ব্বপ্রকার ভয়রহিত হয়েন অর্থাৎ জীব অমৃতত্ব লাভ করেন।

ঐ শ্রুতি পুনরপি বলিয়াছেন :—"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি,............এষ হ্যেবানন্দয়তি।" অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম রস (আনন্দ) স্বরূপ; এই রসময়কে লাভ করিয়া জীব আনন্দময় হয়। ....ইনিই একমাত্র আনন্দদাতা।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ "ভূমা" বিদ্যা প্রকরণে ঐ বাক্য ও মনের অতীত ব্রহ্মকে "ভূমা" (দ্বৈতরহিত, এক, অনন্ত) নামে বর্ণনা করিয়াছেন। এবং সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সুখস্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা :—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং।" অর্থাৎ যাহা "ভূমা"—অদ্বিতীয়, মহৎ, তাহাই সুখস্বরূপ, অল্পে সুখ নাই, "ভূমা"ই সুখ।

সুখ এবং আনন্দ একই অর্থবাচক; উভয় শ্রুতি একই অর্থজ্ঞাপক। এইরূপ বহুশ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকে আনন্দময়, সুখময় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; অতএব সদ্ব্রহ্ম আনন্দময়। কিন্তু ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে, এই আনন্দ অচেতন আনন্দ নহে, ইহা চিন্ময় আনন্দ। বস্তুতঃ যে আনন্দ অনুভূত না হয় তাহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ থাকে না—নাস্তি বলিয়াই গণ্য হয়; অতএব আনন্দরূপে যে

অনুভূতি, তাহা আনন্দেরই স্বরূপান্তর্গত ; তাহা বিরহিত হইয়া আনন্দই থাকে না। অনুভূতি এবং চিৎ একই অর্থব্যঞ্জক, অতএব ঐ আনন্দকে চিন্ময় বলা হইল। এই অবস্থায় চিৎ আনন্দের একান্ত স্বরূপগত হওয়ায় ইহাকে আনন্দের শক্তিরূপে বর্ণনা করা যায় না ; ঈশ্বরাবস্থায় ব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপগত আনন্দকে অনন্তরূপে আস্বাদন করেন—ঐ আনন্দের অনন্ত প্রকার রূপ তাঁহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় ; এই নানারূপে ঈশ্বর জ্ঞানে আনন্দের প্রকাশ হওয়াতে তদবস্থায় তাঁহার স্বরূপগত চিৎকে তাঁহার শক্তি বলিয়া বর্ণন করা যায়। বহু রূপত্বের প্রকাশ শক্তি দ্বারা হয়—এই নিমিত্তই ব্রহ্মের ঈশ্বর-ভাবকে চিৎশক্তিযুক্ত সৎ বলিয়া পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি ; সদ্রূপে ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দের কোন প্রকার অভিব্যক্তি নাই বলিয়া ঐ আনন্দ চিন্ময় হইলেও তদবস্থায় ব্রহ্ম সৎ শব্দ মাত্রের বাচ্য হয়েন। ঈশ্বরাবস্থায় সচ্চিৎ শব্দ-বাচ্য হয়েন।

আনন্দময় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলেই জীব সর্ব্ববিধ ভয়বর্জ্জিত হয় এবং তাহার সর্ব্ববিধ ক্লেশ দূর হয়। ইহা বর্ণনা করিতে গিয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতি পুনরায় বলিয়াছেন :—

“অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতাস্মিন্নুদর
মন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি।”

[এতস্মিন্-উৎ (অপি)-অরং (অল্পং)-অন্তরং (ভেদদর্শনং)-কুরুতে] অর্থাৎ অনন্তর (আনন্দময়-ব্রহ্মকে লাভ করিয়া) জীব অভয়পদ (অমৃতত্ব) প্রাপ্ত হয়। পরন্তু যে পর্য্যন্ত জীবের এই ব্রহ্মে কিঞ্চিন্মাত্রও ভেদবুদ্ধি থাকে সেই পর্য্যন্তই তাহার ভয় থাকে।

ছান্দোগ্য শ্রুতিও “ভূমা” বিদ্যা প্রকরণে ঠিক এই প্রকার উক্তি করিয়াছেন। যথা :—

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা,
অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং,
যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং, তন্মর্ত্ত্যং।"

অর্থাৎ যাঁহার ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, অন্য কিছু জ্ঞাত হয় না, তাহাই "ভূমা"। আর যেস্থলে অন্য বলিয়া কিছু থাকা দর্শন করে, শ্রবণ করে, অথবা জ্ঞাত হয় তাহা অল্প (পরিচ্ছিন্ন)। যাহা "ভূমা" তাহা অমৃত। যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা মরণশীল।

ভগবান্ বেদব্যাস বেদান্ত-দর্শনের ১ম সূত্রে ব্রহ্ম কি—এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন ("অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা")। তদুত্তরে প্রথমে ২য় সূত্রে বলিয়াছেন :—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ।"

অর্থাৎ এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয় যাঁহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ যিনি এই বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ কারণ, যাঁহাতে বিশ্ব স্থিত থাকিয়া প্রকাশ পাইতেছে, এবং যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই বিশ্বাতীত সদ্বস্তু ব্রহ্ম। (এই সূত্রের দ্বারা ব্রহ্মের সদ্রূপতা—জগৎকারণ-রূপে অস্তিত্বশীলত্ব মাত্র বর্ণনা করা হইয়াছে।)

বেদান্ত-দর্শনের ৩য় ও ৪র্থ সূত্রে বেদব্যাস বলিয়াছেন যে, ইহা সর্ব্ববিধ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। যথা :—

৩য় সূত্র :—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।" শাস্ত্রই ইহার প্রমাণ।

৪র্থ সূত্র :—"তত্তু সমন্বয়াৎ।"

অন্বার্থ :—(শ্রুতিতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জগৎকারণ বিষয়ে বিভিন্নরূপ উক্তি আছে, সত্য) কিন্তু সমস্ত বাক্যার্থ সমন্বয় করিলে ব্রহ্মেরই জগৎকারণতা নিশ্চিতরূপে তদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত হয়।

৫ম সূত্রে এই সদ্ব্রহ্ম যে ঈক্ষণ শক্তি (চিচ্ছক্তি)যুক্ত তাহা বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :—

৫ম সূত্র :—"ঈক্ষতের্নাশব্দম্।"

অন্বার্থ :—জগৎকারণ ঈক্ষণশক্তিযুক্ত বলিয়া শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছেন, অতএব অচেতন প্রকৃতি জগৎকারণ নহে। (তাঁহার ঈক্ষণেই সৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :—

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।"

অর্থাৎ হে সৌম্য, এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সদ্রূপেই বর্ত্তমান ছিল, সেই সৎ ঈক্ষণ করিলেন—আমি বহু হইব, আমার বহুরূপ সৃষ্টি প্রকাশ হউক।)

এইরূপে পঞ্চম সূত্রে সদ্ব্রহ্মের ঈক্ষণশক্তিযুক্ততা, এবং সেই ঈক্ষণ-শক্তিই যে জগতের নিমিত্তকারণ, তাহা বর্ণনা করিয়া ৬ষ্ঠ হইতে ১২শ সূত্র পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি হইতে পারে তাহা ভগবান্ বেদব্যাস খণ্ডন করিয়াছেন। অতঃপর ১৩শ সূত্রে জগৎকারণ সদ্ব্রহ্ম যে আনন্দময় এবং "আনন্দময়" শব্দ দ্বারা শ্রুতি যে এই সদ্ব্রহ্মেরই স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বেদব্যাস নিজ সিদ্ধান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :—

১৩শ সূত্র :—"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।"

অর্থাৎ ব্রহ্মকে আনন্দময় বলিয়া শ্রুতি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, অতএব ব্রহ্ম আনন্দময়।

অতঃপর কয়েকটি সূত্রে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি হইতে পারে তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে।

অতএব ব্রহ্মস্বরূপ অবধারণ করিতে তাঁহাকে সচ্চিদানন্দময় বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ আনন্দময়। তিনি বিদ্যমান আছেন—অস্তিত্বশীল দৃশ্যপদার্থের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল নহেন, এই অর্থে তিনি সৎ, এবং অচেতন নহেন, তাঁহার আনন্দরূপতা অনুভব করেন, ইহাই তাঁহার চিদ্রূপতা। এই চিচ্ছক্তির অনন্ত প্রকার ভেদ আছে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। জীব ঐ চিৎএর অংশ, তাহাও পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। অতএব যখন স্বীয় আশ্রয়স্থানীয় এই অদ্বিতীয় আনন্দময় সৎ-স্বরূপ জীবের নিকট প্রকাশিত হয়, তখন তিনিও আনন্দময় হইয়া যান। ইহাই তাঁহার মোক্ষাবস্থা।

ব্রহ্ম স্বকীয় চিচ্ছক্তিদ্বারা সর্ব্বদা তাঁহার আনন্দের অনুভব করিতেছেন, তাঁহার এই আনন্দানুভূতির চ্যুতি কখনও হয় না ; কারণ তাঁহার স্বরূপগত আনন্দ অপরিসীম। তাঁহার এই নিত্য আনন্দানুভবতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার "কৃষ্ণ" নাম শাস্ত্রে প্রকটিত হইয়াছে। "কৃষ্" অর্থ উৎকৃষ্ট "ণ" অর্থ সুখ। ব্রহ্ম উৎকৃষ্ট সুখাত্মক, এই অর্থে তিনি "কৃষ্ণ" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। "কৃষ্" শব্দের অর্থ আকর্ষণও হয়। আনন্দময় ব্রহ্ম সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক এই নিমিত্তও তাঁহার "কৃষ্ণ" সংজ্ঞা। বাস্তবিক আনন্দময় ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত "আনন্দাদ্ধ্যেব জাতানি ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। এই অবিচ্ছিন্ন আনন্দময় ভাব বদ্ধজীবের অনুভবগম্য নহে, পরন্তু আনন্দময় চিদংশই জীবের স্বরূপ। সুতরাং ঐ আনন্দময়তা প্রাপ্তির ইচ্ছা জীবের স্বভাবতঃ নিয়ত বর্ত্তমান আছে। যতকিছু কর্ম্মচেষ্টা জীবের দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই আনন্দ প্রাপ্তির নিমিত্ত। কিন্তু সেই অচ্যুত, অপরিসীম আনন্দ গুণমাত্রের দ্রষ্টা বদ্ধজীব জগতে কুত্রাপি প্রাপ্ত হয় না। গুণাশ্রয়

ব্রহ্মের দর্শন ভিন্ন কেবল গুণ দর্শনের দ্বারা সেই অচ্যুত আনন্দ কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? গুণময় জগতে যে আনন্দ একেবারে নাই তাহা নহে; শ্রুতিও বলিয়াছেন, আনন্দেতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত ("আনন্দেন জাতানি জীবন্তি")। আনন্দ প্রাপ্তির আশাতেই জীবের সর্ব্বপ্রকার জীবন ব্যাপার সংসাধিত হয়, জগৎ আনন্দময় ব্রহ্মেরই বিকারস্থানীয়; সুতরাং তাহাতেও কিছু কিছু আনন্দ আছেই। সুন্দর দৃশ্য দর্শনে আনন্দ, নৃত্যে আনন্দ, সঙ্গীতে আনন্দ, ব্যায়ামে আনন্দ, আহারে আনন্দ, ঘ্রাণে আনন্দ, স্পর্শে আনন্দ, মৈথুনে আনন্দ; এইরূপ সর্ব্বত্রই কিছু কিছু আনন্দ আছে, তবে জগতে মৈথুনাদি ব্যাপারে যে আনন্দ দেখা যায় তাহা অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী, কারণ জাগতিক ভোগ্য বিষয়সকল অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং কোন জাগতিক ভোগ্য বিষয়ে জীবের স্থায়ী তৃপ্তি হয় না। ব্রহ্মানন্দ ইহার সহিত তুলনায় সম্পূর্ণরূপে অন্য প্রকারের জিনিষ। তাহা বুঝাইতে অন্য কোন প্রকার শব্দ নাই বলিয়া "আনন্দময়" শব্দ শ্রুতি ব্যবহার করিয়াছেন। প্রাচুর্য্যার্থ বুঝাইতে আনন্দ শব্দের পর ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ এ স্থলে শ্রুতি করিয়াছেন। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ প্রচুর—অপরিসীম, অচ্যুত আনন্দরূপ, ইহাই 'আনন্দময়' শব্দ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। এই অচ্যুত অনির্ব্বচনীয় অপরিসীম আনন্দ তিনি নিত্য অনুভব (ঈক্ষণ) করিতেছেন, এই অর্থে ব্রহ্ম "কৃষ্ণ" নামে আখ্যাত হয়েন। ব্রহ্মের ঈক্ষণ শক্তি যেন অনুক্ষণ আনন্দকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। আনন্দাংশকে "রাধা" নাম দিয়া, চিৎশক্তিযুক্ত সদ্‌ব্রহ্ম (কৃষ্ণ) যেন রাধাকে নিত্য আলিঙ্গন করিয়া আনন্দানুভব করিতেছেন, এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়া পৌরাণিকগণ ব্রহ্মের নিত্য চিদানন্দতা জীবকে বোধগম্য করাইতে প্রযত্ন করিয়াছেন। "রাধেত্যেবঞ্চ সংসিদ্ধা রাকারো দানবাচকঃ।

স্বয়ং নির্ব্বাণধাত্রী যা সা রাধা পরিকীর্ত্তিতা"॥ পূর্ণানন্দময়তা লাভই মোক্ষ, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব ব্রহ্মের আনন্দময়তাকেই পৌরাণিকগণ রাধা নামে আখ্যাত করিয়াছেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মের যে ব্যষ্টিভাবের ঈক্ষণশক্তিকে জীব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা অনাদি-কাল হইতে তাঁহার আনন্দময় সদ্রূপের বিকারস্থানীয় কোন একটি সূক্ষ্ম দেহ (যাহা একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্রাত্মক) তাহা অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে। ঐ সূক্ষ্ম দেহের যোগে দেবতির্য্যগাদি নানা স্থূল দেহের সহিত মিলিত হইয়া জীব সংসার ভোগ করে। যখন ভাগ্যবশতঃ ঐ জাগতিক সমস্ত বস্তুর আশ্রয়ীভূত ব্রহ্মের দর্শন ঘটে, তখন ঐ জীবকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। তখন আশ্রয়স্থানীয় ঐ পরম বস্তুর দর্শন হওয়ায়, তাঁহার নিজ স্বরূপবিষয়ক জ্ঞানের উদয় হয় এবং জগৎ যে আনন্দময় ব্রহ্ম হইতেই প্রকাশিত ও ব্রহ্মেতে স্থিত, তাহা তিনি বোধগম্য করেন। তখন তিনি নিশ্চিতরূপে জানিতে পারেন যে জগৎ সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মাধীন; সুতরাং তাঁহার নিজের কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং সর্ব্ববিধ কর্ম্ম হইতে তিনি নির্লিপ্ত হয়েন। ঐ অবস্থায় তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে। কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকা কালে জন্মান্তরে কৃত প্রাক্তন কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত বর্ত্তমান স্থূল দেহ গঠিত হইয়া তদাশ্রয়ীভূতরূপে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। ইহজন্মে যখন সাধন-পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন জীবিত থাকিয়াই ব্রহ্মদর্শন করিবেন, এই ইচ্ছা বর্ত্তমান ছিল; এবং সাধনের পরিপক্কতাবস্থায় ব্রহ্মদর্শন হইবার পর তিনি দেহ-নিমিত্তক কর্ম্ম ও সুখদুঃখাদি হইতে নির্লিপ্ত হইয়া যান; সুতরাং ঐ দেহপাত করিবার ইচ্ছা তখনও তাঁহার উদিত হয় না; ব্রহ্মজ্ঞ হইলেও দেহের পূর্ব্বসংস্কার বিলুপ্ত হইতে কিছু বিলম্ব হয়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ হইবার পরও

তাঁহার অবশিষ্ট প্রাক্তন কর্ম্মফলের ভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দেহ জীবিত থাকে। ভোগানুরূপ কর্ম্মসকল সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে তিনি সাধন করিতে থাকেন। তখন আংশিকভাবে সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণ তাঁহার আবির্ভূত হয়, পরন্তু বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন তাহা তিনি ব্যবহার করেন না। কর্ম্মভোগ শেষ হইলে তাঁহার সূক্ষ্ম দেহ ঐ স্থূল দেহকে পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হয় এবং অর্চ্চিরাদিমার্গে গমন করিয়া পরে ব্রহ্মরূপতা লাভ করে, যে আনন্দময় সদ্ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই আনন্দরূপতা পুনঃপ্রাপ্ত হয়। তদবস্থায় ঐ জীবকে বিদেহমুক্ত বলা যায়; তখন তিনিও আনন্দময়ই হয়েন, হইয়া নিত্যানন্দানুভবে মগ্ন থাকেন। এই আনন্দ স্থূল দেহ সম্বন্ধে লব্ধ আনন্দ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। জীবন্মুক্ত পুরুষগণেরও দেহ-সম্বন্ধ থাকায় সেই নির্ম্মল আনন্দ-ময়তা জন্মে না; স্থূলদেহসম্বন্ধ বিনষ্ট হইবার পর যখন সূক্ষ্ম দেহেরও পৃথক্ অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, তখনই তাঁহারা অবাধিত নির্ম্মল আনন্দলাভ করেন। এই অবস্থায় তাঁহাদিগকে বিদেহমুক্ত বলা হয়।

বাস্তবিক জীবের কামক্রীড়াদি হইতে উপজাত ক্ষুদ্রানন্দের সহিত ব্রহ্মানন্দের কোন তুলনাই হয় না। এই কামক্রীড়াজনিত আনন্দ অতি স্থূল, দ্বৈতবুদ্ধি না থাকিলে ত ইহা সাধারণতঃ হইতেই পারে না। ভোক্তা ও ভোগ্য এই দ্বৈতভাব ইহাতে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে, পরন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিসকল স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বৈতভাব বর্ত্তমান থাকিতে প্রকৃত ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হইতে পারে না। কাম-ক্রীড়াজনিত আনন্দ সর্ব্বদাই বিষাদে অবসানপ্রাপ্ত হয়। বিচ্ছেদরূপ পীড়া ইহার অবশ্যম্ভাবী। অধিকন্তু এই আনন্দ অতি স্থূল আনন্দ। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নির্ম্মল আনন্দ বদ্ধজীবও সময় সময় অনুভব করিয়া

থাকে। অতএব এই স্থূল কামক্রীড়াকে তোমরা কদাপি আদর্শ-স্থানীয় করিবে না ; ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

এইক্ষণ পরব্রহ্মের সচ্চিদানন্দময়ত্ব এবং জীবস্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছ কি ?

বিষয়—ব্রহ্মের আনন্দময়তার জ্ঞান জীবের কেন থাকে না ?
জীবের বদ্ধাবস্থা কিরূপে হয় ?

শিষ্য। হাঁ, ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দময়ত্ব এক প্রকার বুঝিয়াছি বলিয়া বোধ হয় ; এবং জীবও যে চিদংশ এবং ঈশ্বরাধীন তাহাও বুঝিয়াছি বলিয়া বোধ করি। জগৎ বহুরূপী হইলেও যে এক সদ্‌ব্রহ্মে স্থিত তাহাও বুঝিয়াছি। কিন্তু জীবের বদ্ধাবস্থা কি নিমিত্ত হয়, আনন্দরূপতার দর্শন কেন সর্ব্বদা থাকে না তাহার কারণ এখনও ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই। অতএব ইহা আবার বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করুন। ইহা ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মের দ্বিতীয় মূর্ত্তরূপ এবং অবতারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবেন।

গুরু। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি পরব্রহ্ম নিত্য চিৎশক্তিযুক্ত, তিনি অচেতন নহেন, তিনি আপনাকেই আপনি দর্শন করেন। দৃশ্যস্থানীয় অনন্ত জগৎ তাঁহার স্বরূপে একতাপ্রাপ্ত হইয়া নিত্য বর্ত্তমান আছে। তাঁহার চিৎশক্তিদ্বারা অনন্ত বিভিন্নরূপে আপনি আপনাকে দর্শন করেন। তাঁহার চিৎশক্তির নিকট অনন্তরূপে জগৎ ভাসমান হইলেও, এই প্রকাশিত অবস্থায়ও জগৎ তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে গিয়া এক প্রস্তরখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছি ; চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে যে ঐ প্রস্তরখণ্ড এক অবিকৃত অবস্থায় থাকিলেও

ইহার কেবল বিশেষ বিশেষ অংশের প্রতি দৃষ্টি নিবিষ্ট করিলে, ঐ একই অবিকৃত প্রস্তরখণ্ডে কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা ইত্যাদি অনন্তরূপ দর্শন হইতে পারে ; প্রস্তরের মধ্যে এই সকল বিশেষ বিশেষ রূপ তোমার দৃষ্টিতে প্রকাশ পাইলেও, যেমন প্রস্তর-খণ্ডের এক অবিকৃত রূপতার কোনপ্রকার অভাব হয় না, কেবল দর্শনের বিভিন্নতা হেতু এক অবিকৃত প্রস্তরখণ্ডের মধ্যেই নানাবিধ রূপ দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম এক পূর্ণ অদ্বৈতরূপে নিত্য বিরাজমান থাকিলেও, তাঁহার চিৎশক্তির অনন্ত প্রভেদ হেতু, তাঁহাতে অনন্তরূপতা প্রকাশ পায় ; ইহাই তাঁহার স্বরূপ। অনন্ত বিভিন্ন প্রকারের বস্তু ব্রহ্মের সহিত একরূপতা প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে থাকিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিও না। দেখ, তোমার স্মৃতিপথে আরূঢ় অসংখ্য বিভিন্ন প্রকারের পদার্থের রূপ এবং তোমার দর্শন শ্রবণাদি অশেষবিধ শক্তি, দৃশ্যতঃ পরস্পর হইতে অনন্ত বিভিন্নতাযুক্ত হইলেও, তোমার বুদ্ধিতে একরস হইয়া বর্ত্তমান থাকে ; ইহা পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিয়াছি। এই বুদ্ধির স্বরূপ এমন ব্যাপক যে ইহাতে এই অশেষবিধ শক্তি ভেদরহিতভাবে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। তোমার প্রত্যক্ষযোগ্য আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। এইক্ষণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন যে রং (colour) মূলতঃ সাতপ্রকার ; violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red (বেগুনী, নীল, সবুজ ইত্যাদি)। এই সাতটি রং পরস্পর বিভিন্ন, কিন্তু ইহাদের একত্র মিলন শুক্লবর্ণে (whiteএ) আছে। সাতটি রং

একসঙ্গে দেখিলে শুক্ল দেখায়, পর পর দেখিলে পৃথক্ পৃথক্ দেখায়। ঐ শুক্লবর্ণ ইহাদের একটিরও অনুরূপ নহে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সপ্তবর্ণ পরস্পরের বিভিন্নতাবর্জ্জিত হইয়া শুক্লরূপে অবস্থিতি করিতেছে। তদ্রূপ অনন্ত-রূপ-বিশিষ্ট জগৎ ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া অভিন্নভাবে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তিনি প্রকাশিত বস্তুর কোনটিরও অনুরূপ নহেন। পরব্রহ্ম এমনই অনির্ব্বচনীয় ব্যাপক বস্তু যে অনন্ত রূপ ও শক্তিবিশিষ্ট জগৎ সমস্তই পরস্পরের বিভিন্নতাবর্জ্জিতভাবে তাঁহার সহিত একরস হইয়া বর্ত্তমান আছে। দৃক্শক্তি (পুরুষ), এবং দৃশ্য স্থানীয় অনন্ত জগৎ সমস্তই পরস্পরের বিভিন্নতা বর্জ্জিত হইয়া তাঁহার সত্তার সহিত একীভূত হইয়া আছে। তোমার বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তে যে অবস্থা বর্ণনা করিলাম, প্রস্তরখণ্ডের দৃষ্টান্তে এক অবিকৃত প্রস্তরখণ্ডে অসংখ্য বিভিন্ন রূপের বিদ্যমানতা এবং শুক্লবর্ণে অপর সপ্তবর্ণ ভেদরহিত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকা যে বর্ণনা করিয়াছি, তদ্দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপে কিছুরই অভাব না-থাকা এবং অনন্তরূপ বিশিষ্ট জগৎ তাঁহার সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করা বুঝিয়া লইবে।

ব্রহ্ম এই অনন্তরূপে নিজেকেই নিজে ঈক্ষণ করেন। তাঁহার এই ঈক্ষণ শক্তি তাঁহার সম্যক্ রূপকে দর্শন করে। এই সম্যক্ দর্শনের অন্তর্ভূত প্রত্যেক অঙ্গ-বিশেষের দর্শন বর্ত্তমান আছে। তোমার সম্মুখে স্থিত পূর্ণস্তম্ভের দর্শন বিষয়ক দৃষ্টান্তে পূর্ব্বে ইহা বিশেষ রূপে বর্ণনা করিয়াছি। স্তম্ভের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অঙ্গীভূতরূপে ইহার প্রত্যেক অঙ্গ-

বিশেষের ও গুণের জ্ঞান অবশ্যই আছে। এই অঙ্গ বিশেষের জ্ঞান যদ্দ্বারা হয়, তাহার নামই ব্যষ্টি-দর্শন শক্তি। অঙ্গবিশেষের দর্শন সমগ্র দর্শনের নিত্য অঙ্গীভূত। এইরূপ ব্রহ্মেরও পূর্ণদর্শনের অঙ্গীভূত তাঁহার ব্যষ্টি-দর্শনশক্তি; পূর্ণ-দর্শন কর্ত্তারূপে ব্রহ্মের ঈশ্বর সংজ্ঞা, ব্যষ্টি-দর্শন শক্তি বিশিষ্টরূপে তাঁহার জীব সংজ্ঞা হয়। ব্রহ্মের ব্যষ্টি জ্ঞানশক্তিই জীব।

এই ব্যষ্টি-দর্শন শক্তি নিত্য তাঁহার স্বরূপে অবস্থিত। ইহার বিষয় সমগ্র ব্রহ্ম নহেন, তাঁহার বিশেষ বিশেষ অংশমাত্র। দর্শনস্থানীয় ঐ সকল অংশ পরস্পর হইতে ভিন্ন; একটির দর্শন হইলেই সেইটিকে ছাড়িয়া আনন্দ লাভের অন্বেষণে অপর একটির প্রতি দর্শনশক্তি ধাবিত হয়; ইহাই ব্যষ্টি-দর্শন শক্তির স্বরূপ; সুতরাং জীবের জ্ঞানের পারম্পর্য্য অবশ্যম্ভাবী। একটির পর আর একটি—এইরূপে ব্রহ্মে স্থিত বস্তুসকল জীব দর্শন করিয়া থাকেন। একটি দর্শন কালে অপরটি তাহার অদৃশ্য থাকে ইহাও অবশ্যম্ভাবী; ব্রহ্মে স্থিত দৃশ্যসকল যেন কালশক্তিরূপ চক্রের দ্বারা নিয়ত ঘূর্ণায়মাণ হইয়া পর পর জীবশক্তির দর্শনের বিষয়ীভূত হইতেছে। এই বিষয়টি দৃঢ়রূপে ধারণা করা আবশ্যক।

ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায় যে, কোন বস্তুর চিন্তায় সুখ বোধ হইলে, ঐ বস্তুর প্রতি অতিশয় আসক্তি উপজাত হয়, তাহাতে ঐ বস্তুর ধ্যান অতি দৃঢ়রূপে অন্তরে বসিতে থাকিলে জীব অবশেষে একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া তন্ময় হইয়া যায়; তখন তাহার নিজ স্বরূপের স্ফুরণ আর থাকে না। আবার ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপের যে অংশটি প্রিয়, সেই অংশটির প্রতিই মন বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হওয়াতে, সেই বস্তুর অপর অংশ সকলের প্রতি ঔদাসীন্য বশতঃ তদ্বিষয়ক জ্ঞানও বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ, স্ত্রীদেহের সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা পুরুষের বিশেষ প্রীতি

সম্পাদন করে ; কিন্তু ঐ স্ত্রী দেহটি মল, মূত্র, ঘর্ম্ম, লালা, রক্ত প্রভৃতি দুর্গন্ধময় অপবিত্র বস্তুতে পূর্ণ আছে। কিন্তু স্ত্রীদেহের লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যের প্রতি পুরুষের মন এমন দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হয় যে, ঐ স্ত্রীদেহের অপবিত্র মল মূত্রাদি বিশিষ্টতার জ্ঞান কার্য্যকালে তাহার একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়, এবং অপবিত্র বস্তু-পূর্ণ হইলেও ঐ স্ত্রীর সম্যক্ দেহই ঐ পুরুষের অতি প্রীতির বস্তু হয়। এই প্রকার ব্রহ্মের আনন্দাংশের প্রতি জীব স্বভাবতঃ অতিশয় আসক্তিযুক্ত হওয়ায়, এই আনন্দ যে চিন্ময় সদ্রূপ বস্তু, তাহা জীব একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায় ; এবং ভোগ্য আনন্দাংশ মাত্রের ধ্যানে, ঐ জীবের নিজেরও চিন্ময় সদ্রূপতার জ্ঞান অপ্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহাতেই ভোগ্য বস্তুর অচেতন জ্ঞান উপজাত হয়, ঐ বস্তুকে জীব কেবল ভোগ্য বলিয়া বোধ করে, এবং নিজেরও তাহাতেই আত্মবুদ্ধি স্থাপিত হয়। এইরূপে ভোগ্য বস্তুটির স্বরূপজ্ঞান আবৃত হওয়ায় যে ভোগ্য অংশটুকুর উপলব্ধি হয়, তাহা এক অলক্ষিত বস্তুর স্বরূপভুক্ত—এতাবন্মাত্র জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে ; সুতরাং ইহা সেই অলক্ষিত বস্তুর গুণ এইরূপ বোধ উপজাত হয়। ইহাই বদ্ধাবস্থা। এই অবস্থায় জীব আত্মস্বরূপও বিস্মৃত হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; নিজে ভোক্তা এই মাত্র জ্ঞান তাহার নিজ সম্বন্ধে থাকে ; এবং ভোগ্য পদার্থে কেবল ভোগ্য বলিয়া জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহার সচেতন সদ্রূপত্ব আর লক্ষিত হয় না ; এক অলক্ষ্য বস্তু এই ভোগ্য পদার্থের আশ্রয়রূপে বর্ত্তমান আছে—এই মাত্র জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে। পরন্তু জীব দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে যেমন অতি প্রিয় দেহও আর তদ্রূপ প্রীতি সম্পাদন করিতে পারে না, চৈতন্য সংযোগেই দেহের প্রিয়ত্ব হয় তদভাবে হয় না, তদ্রূপ ভোগ্য বস্তুর চৈতন্যময়তা-বিষয়ক

বুদ্ধির বিলোপ ঘটিলে তাহার আনন্দময়তার অনুভবও ক্ষীণ হইয়া যায়; তখন সেই অচেতনভাবপ্রাপ্ত ভোগ্য বস্তুও আর তদ্রূপ আনন্দদান করিতে সমর্থ হয় না। অতএব সেই হারান আনন্দ লাভের আশায় জীব সংসারান্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। পরন্তু ঐ আনন্দ লাভের আশায় জীব যে রূপটিকে গ্রহণ করে, তাহা তাহার পূর্ণানন্দজনক নহে দেখিয়া স্বভাবতঃ তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিয়া রূপান্তর দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হয়; তাহাও তাহার পূর্ণানন্দদায়ক নহে দেখিয়া অপর রূপের প্রতি ধাবিত হয়; এইরূপ কালশক্তির অধীন হইয়া নিয়ত ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকে।

জীবের এই বদ্ধাবস্থা ও মুক্তাবস্থা উভয়ই ব্রহ্মের ব্যষ্টি-দর্শনের অন্তর্গত। জগতের প্রত্যেক রূপই যে ব্রহ্ম-সত্তায় নিত্য অবস্থিত আছে তাহা এক্ষণে অবশ্য বুঝিয়াছ। এই সকল রূপকে ব্রহ্ম জীবরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দর্শন করেন। ইহার নামই জগতের প্রকাশ। এই দর্শনও দ্বিবিধ; ঐ বিশেষ রূপটির মাত্র দর্শন একপ্রকার, আর ঐ বিশেষ বিশেষ রূপকে ব্রহ্মের অঙ্গীভূতরূপে দর্শন (ঐ গুণময় রূপসকলের আশ্রয়ীভূত চিন্ময় ব্রহ্মেরও দর্শন) দ্বিতীয় প্রকার। অপার সমুদ্রে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, তদপেক্ষা বৃহৎ, বৃহত্তর, এইরূপ বরফখণ্ড সকল ভাসমান থাকে। মনে করিয়া লও যে ঐ বরফখণ্ডেও জীবশক্তি বর্ত্তমান আছে; বস্তুতঃ সকল বস্তুই একান্ত জড় নহে, চিৎ ও জড়মিশ্রিত, অতএব এই কল্পনায় কোন দোষ নাই, বরফেও দৃক্শক্তি অন্তর্নিহিত আছে। বরফরূপ দেহের আবরণে আবৃত থাকায় ঐ জীব বরফকে অতিক্রম করিয়া আশ্রয়স্থানীয় সমুদ্রজলকে দেখিতে পায় না। তোমার দৃষ্টিশক্তি তাহার দৃষ্টিশক্তি হইতে ব্যাপক। অতএব তুমি দেখিতে পাও যে বরফ সমুদ্রজলেরই

অংশ, এবং সমুদ্রজলেই প্রতিষ্ঠিত আছে। যদি বরফস্থ জীবের দৃষ্টিশক্তি এমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ তাহার দুরদর্শনের বাধাসকল এমন ভাবে দুর হইয়া যায়) যে, সে বরফের সীমা লঙ্ঘন করিয়া তদাশ্রয়ীভূত সমুদ্র-জলকেও তাহার দৃষ্টির বিষয়ীভূত করিতে পারে, তবে তোমার ন্যায় সেও বরফকে এবং তাহার অঙ্গীভূত অংশসকলকে সমুদ্রেরই অঙ্গীভূতরূপে দেখিতে পাইবে। কিন্তু বরফরূপ-অঙ্গ তদবস্থায়ও তাহার বর্ত্তমান থাকায়, বরফরূপ দেহধারীরূপে তাহার ব্যবহারিক পার্থক্যও থাকিয়া যাইবে। পরন্তু সূর্য্যের উত্তাপে ঐ বরফখণ্ড গ্রীষ্মকালে দ্রব হইয়া গেলে ঐ বরফ অপার সমুদ্রজলের সহিত একত্বপ্রাপ্ত হইয়া যায় এবং তন্নিষ্ঠ জীবের সমুদ্র হইতে পৃথক্‌রূপে স্থিতির জ্ঞান সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন সমুদ্র হইতে তাহার কোন প্রকারে পার্থক্যবুদ্ধি অথবা ব্যবহার বর্ত্তমান থাকে না; সমুদ্রজল স্থির থাকিলে, সেও জলরূপে থাকিয়া স্থির থাকে, সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইলে সেও তরঙ্গায়িত হয়।

ব্রহ্মে স্থিত বিভিন্ন রূপসকলকে সমুদ্রজলস্থ বরফখণ্ডস্থানীয় জানিবে। পূর্ব্বোল্লিখিত বরফের দৃষ্টান্তস্থলে বরফরূপ দেহধারী জীবের কেবল বরফমাত্রের যে জ্ঞান, তাহাই বদ্ধজীবের জ্ঞানস্থানীয়; আর দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হইলে ঐ বরফ সমুদ্রেরই অঙ্গীভূত বলিয়া যে জ্ঞান তাহা জীবন্মুক্ত পুরুষের জ্ঞানস্থানীয়; আর বরফ গলিয়া সমুদ্রের সহিত একীভূত হইলে যে জ্ঞান, তাহাই বিদেহমুক্ত পুরুষের জ্ঞানস্থানীয়। দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানে বরফকে সমুদ্রের সহিত এক বলিয়াই জানা যায়। প্রথম প্রকারের জ্ঞানে বরফকে ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়। আর তৃতীয়াবস্থায় বরফাবস্থা একেবারেই তিরোহিত হয়। তদ্রূপ জাগতিক প্রত্যেক বস্তুসম্বন্ধীয় যে ভেদজ্ঞান তাহা বদ্ধজীবের জ্ঞান, এবং

প্রত্যেক বস্তুকে ব্রহ্মে স্থিত বলিয়া যে জ্ঞান তাহা জীবন্মুক্ত পুরুষের জ্ঞান। আর দেহান্তে চিদানন্দময় সদ্ব্রহ্ম রূপেরই যে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা স্ফুরণ তাহা বিদেহমুক্ত পুরুষের জ্ঞান। কেবল বস্তুবিষয়ক জ্ঞান জীবের যে অবস্থায় হয় তাহাকে বদ্ধাবস্থা বলে। এই জ্ঞানের নামই অবিদ্যা, কারণ ইহাতে গুণাত্মক প্রত্যেক বস্তুর অন্তরালে আশ্রয়রূপে যে পূর্ণ চিন্ময় সদ্ব্রহ্ম আছেন তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। যে অবস্থায় প্রত্যেক জাগতিক বস্তুকে আশ্রয়ীভূত ব্রহ্মেরই অঙ্গীভূতরূপে দর্শন হয়, সেই অবস্থার নাম জীবন্মুক্তাবস্থা। ব্যষ্টিজ্ঞানের অনন্ত প্রকার ভেদ আছে, অতএব স্বরূপ-জ্ঞানবিবর্জ্জিত কেবল গুণাত্মক বস্তুমাত্রের জ্ঞানও ব্রহ্মে থাকা অবশ্যম্ভাবী। কারণ গুণও তাঁহার অংশবিশেষ ; এই অংশমাত্রের জ্ঞানও এক প্রকার বিশেষ জ্ঞান, তাহা তাঁহার চিচ্ছক্তির অন্তর্ভূত থাকিয়া এই চিচ্ছক্তির পূর্ণতা সম্পাদন করিতেছে। যেমন একটি পূর্ণ বৃক্ষের দর্শনের অন্তর্ভূত-রূপে তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রাদি অঙ্গের দর্শনও থাকা অবশ্যম্ভাবী ; সম্যক্ বৃক্ষদর্শনের অন্তর্ভূতরূপে পত্রাদি অঙ্গের পৃথক্ দর্শনও অবশ্য আছে ইহাও তদ্রূপ জানিবে। এই গুণাংশের মাত্র জ্ঞানই বদ্ধাবস্থার জ্ঞান ; ইহাই অবিদ্যা। ইহাতে আশ্রয়স্থানীয় চিদানন্দরূপী ব্রহ্ম অপ্রকাশ থাকেন। এই পূর্ণানন্দের দর্শনাভাবই দুঃখের মূল। অতএব বদ্ধজীবের দুঃখও অবশ্যম্ভাবী, এবং দুঃখ কেন আছে এই প্রশ্নের উত্তরে এই মাত্রই বলা যাইতে পারে যে ব্রহ্মের স্বরূপই এবংবিধ। এতৎ সমস্ত মিলিত হইয়া তাঁহার পূর্ণতা সম্পাদন করিতেছে। ঈশ্বররূপী ব্রহ্মে পূর্ণ আনন্দ নিত্য বিরাজমান। তাঁহার অঙ্গীভূত ব্যষ্টি-দর্শন-শক্তিযুক্ত মুক্তজীবে স্বীয় ও দৃশ্য পদার্থ সকলের আশ্রয়ীভূত চিৎ স্বরূপের জ্ঞানের অভাব না থাকায় মুক্তজীবসকল ঈশ্বরসহ (অর্থাৎ অঙ্গীভূতভাবে) জীবন্মুক্তাবস্থায় মিশ্রিত

ভাবে, বিদেহ মুক্তাবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। বদ্ধজীবও ঈশ্বরাঙ্গীভূত হওয়া সত্ত্বেও, আশ্রয়ীভূত চিদ্রূপ তাঁহাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হওয়ায় গুণময়দেহে আত্মবুদ্ধিযুক্ত হইয়া তাঁহারা দুঃখভাগী হইয়া থাকেন।

দেহে যে আত্মবুদ্ধি হয়, তাহাও অমূলক নহে; কারণ গুণময় দেহও ব্রহ্মেরই স্বরূপান্তর্গত; বদ্ধাবস্থায় নিজেরও ঐ গুণময় দেহের আশ্রয়ীভূত সচ্চিৎ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশিত থাকে না, কেবল গুণমাত্রই দর্শনের বিষয়ীভূত থাকে; সুতরাং ঐ গুণাত্মক দেহেই আত্মবুদ্ধি হয়। জীবন্মুক্তাবস্থায় নিজের ও সর্ব্বদেহের আশ্রয়ীভূত সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের জ্ঞান হওয়ায়, নিজ দেহেরও সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুর ব্রহ্মরূপে দর্শন প্রকাশিত হয়; দৃশ্য দেহাদিতে তদবস্থায়ও আত্মবুদ্ধি থাকে; পরন্তু সেই আত্মবুদ্ধি ব্রহ্মাত্মক বুদ্ধি, বদ্ধাবস্থার ন্যায় গুণাত্মক বুদ্ধি নহে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন যে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে এই সমস্ত ভূতবর্গকে প্রথমে নিজ আত্মাতে এবং অবশেষে ব্রহ্মেতে স্থিত বলিয়া দর্শন হয় ("যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি" ৪র্থ অঃ ৩৫ শ্লোক)। শ্রুতিও বহুস্থলে এইরূপই বলিয়াছেন।

অতএব দৃশ্যমান প্রত্যেক দেহধারী জীবে তিনটি ভাব একত্র বিদ্যমান আছে:—প্রথম, দৃশ্যস্থানীয় ভোগ্য দেহ, যাহা আনন্দময় সদ্ব্রহ্মে প্রকটিত একটি বিশেষ রূপ; এই বিশেষ রূপের আশ্রয়রূপে পূর্ণ আনন্দময় সদ্ব্রহ্ম নিত্য বর্ত্তমান আছেন। দ্বিতীয়, এই দেহের বিশেষ দ্রষ্টা (অনুভব কর্ত্তা) জীব। ঐ জীব বদ্ধাবস্থায় এই অচেতনভাবাপন্ন দেহেতে স্বকীয়ভাব আরোপিত করিয়া ইহাতে আত্মবুদ্ধিযুক্ত হয়; পরন্তু ইহাতে সেই অচ্যুত আনন্দ, যাহা ঐ দেহের আশ্রয়ীভূত মূল স্বরূপ, তাহা দর্শন

করিতে না পারিয়া দুঃখাদি ভোগ করে। তৃতীয়, পূর্ণজ্ঞ চিদ্ব্রহ্ম ঈশ্বর, যাঁহার অঙ্গীভূত অংশমাত্র ঐ জীব ; অংশীকে ছাড়িয়া ঐ অংশ অবস্থিতি করিতে পারে না (সমষ্টি দর্শনশক্তির অন্তর্ভূত ব্যষ্টি-দর্শনশক্তিই জীব ইহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি)। অতএব প্রত্যেক জীবদেহে ঈশ্বররূপী ব্রহ্মও নিত্য অনুপ্রবিষ্ট আছেন, তিনিই জীবের দর্শনকে সদা নিয়মিত করিতেছেন, জীব সর্ব্বদাই ঈশ্বরাধীন। এই ত্রিবিধভাব বহু উপনিষদে নিম্নলিখিত এবং অপরাপর শ্রুতিতে প্রকাশিত হইয়াছে ; যথা :—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥৬॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥৭॥"

অন্বার্থ :—দুইটি সুন্দর পাখী, পরস্পর সখ্যভাবে সর্ব্বদা একত্র মিলিত হইয়া একই বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন ; তন্মধ্যে একটি ঐ বৃক্ষের ফল আহার করিয়া তাহার স্বাদ ভোগ করিতেছেন, অপরটি এই ফল আহার করেন না, কেবল উদাসীনভাবে দৃষ্টিমাত্র করিয়া থাকেন। ঐ একই বৃক্ষে থাকিয়া কিন্তু জীবরূপী পক্ষী (ফল লোভে) বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়েন, আপনাকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হয়েন, এবং শোক করিতে থাকেন, পরে যখন তিনি অপর ঈশ্বররূপী পক্ষীকে ভজন করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহার মহিমা (সর্ব্বব্যাপিত্ব) উপলব্ধি করেন, তখন এই উপায়দ্বারা তিনি দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বের সনৎসুজাত প্রকরণের ১ম অধ্যায়ে ভগবান্ সনৎকুমারকে ধৃতরাষ্ট্র অন্যভাষায় তোমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের অনুরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যথা :—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

কোঽসৌ নিযুঙ্‌ক্তে তমজং পুরাণং স চেদিদং সর্ব্বমনুক্রমেণ, কিং বাস্য কার্য্যমথবা সুখঞ্চ তন্মে বিদ্বন্ ব্রূহি সর্ব্বং যথাবৎ ॥

৪২ অঃ ১৯ শ্লোক

অর্থাৎ (হে ভগবন্) যদি এই ব্রহ্মই এতৎ সমস্তরূপ হয়েন— তিনিই যদি ক্রমশঃ স্থাবরাদি রূপে পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া থাকেন (স চেদিদং সর্ব্বমনুক্রমেণ), তবে (আমি জিজ্ঞাসা করি) কে সেই জন্মরহিত পুরাণ-পুরুষকে এই প্রকাশকার্য্যে নিযুক্ত করে ? ইহাতে তাহার কি প্রয়োজন সিদ্ধি অথবা সুখ আছে, ইহা আপনি স্পষ্টরূপে সম্যক্ বর্ণনা করুন, কারণ আপনি সর্ব্বজ্ঞ।

এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ সনৎকুমার বলিতেছেন, যথা ঃ—

"সনৎসুজাত উবাচ—

দোষো মহানত্র বিভেদযোগে, হ্যনাদি যোগেন ভবন্তি নিত্যাঃ।

তথাস্য নাধিক্যমপৈতি কিঞ্চিদনাদিযোগেন ভবন্তি পুংসঃ ॥ ২০ ॥

য এতদ্বা ভগবান্ স নিত্যো, বিকারযোগেন করোতি বিশ্বম্।

তথাচ তচ্ছক্তিরিতি স্ম মন্যতে, তদর্থে যোগে চ ভবন্তি বেদাঃ ॥২১ ॥"

অস্যার্থ ঃ—"অত্র" অত্র বিষয়ে, ত্বদীয় প্রশ্নোক্তবিষয় বিচারে ইদং দৃশ্যতে। "বিভেদ যোগে" (বিশেষেণ ভেদো যয়োস্তৌ বিভেদৌ, বিভিন্নৌ, তয়োর্যোগে বিভেদ যোগে, পরমাত্মেতরঃ কোঽপি তেন সহ যুক্ত সন্ তং জগৎপ্রকটনব্যাপারে নিয়োজয়তি ইতি কথনে। "মহান্ দোষো" ভবতি।

(অত্র সিদ্ধান্তে সর্ব্ববিধশ্রুতিব্যাকোপঃ স্যাৎ। অধিকন্তু ব্রহ্মণঃ প্রেরয়িতা কোঽপ্যাস্তি, তস্যাপি প্রেরয়িতা অন্যোঽস্তি, তথা তস্যাপ্যন্যঃ

ইত্যনবস্থা দোষোঽপি ঘটতে)। (বস্তুতঃ) "অনাদি যোগেন" ন নাস্তি আদির্যস্য সঃ অনাদিঃ ; অনাদিশ্চাসৌ যোগশ্চেতি অনাদিযোগঃ, তেন অনাদিযোগেন। প্রশ্নোক্তানাং ইদংশব্দবাচ্যানাং দৃশ্যস্থানীয়ানাং পদার্থানাং ব্রহ্মণা সহ যো যোগস্তস্য অনাদিত্বাৎ)। "ভবন্তি নিত্যাঃ" (তেষামপি নিত্যত্বং সিদ্ধং ভবতি)। ননু দৃশ্যস্থানীয়পদার্থানাং নিত্যত্বে, ব্রহ্মণো ভূমত্বস্য পূর্ণত্বস্য প্রতিষেধো ভবতি অতএবাহ তথেতি)। "তথা" (তেন হেতুনা, দৃশ্যপদার্থানাং নিত্যত্ব হেতুনা) "অস্য" (ব্রহ্মণঃ) "আধিক্যম্" (অদ্বিতীয়ত্বং ভূমত্বং) "ন কিঞ্চিদপৈতি" (অপগতং ভবতি)। (কথং ইত্যাশঙ্কায়ামাহ) "অনাদিযোগেন" (ইতি—, তেষাং ব্রহ্মণা সহ যোগস্য, তেষাং ব্রহ্মস্বরূপান্তর্ভাবস্য অনাদিত্বাৎ, ন তে ব্রহ্মণঃ পৃথগ্ভূতাঃ, অপি তু তদঙ্গীভূতা এব) তে "পুংসঃ" (পূর্ণস্বভাবাৎ পরমাত্মনঃ সকাশাদেব প্রকটিতা) ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

(ননু দৃশ্যস্থানীয়পদার্থাঃ ব্রহ্মণো ভিন্নত্বেন এব পরিদৃশ্যন্তে কথং তর্হি তেষামভিন্নত্বং বিজ্ঞাতব্যমিতি তত্রাহ) "যঃ" "এতৎ" (পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপেণ ভাতি) স ভগবান্ (পরমাত্মৈব) "স নিত্যঃ" (ইতি বিজানীয়াঃ) "বিকারযোগেন" ইতি, (স্বস্বরূপাৎ অন্যথাভাব প্রাপ্তির্বিকারঃ যথা সুবর্ণ-খণ্ডস্য কুণ্ডলাকার প্রাপ্তিঃ, তদ্বিকার যোগেন) "বিশ্বং করোতি" (প্রকাশয়তি বিশ্বস্তস্যৈব বিকারস্থানীয়ঃ ন তু ভিন্নঃ)। ননু ব্রহ্মণোঽপি বিকারিত্বে কথং তস্য নিত্যতা ইত্যত্রাহ "তথাচ তচ্ছক্তিরিতি স্ম মন্যতে" ইতি। (বিকারোঽপি পরমাত্মনঃ শক্তিবিশেষঃ তস্য পরমাত্মন আত্মভূতা ন পৃথক্‌ভূতা শক্তিরিতি মন্যতে স্ম। স্বীয়রূপেণ অবিকৃতো ভূত্বা অনন্তশক্তিসম্পন্নস্য পরমাত্মনঃ ঈশ্বরস্য নানারূপেণ প্রকটীকরণ বিষয়কং সামর্থ্যমস্তীতিভাবঃ। "তথার্থযোগে" (বিকারস্থানীয়ে জগতি শক্ত্যর্থ

যোজনায়াং) "বেদাঃ" (শ্রুতয়ঃ এব প্রমাণং) "ভবন্তীত্য"র্থঃ। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ," "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং" (জগতঃ কারণম্), "তদৈক্ষত অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি," "সচ্চত্যচ্চাভবৎ," "ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বম্," "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," ইত্যাদি শ্রুতয়স্তত্র প্রমাণং ভবন্তি। পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থানাং রূপাণি যথা তব চিত্তে লীনানি সন্তি, চিত্তেন সহ অভিন্নতয়া তিষ্ঠন্তি, পুনঃ স্মৃতিকালে তস্মিন্নেব চিত্তে স্থিতানি সন্ত্যপি ভিন্নতয়া পরিজ্ঞায়ন্তে। এতদ্ব্যাপারেণ তব চিত্তস্য কিঞ্চিদপি ন্যূনাধিক্যং ন ভবতি ; তথা দৃশ্যপদার্থা অপি ব্রহ্মণি অভিন্নতয়া স্থিতা অপি তদঙ্গীভূতজীবশক্ত্যা ভিন্নত্বেন পরিদৃশ্যন্তে। এতেন ব্রহ্মস্বরূপস্য ন কিঞ্চিদপি ন্যূনাধিক্যং ভবতি, ইতি সিদ্ধং।

অস্যার্থ ঃ—ভগবান্ সনৎকুমার বলিলেন, "তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় বিচার করিতে গিয়া দেখা যায় যে, ব্রহ্মের সহিত সঙ্গত হইয়া ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন অপর কেহ ব্রহ্মকে সৃষ্টি প্রকাশ কার্য্যে নিয়োজিত করে, এইরূপ বলিলে তাহাতে মহৎ দোষ ঘটে। (একে ত ইহা সমস্ত শ্রুতিবাক্যের বিরোধী, দ্বিতীয়তঃ ঐ নিয়োগ-কর্ত্তার নিয়োগ-কর্ত্তা কেহ আছেন, পুনরায় তাঁহার নিয়োগ-কর্ত্তা কেহ আছেন ইত্যাদি অনবস্থা দোষ ঘটিয়া থাকে। এইরূপ মহৎ দোষ সকল ইহাতে দৃষ্ট হয়)। বাস্তবিক বিশ্ব অনাদিকাল হইতে ব্রহ্মেতে যুক্ত আছে, অতএব ইহাকেও নিত্য জানিবে (নূতন কিছুই উৎপন্ন হয় না, ব্রহ্মেতেই নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া কখনও প্রকাশিত কখনও অপ্রকাশিত হয় মাত্র)। ব্রহ্মের সহিত বিশ্বের এইপ্রকার নিত্যযুক্ততা হেতু, ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্বের (অদ্বৈতত্বের) কোন প্রকার খর্ব্বতা হয় না। (কারণ ব্রহ্ম স্বরূপতঃই পূর্ণ, তাঁহা হইতে অভিন্নরূপে বিশ্ব তাঁহার সত্তায় বর্ত্তমান থাকে)। অনাদিকাল

হইতে তাঁহার সত্তায় স্থিত আছে বলিয়া সেই পূর্ণস্বরূপ হইতেই জগৎরূপে প্রকাশিত হয়। ২০।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সেই পূর্ণ নিত্য বস্তু ভগবানেরই স্বরূপান্তর্গত। ইহাকেও সেই ভগবান্ বলিয়া জানিবে। তিনি বিকারযোগে এই বিশ্বকে প্রকটিত করেন। সেই ভগবান্ নিত্য হইলেও আপনাকে বিশ্বরূপে প্রকাশিত করিবার শক্তি তাঁহার আছে। সেই শক্তিই ঐ বিকারশব্দবাচ্য। এইরূপ অর্থযোজনা বিষয়ে সমস্ত বেদবাক্যই প্রমাণ।

যাঁহারা জগতের মিথ্যাত্ববাদী, তাঁহাদের মত এই শ্লোকদ্বয়োক্ত বাক্য সকলের সহজ সুস্পষ্টার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী,—কারণ ঐ শ্লোকে ভগবান্ সনৎকুমার সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে "য এতদ্বা ভগবান্ স নিত্যঃ" আবার "অনাদিযোগেন ভবন্তি নিত্যাঃ" ইত্যাদি। সুতরাং জগতের মিথ্যাত্ববাদী ব্যাখ্যাকারগণ এই সকল শ্লোকের স্পষ্টার্থ হইতে আপনাদের মতকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, এই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নানাপ্রকার কষ্টকল্পনা উত্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যথা পূর্ব্বোক্ত ২০শ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যায় ঐ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে উল্লিখিত "অনাদিযোগেন" পদের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন "ন অত্তুম্ শীলমস্তেতি অনাদির্ভোগ্যবর্গঃ স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়াত্মকানি ক্ষেত্রাণি, তস্য যোগেন সম্বন্ধেন পুংসঃ পরস্মাৎ সকাশাৎ নিত্যাঃ জীবাঃ ঘটাকাশ-জলচন্দ্রাদি ন্যায়েন ভবন্তি"। বস্তুতঃ অনাদি শব্দের এই ব্যাখ্যাতে যে অতিশয় কষ্টকল্পনার অবতারণা করা হইয়াছে তাহা ঐ ব্যাখ্যা পাঠে সহজেই বোধগম্য হয়। "অত্তুম্" (খাওয়া) "ন শীলমস্তেতি" (ইহার ধর্ম্ম নহে) এই অর্থে অনাদি—ইহাই নীলকণ্ঠের মত। এইরূপ কষ্টকল্পনা করিয়া সহজে বোধগম্য অনাদি শব্দের ব্যাখ্যা করিবার কোনই কারণ

দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক এইরূপই "অনাদি" শব্দের ব্যুৎপত্তি হইলেও, সেই ব্যুৎপত্তি হইতে নীলকণ্ঠ যে ইহার অর্থ "ভোগ্যবর্গ" করিয়াছেন, তাহাতেও অতিশয় অধিক পরিমাণে কষ্টকল্পনা দৃষ্ট হয়। খাওয়া যাহার ধর্ম্ম নহে—যে খায় না, এই বলিলেই কি বুঝা যায় যে, ঐ পদার্থ নিজে অপরের খাদ্য অথবা ভোগ্য হইবে? অনেক বস্তু ত জগতে এইরূপ দেখা যায় যাহা অপর কিছু খায় না, অথচ ইহাকেও অপরে খায় না। যাহা হউক, "একটি বস্তু খায় না" কেবল এইমাত্র বলিলে, ইহার অর্থ এইরূপ বুঝা কঠিন যে "এই বস্তুকে অপরে খায়"—অপরের খাদ্য হওয়াই ইহাই স্বভাব। নীলকণ্ঠ পুনরায় লিখিয়াছেন, "পুংসঃ সকাশাৎ নিত্যাঃ জীবাঃ ভবন্তি জলচন্দ্রাদি ন্যায়েন," অর্থাৎ যেমন জল কম্পিত হইলে জলস্থ চন্দ্রপ্রতিবিম্ব বহুরূপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ পরমাত্মা হইতে নিত্য জীবসকল প্রকাশিত হয়। এস্থলে প্রথম বক্তব্য এই যে, ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন জীবসম্বন্ধীয় নহে, ধৃতরাষ্ট্র পূর্ব্বোক্ত ১৯শ শ্লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "স চেদিদং সর্ব্বমনুক্রমেণ" (অর্থাৎ যদি মহদাদি স্থাবর পর্য্যন্ত ক্রমে দৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম হয়েন। নীলকণ্ঠও এই চরণের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন; যথাঃ—"নন্থ পর এব···ইদং সর্ব্বং চেতনাচেতনং বিশ্বং···ক্রমেণ ভবতীতি চেৎ"); তবে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি "কোঽসৌ নিযুঙ্‌ক্তে তমজং পুরাণম্"; (অর্থাৎ কে সেই জন্মরহিত পুরাণপুরুষকে এই বিশ্বরূপে প্রকাশিত হওয়া কার্য্যে নিযুক্ত করে, ইহাতে তাঁহার কি সুখ বা প্রয়োজন সাধিত হয়)? এই প্রশ্নে জীবসম্বন্ধে কোন প্রকার উক্তিই নাই, সুতরাং নীলকণ্ঠ যে তৎপরবর্ত্তী উত্তরস্থানীয় ২০শ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণস্থিত "ভবন্তি" পদের কর্ত্তৃস্থানে "জীবাঃ" পদ উহ্য করিয়া শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কোন

প্রকারেই সঙ্গত বোধ হয় না। সে যাহা হউক, কম্পমান জলস্থ চন্দ্র-প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্তদ্বারা জীবের বহুত্ব থাকা ব্যাখ্যাত হওয়া স্বীকার করিলেও, তদ্দ্বারা জীবের নিত্যত্বের ব্যাখ্যা কোন প্রকারেই হয় না। কম্পমান জলস্থানীয় অনন্তরূপী জগৎ বিনাশশীল এবং মিথ্যা বলিয়াই নীলকণ্ঠাদির সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত সত্য হইলে, কম্পমান জলস্থ চন্দ্র-প্রতিবিম্ব স্থানীয় জীবসকলও ঐ চন্দ্রপ্রতিবিম্ব সকলের ন্যায় অনিত্য হইয়া পড়ে। ইহা সমস্ত শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আর জলই যখন মিথ্যা তখন প্রতিবিম্ব কাহার উপর পড়িবে? শ্লোকদ্বয়ের অপরাংশের নীলকণ্ঠকৃত ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়া তাহার সমালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। এই পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি তাহা ভালরূপে তোমাদের বোধগম্য হইয়া থাকিলে তোমরা নিজেরাই তাঁহার বাক্যসকলের অসামঞ্জস্য বুঝিয়া লইতে পারিবে।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও এই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনিও জগতের মিথ্যাত্ববাদী, সুতরাং তিনিও জীবসম্বন্ধেই ভগবান্ সনৎকুমারের উক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ২০শ শ্লোকের পূর্ব্বোক্ত "অনাদিযোগেন ভবন্তি নিত্যাঃ" এই চরণের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "অনাদিরবিদ্যা মায়া। তথা চোক্তং 'প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি'...তদ্‌যোগেন মায়াযোগেন ভবন্তি জীবাদয়ো নিত্যাঃ। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, "অনাদি শব্দের অর্থ অবিদ্যা মায়া", ইহার প্রমাণ এই যে, ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "হে অর্জ্জুন! প্রকৃতি এবং পুরুষ এই উভয়কে অনাদি অর্থাৎ আদিশূন্য জন্মরহিত বলিয়া জানিবে। সেই মায়াযোগে জীবাদি নিত্য।" এই স্থলে বক্তব্য এই যে প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কে গীতায় ভগবান্ "অনাদি" বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি এইরূপ বলেন নাই যে অনাদি

শব্দের অর্থই প্রকৃতি, অথবা পুরুষ। "এই স্তম্ভটি শুক্ল" এই বলিলে যেমন ইহা বুঝায় না যে, শুক্ল শব্দের অর্থই এই স্তম্ভ, তদ্রূপ "প্রকৃতি এবং পুরুষ অনাদি" এই উক্তির দ্বারা ইহা বুঝায় না যে অনাদি শব্দের অর্থ প্রকৃতি অথবা পুরুষ অথবা উভয়। অতএব শ্লোকে "অনাদি" শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকের প্রমাণ দিয়া আচার্য্য শঙ্কর যে "অনাদি" শব্দের অর্থই "প্রকৃতি" "অবিদ্যা" "মায়া" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে অতিশয় কষ্টকল্পনাই দৃষ্ট হয়। আর জীবসম্বন্ধে ইনিও যে ভগবান্ সনৎসুজাতের বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও যে সঙ্গত হইতে পারে না, তাহা নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যার সমালোচনায় পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। এই শ্লোকদ্বয়ের অবশিষ্টাংশের ব্যাখ্যা শাঙ্কর-ভাষ্যে যেরূপ আছে তাহারও বিস্তারিত সমালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন ; তোমরাই তাহা আবশ্যক হইলে করিয়া লইবে। পরন্তু উক্ত ব্যাখ্যা সকল পাঠ করিতে গিয়া দেখিবে যে ২১শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্লোকের প্রথম চরণের শব্দার্থের ব্যাখ্যা তাঁহারাও অন্য প্রকার করিতে সমর্থ হন নাই। যথা শ্লোকোক্ত "যে এতদ্বা ভগবান্ স নিত্যঃ" এই প্রথম চরণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, "এতৎ পরিদৃশ্যমানং জগৎ যৎ জগদিব ভাতি স নিত্যোঽবিকারী ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ পরমাত্মৈব"। শঙ্করাচার্য্য কিন্তু "এতৎ" শব্দের স্বাভাবিক অর্থ দৃশ্যমান জগৎ না করিয়া বলিয়াছেন, "এতদ্বা পরমার্থভূতো ভগবান্ ঐশ্বর্য্যাদিসমন্বিতঃ পরমেশ্বরো নিত্যঃ, স বিকারযোগেন ঈক্ষণাদিপূর্ব্বকং বিশ্বং করোতি"। এস্থলে লক্ষ্য করিবে যে, এতৎ শব্দ যাহা স্বভাবতঃ সর্ব্বত্র, "এই" অর্থাৎ দৃশ্যমান জগৎকে বুঝায়, তাহা আচার্য্য শঙ্করের মতে দৃশ্যের অতীত পরমার্থভূত ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। "এতৎ" শব্দের এইরূপ প্রয়োগের প্রমাণ সচরাচর

দৃষ্ট হয় না। আর শ্লোকোক্ত 'বিকার' শব্দের অর্থ তাঁহার মতে ব্রহ্মের ঈক্ষণশক্তি। এইরূপ ব্যাখ্যাকে সুব্যাখ্যা বলিয়া কোন প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

বস্তুতঃ জগতের ব্রহ্মাভিন্নত্ব—ব্রহ্মরূপত্ব স্পষ্টরূপেই শ্রুতি বহুস্থানে ঘোষণা করিয়াছেন। যথা:—"ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা," "ব্রহ্মৈ বেদং বিশ্বং," "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি। ব্রহ্মের যে বহুরূপে প্রকাশিত হইবার শক্তি আছে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বেও কতকগুলি শ্রুতি-প্রমাণ তোমাকে বলিয়াছি। অপরাপর বহুশ্রুতিও এইরূপ আছে। যথা:—"দেবাত্ম-শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং" "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইত্যাদি। যে শক্তির দ্বারা ব্রহ্ম জগৎ প্রকাশ করেন, তাহা বহু প্রকার হইলেও, মূলতঃ তৎসমস্ত ঈক্ষণশক্তিনামে শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ। তাহা "তদৈক্ষত বহুস্যাম্" ইত্যাদি পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত ছান্দোগ্যশ্রুতি এবং অপরাপর শ্রুতিদ্বারা প্রমাণিত হয়, ইহা বিস্তৃতরূপে পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি।

এইক্ষণেও কি এ বিষয়ে তোমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?

বিষয়—শত্রুর প্রতি ও পাপিষ্ঠের প্রতি কিরূপে কার্য্যতঃ ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করা যাইতে পারে?

শিষ্য। জগৎ যে ব্রহ্মময় তাহা তত্ত্ববিচার দ্বারা একপ্রকার বুঝিলাম কিন্তু কার্য্যতঃ সকল স্থানে এই বুদ্ধি কিরূপে রক্ষা করিতে পারা যায় তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার প্রতি শ্রীজীর কিছু কৃপা থাকা দৃষ্টে, তাহা একজন সহ্য করিতে না পারিয়া আমার প্রতি হিংসা করিতেছে, নানাপ্রকার মিথ্যা নিন্দা অপবাদ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেছে। আমি যাহাতে অপদস্থ

হই, তাহার নিমিত্ত অনবরত চেষ্টা করিতেছে। এইরূপ ব্যক্তির প্রতি আমি কিরূপে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিতে পারি ?

গুরু। শাস্ত্র বলিয়াছেন নিন্দুক ব্যক্তি যাহার নিন্দা করে, তাহার পাপ ক্ষয় হইয়া যায়, এবং তাহার যাবতীয় পাপ নিন্দুক ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় ; ইহা সম্পূর্ণ সত্য জানিবে। দেখ, নিন্দা করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে নিন্দুকের চিত্তে বিদ্বেষবুদ্ধি প্রবল হইয়া তাহার চিত্তকে কলুষিত করে, চিত্ত পাপযুক্ত হয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্যের ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। লোকমুখে নিন্দা ঘোষিত হইলে নিন্দিত ব্যক্তির পাপ সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যশঃ বৃদ্ধিতে যেমন সুখভোগের দ্বারা পুণ্যের ক্ষয় হয়, তদ্রূপ অপবাদ-রূপ দুঃখ ভোগের দ্বারা পাপের ক্ষয় হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। অতএব নিন্দুক ব্যক্তির নিন্দার দ্বারা নিন্দিত ব্যক্তির পাপক্ষয়রূপ মহৎ উপকার সাধিত হয়। সংসারে তোমার এমন বন্ধু কে আছেন যিনি অকাতরে নিজ মস্তকে তোমার পাপ গ্রহণ করিতে পারেন ? স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে সম্পদেরই সঙ্গী। তোমার পাপের বোঝা অযাচিতভাবে লওয়া দূরে থাকুক, তুমি প্রার্থনা করিলেও তোমার পাপের বোঝা নিজের মাথায় লইতে কেহই অগ্রসর হইতে পারেন না। পরন্তু নিন্দুক ব্যক্তি অযাচিতভাবে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া নিত্য তোমার পাপের বোঝা স্বীয় মস্তকোপরি গ্রহণ করিতেছে। অতএব বিচার করিয়া দেখিলে তোমার নিন্দাকারী ব্যক্তি তোমার যেরূপ উপকার সাধন করে, ত্রিভুবনে অন্য কেহ তোমার তদ্রূপ উপকার সাধন করে না। শুনিয়াছি

মহাত্মা কবীরজীর সর্ব্বব্যাপী যশঃ ও সমৃদ্ধিদর্শনে একজন সাধু তাঁহার প্রতি হিংসাবশতঃ সর্ব্বত্রই তাঁহার নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন ; কবীরজীর নিন্দা করাই তাঁহার একপ্রকার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়। কিছুদিন পর তাঁহার মৃত্যু হইলে মহাত্মা কবীরজী সেই সংবাদ অবগত হইয়া অতিশয় আক্ষেপ করিতে থাকেন। তাঁহাকে এইরূপ আক্ষেপ করিতে দেখিয়া অপর এক ব্যক্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলেন, "এই ব্যক্তি অতিশয় পাপিষ্ঠ ছিল। আপনার মিথ্যা নিন্দা ঘোষণা করাই ইহার নিত্য ব্রত ছিল। এই ব্যক্তির মৃত্যুতে আপনি কেন এত আক্ষেপ করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার এই আক্ষেপ যে সরল ভাবের কার্য্য তাহা বোধগম্য করিতে পারিতেছি না। অতএব এই আক্ষেপের কারণ কি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।" তাহাতে মহাত্মা কবীরজী আরও কাতরভাবে আক্ষেপ করিতে করিতে বলিলেন, "ওহে, এই ব্যক্তির মত আমার উপকারী পুরুষ জগতে আর কেহ ছিল না। সে ধোবী-স্বরূপ হইয়া আমার সমস্ত পাতকরাশি ধৌত করিয়া আপনার অঙ্গে অযাচিতভাবে মাখিয়া লইত। আমার এমন উপকার ত্রিভুবনে এখন আর কে করিবে ? ইহা কি আমার সামান্য আক্ষেপের বিষয় ?" অতএব জানিবে যে নিন্দুকের মত উপকারী আর কেহ নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তবে তোমার নিন্দাকারী ব্যক্তির প্রতি তোমার বিদ্বেষ বুদ্ধি পোষণ করা কি অতি গর্হিত কর্ম্ম নহে ? বলিতে পার যে তাহার কার্য্যের দ্বারা তোমার অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে, তবে কিরূপে তোমার

অনিষ্টকারীর প্রতি তুমি সদ্ভাব স্থাপন করিতে পার? কিন্তু সর্ব্ববিধ শাস্ত্র এবং সর্ব্বযুগে আবির্ভূত মহাত্মা ঋষিগণ একবাক্যে এই বলিয়াছেন যে, বাস্তবিকপক্ষে কেহই কাহারও অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। তোমার যে কিছু লাভ ক্ষতি, সুখ দুঃখ এই জন্মে ভোগ হয়, তৎসমস্তই তোমার নিজের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মের ফল। নারদপঞ্চরাত্রে অতি উত্তমভাবে এই সত্য বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা :—

"প্রাক্তনাৎ সুখদুঃখঞ্চ রোগঃ, শোকো, ভয়ং পিতঃ।
সুমৃত্যুরপমৃত্যুর্বা চিরায়ুরল্পজীবনং ॥
যত্র কালে চ যন্মৃত্যুর্ভবনং শুভকর্ম্ম চ।
ন্যূনাধিকং ক্ষণং নাস্তি নিষেকঃ কেন বার্য্যতে ॥
যস্য হস্তে চ যন্মৃত্যুর্বিধাত্রা লিখিতঃ পুরা।
ন চ তং খণ্ডিতুং শক্তঃ স্বয়ং বিষ্ণুশ্চ শঙ্করঃ" ॥

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস ও মহাজন বাক্যে সর্ব্বত্রই এই সত্য প্রচারিত হইয়াছে। দৃষ্টতঃ যে ব্যক্তি তোমার অনিষ্ট করিতেছে বলিয়া বোধ করিতেছ, তাহাকে কেবল নিমিত্তমাত্র খাড়া করিয়া তোমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসকল তোমাকে ইহজন্মে লাভ ক্ষতি, সুখ দুঃখ ইত্যাদি ফল দিতেছে। অতএব সেই নিমিত্তমাত্র স্থানীয় ব্যক্তিকে তোমার অনিষ্টকারী বলিয়া তাহার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হওয়া কি সম্পূর্ণ মূর্খতা নহে? এক ব্যক্তি অন্তরালে থাকিয়া দণ্ডের দ্বারা তোমাকে আঘাত করিল, তুমি আঘাতকারী ব্যক্তিকে না দেখিয়া সেই দণ্ডকে আঘাতকারী বোধ করিয়া যদি সেই দণ্ডের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হও,

তবে কি ইহা সম্পূর্ণ মূর্খতার পরিচয় নহে? অতএব বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার অনিষ্টকারী অপর কেহ নাই। যদি তোমার অনিষ্ট বলিয়া কিছু মনে কর, তবে তোমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মই সেই অনিষ্টের মূল। তুমি নিজেই তোমার অনিষ্টকারী, অপর কেহ নহে।

দ্বৈতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এইরূপ বিচার দ্বারা দৃষ্টতঃ অনিষ্টকারী ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষভাব বিরহিত হইয়া শান্তি অবলম্বন করিবে। **কর্ম্মের গতি অনুসারে দুঃখ উপজাত হইবার সময় উপস্থিত হইলে, পরম মিত্রও শত্রুভাবাপন্ন হয়।** আর সুখ লাভ করিবার সময় উপস্থিত হইলে পরম শত্রুও মিত্রভাবাপন্ন হয়। ইহা সচরাচর সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্দৃষ্টে বুদ্ধিমান পুরুষ শত্রু ও মিত্র উভয়ের প্রতি সমভাবাপন্ন হইয়া তাহাদের প্রতি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিতরূপে প্রতিপালন করিবে।

দ্বৈতভাবাপন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে এই উপদেশ। পরন্তু যিনি শ্রুতি শাস্ত্রের উপদেশ সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া জগতের সমস্ত ব্যাপারের নিয়ন্তা এক পরমেশ্বর বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি জানেন যে পাপ পুণ্য সমস্তই মূলতঃ ঈশ্বরাধীন, জীবের স্বতন্ত্ররূপে কর্ম্মসামর্থ্য কিছুই নাই। কারণ:—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

গীতা ১৮শ অঃ ৬১ শ্লোক।

অন্বয়ার্থ:— (ভগবান্ বলিতেছেন) হে অর্জ্জুন, সমস্ত প্রাণিবর্গের

হৃদয়ে ঈশ্বর অবস্থিত থাকিয়া সকল জীবকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় নিজ মায়াশক্তির দ্বারা সঞ্চালিত (ভ্রাম্যমাণ) করিতেছেন।

সুতরাং

"সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥"

গীতা, ৬অঃ ৯ শ্লোক।

এবঞ্চ

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥"

গীতা, ৫অঃ ১৮ শ্লোক।

(অর্থাৎ সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষের পাত্র, বন্ধু, সাধু এবং পাপী এতৎ সমস্তের প্রতি সমবুদ্ধি স্থাপন করাই প্রশংসনীয়। বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডালে জ্ঞানিগণ সমদর্শী হন।)

এই সকল গীতা-বাক্যার্থের এবং অপরাপর শাস্ত্রেরও উক্ত প্রকার বাক্যার্থের সত্যতা জ্ঞানী পুরুষ অনুভব করিয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী হয়েন এবং তাঁহার আভ্যন্তরিক শান্তির কদাপি চ্যুতি হয় না।

পরন্তু যিনি গুরূপদিষ্ট বেদান্ত-বাক্যের গুহ্যতম সার অবগত হইয়া আরও উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে প্রকাশিত সর্ব্বজীবের সর্ব্ববিধ অবস্থা অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপে নিত্য বর্ত্তমান আছে, তাঁহার ঈক্ষণশক্তি প্রভাবে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইতেছে মাত্র। ইহা পূর্ব্বে বিশেষরূপে তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি। সুতরাং এবংবিধ পুরুষ সাংসারিক সুখদুঃখাদি সকলেরই অতীত। তাঁহার

চক্ষে সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময়। সুতরাং নিন্দাস্তুতি উভয়কেই তিনি তুল্য বোধ ত করিবেনই। কেমন, এক্ষণে তোমার সন্দেহ দূর হইয়াছে ?

বিষয়—জীবকে ঈশ্বর পাপে কেন নিযুক্ত করেন ?

শিষ্য। হাঁ, যাহা বলিয়াছেন তাহা বুঝিলাম। কিন্তু একটি বিষয় আরও পরিষ্কারভাবে বুঝিতে ইচ্ছা করি। আপনার পূর্ব্বোল্লিখিত গীতার ১৮শ অধ্যায়ের শ্লোকে বর্ণিত আছে যে, ঈশ্বর সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পুত্তলিকার ন্যায় সকলকে ভ্রাম্যমাণ করিতেছেন। গীতাবাক্য অবশ্য সত্য; কিন্তু ঈশ্বর জীবকে পাপে নিযুক্ত কেন করেন এবং জীব তন্নিমিত্ত কেন দুঃখ ভোগ করে ?

গুরু। যে কর্ম্মের ফলে কর্ম্মকর্ত্তার দুঃখ ভোগ হয় তাহাকে পাপ, এবং যে কর্ম্মের ফলে কর্ম্মকর্ত্তার সুখ ভোগ হয় তাহাকে পুণ্য বলে। কর্ম্মকর্ত্তার সুখ দুঃখ ভোগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার কর্ম্মের পুণ্য ও পাপ সংজ্ঞা হয়। যেমন বস্তু সকলের রূপাদি ও গুণের বিভিন্নতা দৃষ্টে তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা হয়,—অগ্নি, জল, বায়ু ইত্যাদি সংজ্ঞা হয়, তদ্রূপ কর্ম্মসকলেরও ফলের প্রভেদ দৃষ্টে তাহাদের পাপ ও পুণ্য সংজ্ঞা হয়। প্রাণহানিকর হলাহলও জগতে আছে, আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর ঔষধাদিও জগতে আছে। সময় মত উভয়ের প্রয়োজনীয়তাও আছে। বস্তুতঃ কোন দুইটি বস্তু জগতে ঠিক একরূপ নহে। প্রত্যেক বস্তুতেই কিছু বিশেষত্ব আছে, যাহা অপরের মধ্যে নাই। প্রত্যেক বৃক্ষে লক্ষ লক্ষ পাতা হয়, কিন্তু প্রত্যেকটিরই অপর সকল হইতে কিঞ্চিৎ পার্থক্যও থাকে। ইহা দ্বারা ব্রহ্মসত্তার অনন্ততাই প্রকাশ

পায়। কর্ম্মসকলের পাপ পুণ্যাদি প্রভেদও এই প্রকার। যে সকল শক্তির দ্বারা জগতের স্থিতি নিয়মিত হইতেছে, তন্মধ্যে ক্ষুদ্রতম একটি পরমাণুতে যে শক্তি আছে, সেই শক্তিও জগতের একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। এই একটি পরমাণুর যদি এককালীন বিনাশ সম্ভব হয়, তবে সমস্ত বিশ্ব উলট্ পালট্ হইয়া যায়। সেই পরমাণুর শক্তির অভাব হেতু অপর সমস্ত শক্তির কার্য্য বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যেমন একটি লৌহ-নির্ম্মিত কল বৃহৎ হইলেও তাহার কোন স্থানের একটি ক্ষুদ্র পেরেক খসিয়া পড়িলে সেই বৃহৎ কল অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, তদ্রূপ এই জগদ্রূপ বৃহৎ কলের একটি পরমাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে জগতের ব্যাপার সমস্ত বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কোন জ্ঞানী পুরুষ বলিয়াছেন যে "তোমার মনে এক্ষণে যে একটি ক্ষুদ্র চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে তাহাকে তুমি উপেক্ষা করিতেছ, কিন্তু জানিবে যে ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকাল হইতে যে সমস্ত শক্তি কার্য্য করিয়া আসিতেছে তাহার অনিবার্য্য ফল এই মুহূর্ত্তে তোমার মনে এই চিন্তাটি উদয় হওয়া ; এবং এই চিন্তাটি যে মুহূর্ত্তে উদয় হইয়াছে তৎপর মুহূর্ত্তেই তাহা অদৃশ্য হইয়া যায় সত্য, কিন্তু ইহার শক্তি অবিনাশী—অনন্তকাল স্থায়ী, অনন্তকাল ধরিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ইহা চালিত করিবে। অতএব এই ক্ষুদ্র চিন্তাটি তুচ্ছ পদার্থ নহে।" দেখ, একটি দীর্ঘিকার জলে একটি ক্ষুদ্র ইটের ডেলা তুমি এইক্ষণ নিক্ষেপ কর, ইহা অতি সামান্য ব্যাপার বলিয়া তুমি মনে করিবে সন্দেহ নাই। বালক সকল সর্ব্বদাই এরূপ করিতেছে। ইহা একটি অতি

অকিঞ্চিৎকর কার্য্য বলিয়া সকলেই মনে করে। কিন্তু নিবিষ্ট-চিত্তে বিচার করিলে দেখিবে যে ঐ ক্ষুদ্র ঢিলটি জলে পতিত হইয়া যে স্থানের জলে পতিত হইয়াছে, সেই স্থানের জলীয় বিন্দুসকলকে আঘাত করাতে সেই জলীয় বিন্দুসকল সরিয়া গিয়া পার্শ্ববর্ত্তী জলীয় বিন্দুসকলকে আঘাত করিয়াছে। সেই পার্শ্ববর্ত্তী বিন্দুসকল পুনরায় তৎপার্শ্ববর্ত্তী বিন্দুসকলকে আঘাত করিয়াছে। তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া বৃহৎ দীর্ঘিকার প্রান্তস্থানেস্থিত মৃণ্ময় তীরে গিয়া আঘাত করিতেছে। সেই আঘাত যতই ক্ষুদ্র হউক, তাহার শক্তি ব্যর্থ হইবার নহে। ইহা অবশ্য জলসংলগ্ন মৃত্তিকাখণ্ডে সঞ্চারিত হইবে, এবং তাহাতে সঞ্চারিত হইলে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সমস্ত পৃথিবীব্যাপী হইবে, পুনরায় পৃথিবী হইতে চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু-মণ্ডলে সঞ্চারিত হইয়া অনন্তকাল ধরিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইবে। অতএব এই ক্ষুদ্র ঘটনার ফল কত মহৎ, তাহার কূল ভাবিয়াও স্থির করা যায় না। এইরূপ মনুষ্য জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের ফলই সমগ্র বিশ্বব্যাপী। যত ক্ষুদ্রই হউক প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক কার্য্য সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। কোন একস্থানে ইহা দৃষ্টতঃ দুঃখ ফল উৎপাদন করিতে পারে কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের equilibrium (স্থিরতা) রক্ষা করিতে ইহা একটি অত্যাবশ্যক শক্তি। একটি দৃষ্টতঃ কুকার্য্যের দ্বারাও সমস্ত জগতের যে বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, তাহা একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতেছি। তোমরা রামায়ণ পাঠ করিয়াছ। রামায়ণ পাঠ না করিলেও শ্রীরামচন্দ্রের লীলা মুখে

মুখেও শুনিয়াছ। রামায়ণে উল্লিখিত আছে যে, দশরথ রাজা সর্ব্বগুণাকর জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে আগামী কল্য যৌবরাজ্যপদে অভিষিক্ত করিবেন বলিয়া একদিবস সভাস্থলে প্রকাশ করিলে সমস্ত প্রজামণ্ডলী আনন্দসাগরে মগ্ন হইল। সকলে একবাক্যে দশরথের সঙ্কল্পের ও শ্রীরামচন্দ্রের প্রশংসা করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের মুহূর্ত্ত নিরূপিত হইল, তাঁহার অভিষেকের নিমিত্ত সপ্ত সমুদ্রের জল সংগ্রহ করা হইল এবং সমস্ত দ্রব্যসম্ভার সজ্জিত করা হইল। পরদিবস প্রাতে শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক হইবে। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় মহিষী কৈকেয়ী এই সংবাদ অবগত হইয়া খুব আনন্দিত হইবেন ইহা রাজা দশরথ নিশ্চিতরূপে অনুভব করিয়াছিলেন; কারণ শ্রীরামচন্দ্রকে কৈকেয়ী স্বীয় পুত্র ভরত অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন বলিয়া রাজা জানিতেন এবং শ্রীরামচন্দ্রেরও কৈকেয়ীর প্রতি অচলা ভক্তি ছিল। অতএব এই আনন্দকর সংবাদ তিনি নিজে তাঁহাকে প্রদান করিবেন মনে করিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। রাণী তৎপূর্ব্বেই তাঁহার প্রিয় দাসী মন্থরা-প্রমুখাৎ ঐ সংবাদ অবগত হইয়া আনন্দভরে পুলকিত হইয়া মন্থরাকে বহুমূল্য পুরস্কার প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু দুষ্টা সরস্বতী মন্থরার কণ্ঠে আবির্ভূত হওয়ায় মন্থরা কৈকেয়ীকে রামচন্দ্রের অভ্যুদয়ে আনন্দ প্রকাশের নিমিত্ত তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে এমন মন্ত্রণা দিল যে, তাহাতে তাঁহার বুদ্ধি একেবারে কলুষিত হইয়া পড়িল। তিনি ক্রোধাগারে তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া ভূমিশয্যায় ক্রোধে

কম্পিত কলেবর হইয়া শয়ন করিলেন। রাজা দশরথ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে তদবস্থায় দর্শন করিয়া তাঁহার ক্রোধের কারণ জানিতে না পারিয়া ঐ ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত কৈকেয়ীকে তাঁহার বাঞ্ছিত যে কোন বর হয় তাহা প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন ; তখন কৈকেয়ী পাপীয়সী পিশাচীর ন্যায় অতি কঠোর মর্ম্মভেদী বাক্যে রাজা দশরথের পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত দুই বরদানের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া, এবং বর্ত্তমানেও তাঁহার এই বরদানের প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর করিবার নিমিত্ত রাজধর্ম্ম স্মরণ করাইয়া, শ্রীরামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাস এবং ঐ চতুর্দ্দশ বর্ষের নিমিত্ত ভরতের যৌবরাজ্য লাভ—এই দুইটি বর প্রার্থনা করিলেন। অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে পীড়িত হইয়া যেমন এক ব্যক্তি আর্ত্তনাদ করে তদ্রূপ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে রাজা দশরথ তখন কৈকেয়ীকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া তাঁহার এই দুষ্ট অভিলাষ পরিত্যাগ করাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৈকেয়ীর মন কিছুতেই বিচলিত হইল না। কৈকেয়ী ক্রমশঃ কঠোর হইতে কঠোরতর ভাব অবলম্বন করিয়া রাজাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের নিমিত্ত তিরস্কার করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের বিরহে দশরথ নিশ্চয়ই নিজ জীবন পরিত্যাগ করিবেন এবং কৈকেয়ী বৈধব্য-দশা প্রাপ্ত হইবেন রাজা এইরূপ জ্ঞাপন করিলেও, কৈকেয়ীর কঠোর মন কিছুতেই টলিল না। প্রাতঃকালে শ্রীরামচন্দ্র আসিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত কৈকেয়ী-প্রমুখাৎ অবগত হইয়া স্থির অবিচলিত শান্তচিত্তে পিতাকে প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য নিজের

চতুর্দ্দশ বর্ষের নিমিত্ত বনবাস গ্রহণ কৈকেয়ীর নিকট অঙ্গীকার করিলেন। পরে জানকীও তাঁহার সহিত বনগমনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া কৈকেয়ী-সন্নিধানে আগমন করিলে রাজপুরীতে সর্ব্বত্র হাহাকার ধ্বনি উপস্থিত হইল। বশিষ্ঠাদি ঋষি, মন্ত্রিবর্গ, আত্মীয়স্বজন সকলেই উপস্থিত হইয়া কৈকেয়ীকে প্রবোধিত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৈকেয়ীর কঠোর ভাব ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিতই হইতে লাগিল, তিনি কিছুতেই টলিলেন না। অবশেষে শ্রীরামচন্দ্র বল্কল ধারণ করিয়া বনযাত্রার উদ্যোগ করিলে রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে ধিক্কার করিতে করিতে জানকীর নিমিত্ত চতুর্দ্দশ বর্ষের ব্যবহার উপযোগী বস্ত্রাদি দান করিতে আদেশ করিলেন, কৈকেয়ী তাহাতেও আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তাঁহার তৎকালিক উক্তিসকল এমন কঠোর হইয়াছিল যে, ব্রহ্মজ্ঞ বশিষ্ঠ ঋষি পর্য্যন্ত ধৈর্য্যচ্যুতের ন্যায় হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র, জানকী ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে চতুর্দ্দশ বর্ষের নিমিত্ত বনযাত্রা করিলেন। রাজা দশরথও বিলাপ করিতে করিতে অল্পক্ষণ পরেই দেহত্যাগ করিলেন। পুরবাসিগণ সকলে হাহাকার করিতে করিতে অগাধ দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইল।

রামায়ণে বর্ণিত এই সকল ঘটনা পাঠ করিয়া কোন্ ব্যক্তি চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারে? কৈকেয়ীর এই কার্য্যের নিন্দা শত মুখে বর্ণনা করিলেও যেন প্রচুর হয় না। এইরূপ কে না অনুভব করে? সকলের সম্বন্ধে দুঃখদায়ক এইরূপ কর্ম্ম অপেক্ষা অধিকতর পাপ কর্ম্ম আর কি কল্পনা করা যায়? অদ্যাবধি ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র কৈকেয়ীর এই কর্ম্ম

পাপের পরাকাষ্ঠা স্থানীয় বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই কর্ম্মের শেষ ফল কি ইহা বিচার করিলে দেখিবে যে, ইহার দ্বারা জগতের জীবের সম্বন্ধে অভূতপূর্ব্ব কল্যাণ সংসাধিত হইয়াছিল। রাবণ-প্রমুখ রাক্ষসগণ বলীয়ান্ হইয়া জগতের অশেষবিধ অকল্যাণ সাধন করিতেছিল, তাহাদের দ্বারা ঋষিদের তপস্যা ভ্রষ্ট হইতেছিল, যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, দেবগণ স্থানভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, ত্রিজগৎ রাক্ষসদিগের অত্যাচারে অতি শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। সুন্দরী স্ত্রী যেখানে দেখিতেন রাবণ তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া তাহাদের সতীত্ব নষ্ট করিতেন। সাধু-সজ্জন কেহ এক মুহূর্ত্তের জন্য নিরুদ্বিগ্ন মনে বাস করিতে পারিতেন না। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনে রাবণ ও রাক্ষসদিগের সহিত তাঁহার সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তিনি রাক্ষসকুল সহ বরোন্মত্ত রাবণকে বিনাশ করিয়া ত্রিভুবনকে নিষ্কণ্টক করিলেন। পুনরায় সর্ব্বত্র শান্তি ও ধর্ম্ম স্থাপিত হইল। ঋষিগণ নিরুদ্বেগে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন, কুলকামিনীগণ সতীত্বধ্বংসের ত্রাস হইতে বিমুক্ত হইলেন এবং সর্ব্বত্র আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। পরন্তু কৈকেয়ীর ঐ পাপকার্য্যই জগতের এবংবিধ কল্যাণের মূল। ইহা বিচার করিলে কেবল পুণ্যকার্য্যের দ্বারাই জগতের কল্যাণ হয় এবং পাপকার্য্যের দ্বারা কল্যাণ হয় না, ইহা কিরূপে বলিতে পারা যায়? বিশ্বনিয়ন্তা তাঁহার কোন অঙ্গবিশেষের (জীবের) দ্বারা দুঃখদায়ক পাপকার্য্য সাধন করিয়াও জগতের কল্যাণই স্থাপন করিতেছেন। তবে যে ব্যক্তি পাপকার্য্য করে, সেই ব্যক্তির তন্নিমিত্ত দুঃখ ভোগ অবশ্য করিতে হয়। তুমি বাম হস্তে শৌচকর্ম্ম করিয়া থাক, ইহা দ্বারা তোমার সমগ্র শরীরের কল্যাণই সাধিত হইয়া থাকে কিন্তু ঐ শৌচকর্ম্ম করিবার দরুণ তোমার বামহস্ত দুর্গন্ধময়

হইয়া অপবিত্র হয়; পরে মৃত্তিকা প্রভৃতি ঘর্ষণের দ্বারা ঐ দুর্গন্ধ দূর হয় এবং হাত পবিত্র হয়। তদ্রূপ ঈশ্বর কোন জীবরূপ অঙ্গের দ্বারা যাহাকে পাপ বলা যায় এমন কর্ম্ম করাইয়া জগতের কল্যাণই বিধান করেন; কিন্তু সেই জীবরূপ অঙ্গের সেই কর্ম্মনিবন্ধন দুঃখভোগও অবশ্য হইয়া থাকে। তাহা দ্বারা সেই জীব পরে বিশুদ্ধতা লাভ করে।

পরন্তু এই উপদেশ দ্বারা যেন পাপকর্ম্মে তোমার মতি বর্দ্ধিত না হয়। জ্ঞানী পুরুষ পাপ পুণ্যে সমভাব অন্তরে রাখিবেন সত্য, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে স্বয়ং কখন পাপকর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন না এবং পাপকর্ম্মের প্রশ্রয় দিবেন না। পাপকর্ম্মকারীর বুদ্ধি কদাপি এমন নির্ম্মল অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না যাহাতে পূর্ব্বোক্ত নির্ম্মল জ্ঞান তাহার অন্তরে স্থান পাইতে পারে; যেটুকু নির্ম্মলতা থাকে তাহা পাপকর্ম্মের দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার অধঃপতন ও দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী হয়। অপরের কার্য্যে পাপ দর্শন করিয়া তৎপ্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন না হওয়াই উক্ত জ্ঞান সাধনের শুভ ফল, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে। জগতের প্রত্যেক বস্তুরই বিশেষ বিশেষ শক্তি আছে; সেই শক্তি ভগবৎ-শক্তি; তাহাকে ভগবৎ-শক্তিরূপে মর্য্যাদা করিতে শিক্ষা করিবে। কোন শক্তিকেই অবজ্ঞা করিবে না। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বিষ্ঠায় চন্দনে সমজ্ঞান হয় সত্য, কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, চন্দনকে যেমন পূজাদি কার্য্যে ব্যবহার করা যায় বিষ্ঠাকেও তদ্রূপ ব্যবহার করা যায়। এইরূপ বিকৃত জ্ঞান যেন তোমার না হয়। বিষ্ঠার শক্তি ও চন্দনের শক্তিতে অনেক প্রভেদ। সুতরাং উভয়ের ব্যবহারের ফল এক প্রকার নহে। বিষ্ঠা শূকরাদি জীবের আহার্য্য, তদ্দ্বারা তাহাদের দেহের পুষ্টিসাধন হয়। চন্দন আহার করিলে তাহাদের সেই পুষ্টি সাধন হয় না। চন্দনের দ্বারা তোমার শরীর

লিপ্ত হইলে তদ্দ্বারা যে সাত্ত্বিক বৃত্তির উদয় হয় বিষ্ঠালেপনের দ্বারা তাহার বিপরীত ফল হইবে, তদ্দ্বারা তোমার তামসিক বৃত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তোমার বুদ্ধিকে ভ্রষ্ট করিবে এবং শরীরে রোগ উৎপাদন করিবে। অগ্নি ও হলাহল প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ শক্তি আছে ; ইহা ভগবৎ শক্তি। এই শক্তির অবজ্ঞা করিয়া যিনি ব্যবহারে অপর দ্রব্যের সহিত ইহাদের সমতা করিতে যাইবেন তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে। সকল বস্তুই ব্রহ্মময়, এইরূপ কেবল বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিয়া যিনি অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিবেন তাঁহারও হস্ত দগ্ধ হইবে ; যিনি হলাহল পান করিবেন তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে। ইহা বাস্তবিক ব্রহ্মজ্ঞান নহে ; কারণ অগ্নিতে ও হলাহলে যে ভগবানের বিশেষ শক্তি আছে, তাহার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া তিনি মূঢ় বুদ্ধি বশতঃই ঐরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। অতএব যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ সাধক প্রত্যেক বস্তুতে নিহিত শক্তিকে ভগবৎশক্তি জ্ঞানে তাহার পূজা করিবেন ; তাহাকে কখন অবজ্ঞা করিবেন না। ঋষিগণ বস্তু সকলের ও কার্য্য সকলের বিশেষ বিশেষ শক্তি অবগত হইয়া কোন্ বস্তুকে কি প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে (যেমন কোন্ বস্তু আহার করিতে হইবে, কোন্ বস্তু আহার করিতে হইবে না, কোন্ কার্য্য করিতে হইবে, কোন্ কার্য্য করিতে হইবে না ইত্যাদি) শাস্ত্রমুখে প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যবহার বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু এক বস্তুর শক্তি অপর বস্তুর শক্তির দ্বারা প্রতিহত হইতে পারে সত্য, যেমন রোগের শক্তি ঔষধের শক্তির দ্বারা প্রতিহত হয়। সাধকগণও ক্রমশঃ সাধনাদি দ্বারা এমন শক্তিসম্পন্ন হইতে পারেন যে, সেই অবস্থায় তাঁহারা অপর সমস্ত পদার্থের শক্তির কার্য্য প্রতিহত করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের সম্বন্ধে ব্যবহারবিষয়ক শাস্ত্রের অধীনতা অবলম্বন

করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। তখন তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। পরন্তু তাঁহারা কার্য্যতঃ সচরাচর ব্যবহার শাস্ত্রের অনুবর্ত্তী হইয়াই আচরণ করেন। ইহা লোকশিক্ষার নিমিত্ত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥

৩য় অধ্যায় ২১শ শ্লোক।

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষ যেরূপ আচরণ করেন তদ্দৃষ্টে অপর লোকও তদ্রূপ করিয়া থাকে। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি কার্য্যের দ্বারা প্রমাণ করেন, লোকসকলও তাঁহার অনুকরণ করিয়া থাকে।

অতএব—

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥

গীতা, ৩য় অঃ ২৫শ ২৬শ শ্লোক।

অর্থাৎ (ফলকামনা প্রযুক্ত) কর্ম্মে আসক্তচিত্ত হইয়া অজ্ঞানীরা যেরূপ (শাস্ত্রবিহিত কার্য্যের) আচরণ করিয়া থাকে, জ্ঞানিগণ লোকদিগকে ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য অনাসক্তভাবে তদ্রূপই আচরণ করিবেন। (শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া) কর্ম্মফলাসক্তচিত্ত অজ্ঞ লোকের বুদ্ধিতে সংশয় উৎপাদন করিবেন না। নিজে ব্রহ্মে সদা যুক্ত থাকিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি কর্ম্ম সকল (যথাবিধি) আচরণ করিয়া অজ্ঞদিগকে তাহাতে নিযুক্ত করিবেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ কখন কখন বিশেষ

কারণে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া কোন কোন পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানেও করিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু তাহা জগতের বিশেষ কল্যাণার্থ; সেই সকল কর্ম্ম তাঁহাদের চিত্তকে কলুষিত করিতে সমর্থ হয় নাই। ("তেজিয়সাং ন দোষায়, বহ্নেঃ সর্ব্ব-ভূজো যথা"—২৯ শ্লোক, ৩৩ অঃ ১০ম স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত)। অতএব সাধারণ জনগণের পক্ষে তাঁহাদের সেই সকল আচরণ কদাপি অনুকরণীয় নহে, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অবতারতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব

বিষয়—ব্রহ্মের দ্বিতীয় মূর্ত্তরূপ ও অবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যা।

শিষ্য। এক্ষণে এই সকল বিষয়ে আমার আর অন্য কোনও প্রশ্ন নাই। অতএব দ্বিতীয় মূর্ত্তরূপ এবং অবতারতত্ত্ব যাহা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে বর্ণনা করুন।

গুরু। উপাসনার নিমিত্ত ব্রহ্ম চারি প্রকারে বর্ণিত হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার এই চতুর্ব্বিধ রূপের মধ্যে দুইটি অমূর্ত্ত এবং দুইটি মূর্ত্ত। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়ীভূত যে রূপ, যাহা হইতে বিশ্ব প্রকাশিত এবং যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই অনির্দ্দেশ্য "সৎ" রূপ প্রথম অমূর্ত্ত রূপ। ঐ রূপকে অক্ষর ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম নামে আখ্যাত করা হয়।

পরন্তু ঐ "সৎ" ব্রহ্ম অচেতন পদার্থ নহেন, তিনি চিৎশক্তিযুক্ত, তদ্দ্বারা নিজেকে নিজে অনুভব করেন—দর্শন করেন। এই চিৎশক্তি-বিশিষ্ট রূপে স্থিত যে সদ্ব্রহ্ম তাঁহার ঈশ্বর সংজ্ঞা হয়; ইহাই ব্রহ্মের দ্বিতীয় অমূর্ত্তরূপ। এই ঈশ্বররূপী ব্রহ্ম পুরুষোত্তম নামে আখ্যাত হয়েন; ইনি বাসুদেব শব্দবাচ্য, ইনি সর্ব্ববেত্তা ভগবান্ এবং সর্ব্বপ্রকাশক। বিষ্ণু-পুরাণের ষষ্ঠাংশের পঞ্চমাধ্যায়ে উক্ত আছে :—

সর্ব্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি।
ভূতেষু চ স সর্ব্বাত্মা বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥৮০

অর্থাৎ এই পরমাত্মাতে সমস্ত ভূত অবস্থান করে এবং সেই সর্ব্বাত্মা

সকল ভূতে বাস করেন, এই নিমিত্ত তিনি বাসুদেব নামে অভিহিত হয়েন।

পুনরায় ৮২ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত আছে :—

ভূতেষু বসতে সোঽন্তর্ব্বসন্ত্যত্র চ তানি যৎ।
ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ ॥৮২

অর্থাৎ ইনি সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করেন এবং সর্ব্বভূত তাহাতে বাস করে; ইনি জগতের ধারণকর্ত্তা ও বিধাতা প্রভু; অতএব ইনি বাসুদেব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনি সর্ব্বব্যাপী ভূমা, এই অর্থে ইনিই বিষ্ণু নামেও আখ্যাত হয়েন।

স্বীয় ঈক্ষণ-শক্তির দ্বারাই ব্রহ্ম আপনাতে জগৎ প্রকাশিত করেন; অতএব এই ঈক্ষণ-শক্তিই জগতের মূল নিমিত্ত-কারণ। বেদ সকল এই ঈক্ষণ-শক্তিযুক্ত ব্রহ্মকেই (বাসুদেবকেই) নানাবিধ ভাষায় সকলের পর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি অমূর্ত্ত, সমস্ত মূর্ত্তি ইঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই ঈশ্বর রূপই ব্রহ্মের দ্বিতীয় অমূর্ত্ত রূপ।

পূর্ব্বোক্ত ঈক্ষণ-শক্তি দ্বারা ব্রহ্ম আপনাকে অনন্ত বিভিন্ন রূপেও দর্শন করেন। তৎসমস্ত রূপই ব্রহ্মের সৎ রূপের সহিত এক হইয়া বর্ত্তমান আছে, তাহা নানাবিধ দৃষ্টান্তের দ্বারা পূর্ব্বে তোমাকে বুঝাইয়াছি! ব্রহ্মের স্বরূপান্তর্গত হওয়ায়, এতৎ সমস্ত (ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম, বৃহৎ, বৃহত্তর, বৃহত্তম) রূপই চিৎশক্তি বিশিষ্ট এবং প্রত্যেকটিতেই সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে চিৎশক্তি অনুপ্রবিষ্ট আছে; ইহাও পূর্ব্বে দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমাকে বুঝাইয়াছি। প্রকাশিত অনন্তরূপী বিশ্বে সমষ্টিভাবে যে চিৎশক্তি প্রবিষ্ট আছে তাহা বিশ্বরূপ দেহে (পুরে) অবস্থিত বলিয়া তাঁহার পুরুষ সংজ্ঞা হইয়া থাকে (পুরি শেতে ইতি পুরুষঃ)। ইনিই হিরণ্যগর্ভ, কার্য্যব্রহ্ম,

ব্রহ্ম, অনন্তদেব ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইনিই ব্রহ্মের প্রকাশিত প্রথম মূর্ত্ত রূপ। এই অনন্ত বিশ্বই ইঁহার দেহ। আর এই অনন্ত বিশ্বের প্রত্যেক ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম, এবং বৃহৎ, বৃহত্তর, বৃহত্তম অংশেও চিৎশক্তি প্রবিষ্ট আছে। কারণ ব্রহ্ম সমষ্টিরও দ্রষ্টা এবং ব্যষ্টিরও দ্রষ্টা, ইহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি। তাঁহার উভয় প্রকার দর্শনশক্তিই নিত্য। ব্যষ্টিদর্শন-শক্তিরূপ তাঁহার চিৎকণা সকল প্রত্যেক দেহে অনুপ্রবিষ্ট আছে, সুতরাং প্রত্যেক বিশেষ দেহই চিৎশক্তিবিশিষ্ট হওয়ায় প্রত্যেকেই এক একটি পুরুষ। জ্ঞানশক্তির প্রকাশের প্রভেদ বশতঃই দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, বৃক্ষ, লতা, মৃত্তিকা, প্রস্তর ইত্যাদি নামে ব্যবহারে প্রসিদ্ধ। এই পুরুষের সংখ্যা অনন্ত; কারণ ব্যষ্টিরূপ অনন্ত। চিচ্ছক্তিযুক্ত এই অনন্ত ব্যষ্টিরূপই ব্রহ্মের দ্বিতীয় মূর্ত্ত রূপ। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিবে যে প্রত্যেক রূপই পূর্ণ সদ্ব্রহ্মে আশ্রিত, ইহা পূর্ব্বেই বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছি। এই সকল দেহে যে চিৎকণা সকল অধিষ্ঠান করে, তাহাদের জীবসংজ্ঞা হয়। অতএব প্রত্যেক জাগতিক বস্তুই ব্রহ্মরূপে ধ্যেয়, প্রত্যেকটিই ব্রহ্মের বিশেষ প্রকাশ। বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশের সপ্তমাধ্যায়ে বলিয়াছেন :—

এতৎ সর্ব্বমিদং বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
পরব্রহ্মস্বরূপস্য বিষ্ণোঃ শক্তি সমন্বিতম্ ॥৬০

*　　*　　*

এতান্যশেষ রূপস্য তস্য রূপাণি পার্থিব ॥৬৭
যতস্তচ্ছক্তিযোগেন ব্যাপ্তানি নভসা যথা।
দ্বিতীয়ং বিষ্ণুসংজ্ঞস্য যোগিধ্যেয়ং মহামতে ॥৬৮

অর্থাৎ দৃশ্যমান এতৎ সমস্ত চরাচর সমগ্র বিশ্ব পরব্রহ্ম বিষ্ণুর শক্তি-সমন্বিত ॥৬০

হে পার্থিব ! এই সমস্তরূপ অনন্তরূপী সেই বিষ্ণুরই রূপ ॥৬৭

কারণ আকাশ দ্বারা যেমন সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত, তদ্রূপ বিষ্ণুশক্তি দ্বারা এতৎ সমস্ত ব্যাপ্ত। হে মহানতে ! (সর্ব্বব্যাপক) বিষ্ণুর ইহাই দ্বিতীয় ধ্যেয় মূর্ত্তি ॥৬৮

পরন্তু জাগতিক সমস্ত রূপই ব্রহ্মের রূপ হইলেও, ইহাদিগের মধ্যে শক্তি বিষয়ে অশেষ প্রভেদ আছে, ইহাও পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি। তোমার দর্শন-শ্রবণাদি প্রত্যেক শক্তির আশ্রয়পূর্ণ তুমি হইলেও যেমন শক্তি সকলের পরস্পরের মধ্যে অনেক ভেদ আছে, তদ্রূপ জাগতিক প্রত্যেক বিশেষরূপের আশ্রয়ীভূত পূর্ণব্রহ্ম হইলেও, এই সকল বিশেষ বিশেষ পদার্থের শক্তি বিষয়ে অনন্ত প্রভেদ আছে। একটি মূর্ত্তির সহ-যোগে যে কার্য্য হয় অপরটির দ্বারা তাহা হয় না ; প্রত্যেক বিশেষ কার্য্যই ভগবান্ তাঁহার কোন বিশেষ মূর্ত্তির দ্বারা সংসাধিত করেন। জগতের পালন, রক্ষণ এবং অশেষবিধ কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত সত্ত্বগুণ-ময় গোলোকাখ্য বিশেষ স্থানের অধিপতিরূপে তিনি বিশেষ মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছেন। এই গোলোক প্রকটিত অনন্ত বিশ্বের মধ্যে অনুপম জ্ঞান ও আনন্দের স্থান। ইহা কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষবর্জ্জিত, নির্ম্মল আনন্দময় ; ইহার অধিপতি রূপেও তিনি কৃষ্ণ নামে আখ্যাত হয়েন। কৃষ্ণশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি। প্রকাশিত অনন্ত বিশ্বে জ্ঞানের ও আনন্দানুভবের স্থান গোলোকের ন্যায় দ্বিতীয় আর নাই। অতএব গোলোকাধিপতি ব্রহ্ম কৃষ্ণ এবং বাসুদেব উভয় নামেই আখ্যাত হয়েন। সুতরাং কৃষ্ণ এবং বাসুদেব শব্দ উভয়ই দ্ব্যর্থ

বিশিষ্ট; এক অর্থ পরব্রহ্ম, দ্বিতীয় গোলোকাধিপতি। অমূর্ত্ত ব্রহ্ম ধ্যানোপযোগী হইয়া বিশেষ মূর্ত্তিমান্ গোলোকাধিপতিরূপে প্রকট হইয়াছেন। অনন্ত বিশ্বস্থিত সমস্ত বিশেষ রূপই তাঁহার হইলেও, এই গোলোকাধিপতি কৃষ্ণরূপ তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রকটিত রূপ। উপাসনার নিমিত্ত এই প্রকটিত রূপই বৈষ্ণবদিগের বিশেষরূপে অবলম্বনীয়। অতএব গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণরূপই বিশেষরূপে ব্রহ্মের দ্বিতীয় মূর্ত্তরূপ বলিয়া জানিবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তাঁহার মূর্ত্তি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি দ্বিভুজ, মুরলীধর, পীতবসনধারী, ঈষৎ হাস্য-যুক্ত, তাঁহার বদন পূর্ণ শশধরের ন্যায় সুন্দর এবং কমনীয়, তিনি নব-জলধর সদৃশ শ্যামল কলেবর এবং আজানুলম্বিত বনমালাধারী। আনন্দাংশ-প্রধানা শ্রীরাধিকা তাঁহার বামাঙ্গে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহার শোভার পূর্ণতা সম্পাদন করিতেছেন। শক্তি উপাসকগণ তাঁহাকেই দুর্গা নামে আখ্যাত করেন। এই শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার বৈকুণ্ঠ নামক ধামে চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করিয়া নারায়ণ নামে আখ্যাত হইয়াছেন। তিনিই কৈলাসাখ্য ধামে মহাদেব রূপ ধারণ করিয়া কৈলাসাধিপতি মহেশ্বর নামে আখ্যাত হইয়াছেন। যেমন যোগীশ্বর রাজসভায় সিংহাসনস্থ হইবার সময় একপ্রকার বেশভূষা করিয়া দর্শন দেন, যোগসাধনের সময় অন্যপ্রকার পরিচ্ছদ অবলম্বন করিয়া যোগাসনে আসীন হয়েন, আবার অন্তঃপুরে আরাম করিবার সময় অন্যপ্রকারে সজ্জিত হইয়া বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়েন, ইহাও তদ্রূপ জানিবে। গোলোক ভগবানের নিজ আরামস্থল সদৃশ, বৈকুণ্ঠ তাঁহার সভাস্থল সদৃশ, কৈলাস তাঁহার যোগস্থান সদৃশ; এতৎ সমস্তই ব্রহ্মের বিশেষ মূর্ত্তরূপ, অধিকারীভেদে বিশেষরূপে উপাসনার নিমিত্ত ধ্যেয়।

ব্রহ্মের দুই প্রকার অমূর্ত্তরূপ এবং দুই প্রকার মূর্ত্তরূপ বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে তোমার জিজ্ঞাসিত অবতার-তত্ত্ব বর্ণন করিতেছি। কিন্তু ইহা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে একটি বিষয় তোমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ব্যষ্টিভাবে দর্শনশক্তি ব্রহ্মে নিত্য বিদ্যমান আছে, এবং এই ব্যষ্টিভাবে দর্শনশক্তির নামই জীব। ব্যষ্টি-দর্শনশক্তির অনন্ত ভেদ আছে, সুতরাং জীবও অনন্ত। ব্রহ্ম এই ব্যষ্টি-দর্শনশক্তির (চিৎ-শক্তির) দ্বারা আপনাকে অনন্ত বিভিন্নরূপে দর্শন করেন, সুতরাং দৃশ্য-স্থানীয় পদার্থও অনন্ত। অনন্ত পদার্থনিচয় একসঙ্গে ব্যষ্টি-দর্শনশক্তির বিষয়ীভূত হইতে পারে না, সুতরাং দৃশ্যসকল পর পর ভাবে ক্রমান্বয়ে জীবশক্তির দর্শনের বিষয়ীভূত হয়, ইহাই কালশক্তি ; জীব এই কাল-শক্তির অধীন। পরন্তু দৃশ্যসকল যে জীবশক্তির দর্শনের বিষয়ীভূত হয়, তাহার অবধারিত ক্রম আছে ; সেই ক্রমই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধরূপে জীবজ্ঞানে প্রকাশিত হয়, এবং ইহাতেই কর্ম্ম ও কর্ম্মচেষ্টার জ্ঞান উপজাত হয় ; সুতরাং সমস্ত জগৎ কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, একটি বস্তু অপরটির জনক বলিয়া ধারণা জন্মে। এতৎ সমস্ত পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি। ইহাই ব্রহ্মের দ্বৈতভাব। এই দ্বৈতভাব অবলম্বনেই জগতের সমস্ত ব্যবহারিক কার্য্য প্রকাশিত হয়। ভাষাও ইহারই অবলম্বনে সৃষ্ট হইয়াছে। এই দ্বৈতভাবও ব্রহ্মের নিত্য। ব্রহ্ম এক হইয়াও আপনাকে বহুরূপে নিত্য দর্শন করেন। পরন্তু দৃশ্যমান্ এই অনন্তরূপের একমাত্র আশ্রয় তিনি। জগৎরূপে তাঁহার দ্বৈতভাবের প্রকাশ। ভাষা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মের এই প্রকাশিত দ্বৈতভাবাপন্ন অবস্থারই জ্ঞাপক। এই প্রকাশিত অবস্থা মিথ্যা নহে, কারণ ইহা ব্রহ্মেরই প্রকাশ। অতএব

এই ভাষা প্রয়োগেও কোন দোষ নাই। এই তত্ত্বটি স্মরণ রাখিবে। ইহা স্মরণ রাখিলে এই সকল উপদেশে যে দ্বৈতভাবের ভাষা প্রয়োগ করিয়াছি ও করিব তাহার যথার্থ ভাব বোধগম্য করিতে তুমি ভ্রমে পতিত হইবে না।

প্রকাশিত জগতে দুইটি ভাব বিদ্যমান আছে দেখা যায়। একটি সুর (দেব) ভাব, অপরটি অসুর ভাব। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় ষোড়শ অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত আছে। ঐ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে উক্ত আছে ;—

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।"

অর্থাৎ ইহলোকে দৈব এবং আসুর ভেদে দুই প্রকার প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে।

দৈবভাবাপন্ন প্রাণীর গুণসকল ঐ অধ্যায়ের প্রথম হইতে তৃতীয় শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, যথা ;—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥ ১ ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়াভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥

অর্থাৎ ভয়শূন্যতা, বুদ্ধির প্রসন্নতা, আত্মজ্ঞানের উপায়ে পরিনিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয় সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দাবর্জ্জন, দয়া, লোভশূন্যতা, মৃদুতা, কুকর্ম্মে লজ্জা, অপ্রয়োজনে ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারাভাব, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, পরপীড়নে

পরাঙ্মুখতা, আপনাকে অতিপূজ্য বলিয়া অভিমানশূন্যতা, এই সকল দেবোপযোগী গুণযুক্ত হইয়া দৈবভাবাপন্ন ব্যক্তিসকল জন্মগ্রহণ করেন।

অসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের গুণ বর্ণনা নিম্নোক্ত প্রকারে করা হইয়াছে, যথা ;—

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪॥
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৪॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮॥

অন্বার্থ:—দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞান এই সমস্ত আসুর গুণ অসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের জন্মাবধি উপজাত হইয়া থাকে। ইহারা অপরিমিত আশাপাশে বদ্ধ এবং কামক্রোধপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা কামভোগার্থ অন্যায়পূর্ব্বক অর্থসঞ্চয়ে ব্রতী হয়।৪।১২।

অদ্য আমার ইহা লাভ হইল, এই বাঞ্ছনীয় বস্তু প্রাপ্ত হইব, এই আমার আছে, এই ধনও আমি লাভ করিব, এই শত্রু আমি বিনাশ করিয়াছি, অপর সকলকেও বিনাশ করিব, আমি ঐশ্বর্য্যশালী, আমি ভোগী,

আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্, আমি সুখী, আমি ধনবান্, আমি কুলীন, আমার মত অপর কে আছে, আমি যজ্ঞ করিব (তদ্দ্বারা অপর সকলের অপেক্ষা আপনার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিব), দান করিব এবং খুব আনন্দ করিব, এইরূপ অজ্ঞানের দ্বারা ইহারা বিমোহিত হয় ।১৩।১৪।১৫ ।

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ অবলম্বন করিয়া আত্ম এবং পর দেহে অবস্থিত আমাকে হিংসা করিয়া ইহারা সাধুব্যক্তির উপরও দোষারোপ করিয়া থাকে । ১৮ ।

জগতে এই সুর ও অসুরভাবের মধ্যে সংগ্রাম সর্ব্বদাই চলিয়া আসিতেছে। সুরভাবের অভ্যুদয়ের সময় উপস্থিত হইলে সুরভাবাপন্ন জীবগণ জয়প্রাপ্ত হয়। সুরভাবের জয় সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। পরন্তু দীর্ঘকাল ভোগনিবন্ধন ইহার শক্তি ক্ষয় হইতে থাকিলে, অসুরভাবের পরাক্রম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং অবশেষে অসুরভাব জয়যুক্ত হইয়া সুরভাবকে পরাভূত করে, অসুরভাবাপন্ন জীবসকল জগতে অভ্যুদয়-সম্পন্ন হয়। পরন্তু অসুরভাবের অভ্যুদয় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, অল্পকাল ভোগের দ্বারাই ইহার বল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যখন অসুরভাবাপন্ন জীবগণ অভ্যুদয়সম্পন্ন হয়, এবং তাহাদিগের দ্বারা সজ্জন সকল পীড়িত হইতে থাকেন, ধর্ম্ম অতিশয় গ্লানিযুক্ত হয়, এবং সদাচারসকল বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন বিশ্বের কল্যাণকর্ত্তা ভগবান্ গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ তাৎকালিক প্রয়োজনানুসারে কোন না কোন প্রকার জীবদেহ অবলম্বন করিয়া এই মর্ত্ত্যলোকের স্থূল ইন্দ্রিয়ের দর্শনযোগ্য হইয়া অবতীর্ণ হয়েন, তখনই তাঁহাকে অবতার বলা যায়। তিনি অবতীর্ণ হইয়া সাধুগণকে রক্ষা করেন এবং অসাধুগণকে বিনাশ করিয়া ধর্ম্মমার্গ প্রদর্শন করেন। (অসুরভাবের অভ্যুদয় কেন হয়, এইরূপ আশঙ্কা করিও না,

পাপকার্য্যের দ্বারাও অবশেষে জগতের কল্যাণই সাধিত হয়, ইহা পূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছি। ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হইলে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ-সকল অতিশয় পীড়িত হইতে থাকে, এমন কি কোন কোনটি ভগ্ন হইয়াও পড়িয়া যায়। পরন্তু ঝঞ্ঝাবাতের দ্বারা পুনঃ পুনঃ কম্পিত হইয়া বৃক্ষ সকলের মূলদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত হইতে থাকায়, তৎপার্শ্বস্থিত ভূমি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রন্ধ্রযুক্ত হইয়া যায়; তাহাতে বৃক্ষের মূলসকল ভূগর্ভে সহজে প্রবিষ্ট হইবার সুবিধাপ্রাপ্ত হইয়া বেগের সহিত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং ঝঞ্ঝাবাতের ফলে বৃক্ষসকলের দৃঢ়তা আরও ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ অসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের অভ্যুদয়-কালে তাহাদের প্রপীড়নের দ্বারা জনসমাজ পীড়িত হইলেও অবশেষে তদ্দ্বারা সকলের কল্যাণই সাধিত হয়। যে ছিদ্র অবলম্বনে সুরদিগের সাধনশক্তির ক্ষয় ও অসুরদিগের জয় হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিয়া ভবিষ্যতে তদ্বিষয়ে সুরগণ অধিকতর সাবধান হয়েন)।

অত্যাচারীর পীড়নে জনসমাজ অতিশয় আর্ত্তভাবাপন্ন হইলে, দুঃখ-হারী ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া যে তাহাদের দুঃখ হরণ করেন তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

অর্থাৎ যখন যখনই ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি (অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ স্থূলরূপ সৃষ্টি করিয়া তদবলম্বনে প্রকাশিত হই) ॥ ৭ ॥

সাধুদিগের পরিত্রাণের, দুষ্কর্ম্মান্বিতদিগের বিনাশের এবং ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও ভগবদবতারের প্রয়োজন এইরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। ভগবানের অবতার অসংখ্য ; তন্মধ্যে প্রধানতঃ দ্বাবিংশ অবতারের বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। এই দ্বাবিংশ অবতার যেরূপে প্রকটিত হইলেন তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতকার প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে এইরূপ ভূমিকা করিয়াছেন ; যথা :—

সত্ত্বংরজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে
স্থিত্যাদয়ে হরি বিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞা শ্রেয়াংসি তত্র খলু
সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥ ২৩ ॥

স এবেদং সসর্জ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাগুণো বিভুঃ ॥২৯॥
তয়া বিলসিতেষ্বেষু গুণেষু গুণবানিব।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আভাতি বিজ্ঞানেন বিজৃম্ভিতঃ ॥৩০॥
অসৌ গুণময়ৈর্ভাবৈর্ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মভিঃ।
স্বনির্ম্মিতেষু নির্ব্বিষ্টো ভুঙ্‌ক্তে ভূতেষু তদ্‌গুণান্ ॥৩২॥
ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ।
লীলাবতারানুরতো দেবতির্য্যঙ্‌ নরাদিষু ॥৩৩॥

অন্বার্থ :—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি প্রকৃতির গুণ, এই গুণত্রয় যুক্ত হইয়া এক পরম পুরুষ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় কার্য্যের নিমিত্ত হরি, বিরিঞ্চি ও হর এই তিন নাম ধারণ করেন ; পরন্তু সত্ত্বমূর্ত্তি হইতেই মনুষ্যগণের শ্রেয়ঃ সাধন হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

সেই ভগবান্ স্বয়ং নির্গুণ হইয়াও কার্য্যকারণরূপা গুণময়ী মায়ার দ্বারা প্রথমে এই বিশ্ব সৃজন করেন ॥ ২৯ ॥

চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট ভগবান্ প্রকাশিত গুণময় পদার্থ সকলের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া গুণবানের ন্যায় প্রকাশিত হয়েন ॥ ৩০ ॥

তিনি স্থূল মহাভূত ও সূক্ষ্ম তন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয় ও মনরূপ গুণময় ভাবদ্বারা স্বনির্ম্মিত দেব তির্য্যক্ মনুষ্যাদি সর্ব্বজীবদেহে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া তদনুরূপ গুণাত্মক বিষয়সকল ভোগ করিতেছেন ॥ ৩২ ॥

পরন্তু সেই লোকপাতা পরমেশ্বর সত্ত্বগুণ অবলম্বনেই দেব, তির্য্যক্ মনুষ্যাদিতে অবতার গ্রহণ করিয়া লোকসকলকে বর্দ্ধিত করেন ॥ ৩৩ ॥

অতঃপর তৃতীয়াধ্যায়ের প্রারম্ভে বিশেষরূপ অবতার প্রকাশের ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, যথা :—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোক সিসৃক্ষয়া ॥ ১ ॥
যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্‌ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ ॥ ২ ॥
যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্ ॥ ৩ ॥
পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্রচক্ষুসা সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্।
সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ ॥ ৪ ॥
এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতীর্য্যঙ্‌নরাদয়ঃ ॥ ৫ ॥
স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ।
চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ার্থ ঃ—লোকসৃষ্টির নিমিত্ত ভগবান্ প্রথমে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) সহকারে একাদশ ইন্দ্রিয় (মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) ও পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) সম্বলিত ষোড়শ কলা বিশিষ্ট পুরুষমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥১॥

(পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বাত্মক) স্বচ্ছসলিলবৎ নির্ম্মল দেহে (সুষুপ্তিকালে অবিচ্ছেদে অনুভূত সুখের ন্যায় আনন্দানুভবরূপযোগে প্রশান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত সেই আদিপুরুষের নাভিরূপ সরোবরে) স্থিত কমল হইতে প্রজাপতিদিগের কর্ত্তা ব্রহ্মা প্রকাশিত হইলেন ॥ ২ ॥

এই পুরুষের বিভিন্ন অবয়বসকলই বিভিন্ন লোক (ভূরাদিলোক) রূপে কল্পিত হয়। নিরতিশয় বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাত্মক তাঁহার এই রূপ ॥ ৩ ॥

এই পুরুষের সহস্র (অনন্ত) পাদ, উরু, ভুজ, বদন, কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা এবং দীপ্তিমান্ সহস্র শিরোভূষণ, বস্ত্র ও কুণ্ডল বিশিষ্ট অত্যদ্ভুত রূপ জ্ঞানোন্মীলিত নেত্রের দ্বারা (ঋষিগণ) দৃষ্টিগোচর করেন ॥ ৪ ॥

এই শুদ্ধসত্ত্বময় রূপই অবতার সকলের অব্যয় (নিত্য) উৎপত্তিস্থান এবং ইহাই তাঁহাদের কার্য্যাবসানে প্রবেশ স্থান। এবঞ্চ এই রূপেরই অংশ ও অংশাংশ দ্বারা দেবতা, তির্য্যক্ ও মনুষ্যনিচয় সৃষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

এই আদিদেব প্রথম অবতারে ব্রাহ্মণকুমার (সনক, সনন্দ, সনাতন এবং সনৎকুমার) রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া দুশ্চর অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্যব্রত আচরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

অতঃপর ৭ হইতে ২২ সংখ্যক শ্লোকে ঐ আদিদেব ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয় বরাহ অবতার, তৃতীয় নারদ, চতুর্থ নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়, পঞ্চম কপিল, ষষ্ঠ দত্তাত্রেয়, সপ্তম যজ্ঞ, অষ্টম ঋষভ, নবম পৃথু, দশম মৎস্য, একাদশ কূর্ম্ম,

দ্বাদশ ধন্বন্তরি, ত্রয়োদশ মোহিনী, চতুর্দ্দশ নরসিংহ, পঞ্চদশ বামন, ষোড়শ পরশুরাম, সপ্তদশ বেদব্যাস, অষ্টাদশ রাম অবতার গ্রহণ করা বর্ণনা পরে বলিতেছেন :—

একোনবিংশে বিংশতিতমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনি।
রাম কৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভারম্‌ ॥ ২৩ ॥

অর্থাৎ তৎপর একোনবিংশতি ও বিংশতি অবতারে বৃষ্ণিবংশে রাম (বলরাম) ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর ২৪ সংখ্যক শ্লোকে বুদ্ধাবতার রূপে এবং ২৫শ শ্লোকে কল্কিরূপে যে ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হইবেন তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

অতঃপর উক্ত হইয়াছে যে—

অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥ ২৬ ॥
ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৭ ॥
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্‌ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ার্থ :—(সূত বলিতেছেন) হে ব্রাহ্মণগণ! যেমন অপক্ষয়শূন্য অগাধ সরোবর হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হয়, তদ্রূপ সর্ব্ব-জীবের আধারভূত হরি হইতে অসংখ্য অবতারের আবির্ভাব হয় ॥২৬॥

(মরিচ্যাদি) ঋষিগণ, (স্বায়ম্ভুবাদি) মনুগণ, (ইন্দ্রাদি) দেবতাসকল মহাবল মনুপুত্রসকল ও প্রজাপতিগণ—এতৎ সমস্তই (সেই) হরিরই কলা বলিয়া জানিবে ॥ ২৭ ॥

এতৎ সমস্ত সেই আদি পুরুষের কেহ অংশ, কেহ কলা ; কৃষ্ণ কিন্তু

স্বয়ং ভগবান্। ইঁহারা সকলেই যুগে যুগে (অবতীর্ণ হইয়া) ইন্দ্র-শত্রু অসুরদিগের দ্বারা প্রপীড়িত জগতের কল্যাণ বিধান করেন ॥ ২৮ ॥

অবতারতত্ত্ব অন্যান্য পুরাণেও এইরূপ বিভিন্ন ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকসকলে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, এই অনন্ত সমষ্টিভাবাপন্ন প্রকাশিত জগৎরূপ দেহে অধিষ্ঠিত যে প্রথম পুরুষ তাঁহা হইতেই অবতার-রূপসকল প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা অবশ্য সত্য ; কারণ সমস্ত ব্যষ্টিরূপই সেই অনন্তরূপী আদিপুরুষ ভগবানের স্বরূপান্তর্গত অংশবিশেষ। পরন্তু আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সেই আদি পুরুষ বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম বিশেষ বিশেষ দেহাবলম্বনে সম্পাদন করেন ; শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পূর্ব্বোদ্ধৃত ২৩শ শ্লোকেও ইহা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব জানিবে যে জগতের ধারণ, পালন ও কল্যাণ-বিধান সম্বন্ধীয় তাঁহার বিশেষ কার্য্য গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণরূপেই তিনি সম্পাদন করেন। অতএব কোন কোন পুরাণে গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সমস্ত অবতারের উৎপত্তি হওয়া বর্ণিত আছে। ইহাতে পুরাণ সকলের মধ্যে কোন বিরোধ থাকা কল্পনা করিবে না। সকলই এক অভিপ্রায়ব্যঞ্জক। পরন্তু ইহা জানিয়া রাখিবে যে অবতারগণের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি কয়েকটি ভগবানের (গোলোকা-ধিপতির) নিজ অবতার, এবং অপর সকল তাঁহার আবেশ অবতার বলিয়া গণ্য হয়েন অর্থাৎ ভগবান্ তত্তৎ জীবদেহে নিজের শক্তিমাত্র সঞ্চারিত করিয়া বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

বিষয়—শ্রীকৃষ্ণকে ভাগবতে কোন কোন স্থলে অংশ, কোন কোন স্থলে পূর্ণ বলা হইয়াছে কেন ?

শিষ্য—আপনার ব্যাখ্যাত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের

পঞ্চম শ্লোকে ইহা সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে যে বিশুদ্ধ সত্ত্বময় অনন্ত জগৎরূপ যে আদি পুরুষ, তাঁহা হইতেই সমস্ত অবতার উৎপন্ন হয়েন, এবং তাঁহাতেই অন্তে অনুপ্রবিষ্ট হয়েন, এবং সেই আদিপুরুষ হইতে যে সকল অবতারাদি প্রাদুর্ভূত হয়েন, তাঁহাদের বর্ণনা ষষ্ঠ হইতে সপ্তবিংশ শ্লোক পর্য্যন্ত করা হইয়াছে ; তন্মধ্যে ত্রয়োবিংশতি শ্লোকে বিংশতিতম অবতার বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ আছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণাবতারও সেই আদি পুরুষের একটি বিশেষ অবতার, সুতরাং তাঁহার অংশ। পরন্তু আপনার ব্যাখ্যাত ঐ ৩য় অধ্যায়ের অষ্টাবিংশ শ্লোকে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই শব্দগুলির দ্বারা কৃষ্ণাবতারকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং অপর সকল অবতারকে সেই আদি পুরুষের অংশ অথবা কলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদিগ হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। একই অধ্যায়ে এই উভয় শ্লোক, একটি পঞ্চম, একটি অষ্টাবিংশ, কিন্তু এই উভয় শ্লোকের সামঞ্জস্য কিরূপ হয়, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। একটিতে শ্রীকৃষ্ণকে অংশ আর একটিতে তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া অপর সকল অবতার হইতে পৃথক্ করা হইল, এই দৃষ্টতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যের সামঞ্জস্য কিরূপে হয় ?

গুরু—শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধ্যায়ের ৫ম ও ২৩শ শ্লোক একত্র পাঠ করিলে কৃষ্ণাবতারও যে ঐ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বর্ণিত আদি পুরুষের অংশবিশেষ, তাহা অবশ্যই বোধগম্য হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের অপরাপর বহুস্থলেও তাঁহাকে অংশ বলিয়াই বর্ণনা

করা হইয়াছে। যথা, দশম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, ভগবান্ জন্মগ্রহণের নিমিত্ত দেবকীগর্ভস্থ হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ আসিয়া তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন; ঐ স্তুতিতে উক্ত আছে যে তাঁহারা দেবকীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ" ॥৩৫ ॥

অন্বয়ার্থ :—হে মাতঃ (দেবকী) ভাগ্যবশতঃই আমাদের কল্যাণার্থ পরমপুরুষ ভগবান্ই স্বীয় অংশে আপনার কুক্ষিগত হইয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

এইরূপ ভাগবতে আরও বহুস্থলে ভগবান্ অংশে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনা আছে, তাহার মধ্যে অনেক স্থলে "অংশেন" শব্দের অর্থ কষ্ট কল্পনা করিয়া "অংশরূপ বলদেবের সহিত" এইরূপ করা যাইতে পারে সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে শ্লোকোক্ত "অংশেন" শব্দের অর্থ "বলদেবেন সহ" এইরূপ করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ কুক্ষিগত পদে তৎকালে গর্ভস্থিত-ই অবশ্য বুঝায়। দেবগণ মথুরায় আসিয়া তৎকালে গর্ভস্থিত ভগবদ্ বিগ্রহকে দর্শন করিয়া তাঁহারই স্তব করিতে করিতে দেবকীকে সম্বোধন করিয়া ঐ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পরন্তু তৎপূর্ব্বেই বলদেব রোহিণীর গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া গোকুলে বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি তৎকালে দেবকীর কুক্ষিগত ছিলেন না; সুতরাং "অংশেন বলদেবেন সহ তে (তব) কুক্ষিগতঃ" এইরূপ অর্থ ঐ বাক্যের কদাচ হইতে পারে না। ভাগবতের আরও কোন কোন স্থলে "অংশেন" শব্দের অন্য অর্থ কষ্ট কল্পনা দ্বারাও করা সম্ভবপর নয় (চতুর্থ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের ৪৫ সংখ্যক শ্লোক ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

অন্যান্য অনেক পুরাণে এমন কি মহাভারতেও কৃষ্ণাবতারকে অংশ বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ কোন বিশেষ রূপ অবলম্বন

করিলেই, সেই রূপটি অনন্তদেহধারী প্রথম পুরুষের অংশ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু অংশ হইলেও সকল অংশে প্রকাশিত শক্তি এক প্রকার নহে, শক্তিবিষয়ে অনেক প্রভেদ তন্মধ্যে আছে। কৃষ্ণাবতারে যেরূপ শক্তি জ্ঞান প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অন্য কোন অবতারে হয় নাই। কালীয়দমন, গোবর্দ্ধনধারণ, মাতা যশোদাকে ও অর্জ্জুনকে, এমন কি দূতকার্য্যে গমন করিয়া দুর্য্যোধনের সভাসদ্‌গণকে বিরাটরূপ প্রদর্শন, ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া পারিজাত আনয়ন, অস্খলিতবীর্য্য থাকিয়া সহস্র সহস্র স্ত্রীর সহিত এককালে বিহার, বরুণলোকে গমনপূর্ব্বক পিতা ও গুরুপুত্র প্রভৃতিকে বলপূর্ব্বক আনয়ন, লোকালোক অতিক্রম করিয়া তমসের পরপারস্থিত অনন্তদেব হইতে ব্রাহ্মণকুমারের উদ্ধার, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য ত্রিভুবনবিজয়ী অসুর বিনাশ তো আছেই ;—এইরূপ শক্তিপ্রকাশ নিশ্চয়ই অবতারের মধ্যেও অতি অসাধারণ। যেরূপ জ্ঞানশক্তির প্রকাশ কৃষ্ণাবতারে হইয়াছিল তাহারও দৃষ্টান্ত অন্য অবতারে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল শারীরিক শক্তিপ্রকাশ বিষয়ে অন্যান্য কোন কোন অবতারে কোন কোন স্থলে সাদৃশ্য দৃষ্ট হইলেও, শক্তি, জ্ঞান, অঙ্গকান্তি, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি সর্ব্ববিধ গুণের একত্র প্রকাশ অন্য কোন অবতারে এইরূপ নাই ; এই নিমিত্তই অপর অবতার হইতে পৃথক্ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। গোপালতাপণী শ্রুতিতেও কৃষ্ণাবতারকে সকল অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ২৮শ সংখ্যক শ্লোকে যে "এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এইরূপ বলা হইয়াছে, ইহার অভিপ্রায় বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীধরস্বামী স্বীয় টীকায় বলিয়াছেন ঃ—"পুংসঃ পরমেশ্বরস্য কেচিদংশাঃ কেচিৎ কলাঃ বিভূতয়শ্চ, তত্র মৎস্যাদীনাং অবতারত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্ত্বেঽপি

যথোপযোগমেব জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যাবিষ্করণম্। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ সাক্ষাৎ নারায়ণ এব আবিষ্কৃতসর্ব্বশক্তিমত্ত্বাৎ।" অর্থাৎ (পূর্ব্বোক্ত দ্বাবিংশ অবতারের মধ্যে) কেহ কেহ পরমেশ্বরের অংশ, কেহ কেহ কলা, কেহ কেহ তাঁহার বিভূতি। তন্মধ্যে মৎস্যাদি তাঁহার নিজ অবতার বিধায়, তাঁহাদের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব অবশ্য থাকা স্বীকার্য্য, কিন্তু তত্তৎ অবতারের বিশেষ প্রয়োজন যতটুকু ছিল ততটুকু জ্ঞান ও শক্তিরই প্রকাশ তত্তৎ অবতারে হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বশক্তিমত্তার প্রকাশ হেতু, তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণই ছিলেন (বলা হইয়াছে)। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকায় শ্রীকৃষ্ণাবতারকে অংশ বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, কিন্তু তথাপি মৎস্যাদি অন্যান্য নিজ অবতারের সহিত বিশেষ করিবার প্রয়োজন টীকায় এইরূপে উক্ত হইয়াছে যথা :—"সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিতা ইতি সত্যং, তদপি তস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যকারুণ্যাদিশক্তিপ্রাকট্য-তারতম্যেনৈবাংশত্ব পূর্ণত্বব্যবস্থা"। অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই সর্ব্বগুণে পূর্ণ এবং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত ছিলেন সত্য, তথাপি শ্রীকৃষ্ণাবতারে প্রকটিত মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য-কারুণ্যাদি শক্তির তারতম্যের দ্বারা তাঁহাদের অংশত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীমদ্-ভাগবতেরও চতুর্থ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের ৫৮ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীধর স্বামীর টীকায় উল্লিখিতানুরূপ নারায়ণ যে কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন, তাহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা :—নর-নারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—

তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশারিহাগতৌ।
ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ ॥ ৪৫ ॥

অন্বার্থ :—সেই দুইজন (নর ও নারায়ণ) ভগবান্ হরির অংশ, এই-

ক্ষণ এখানে যদুকুলতিলক কৃষ্ণ ও কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনরূপে পৃথিবীর ভার-হরণার্থ আবির্ভূত হইয়াছেন। (অর্জ্জুনের দশ নাম ছিল, তন্মধ্যে এক নাম কৃষ্ণ; নারায়ণ যদুকুলের কৃষ্ণরূপে, এবং নর কুরুকুলের কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন) এই স্থলে নারায়ণকেও অনন্ত ভগবানের অংশমাত্র বলা হইয়াছে, তিনিই শ্রীকৃষ্ণরূপে যদুকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলা হইল, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণাবতার যে অনন্ত ভগবানের অংশমাত্র তাহা পুনরায় স্পষ্টরূপেই ভাগবতকার প্রথম স্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত ৫ম ও ২৩শ শ্লোকের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতারে সেই অংশরূপী নারায়ণ স্বীয় পূর্ণশক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, অপর অবতারে তদ্রূপ শক্তি প্রকাশ করেন নাই, এই নিমিত্তই যে শ্রীমদ্ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণাবতারকে "ভগবান্ স্বয়ং" এবং অপর সকল অবতারকে "অংশ কলাঃ" বলিয়া প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ২৮শ শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়। আমি আমার পূজনীয় শ্রীশ্রীগুরুদেবকে এই বিষয় একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "কৃষ্ণ ষোড়শ কলা থা, ইয়ে বাত সচ্চ্ হ্যায়, বাকী এক হ্যায় সহস্র কলা, উয়ে কভি নাহি আওতা হ্যায়, কভি নাহি যাতা হ্যায়।" তাঁহার এই উত্তর শুনিয়া আমার সকল সন্দেহ দূর হইল; আমি দেখিলাম যে বিভিন্ন শাস্ত্রের আপাততঃ বিরোধী সমস্ত বাক্য ইহার দ্বারা সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমেই যে অনন্ত বিরাট দেহধারী প্রথম পুরুষ বর্ণিত হইয়াছেন, দৃশ্যমান সমস্তই তাঁহার দেহ; গোলোক বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি সমস্তই ঐ দেহের অন্তর্গত। তিনি আর কোথায় অবতার হইতে যাইবেন? সমস্তই তাঁহার এক অবিভক্ত দেহ হওয়ায়, তাঁহার

যাতায়াত হইতেই পারে না। তিনি জাগতিক সৃষ্ট্যাদি বিশেষ বিশেষ কার্য্য বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তিতে (হরিহর বিরিঞ্চি ইত্যাদি মূর্ত্তিতে) করেন। এই সকল মূর্ত্তি তাঁহার অংশ ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অবতার গ্রহণ কার্য্য জগতের কল্যাণসাধনের নিমিত্ত; পরন্তু এই কল্যাণসাধন-ব্যাপার তিনি তাঁহার অংশীভূত হরিরূপে করিয়া থাকেন। ইহা ভাগবতকার প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পূর্ব্বোদ্ধৃত ২৩ হইতে ৩৩ শ্লোকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব সেই আদিপুরুষের অংশ-স্থানীয় ভগবান্ হরিই (নারায়ণই) অবতার গ্রহণ করিয়া জগতের কল্যাণসাধন করেন। সেই ভগবান্ হরি নারায়ণ পূর্ণ শক্তির আবির্ভাব করিয়া কৃষ্ণাবতার গ্রহণ করেন, অতএব কৃষ্ণকে পূর্ণ ভগবান্ বলা হইয়াছে, অপর সকলকে শক্তির তারতম্যানুসারে তাঁহার অংশ অথবা কলা মাত্র বলা হইয়াছে। পরন্তু সেই নারায়ণ পুনরায় তৃতীয়াধ্যায়ের প্রারম্ভে উক্ত অনন্ত-দেহ মহাবিরাটরূপী আদি পুরুষের অংশ মাত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব কৃষ্ণাবতারকেও সেই অনন্ত পুরুষের অংশ মাত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অপরদিকে সেই অনন্ত প্রথম পুরুষ যে নারায়ণরূপ স্বীয় অংশ দ্বারা অবতার গ্রহণ করেন, সেই ভগবান্ নারায়ণ পূর্ণরূপে কৃষ্ণাবতারে আবির্ভূত, অপর অবতারে অংশ কলারূপে আবির্ভূত, এইরূপ গ্রন্থকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই।

বিষয়—শ্রীভগবান্ মনুষ্যদেহে কিরূপে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন? এবং তাঁহার দর্শনেই মোক্ষ হইল না কেন?

শিষ্য—এইক্ষণ আমার এই বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই; পরন্তু দৃষ্টতঃ ক্ষুদ্র মনুষ্য দেহে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কি প্রকারে বিশ্বরূপ

দর্শন করাইলেন তাহা আমি বুঝিতে ইচ্ছা করি, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়। আর অনন্ত বিশ্বরূপী ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াও অর্জ্জুনের মোহ কি নিমিত্ত অপগত হইল না, বরং তিনি ভীত হইয়া, সেই রূপ সম্বরণ করিয়া মনুষ্যরূপ দর্শন করাইতে ভগবান্‌কে প্রার্থনা করিলেন তাহাও আমি বুঝিতে ইচ্ছা করি। শ্রুতিতে আছে :—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" ইত্যাদি

গুরু—ক্ষুদ্রকায় বস্তুতে বৃহৎকায় বস্তুর দর্শন ত সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছ। এক ক্ষুদ্র দর্পণে অনন্ত আকাশ দর্শন করা যায়। 'ক্যামেরা' যন্ত্রে ক্ষুদ্র ছিদ্রের ভিতরে কত বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, নগর, বন প্রভৃতি প্রদর্শন করা হয়। আলপিনের মস্তকের ন্যায় ক্ষুদ্র বিন্দুবিশিষ্ট এক অঙ্গুরীর ছিদ্রে বৃহৎকায় নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছ। অতএব ক্ষুদ্রদেহে বিরাটরূপ প্রদর্শন করা তত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পরন্তু এইরূপ বিরাট মূর্ত্তি প্রদর্শন করিবার সামর্থ্য অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। এই প্রদর্শন করিবার শক্তিই অদ্ভুত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতার; তাঁহার পক্ষে ঈদৃশ শক্তি প্রকাশ করা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আর সাধারণ জীবেও যে সমস্ত শক্তি অপ্রকাশিত ভাবে আছে, তাহা সম্যক্ অবগত হইলে এই বিষয়ে তোমার এত আশ্চর্য্যান্বিত হইবার এবং এই ঘটনাকে অসম্ভব বিবেচনা করিবার কোন কারণ থাকিবে না। অতএব জীবতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ প্রথমে বর্ণনা করিব।

পূর্ব্বেই জীবের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছি ; পরন্তু তুমি এখনও ইহা সম্যক্ ধারণা করিতে পার নাই বলিয়া বোধ হইতেছে। শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ ক্রমে জীবের স্বরূপ, ক্ষমতা ও গতি বর্ণনা করিলে তোমার সন্দেহ থাকিবে না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সদ্‌ব্রহ্ম সদা চিৎশক্তিযুক্ত। এই চিৎশক্তি দ্বারা তিনি আপনাকে নিত্য সম্যক্ দর্শন করেন। আরও বলিয়াছি যে নীল পীতাদি সপ্ত বর্ণ যেমন শুক্লবর্ণে আছে ; পরন্তু শুক্লাবস্থায় ঐ সকল বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে দৃষ্ট হয় না, প্রকাশিত অবস্থায় দৃষ্ট হয় ; যেমন তোমার চিত্তে দর্শন, শ্রবণাদি সমস্ত শক্তি চিত্তের সহিত অভিন্ন হইয়া অপ্রকাশভাবে বর্ত্তমান থাকে, প্রকাশিত অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ শক্তি বলিয়া ভাসমান ; তদ্রূপ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে প্রকাশিত সমস্ত বিশ্বরূপই ঐ সদ্‌ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া অভিন্নভাবে বর্ত্তমান আছে, প্রকাশিত অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্মে যে চিৎশক্তি আছে বলিয়াছি তদ্দ্বারা অপ্রকাশিত অবস্থায় স্থিত স্বীয় সদ্রূপকে তিনি দর্শন করেন এবং ঐ সদ্রূপ হইতে প্রকাশিত অনন্ত বিশ্বরূপকেও তিনি সম্যক্ দর্শন করেন। ইহাও বলিয়াছি যে এই চিৎশক্তিই অনন্তরূপ জগতের প্রকাশের মূলীভূত নিমিত্ত কারণ। আরও বলিয়াছি যে এই সম্যক্ দর্শনশক্তির অন্তর্ভূত-রূপে অনন্ত ব্যষ্টি-দর্শনশক্তি নিত্য বর্ত্তমান আছে, তৎসমস্ত সম্যক্ দর্শনশক্তির অঙ্গীভূত। এই ব্যষ্টি-দর্শনশক্তির নামই জীব, সুতরাং জীব ঈশ্বরের (সমগ্র দর্শন শক্তিবিশিষ্ট সদ্‌ব্রহ্মের) অংশ মাত্র। সেই অংশ নিত্য, ইহার ধ্বংস প্রাদুর্ভাব নাই, ইহা

অতি সূক্ষ্ম, এবং ইহাকে চিৎকণা বলিয়া আমি বর্ণনা করিয়াছি। জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্যসকল সমন্বয় করিয়া বেদান্ত-দর্শনে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস জীবকে স্বরূপতঃ পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই অবধারণ করিয়াছেন। যথা :—

(ক) জীব ব্রহ্মের অংশ।

বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৪২ হইতে ৫৪ সংখ্যক সূত্রে ইহা স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে :—

৪২ সূত্র "অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাস কিতবাদিত্বমধীয়ত একে॥"

(অংশঃ ; নানাব্যপদেশাৎ = ভেদব্যপদেশাৎ। অন্যথা চ, = অভেদ ব্যপদেশাৎ। অপি—দাস—কিতব—আদিত্বম্—অধীয়তে—একে)।

দাশঃ = কৈবর্ত্তঃ ; কিতবঃ = দ্যূতসেবী, ধূর্ত্তঃ।

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যঃ। অংশাংশিভাবাজ্জীবপরমাত্মনোর্ভেদাভেদৌ দর্শয়তি, পরমাত্মনো জীবোহংশঃ "প্রাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবি"-ত্যাদি-ভেদব্যপদেশাৎ ; "তত্ত্বমসী" ত্যাদ্যভেদব্যপদেশাচ্চ। অপি চ আথর্ব্বণিকাঃ "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মকিতবা"—ইতি ব্রহ্মণো হি কিতবাদিত্বমধীয়তে।

অস্যার্থ :—জীব ও পরমাত্মাতে অংশ ও অংশী সম্বন্ধ ; অতএব উভয়ের মধ্যে ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছেন। জীব পরমাত্মার অংশ। শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি শ্রুতি ব্রহ্ম ও জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—"এই দুই অনাদি,—এক সর্ব্বজ্ঞ, অপর অসর্ব্বজ্ঞ ; এক ঈশ্বর, অপর অনীশ্বর।" এই সকল শ্রুতি ব্রহ্ম ও জীবে ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার "তত্ত্বমসি" (তুমি জীব সেই পরমাত্মস্বরূপ) ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি ব্রহ্ম ও জীবের অভিন্নতা উপদেশ করিয়াছেন। এমন কি, অথর্ব্বশাখিগণ "ব্রহ্মই কৈবর্ত্ত

(দাশ), ব্রহ্মই দাস, ব্রহ্মই ধূর্ত্ত” ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মকেই কৈবর্ত্তাদি নীচ জাতীয় জীবরূপে পর্য্যন্ত বর্ণনা করেন। শাঙ্করভাষ্যেও এই সূত্রের ফলিতার্থ এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে ; যথা :—

“অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যাং অংশত্বাবগমঃ।”

অর্থাৎ শ্রুতিবিচার দ্বারা (ব্রহ্মের সহিত জীবের) ভেদ ও অভেদ এই উভয় সম্বন্ধ থাকা সিদ্ধান্ত হওয়ায়, জীব ব্রহ্মের অংশ বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

অংশের সর্ব্বাঙ্গই অংশীতে আছে, অংশেতে এমন কিছু নাই যাহা অংশীতে নাই, অতএব অংশ অংশী হইতে অভিন্ন—পৃথক্ নহে ; এই অর্থে উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা অভেদ সম্বন্ধ। আবার অংশকে অতিক্রম করিয়া অংশী আছে ; অংশী ব্যাপক বস্তু, অংশ তাহার ব্যাপ্য, অংশ অংশীর অঙ্গীভূত একটি অবয়বমাত্র, অতএব অংশী অংশ হইতে বৃহৎ, উভয়ে সম্পূর্ণ, এক নহে। এই অর্থে অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদ সম্বন্ধও আছে। সুতরাং অংশ-অংশীর সম্বন্ধকে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলা যায়। “জ্ঞাজ্ঞৌ” ইত্যাদি শ্রুতি যাহা ভাষ্যে মূলসূত্রের উক্ত “নানা” শব্দের ব্যাখ্যানের নিমিত্ত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা জীব ও পরমাত্মার ভেদ সম্বন্ধজ্ঞাপক ; আর “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি শ্রুতি, যাহা সূত্রোক্ত “অন্যথা চাপি” পদের ব্যাখ্যার নিমিত্ত ভাষ্যকার উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা জীব ও পরমাত্মার মধ্যে অভেদ সম্বন্ধজ্ঞাপক। অতএব এই উভয়বিধ শ্রুতির দ্বারা জীব ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকা এবং জীব পরমাত্মার অংশ হওয়া সিদ্ধান্ত হয়। “ত্বং তৎ অসি” = তুমি সেই ব্রহ্ম, এই বলাতে তোমার সমস্তই ব্রহ্মে আছে, তুমি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহ, এই অর্থ বুঝিতে হইবে। যেমন “তুমি হও মনুষ্য” এই বলিলে তুমি সম্পূর্ণরূপেই

মনুষ্যের অন্তর্গত বুঝা যায়; কিন্তু তুমি ভিন্ন আরও বহু মনুষ্য আছে; অতএব মনুষ্যত্ব এক তোমাতে পর্য্যাপ্ত নহে, সুতরাং তুমি মনুষ্যের অংশ মাত্র, উভয়ের সম্বন্ধ ভেদাভেদ সম্বন্ধ। এইরূপ জীব ও পরমাত্মার মধ্যে সম্বন্ধ ভেদাভেদ সম্বন্ধ, জীব ব্রহ্মের অংশমাত্র।

অতঃপর ৪৩ সূত্রেও শ্রুত্যন্তর দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীভূত করিয়া ৪৪ সূত্রে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত ভগবদ্বাক্যের দ্বারা এই বিষয়ের পোষকতা করা হইয়াছে, যথা:—

অপি চ স্মর্য্যতে॥ (২য় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ৪৪ সূত্র)

ভাষ্য। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইতি জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বং স্মর্য্যতে॥

অন্বয়ার্থ:—স্মৃতি (শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা)-ও এই রূপই বলিয়াছেন, যথা:—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"

(জীবলোকে আমারই অংশ জীবরূপে প্রকাশিত, এই জীব সনাতন) ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যেও এই সূত্রের ব্যাখ্যায় এই গীতাবাক্যই উদ্ধৃত হইয়াছে।

(খ) জীব নিত্য, ইহার জন্মমৃত্যু নাই, দেহসম্বন্ধ বশতঃই ইহার জন্মমৃত্যু বর্ণিত হয়।

বেদান্ত-দর্শন, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় পাদ ১৬ সূত্র:—

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্ব্যপদেশোভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ॥

[তদ্ব্যপদেশঃ জীবাত্মনঃ জন্মমৃত্যুব্যপদেশ ভাক্তঃ গৌণ স্যাৎ, যতস্তয়োর্জন্মমরণয়োর্ব্যপাশ্রয়ঃ স্থাবরজঙ্গমশরীরবিষয়ঃ, তদ্ভাবে শরীর ভাবে জন্মমরণয়োর্ভাবিত্বাৎ]

ভাষ্য। জীবাত্মানির্ণীয়তে,—"দেবদত্তো জাতো মৃতঃ" ইতি-

ব্যপদেশো গৌণোঽস্তি। যতঃ, চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ। শরীরভাবে জন্মমরণয়োর্ভাবিত্বাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—চরাচর দেহের ভাবাভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই জীবাত্মার জন্মমৃত্যুর উপদেশ করা হইয়াছে, জীবের জন্মমৃত্যু গৌণ, মুখ্য নহে, দেহযোগ হওয়াতে তাঁহার জন্মমৃত্যু বলা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ১৭ সূত্র :—

নাত্মাঽশ্রুতেনিত্যত্বাচ্চতাভ্যঃ ॥

[ন আত্মা (উৎপদ্যতে ; কুতঃ)—অশ্রুতেঃ (তদুৎপত্তিশ্রবণাভাবাৎ) তাভ্যঃ (শ্রুতিভ্যঃ) আত্মনঃ নিত্যত্বাচ্চ (নিত্যত্বাবগমাচ্চ)]

ভাষ্য। জীবাত্মা নোৎপদ্যতে কুতঃ ? স্বরূপতস্তদুৎপত্তিবচনাভাবাৎ। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" "নিত্যো নিত্যানাং," "অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে", ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ জীবস্য নিত্যত্বাবগমাচ্চ।

ব্যাখ্যা :—জীবাত্মার উৎপত্তি নাই ; কারণ শ্রুতি তাঁহার স্বরূপতঃ উৎপত্তি থাকা বলেন নাই, এবং "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইত্যাদি বহু শ্রুতিতে আত্মার নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে।

(গ) জীব স্বরূপতঃ "জ্ঞ" অর্থাৎ দ্রষ্টাস্বরূপ।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ১৮ সূত্র :—

জ্ঞোঽতএব ॥

ভাষ্য। অহমর্থভূতমাত্মা জ্ঞাতা ভবতি।

ব্যাখ্যা :— অহং পদের অর্থভূত জীবাত্মা নিত্য "জ্ঞ" অর্থাৎ দ্রষ্টা-স্বরূপ।

পূর্ব্বে তোমাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়াছি যে, ব্যষ্টিদর্শনশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই জীব। এই ব্যষ্টিদর্শনশক্তি সম্যক্‌দর্শনশক্তির অন্তর্ভূত অঙ্গবিশেষ।

অতএব জীব সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার অংশ। পরমাত্মা অংশবিহীন কদাপি হয়েন না। অতএব জীবের নিত্যত্বও সিদ্ধ। জীব অতি সূক্ষ্ম, অণুবৎ। জীবকে চিৎকণা বলিয়া পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। বহুশ্রুতিমূলে বেদান্ত-দর্শনকারও এই সিদ্ধান্তই উপদেশ করিয়াছেন। তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে :—

(ঘ) জীব স্বরূপতঃ অণুস্বভাব।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ২২ সূত্র :—

স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥

ভাষ্য। "এষোঽণুরাত্মা, বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চভাগো জীব" ইতি স্বশব্দোন্মানাভ্যাং জীবোঽণুঃ ॥

অন্বার্থ :—(জীবাত্মা অণুপরিমাণ, জীব কেশাগ্রের শতভাগের শত-ভাগ সদৃশ সূক্ষ্ম) এই শ্রুতিবাক্যে অণুশব্দ ও উন্মান (অল্প হইতেও অল্প) বাচক শব্দ থাকায়, জীব অণুস্বভাব, বিভু (ব্যাপক) স্বভাব নহে।

(ঙ) জীব স্বরূপতঃ অতিসূক্ষ্ম অণুস্বভাব হইলেও তিনি গুণে বিভু হইবার যোগ্য, তাঁহার গুণ অসংখ্য।

বেদান্ত-দর্শন দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ২৮ সূত্র :—

তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥

ভাষ্য। বৃহন্তো গুণা যস্মিন্নিতি ব্রহ্মেতি প্রাজ্ঞবদাত্মা বিভুগুণত্বা"ন্নিত্যং বিভু" মিতি ব্যপদিষ্টঃ; দৃষ্টান্তে বৃহদেব প্রাজ্ঞো গুণৈরপি বৃহত্ত্ববতি, দার্ষ্টান্তে তু জীবোঽণুপরিমাণকো, গুণেন বিভুরিতি বিশেষঃ।

অন্বার্থ :—বৃহৎ গুণ আছে, এই অর্থে প্রাজ্ঞ পরমাত্মাকে যেমন ব্রহ্ম বলা যায়, এইরূপ জীবাত্মারও গুণের বিভুত্ব থাকায় "নিত্যং বিভুম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে কোন কোন স্থলে জীবাত্মাকে বিভু বলা হইয়াছে। পরন্তু স্বরূপতঃ জীবাত্মা বিভু নহে। প্রাজ্ঞ আত্মা (পরব্রহ্ম) বাস্তবিক

স্বরূপতঃ বৃহৎ, অণু নহে, তথাপি তিনি গুণেও বৃহৎ হওয়াতে, তাঁহাকে "বৃহন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যে বৃহৎ গুণবিশিষ্ট অর্থে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। জীবাত্মা কিন্তু স্বরূপতঃ অণু, গুণেই তাঁহাকে বিভু বলা হইয়াছে। ইহাই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ।

শাঙ্করিক মত এই মতের বিরোধী। ঐ মতে জীবাত্মা স্বরূপতঃই বিভুস্বরূপ। তাহার বিচার বিস্তৃতরূপে বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ব্যাখ্যায় করিয়াছি। প্রয়োজন বোধ করিলে তাহা তোমরা দেখিতে পার।

জীবাত্মাকে স্বরূপতঃও বিভু (সর্ব্বব্যাপক) বলিলে, সকল জীবই পরমাত্মার সহিত সম্পূর্ণভাবে এক হইয়া যায়, কোন প্রকার ভেদ থাকে না। জীবকে পরমাত্মার অংশ, এবং জীব ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ আছে বলিয়া পূর্ব্বোদ্ধৃত সূত্রে যে বেদব্যাস অবধারণ করিয়াছেন, তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়; এবং কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের ভোগের কোন নিয়ম থাকে না এবং বন্ধ, মোক্ষ প্রভৃতি অবস্থাভেদও অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহা বেদব্যাস নানাবিধ সূত্রদ্বারা অবধারণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা :—

বেদান্ত-দর্শন দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ৩১ সূত্র :—

নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বাঽন্যথা ॥

ভাষ্য। অন্যথা (সর্ব্বগতাত্মবাদে) আত্মোপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যোর্বন্ধ মোক্ষয়োর্নিত্যং প্রসঙ্গঃ স্যান্নিত্যবদ্ধো বা নিত্যমুক্তো বাঽস্মেত্যন্যতর নিয়মো বা স্যাৎ।

অস্যার্থঃ—জীবাত্মাকে সর্ব্বগত এবং স্বরূপতঃই বিভুস্বভাব বলিয়া স্বীকার করিলে, উপলব্ধি এবং অনুপলব্ধি (জ্ঞান ও অজ্ঞান) উভয়ই

জীবাত্মার নিত্য হইয়া পড়ে; অর্থাৎ জীবাত্মা অণু না হইয়া স্বরূপতঃ ব্যাপক স্বভাব হইলে, তাহার নিত্য সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধি হয়; এবং পক্ষান্তরে সংসার-বন্ধও (অজ্ঞানও) থাকা দৃষ্ট হওয়াতে, তাঁহার সেই অজ্ঞানও নিত্য হইয়া পড়ে; এবং বন্ধ ও মোক্ষ এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় উভয়ই নিত্য হয়; অথবা, হয় নিত্যই বদ্ধ কিংবা নিত্যই মুক্ত এইরূপ দুইটির একটি ব্যবস্থা করিতে হয়। বদ্ধ থাকিয়া পরে মুক্ত হওয়ার সঙ্গতি কোন প্রকারে হয় না।

(জীবাত্মা স্বরূপতঃই বিভুস্বভাব হইলে, সর্ব্ববিধ অন্তঃকরণের সহিতই তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ থাকা স্বীকার করিতে হয়, তাহা না করিলে সর্ব্বব্যাপী শব্দ অর্থশূন্য হইয়া পড়ে; সুতরাং সর্ব্ববিধ অন্তঃকরণের সহিত সম সম্বন্ধ থাকায়, কোন অন্তঃকরণ অল্পদর্শী, কোন অন্তঃকরণ সর্ব্বদর্শী হওয়াতে জীবাত্মারও যুগপৎ সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অল্পজ্ঞত্ব, মোক্ষ ও বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। অন্তঃকরণের কেবল একবিধত্ব (সর্ব্বজ্ঞত্ব অথবা অল্পজ্ঞত্ব) কল্পনা করিয়া, অথবা অন্য কোন প্রকার কল্পিত যুক্তি দ্বারা যদি এই আপত্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে চেষ্টা কর, তবে জীবাত্মার নিত্যবদ্ধত্ব অথবা নিত্য-মুক্তত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জীবাত্মার বন্ধাবস্থা হইতে মোক্ষাবস্থা প্রাপ্তির সঙ্গতি কোন প্রকারে করিতে পারিবে না।)

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ৪৮ সূত্র :—

অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥

[অসন্ততেঃ সর্ব্বৈঃ শরীরৈঃ সহ সম্বন্ধাভাবাৎ, অব্যতিকরঃ কর্ম্মণঃ তৎফলস্য বা বিপর্য্যয়ো ন ভবতি]

ভাষ্য। বিভোরংশত্বেঽপি গুণেন বিভুত্বেঽপি চাত্মনাং স্বরূপতোঽণুত্বেন সর্ব্বগতত্বাভাবাৎ কর্ম্মাদিব্যতিকরো নাস্তি।

অস্যার্থ :—জীব বিভু পরমাত্মার অংশ, এবং জীবের গুণসকল অপরিসীম হইলেও, জীব স্বয়ং স্বরূপতঃ অণুস্বভাব (পরিচ্ছিন্ন) হওয়াতে, তাঁহার সর্ব্বগতত্ব নাই, অতএব কর্ম্ম ও তৎফলের বিপর্য্যয় ঘটে না ; অর্থাৎ একের কৃতকর্ম্ম ও তৎফল অপরকে আশ্রয় করে না। জীবাত্মা স্বরূপতঃই বিভুস্বভাব (সর্ব্বব্যাপী) হইলে, সকল জীবের কর্ম্মের সহিতই প্রত্যেক জীবের সম-সম্বন্ধ হয় ; সুতরাং একের কর্ম্ম ও অপরের তৎফল ভোগ হইবার পক্ষে কোন অন্তরায় থাকে না, কোন বিশেষ কর্ম্মের সহিত কাহারও বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু এই বিশেষ সম্বন্ধ যে আছে, তাহা আত্মানুভব এবং শাস্ত্রসিদ্ধ। অতএব জীব বিভু-স্বভাব (সর্ব্বগত) নহেন।

শাঙ্করভাষ্যেও সূত্রের ফলিতার্থ নিম্নলিখিতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; যথা :—

"নহি কর্ত্তুর্ভোক্তুশ্চাত্মনঃ সন্ততিঃ সর্ব্বৈঃ শরীরৈঃ সম্বন্ধোঽস্তি। উপাধিতন্ত্রো হি জীব ইত্যুক্তম্। উপাধ্য সন্তানাচ্চা নাস্তি জীব সন্তানঃ। ততশ্চ কর্ম্মব্যতিকরঃ ফলব্যতিকরো বা ন ভবিষ্যতি।"

অস্যার্থ :—কর্ত্তা ও ভোক্তা যে আত্মা, তাঁহার সকল শরীরের সহিত সম্বন্ধ নাই, জীব স্বীয় উপাধিগত দেহনিষ্ঠ, তাহার অপর দেহের সহিত সম্বন্ধ নাই। উপাধিগত শরীরের সর্ব্বব্যাপিত্ব না হওয়াতে, তন্নিষ্ঠ জীবেরও সকল দেহের সহিত সম্বন্ধ হয় না ; অতএব কর্ম্ম অথবা কর্ম্মফলের ব্যতি-ক্রম হয় না, যে জীব যে কর্ম্ম করে সেই কর্ম্ম তাহারই এবং তৎফল ভোগও তাহারই হয়। (এই ব্যাখ্যায় জীবাত্মার সকল শরীরের সহিত

সম্বন্ধ না থাকা স্বীকার করাতে, জীব যে স্বরূপতঃ বিভু তাহা আর বলা যাইতে পারে না)।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ৪৯ সূত্র :—

আভাসা এব চ ॥

ভাষ্য। পরেষাং কপিলাদীনাং ব্যতিকরপ্রসঙ্গাৎ সর্ব্বগতাত্মবাদাশ্চাভাসা এব।

অন্বার্থ :—কপিলাদিকর্ত্তৃক উক্ত সাংখ্যশাস্ত্রে আত্মার বিভুত্ব উক্ত হইয়াছে ; সুতরাং তাঁহাদের উক্তি গৃহীত হইলে, কর্ম্মের ও কর্ম্মফল ভোগের ব্যতিক্রম হওয়ার প্রসক্তি হয় ; অতএব আত্মার সর্ব্বগতত্ববাদ (বিভুত্ববাদ) আভাসা মাত্র অর্থাৎ অপসিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ৫০ সূত্র :—

অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥

ভাষ্য। সর্ব্বগতাত্মবাদেঽদৃষ্টমাশ্রিত্যাপি ব্যতিকরো দুর্ব্বারোঽদৃষ্টাঽনিয়মাৎ।

অন্বার্থ :—আত্মার সর্ব্বগতত্ববাদে অদৃষ্টকে অবলম্বন করিয়াও কর্ম্ম ও কর্ম্মভোগের ব্যতিক্রম নিবারিত হয় না ; কারণ সকল আত্মাই সর্ব্বগত হইলে সকলই তুল্য ; অদৃষ্ট কোন্ আত্মাকে অবলম্বন করিবে তাহার কোন নিয়ম থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ৫১ সূত্র :—

অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্ ॥

ভাষ্য। অহমিদং করিষ্যে, ইদং নেতি সঙ্কল্পাদিষ্বপ্যেবমনিয়মঃ।

অন্বার্থ :—আমি এইরূপ করিব, এইরূপ করিব না, এবংবিধ

অভিসন্ধি (সঙ্কল্পাদি) বিষয়েও আত্মার সর্ব্বগতত্ববাদে কোন নিয়ম থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ৫২ সূত্র ঃ—

প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥

ভাষ্য। স্বশরীরস্থাত্মপ্রদেশাৎ সর্ব্বং সমঞ্জসমিতি চেন্ন, তত্র সর্ব্বেষা-মাত্মপ্রদেশানামন্তর্ভাবাৎ।

অন্বয়ার্থ ঃ—যদি বল যে তত্তৎ শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশেই সঙ্কল্পাদি হইতে পারে, সুতরাং তদ্দ্বারা অভিসন্ধির ও কর্ম্মের নিয়মের সঙ্গতি হইতে পারে, তাহাও বলিতে পার না; কারণ সকল আত্মাই সকল শরীরের অন্তর্ভূত, অতএব কোন বিশেষ আত্মাকে কোন বিশেষ দেহে বিশেষরূপে অন্তর্ভূত বলিয়া বলা যাইতে পারে না। কারণ সকল আত্মাই সমভাবে সর্ব্বগত। অতএব জীবাত্মার সর্ব্বগতত্ববাদ অপসিদ্ধান্ত।

বিষয়—ঈশ্বর স্বরূপতঃ বিভু, কিন্তু জীব স্বরূপে অণু এবং গুণে বিভু, ইহার অর্থ কি ?

শিষ্য। এই সকল প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা ইহা অবশ্য প্রমাণিত হইয়াছে যে জীব স্বরূপতঃ অণুপরিমাণ, কিন্তু গুণে বিভু ; ইহা যাহাতে ধারণা করিতে পারি এইরূপ করিয়া বুঝাইয়া দিন। এই সকল প্রমাণের দ্বারা কেবল শাব্দিক বোধ মাত্র হইয়াছে।

গুরু। পুনরায় দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয় বুঝাইতেছি। তোমার দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয় প্রত্যেকটি স্বরূপতঃ অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা তুমি ব্যাপক আকাশকেও দর্শন করিতেছ। শ্রবণেন্দ্রিয় সূক্ষ্ম হইলেও, সূক্ষ্ম ও স্থূল সর্ব্ববিধ শব্দজ্ঞান তদ্দ্বারা হইতেছে। এইরূপ রসনাদ্বারা বহুবিধ স্বাদের জ্ঞান হইতেছে।

তোমার একাদশ ইন্দ্রিয় সকলই এই প্রকার ; ইহারা প্রত্যেকে স্বরূপতঃ সূক্ষ্ম, বিশেষ বিশেষ প্রকার জ্ঞান উৎপাদন করে। পরন্তু তোমার সাধারণ জ্ঞানশক্তি একটি আছে যাহাকে চিত্ত বলা যায়, এবং যাহার অপর নাম বুদ্ধি। তোমার একাদশ ইন্দ্রিয়ের সমস্তই ঐ চিত্তের অন্তর্গত। দর্শন এক প্রকার জ্ঞানবৃত্তি, শ্রবণও এক প্রকার জ্ঞানবৃত্তি, আস্বাদনও এক প্রকার জ্ঞানবৃত্তি, এইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই এক এক বিশেষ জ্ঞানবৃত্তি। ইহারা তোমার সাধারণ জ্ঞানবৃত্তি—চিত্তের অংশ। তুমি যখন দর্শন, শ্রবণ কর না, তখন ইহারা তোমার চিত্তে লীন হইয়া একতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, কার্য্যকালে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানশক্তিরূপে প্রকাশ পায়। অতএব তোমার সাধারণ জ্ঞানবৃত্তি (চিত্ত) ব্যাপক বস্তু। বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়গুলি ইহার সূক্ষ্ম অবয়ব মাত্র। একটি মৃন্ময় ঘটের যেমন স্কন্ধাদি বিশেষ বিশেষ অবয়ব আছে, ঘটটি ব্যাপক বস্তু, স্কন্ধাদি অবয়ব তাহার ব্যাপ্য, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে ঠিক এইরূপ ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব নাই সত্য ; কারণ বুদ্ধিও শক্তি, তাহার অঙ্গীভূত ইন্দ্রিয়াদিও শক্তি। শক্তির বিস্তার ঘটাদির বিস্তারের ন্যায় নহে, ইহা সত্য ; পরন্তু তাহা না হইলেও একটি শক্তির অন্তর্ভূত অপর শক্তিসকল হওয়াতে, ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধকেও ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ বলিয়া বর্ণনা করা যায়। সম্যক্-দর্শনশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মকে এই অর্থে স্বরূপতঃ বিভু অর্থাৎ ব্যাপক বলা হইয়াছে, এবং ব্যষ্টিদর্শনশক্তিযুক্ত জীবরূপী ব্রহ্মকে ঈশ্বরের অঙ্গীভূত ও সূক্ষ্ম অণুস্বভাব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আর তোমার দর্শনশক্তি স্বরূপতঃ তোমার ব্যাপকচিত্তের সূক্ষ্ম অংশ

হইলেও, যেমন আকাশাদি বৃহৎ পদার্থ দর্শন করিতে পারে, যে কোন বৃহৎরূপ চিত্তে ধারণা হয়, দর্শনশক্তিও তাহা ধারণ করিতে পারে, অতএব গুণে এই দর্শনশক্তিকে বৃহৎ বলা যাইতে পারে ; তদ্রূপ জীবও স্বরূপতঃ অতি সূক্ষ্ম—অণুস্বভাব হইলেও গুণে বিভু হইতে পারেন।

বিষয়—জীবের গুণে বিভুত্ব কেন সর্ব্বদা দেখা যায় না ?

শিষ্য। জীব স্বরূপতঃ অণুবৎ হইয়াও গুণে বিভু ইহার অর্থ এক্ষণ বুঝিলাম, কিন্তু আমাতে এবং অন্য সাধারণ জীবে তো গুণে বিভুত্ব দেখিতে পাইতেছি না, আমাদের শক্তি অতি অল্পই আছে বলিয়া বোধ করি কেন ?

গুরু। এই বিষয়টিও একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতেছি। তোমার দর্শ-নেন্দ্রিয় তোমার দেহস্থ চক্ষুনামক যন্ত্রের সাহায্যাবলম্বনে বহিঃ-স্থিত বস্তুসকলের রূপ গ্রহণ করিয়া চিত্তে অর্পণ করিলে, ঐ রূপের বোধ তোমার জন্মে। যখন তোমার এই দেহ মৃত হয়, তখন এই দেহের সঙ্গে সঙ্গে তোমার দর্শনশক্তি বিলুপ্ত হয় না, মৃত্যুর পরেও জীবের এই দর্শনশক্তি থাকে ; তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনেক আছে। ইহা এদেশে সকলেই জানে। অতএব ইহার প্রমাণ আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। 'হিষ্টিরিয়া' রোগাক্রান্ত কোন রোগীর চক্ষু বাঁধিয়া পৃষ্ঠের দিকে পুস্তক রাখিয়া তাহাকে পড়িতে বলা হইয়াছে, সেই পুস্তক রোগী পড়িয়াছে এমনও দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। অতএব এই চক্ষুযন্ত্রের অতিরিক্ত যে পৃথক্ দর্শনশক্তি জীবের আছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু চক্ষুযন্ত্রকে অবলম্বন

করিয়াই সাধারণতঃ জীবের দর্শনশক্তি কার্য্য করে; যদি চক্ষে পর্দ্দা পড়িয়া যায়, তবে আর জীব দেখিতে পায় না। এই চক্ষের অবস্থানুসারে দর্শনশক্তির প্রকাশ নির্ভর করে। চক্ষুযন্ত্র ভাল অবস্থায় থাকিলেও, বাহিরে উপযুক্ত আলোক না থাকিলে দর্শন কার্য্যের বাধা জন্মে, দর্শন ভালরূপে খোলে না। অতএব তোমার চক্ষুর এবং বাহিরের অবস্থার উপর তোমার দর্শনশক্তির প্রকাশ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।

এইরূপ জীবের অসংখ্য শক্তি থাকিলেও—জীব গুণে বিভু হইলেও, বদ্ধাবস্থায় তাহার সমস্ত গুণ প্রকাশিত হইতে পারে না। যে দেহকে আশ্রয় করিয়া জীব কার্য্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েন, তাহার অবস্থার উপর তাঁহার গুণসকলের প্রকাশ নির্ভর করে। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র নির্ম্মিত তাঁহার সূক্ষ্মদেহ আছে; এই সূক্ষ্মদেহ দ্বারা জীব স্থূল দেহে অনুপ্রবিষ্ট হয়েন। এই উভয়বিধ দেহের আবরণেই তাঁহার স্বভাবগত শক্তি সকল প্রকাশিত হইতে পারে না। দেহে অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতে, তাহাতে আত্মবুদ্ধি জন্মে এবং নিজে যে দ্রষ্টামাত্র তাহা জীব ভুলিয়া যান, এবং তাঁহার শক্তিসকল প্রকাশিত হইতে পারে না। **সাধনাদি অবলম্বনে যে পরিমাণে দেহ নির্ম্মল হয়, এবং দেহাত্মবুদ্ধি ক্ষীণ হয়, সেই পরিমাণে তাঁহার স্বরূপগত শক্তিসকল প্রকাশিত হইতে থাকে। তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইলে, এই জন্মেই তিনি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন এবং দেহান্তে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্ববিধ সামর্থ্যযুক্ত হয়েন।** তখন তিনি যে বিশেষ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন তাহাই তিনি করিতে পারেন। পরন্তু জীবের এই সকল চরম

অবস্থা বিষয়ে সাম্প্রদায়িক নানাবিধ গ্রন্থে আধুনিক কালে বিভিন্ন প্রকারের মত প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপাঠে তোমাদের বুদ্ধি সন্দিগ্ধ না হয়, এই নিমিত্ত ভগবান্ বেদব্যাসের এতৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্মবিষয়ক সিদ্ধান্ত সকল, যাহা ব্রহ্মসূত্রে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিব। তদ্দ্বারা তোমাদের বুদ্ধি দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইবে।

(১) ইহ জন্মেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইতে পারে।

বেদান্ত-দর্শন তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ ২৪ সূত্র :—

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥

(সংরাধনম্ আরাধনম্ ইত্যর্থঃ)

নিম্বার্কভাষ্য।—ভক্তিযোগে ধ্যানে তু ব্যজ্যতে ব্রহ্ম "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ," "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো হ্যহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন, জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্।

অস্যার্থ :—ভক্তিযোগে আরাধিত হইলে ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন, শ্রুতি ও স্মৃতি ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; শ্রুতি যথা—"ব্রহ্মজ্ঞান প্রসাদে যাহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি ধ্যানপরায়ণ হইয়া সেই পূর্ণব্রহ্মকে দর্শন করেন॥" স্মৃতি যথা :—"হে পরন্তপ অর্জ্জুন! কেবল ভক্তিদ্বারাই এবংবিধরূপে আমাকে তত্ত্বের সহিত জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং আমার দর্শন করা যায়, এবং আমাতে প্রবিষ্ট হওয়া যায় অন্য কিছুর দ্বারা নহে। ইত্যাদি।" শাঙ্কর ভাষ্যেও এই সূত্রের অর্থ এইরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শঙ্কর স্বামী বলিয়াছেন, "সংরাধনং ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্" ইত্যাদি।

এই সূত্রের শ্রীযুক্ত কেশব কাশ্মিরী ভট্টজীর কৃত ব্যাখ্যা আরও প্রাঞ্জল, যথা :—

"সংরাধনে সম্যক্ ভক্তিযোগে ধ্যানে পরং ব্রহ্ম ব্যক্তং ভবতি প্রকাশতে, ধ্যানেন প্রীতঃ পরমাত্মা তস্মৈ মুমুক্ষবে স্বয়মাত্মানং দর্শয়তীত্যর্থঃ। কুতঃ ইদমবগম্যতে? ইত্যত আহ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং ইত্যর্থঃ।"

তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ ২৫ সূত্র :—

প্রকাশ্যাদিবচ্চাবৈশেষ্যং, প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥

ভাষ্য। সূর্য্যাগ্ন্যাদীনাং যথা তদর্থিকৃত সাধনাভ্যাসাদাবির্ভাবস্তদ্বদ্ব্রহ্মণোঽপ্যবৈশেষ্যং, ব্রহ্ম প্রকাশো ভবতি, সংরাধনলক্ষণাদুপায়দ্ব্রহ্মদর্শনং ভবতীত্যর্থঃ ॥

অন্বার্থ :—যেমন সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতি তত্তদুপযোগী সাধন দ্বারা (দর্পণ, কাষ্ঠদ্বয় ঘর্ষণ ইত্যাদি দ্বারা) আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মও উপযুক্ত সাধন দ্বারা প্রকাশিত হয়েন, ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনারূপ সাধন দ্বারাই ব্রহ্ম প্রত্যক্ষীভূত হয়েন।

তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ ২৬ সূত্র :—

অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্ ॥

ভাষ্য। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারাদ্ধেতোস্তেন সহ সাম্যং যাতি "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং, তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইতি জ্ঞাপকাৎ।

অন্বার্থ :—ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে উপাসক তৎসমতা প্রাপ্ত হয়েন, শ্রুতি তাহাই জ্ঞাপন করিয়াছেন, যথা :—"যখন উপাসক সেই উজ্জ্বল সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর, যিনি ব্রহ্মাদিরও উৎপত্তিস্থান, তাঁহাকে দর্শন করেন,

তখন পাপ পুণ্য উভয় হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া তিনি অপাপবিদ্ধ হয়েন, এবং ব্রহ্মের সহিত সাম্য লাভ করেন।"

তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ ২৭ সূত্র :—

উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥

(উভয় ব্যপদেশাৎ—তু—অহিকুণ্ডলবৎ)

ভাষ্য। মূর্ত্তামূর্ত্তস্যাপ্রতিষেধ্যত্বং দ্রঢ়য়তি, মূর্ত্তামূর্ত্তাদিকং বিশ্বং ব্রহ্মণি স্বকারণে ভিন্নাভিন্নসম্বন্ধেন স্থাতুমর্হতি, ভেদাভেদব্যপদেশাদহি-কুণ্ডলবৎ।

অস্যার্থ :—স্থূল ও সূক্ষ্মরূপী জগতের ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ব দৃঢ় করিবার নিমিত্ত সূত্রকার বলিতেছেন :—স্থূল ও সূক্ষ্ম বিশ্ব স্বকারণ ব্রহ্মের সহিত ভিন্নাভিন্ন সম্বন্ধে অবস্থিত, কারণ ব্রহ্মের সহিত ভেদ সম্বন্ধ ও অভেদ সম্বন্ধ উভয়ই শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। সর্প যেমন কুণ্ডলাকারে থাকিলে তাহার অঙ্গসকল অপ্রকাশিত থাকে, প্রকাশিত হইলে ফণা, লাঙ্গুলাদি অবয়ব প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎ প্রকাশিত হয় এবং তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উভয়বিধ শ্রুতি যথা :—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যাদি ভেদ ব্যপদেশঃ, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি অভেদব্যপদেশঃ।

তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ ২৮ সূত্র :—

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥

(প্রকাশ—আশ্রয় ; প্রকাশ-তদাশ্রয়য়োঃ সম্বন্ধবৎ বা, তেজস্ত্বাৎ)

ভাষ্য। জীবপুরুষোত্তময়োরপি তথা সম্বন্ধো জ্ঞেয়ঃ। উভয়-ব্যপদেশাৎ প্রভা-তদ্বতোরিব। অতোঽনন্তেনেত্যনেন কেবল ভেদো ন শক্য ইতি ভাবঃ।

অস্যার্থঃ—জীব ও পরমেশ্বরেরও এইরূপ সম্বন্ধই জানিতে হইবে। ভেদাভেদ উভয় তাঁহার সম্বন্ধেও উক্ত হওয়ায়, যেমন প্রভা এবং প্রভাশীলের মধ্যে সম্বন্ধ, তদ্রূপ জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধ; অতএব পূর্ব্বোক্ত "অতোঽনন্তেন" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা কেবল ভেদসম্বন্ধ থাকা মনে করিবে না।

এই সকল সূত্রের দ্বারা শ্রুতিসকলের সারমর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত করিয়া ভগবান্ বেদব্যাস সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা দ্বারা ইহ জন্মেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে। পরন্তু জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের অংশ মাত্র হওয়ায়, **ব্রহ্ম দর্শন হইবার পরও তাহার সহিত জীবের ভেদাভেদ সম্বন্ধই থাকে।** কিন্তু ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা করিলে যে সকলেরই ইহজন্মে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইবে এরূপ নহে। বেদান্ত-দর্শন তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ ৫০ সূত্রে ইহা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। যথা:—

ঐহিকমপ্রস্তুতে প্রতিবন্ধে, তদ্দর্শনাৎ ॥

(অপ্রস্তুতে প্রতিবন্ধে—অসতি বাধকে)

ভাষ্য। অসতি প্রতিবন্ধে ঐহিকং বিদ্যাজন্ম, তস্মিন্ সত্যামুষ্মিকং "মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা বিদ্যামি" ত্যাদৌ তদ্দর্শনাৎ।

অস্যার্থঃ—প্রতিবন্ধ না থাকিলে এই জন্মেই বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ করা যায়, প্রতিবন্ধ থাকিলে পর জন্মে প্রতিবন্ধ দূর হইলে লাভ হয়। ইহজন্মেই যে লাভ হইতে পারে তাহা "যমরাজকথিত বিদ্যা লাভ করিয়া নচিকেতা যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও ব্রহ্ম লাভ করিয়া শোকাতীত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি বাক্যে কঠ ও অপরাপর শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কঠোপনিষদুক্ত সম্পূর্ণ শ্রুতিবাক্য ভাষ্যে নাই, নিম্নে দেওয়া হইল :—"মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা বিদ্যামেতাং যোগসিদ্ধিং চ কৃৎস্নাম্ ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যুঃ"

ভজন করিতে করিতে নানাপ্রকার সিদ্ধি উপস্থিত হয় এবং সাধকের যশঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। যদি তৎপ্রতি সাধকের দৃষ্টি পড়িয়া যায়, তবে তিনি আর অগ্রসর হইতে পারেন না। সিদ্ধি ও যশেতেই আবদ্ধ হইয়া থাকেন; সুতরাং ব্রহ্ম দর্শন হয় না। সিদ্ধি প্রভৃতি তাঁহার প্রতিবন্ধরূপে সূত্রে উক্ত হইয়াছে।

(২) ব্রহ্মদর্শন হইলে জীবিত পুরুষ পাপপুণ্য উভয় হইতে বিমুক্ত হয়েন। কেবল প্রারব্ধ ভোগ থাকে, কিন্তু তাহাতে তিনি নির্লিপ্ত থাকেন।

বেদান্ত-দর্শন চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পাদ ১৩ সূত্র :—

তদধিগমে, উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ, তদ্ব্যপদেশাৎ।

ভাষ্য। বিদুষ উত্তরপূর্ব্বয়োরঘয়োরশ্লেষ বিনাশৌ ভবতঃ। কুতঃ? "এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে," "অস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" ইতি ব্যপদেশাৎ ॥

অস্যার্থ :—ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষের পূর্ব্বকৃত পাপ সকল বিনষ্ট হয়, এবং পরে কৃত পাপ সকলও তাহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। কারণ ছান্দোগ্য শ্রুতি এই সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, "এইরূপ জ্ঞানী পুরুষকে পাপ কর্ম্ম লিপ্ত করে না," "তদ্ যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে" "যেমন জল পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না তদ্বৎ" ইত্যাদি। "এবং যেমন তূলারাশি অগ্নি সংযোগে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ বিদ্বান্ পুরুষের সমস্ত পাতকরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়" ইত্যাদি।

বেদান্ত-দর্শন চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পাদ ১৪ সূত্র :—

ইতরস্যাপি এবমসংশ্লেষঃ পাতেতু ॥

ভাষ্য। পুণ্যস্য কাম্যকর্ম্মণোঽপি অঘবন্মুক্তিবিরোধিত্বাদুত্তরস্যাশ্লেষঃ পূর্ব্বস্য বিনাশ এব। উত্তরপূর্ব্বয়োরশ্লেষবিনাশানন্তরং দেহপাতে সতি মুক্তিরেব।

অন্বার্থ :—পাপের ন্যায় পুণ্যও মুক্তির বিরোধী, সুতরাং জ্ঞানী পুরুষের পূর্ব্বকৃত পুণ্যের বিনাশ হয়, এবং পরে কৃত পুণ্যকর্ম্মের সহিত তাঁহার অশ্লেষ (অলিপ্ততা) ঘটে। পূর্ব্বে এবং পরে কৃত পুণ্যের বিনাশ ও অশ্লেষ হইয়া দেহ পাতে তাঁহার পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্ম বিলুপ্ত হয় ; এবং তিনি সম্যক্ মুক্তি লাভ করেন।

বেদান্ত-দর্শন চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পাদ ১৫ সূত্র :—

অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ॥

[তদবধেঃ—তস্য দেহপাতাবধিত্বোক্তত্বাৎ]

ভাষ্য। বিদ্যাপ্রাপ্তৌ পূর্ব্বে পাপপুণ্যেঽপ্রবৃত্তফলে এব ক্ষীয়েতে। কুতঃ ? "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে অথ সম্পৎস্যে" ইতি শরীরপাতাবধি শ্রবণাৎ।

অন্বার্থ :—কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্ব্বকৃত পাপ ও পুণ্যের বিনাশ হয় বলিয়া যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা সমস্ত পাপ পুণ্য সম্বন্ধে নহে, যে কর্ম্ম ফলদান করিতে আরম্ভ করে নাই (অর্থাৎ ইহজন্মকৃত সঞ্চিত কর্ম্ম এবং অপরাপর জন্ম-সঞ্চিত কর্ম্ম, যাহা ইহজন্মে ফলোন্মুখী হয় নাই), তৎ সম্বন্ধেই এই উক্তি বুঝিতে হইবে। কারণ যে কর্ম্ম ফলদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা ব্রহ্মজ্ঞান লাভেও ক্ষয় হয় না বলিয়া ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন, যথা "তাঁহার (ব্রহ্মজ্ঞানীর) তাবৎকাল বিলম্ব

যাবৎকাল প্রারব্ধকর্ম্মফল ভোগ হইতে বিমুক্তি না হয় (দেহান্ত পর্য্যন্তই সচরাচর প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ থাকে, অতএব সাধারণতঃ যাবৎকাল দেহের পতন না হয়)। অতঃপর (দেহান্তে) তিনি ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন" ইত্যাদি। এই সকল বাক্যে শরীর পতনের অপেক্ষা থাকা শ্রুতিই স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন। (পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম একত্রিত হইয়া তদনুরূপ ভোগ দিবার নিমিত্ত এই জন্মের দেহ প্রস্তুত করে। এই ভোগাবসানে দেহেরও পতন হয়। ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। ভোগদানে প্রবৃত্ত হইয়া দেহ প্রস্তুত করিয়াছে যে সকল কর্ম্ম, তাহাদের নামই প্রারব্ধ কর্ম্ম। ব্রহ্মবিৎ হইলেও ঐ প্রারব্ধ কর্ম্ম বিনষ্ট হয় না ; তন্নিমিত্তই শরীর জীবিত থাকে। শ্রুতিমূলে সূত্রকার ইহাই এই সূত্রের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।)

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেহ পতনের সহিত প্রাক্তনভোগ শেষ হয় এবং তিনি সর্ব্ববিধ বন্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়েন, ইহাই সাধারণ নিয়ম, সত্য ; কিন্তু কোন কোন স্থলে তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে। তাহা ভগবান্ বেদব্যাস বেদান্ত-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের শেষ সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :—

তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ ৫১ সূত্র :—

মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ ॥

[তদবস্থাবধৃতেঃ বিদ্বদ্রূপাবস্থস্য সম্পন্নবিদ্যস্য অনিয়তমুক্তিফলত্বেন অবধৃতেরিত্যর্থঃ]

ভাষ্য। তথা মুক্তিফলানিয়মঃ "তস্য তাবদেব চিরম্" ইতি বচনাৎ।

অন্বয়ার্থ :—তদ্রূপ মুক্তিরূপ ফল যে এই দেহের পতন হইলেই লাভ হইবে, তাহারও নিয়ম নাই ; কারণ ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন,

"কর্ম্মভোগ হইতে বিমুক্ত হইলে ব্রহ্মরূপতা হয়।" (যেমন প্রতিবন্ধাভাবে এই জন্মেই বিদ্যালাভ হয়, প্রতিবন্ধ থাকিলে হয় না; অতএব এই জন্মেই হইবে বলিয়া বিদ্যালাভ বিষয়ে কোন নিশ্চিত নিয়ম নাই; তদ্রূপ বিদ্যাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে মুক্তিরূপ বিদ্যাফল লাভ বিষয়েও এই দেহের অন্ত হইলেই হইবে এইরূপ নিশ্চিত নিয়ম নাই।)

সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিৎ হইলেও দেহান্তে পরম মোক্ষলাভ না করার একটি দৃষ্টান্ত বশিষ্ঠাদি ঋষি। ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা:—

তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ৩২ সূত্র:—

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকানাম্॥

ভাষ্য। বশিষ্ঠাদীনাং ত্বধিকার ফলকর্ম্মবশাদ্যাবদধিকারমবস্থিতিঃ।

অস্যার্থ:—বশিষ্ঠাদি ঋষি বেদপ্রবর্ত্তনাদি যে যে কর্ম্ম করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া জন্মিয়াছিলেন, সেই সকল আধিকারিক কর্ম্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে স্থূল দেহ ধারণ করিয়া থাকিতে হইয়াছে। স্বীয় আধিকারিক কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই অভিসম্পাত বশতঃ বশিষ্ঠ ঋষির দেহপাত হয়; তিনি ব্রহ্মজ্ঞ হইলেও ঐ দেহ পতনের পর পুনরায় তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়; কারণ তাঁহার অধিকারগত কার্য্য—যাহা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাহা তৎকালে শেষ হয় নাই। এইরূপ কোন প্রতিবন্ধক থাকিলে ব্রহ্মবিৎ পুরুষেরও দেহান্ত হইলেই পরম মোক্ষলাভ হয় না। অতএব সূত্রকার বলিতেছেন যে মুক্তিফল লাভেরও নিশ্চিত নিয়ম নাই।

(৩) দেহ পতন হইলে সূক্ষ্ম দেহাবলম্বনে অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন

করিয়া ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন এবং তৎপর ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন।

ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ব্রহ্মবিৎ পুরুষের কিরূপে দেহত্যাগ হয় ও কিরূপ গতি হয়, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া ভগবান্ বেদব্যাস প্রথমে বলিয়াছেন যে, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে প্রথম বাগিন্দ্রিয় মনে লয় প্রাপ্ত হয়, তৎপশ্চাৎ অপর ইন্দ্রিয় সকলেরও মনে লয় হয়, তৎপর মন প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয় ; তৎপর প্রাণ জীবাত্মার সহিত মিলিত হয়। তৎপর জীবসংযুক্ত প্রাণ তেজঃ-প্রধান সূক্ষ্মভূতময়ত্ব প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ দেহের বীজভূত ভূতসূক্ষ্মসকলকে আশ্রয় করে)।

এই পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিৎ এবং অব্রহ্মবিৎ পুরুষের গতি একই প্রকার। তৎপর হইতে উভয়ের গতি বিভিন্নরূপ। তাহা এবং বিদ্বান্ পুরুষেরও দেহ হইতে গতি কি নিমিত্ত হয় তাহা বেদব্যাস নিম্নে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :—

চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ ৭ সূত্র। সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বঞ্চানু-পোষ্য ॥

[আসৃত্যুপক্রমাৎ বিদ্বদবিদুষোরুৎক্রান্তিঃ সমানৈব। সৃতির্গতির-র্চিরাদিকা, তস্যা উপক্রমো নাড়ীপ্রবেশলক্ষণঃ, তস্মাৎ প্রাগিত্যর্থঃ। অমৃতত্বং চ অনুপোষ্য দেহসম্বন্ধমদগ্ধ্বৈব সম্ভবতি, অতএব মুক্তস্যাপি গতিবিধয়ে ন কশ্চিৎ বিরোধঃ।]

ভাষ্য। "শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা তয়োর্দ্ধমাপন্নমৃতত্বমেতি বিশ্বগন্যা উৎক্রমণে ভবন্তী" তি নাড়ী বিশেষেণ বিদুষোঽপ্যুৎক্রম্য গতিঃ শ্রূয়তে। এবং সতি বিদুষো নাড়ীপ্রবেশলক্ষণ গত্যুপক্রমাৎ প্রাগুৎক্রান্তিঃ সমানৈব। যত্তু "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা

যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতী” তি বিদুষঃ ইহৈবামৃতত্বং শ্রূয়তে। তদ্দেহেন্দ্রিয়াদি-সম্বন্ধমদগ্ধ্বৈবোত্তর-পূর্ব্বাঘাশ্লেষবিনাশলক্ষণ-মুপপদ্যতে।

অন্বার্থ ঃ—“হৃৎপুণ্ডরীকে একশত এক সংখ্যক নাড়ী আছে, তন্মধ্যে একটি মস্তকের দিকে গমন করিয়াছে, সেই নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ কালে উর্দ্ধদিকে গমন করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং অমৃতত্ব লাভ করে” ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞানীর নাড়ীবিশেষের দ্বারা গতি বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব নাড়ীপ্রবেশলক্ষণ-গতি প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জ্ঞানী পুরুষ এবং অজ্ঞানী পুরুষের গতি-প্রণালী—যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে উক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির মুখ্য প্রাণে লয়, তৎপর মুখ্য প্রাণের তেজঃপ্রধান ভূতগ্রামে লয়) তাহা সমানই। কারণ “যখন হৃদিস্থিত সর্ব্ববিধ কাম হইতে মুক্ত হয়, তখন মর্ত্ত্য ব্যক্তিও অমৃতত্ব লাভ করে” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের জীবিতকালেই অমৃতত্ব লাভ হওয়া বর্ণিত হইয়াছে। দেহ-সম্বন্ধ থাকায় তৎকালে ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ দগ্ধ না হইয়াই, পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্যের বিনাশ, এবং উত্তর কালকৃত পাপপুণ্যের সহিত অলিপ্ততা জন্মে। অতএব অমৃতত্ব লাভ করিলেও দেহান্তকাল উপস্থিত হইলে, জীবন্মুক্ত পুরুষদিগেরও ইন্দ্রিয়াদি সংযুক্ত হইয়াই সূক্ষ্ম দেহাবলম্বনে উৎক্রান্তি (দেহ হইতে গমন) হয়। (তাহাতে কোন দোষের আশঙ্কা নাই।)

নাড়ী বিশেষের দ্বারা মস্তিষ্কভেদ করিয়া ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ দেহ পরিত্যাগ করিলে তাঁহার সূক্ষ্মদেহ তাঁহার অনুসরণ করে।

বেদান্ত-দর্শন চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ ৯ সূত্র ঃ—

সূক্ষ্মং, প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ।

ভাষ্য। সূক্ষ্মং শরীরমনুবর্ত্ততে "বিদুষস্তং প্রতিব্রুয়াৎ, সত্যং ব্রুয়াৎ" ইতি প্রমাণতস্তদ্ভাবোপলব্ধেঃ ॥

অন্বয়ার্থ:—স্থূল দেহ বিনষ্ট হইবার পর জ্ঞানী পুরুষের সূক্ষ্ম শরীর থাকে ; কারণ শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা তাহাই বোধগম্য হয়। যথা, শ্রুতি দেবযান পথে (অর্চ্চিরাদি পথে) গমনকারী জ্ঞানী পুরুষ এবং চন্দ্রমার কথোপকথন বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সূক্ষ্ম শরীর না থাকিলে সম্ভব হইতে পারে না। সংবাদ বোধক শ্রুতিবাক্য যথা :—"বিদুষস্তং প্রতি-ব্রুয়াৎ" (বিদ্বান্ পুরুষ চন্দ্রমাকে প্রত্যুত্তর করেন) ইত্যাদি।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সূক্ষ্মদেহাবলম্বনে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করেন। তাঁহার গমন-প্রণালী ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও কৌষিতকী উপনিষদুক্ত শ্রুতিবাক্য সকলের উপর নির্ভর করিয়া বেদান্ত-দর্শনের চতুর্থাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের শেষ ও তৃতীয় পাদে বেদব্যাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—

বিদ্বান্ পুরুষ মূর্দ্ধণ্য নাড়ী দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া উর্দ্ধে গমন করেন (৪র্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ ১৭ সূত্র) ; তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে উত্তরায়ণ, অথবা দক্ষিণায়ন, দিবা অথবা রাত্রি কালের কোন বিচার নাই (১৮ ও ১৯ সূত্র)। বিদ্বান্ পুরুষ অতঃপর অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করেন। তিনি প্রথমে অর্চ্চিকে (যাঁহার নামান্তর অগ্নি সেই দেবতাকে) প্রাপ্ত হয়েন ; অর্চ্চির পর অহরভিমানী দেবতাকে, তৎপরে শুক্লপক্ষাভিমানী, তৎপরে উত্তরায়ণ ষন্মাসাভিমানী, তৎপর সম্বৎসরাভিমানী দেবতাকে, তৎপর বায়ু দেবতাকে, তৎপর আদিত্যাভিমানী দেবতাকে, তৎপর চন্দ্রমস্ অভিমানী দেবতাকে, তৎপর বিদ্যুৎ অভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন ; তৎপরে ক্রমশঃ বরুণ লোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক প্রাপ্ত হয়েন।

বরুণাদি তাঁহার সঙ্গী হইয়া উপকার করেন। তৎপর তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন। অমানব পুরুষ তাঁহাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান। (তৎপুরুষোঽ-মানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি)। যাঁহারা প্রতীকাবলম্বন না করিয়া পরব্রহ্ম উপাসনা করেন তাঁহাদিগকে পরব্রহ্মই প্রাপ্তি করান, হিরণ্যগর্ভোপাসককে হিরণ্যগর্ভকে প্রাপ্তি করান, পরে হিরণ্যগর্ভের সহিত তাঁহারা পরব্রহ্মে লীন হন।

বেদান্ত-দর্শন চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় পাদ ১৪ সূত্র। অপ্রতীকালম্বনান্ন-য়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা দোষাত্তৎক্রতুশ্চ।

ভাষ্য। অর্চ্চিরাদিগণঃ প্রতীকালম্বনব্যতিরিক্তান্ পরব্রহ্মোপাসকান্ ব্রহ্মাত্মকতয়াঽক্ষরস্বরূপোপাসকাংশ্চ পরংব্রহ্ম নয়তি। কুতঃ ? উভয়থা দোষাৎ। কার্য্যোপাসকান্নয়তীত্যত্র "অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতি-রূপসংপদ্যে"—ত্যাদি শ্রুতিব্যাকোপঃ স্যাৎ। পরোপাসীনামেব নয়তীতি নিয়মে তু "তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তী" তি শ্রুতিব্যাকোপঃ স্যাৎ। "তস্মাদ্ যথাক্রতুরস্মি-ল্লোঁকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতী" ত্যাদি শ্রুতেস্তৎক্রতুস্তথৈব প্রাপ্নোতীতি সিদ্ধান্তো ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে।

অস্যার্থ :—পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে মহর্ষি বাদরায়ণের মীমাংসা এই যে, যাঁহারা কেবল প্রতীকালম্বনে উপাসনা করেন (অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মভাবে নাম অথবা অপর প্রতিমাকে মাত্র উপাস্যস্বরূপে ভজন করেন 'যে নাম ব্রহ্মেত্যুপাসীতে' ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত নামাদি প্রতীকে ব্রহ্মোপাসনা করেন) তদ্ব্যতীত অপর পরব্রহ্মোপাসকদিগকে এবং যাঁহারা আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ ধারণা করিয়া অক্ষরাত্মার উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে অর্চ্চিরাদি আতিবাহিক দেবতাগণ পরব্রহ্মকেই প্রাপ্তি করান, কার্য্য-

ব্রহ্মকে নহে। কারণ, পূর্ব্বোক্ত উভয় (বাদরি কৃত ও জৈমিনি কৃত) মীমাংসাতেই দোষ আছে, যদি কার্য্যব্রহ্মোপাসকদিগকেই অর্চ্চিরাদি দেবগণ বহন করিয়া লইয়া কার্য্যব্রহ্ম প্রাপ্তি করান (যাঁহারা পর-ব্রহ্মোপাসনা করেন, তাঁহাদিগের কোন লোকে গমন নাই এবং তাঁহাদিগকে লইয়া যান না), এইরূপ মীমাংসা করা যায়, তবে "অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসংপদ্য" এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিরূপে সম্পন্ন হয়েন এবং ব্রহ্মভাব লাভ করেন) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহিত এই মীমাংসার বিরোধ হয়। আর যদি কেবল পরব্রহ্মোপাসককেই অর্চ্চিরাদি দেবগণ লইয়া যান, এইরূপ মীমাংসা করা যায়, তবে "তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" (যাঁহারা ইহা জানেন এবং যাঁহারা অরণ্যে তপস্যারূপ শ্রদ্ধাকে উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চ্চিরাদি গতি প্রাপ্ত হয়েন) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পঞ্চাগ্নি উপাসক-দিগের অর্চ্চিরাদিগতি উপদেশ করাতে উক্ত শ্রুতিবাক্য সকল সেই মীমাংসার বিরোধী হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন :—"অতএব পুরুষ ইহলোকে যদ্রূপ ক্রতুবিশিষ্ট হয়েন, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া তদ্রূপতাই প্রাপ্ত হয়েন"। এইরূপ অন্যান্য শ্রুতিও আছে, তদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, যিনি যদ্রূপ ক্রতু (উপাসনা) সম্পন্ন হয়েন, তিনি তদ্রূপ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীবাদরায়ণ বেদব্যাসের এই সিদ্ধান্ত। (কিন্তু যাঁহারা অর্চ্চিরাদিমার্গ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদিগকে এই মর্ত্ত্যলোকে পুনরায় আগমন করিতে হয় না)।

বেদান্ত-দর্শন, ৪র্থ অধ্যায়, তৃতীয় পাদ, ১৫ সূত্র :—

বিশেষং চ দর্শয়তি।

ভাষ্য। "যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতী" ত্যাদিকা শ্রুতিঃ প্রতীকোপাসকস্য গত্যনপেক্ষং ফলবিশেষং চ দর্শয়তি।

অন্বার্থঃ—কেবল নামাদি প্রতীকোপাসকদিগের সম্বন্ধে শ্রুতি পরব্রহ্মপ্রাপিকা গতি উল্লেখ না করিয়া তাঁহাদিগের অপর ফলবিশেষই প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা,—যাবন্নাম্নোগতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি বাগ্‌বাব নাম্নো ভূয়সী, যাবদ্বাচো গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি, মনো বাব বাচো ভূয়ঃ ইত্যাদি (নাম-ধ্যাতা নামের গতি যে পর্য্যন্ত আছে, তাহা প্রাপ্ত হয়েন, তখন তাঁহার তদুপযুক্ত কামচারতা জন্মে; বাক্ নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদুপাসক তাহা প্রাপ্ত হইয়া তদনুরূপ কামচারী হয়েন, মন বাক্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদুপাসক তদ্রূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপ কামচারী হয়েন)। এই নিমিত্ত প্রতীকোপাসক ভিন্ন অপরের পরব্রহ্মপ্রাপ্তি বলা হইল।

(৪) ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অর্চ্চিরাদি মার্গে গমনানন্তর পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে বিমুক্ত, সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণবিশিষ্ট স্বীয় চিদ্রূপ প্রাপ্ত হয়েন। তিনি তখন স্বরাট্ হয়েন (যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন)। কেবল সম্যক্ জগতের সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার সাধন করিতে পারেন না। অপর সর্ব্ববিধ শক্তি লাভ করিয়া আনন্দময় হয়েন। তাঁহার সূক্ষ্ম দেহের অবয়ব সকল ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়।

বেদান্ত-দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে শ্রুতিবাক্য সকলের বিচার দ্বারা ভগবান্ বেদব্যাস মুক্তপুরুষদিগের ঐ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।

৪র্থ অঃ, ২য় পাদ, ১৪ সূত্র। তানি পরে তথাহ্যাহ।

ভাষ্য। তেজঃপ্রভৃতিভূতসূক্ষ্মাণি পরস্মিন্ সম্পদ্যন্তে। 'তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্' ইত্যাহ শ্রুতিঃ।

অন্বার্থ :—তেজ প্রভৃতি ভূতসূক্ষ্ম সকলও পরব্রহ্মরূপতা লাভ করে। "তেজঃ পরমাত্মায় সমতা প্রাপ্ত হয়" ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন।

৪র্থ অঃ, ২য় পাদ, ১৫ সূত্র। অবিভাগো বচনাৎ।

ভাষ্য। তেষাং বাগাদিভূতসূক্ষ্মাণাং পরেঽবিভাগস্তাদাত্ম্যাপত্তিঃ, "ভিদ্যতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে" ইতি, বচনাৎ॥

অন্বার্থ :—"এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি" [অর্থাৎ নদী সকল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে সেইরূপ এই ব্রহ্মদর্শী পুরুষের ষোলকলা (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূতসূক্ষ্ম) পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অস্তগত হয়] ইত্যাদি বাক্যে প্রথমতঃ বাগাদি ভূতসূক্ষ্ম পর্য্যন্ত কলাসকলের ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তি বর্ণনা করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন "ভিদ্যতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে" (অর্থাৎ সেই কলা সকলের নাম ও রূপ মিটিয়া ষায়, তখন তাহাদিগকে পুরুষ এইমাত্র বলা যায়)। এতদ্দ্বারা বাগাদি ভূতসূক্ষ্ম কলা সকলের ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ব ও তদাত্মতা প্রাপ্তি প্রতিপন্ন হয়। (সূত্রোক্ত "অবিভাগ" শব্দের অর্থ বিনাশ নহে, ব্রহ্মাত্মতা প্রাপ্তি ; বস্তুতঃ কোন বস্তুই একদা বিনষ্ট হয় না, সকলই ব্রহ্মের অংশরূপে নিত্য অবস্থিত)।

৪র্থ অঃ, ৪র্থ পাদ, ১ সূত্র। সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ।

ভাষ্য। জীবোঽর্চ্চিরাদিকেন মার্গেণ পরং সম্পদ্য স্বাভাবিকেন রূপেণাবির্ভবতীতি—"পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত" ইতি বাক্যেন প্রতিপাদ্যতে, স্বেনেতি শব্দাৎ।

অন্বার্থ :—অর্চ্চিরাদি মার্গে গমনানন্তর পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া জীব স্বীয় স্বাভাবিক রূপ প্রাপ্ত হয়েন ; অর্থাৎ তাঁহার দেবকলেবর কি অপর কোন বিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্ট কলেবর প্রাপ্তি হয় না। শ্রুতি যে "স্বেন"

(নিজের) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ইহা নিশ্চিত হয়। শ্রুতি যথা :—“এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপ-সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে” (ছান্দোগ্যে ৮ অঃ ১২ খঃ প্রজাপতি বাক্য)। (এই সংসার-দুঃখবিমুক্ত সম্প্রসাদপ্রাপ্ত পুরুষ এই শরীর হইতে সম্যক্ উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েন—সর্ব্বপ্রকাশক ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক বিশুদ্ধরূপে আবির্ভূত হয়েন)।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ২য় সূত্র—মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥

ভাষ্য। বন্ধাদ্বিমুক্ত এবাত্র স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ইত্যুচ্যতে। কুতঃ? “য আত্মা অপহত পাপ্মে” ত্যুপক্রম্য “এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যা-স্যামী”তি প্রতিজ্ঞানাৎ।

অস্যার্থ :—পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতিতে যে “স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে” (স্বীয় স্বাভাবিক রূপসম্পন্ন হয়েন) বলা হইয়াছে, ইহার অর্থ সর্ব্ববিধ বন্ধ হইতে মুক্ত হয়েন। ইহা উক্ত শ্রুতির প্রতিজ্ঞাবাক্য দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। শ্রুতি প্রথমে আখ্যায়িকার উপক্রমে বলিয়াছেন, “য আত্মা অপহত-পাপ্মা” (আত্মা নিষ্পাপ, নির্ম্মল), এই উপক্রম বাক্যে আত্মার স্বাভাবিক মুক্তস্বরূপ বর্ণনা করিয়া পরে “এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি” (তোমাকে পুনর্ব্বার এই আত্মার কথা বলিতেছি), এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে প্রকরণ শেষে উক্ত “স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে” এই বাক্য দ্বারা আখ্যায়িকা সমাপন করিয়াছেন।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ৩য় সূত্র—আত্মা প্রকরণাৎ ॥

ভাষ্য। আত্মৈবাবির্ভূতরূপস্তৎ প্রকরণাৎ।

অস্যার্থ :—পূর্ব্বোক্ত “পরং জোতিরূপসম্পদ্য” ইত্যাদি বাক্যে যে “জ্যোতিঃ” শব্দ আছে তাহা আত্মা-বোধক; কারণ, উক্ত প্রকরণে আত্মাই

বর্ণিত হইয়াছেন। (এই স্থলে জ্যোতিঃশব্দে তেজ পদার্থ বুঝিবে না; তেজ যেমন বাহ্যরূপ সকল দৃষ্টিগোচর করায় তদ্রূপ চিৎশক্তির দ্বারা ব্রহ্ম জগৎ প্রকাশিত করেন; ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, এই নিমিত্ত তাঁহাকে "জ্যোতিঃ" শব্দের দ্বারা শ্রুতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন)।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ৪র্থ সূত্র—অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ।

ভাষ্য। মুক্তঃ পরস্মাদাত্মানং ভাগাবিরোধিনা অবিভাগেনানুভবতি। তত্বস্য তদানীমপরোক্ষতো দৃষ্টত্বাৎ, শাস্ত্রস্যাপ্যেবং দৃষ্টত্বাৎ।

অস্যার্থ :—মুক্ত পুরুষ আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্নরূপে অনুভব করেন, কারণ তাঁহার তৎকালে সমস্তকেই পরমাত্মাস্বরূপ দর্শন হয়, শাস্ত্রও এইরূপই প্রকাশ করিয়াছেন। (অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতৌ) অতঃপর ৫ম সূত্রে বলা হইয়াছে যে জৈমিনির মতে মুক্তাবস্থায় জীব অপহতপাপ্মত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্বাদি ব্রহ্মগুণবিশিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হয়েন। ৬ষ্ঠ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে ঔড়ুলোমীর মতে জীব কেবল চিদ্রূপে আবির্ভূত হয়েন (সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণ থাকে না)। এই পক্ষদ্বয় সম্বন্ধে বেদব্যাস নিজ সিদ্ধান্ত নিম্নে বলিতেছেন :—

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাঃ ৭ম সূত্র—এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ।

(পূর্ব্বভাবাৎ = "পূর্ব্বোক্তাদপহতপাপ্মত্বাদিগুণসম্পন্নবিজ্ঞানস্বরূপ প্রত্যগাত্মাবির্ভাবাৎ"।)

ভাষ্য। বিজ্ঞান মাত্র স্বরূপত্ব প্রতিপাদনে সত্যপি অপহতপাপ্মত্বাদি-মদ্বিজ্ঞানস্বরূপাবির্ভাবাদবিরোধং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কুতঃ? মুক্তজীবসম্বন্ধিতয়া অপহতপাপ্মত্বাদ্যুপন্যাসাৎ॥

অস্যার্থ :—যদিচ মুক্ত আত্মা বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন

হইয়াছেন সত্য, তথাপি তাঁহার ঐ বিজ্ঞানস্বরূপ অপহতপাপ্মত্বাদি-গুণবিশিষ্ট, ইহা ভগবান্ বাদরায়ণ বেদব্যাস সিদ্ধান্ত করেন ; কারণ, মুক্তজীব সম্বন্ধে অপহতপাপ্মত্বাদিগুণ পূর্ব্বোক্ত উপন্যাস বাক্যে শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কুত্রাপি প্রত্যাখ্যাত হয় নাই।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৮ম সূত্র। সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ।

ভাষ্য। মুক্তস্য সঙ্কল্পাদেব পিত্রাদিপ্রাপ্তেঃ। কুতঃ? "স যদি পিতৃলোক-কামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" ইতি তদভিধানশ্রুতেঃ।

অন্বার্থ ঃ—সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণ যে মুক্ত পুরুষদিগের হয়, তাহার প্রমাণ এই যে, শ্রুতি বলিয়াছেন যে মুক্ত পুরুষদিগের সঙ্কল্প মাত্রই তাঁহাদের নিকট পিত্রাদির আগমন হয়। যথা ছান্দোগ্যে দহরবিদ্যায় উক্ত আছে, "তিনি যদি পিতৃলোকদর্শনকামী হয়েন, তবে তাঁহার সঙ্কল্পমাত্র পিতৃগণ সমুত্থিত হয়েন।"

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ৯ম সূত্র। অতএবানন্যাধিপতিঃ।

ভাষ্য। পরব্রহ্মাত্মকো মুক্ত আবির্ভূতসত্যসঙ্কল্পত্বাদেবানন্যাধিপতি-র্ভবতি "স স্বরাড়্ ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ।

অন্বার্থ ঃ—মুক্ত পুরুষ পরব্রহ্মাত্মক হইয়া, সত্যসঙ্কল্পত্বগুণবিশিষ্ট হওয়ায়, তিনি সম্পূর্ণ অনন্যাধিপতি অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়েন, অপর কেহ তাঁহার অধিপতি থাকে না। (তিনি আর গুণাধীন থাকেন না) কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "তিনি স্বরাট্ হয়েন"।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১২শ সূত্র। দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ।

ভাষ্য। সঙ্কল্পাদেব শরীরত্বমশরীরত্বঞ্চ মুক্তস্য ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। দ্বাদশাহস্য যথা "দ্বাদশাহমৃদ্ধিকামা উপেয়ুঃ," "দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েদি"তি সত্রত্বমহীনত্বং চ ভবতি, তদ্বৎ।

অন্বয়ার্থ :—ভগবান্ বাদরায়ণ (বেদব্যাস) এইরূপ মীমাংসা করেন যে, মুক্তপুরুষ স্বীয় সঙ্কল্পানুসারে কখন সশরীর কখন বা অশরীর হয়েন। যেমন পূর্ব্বমীমাংসায় "দ্বাদশাহ" (দ্বাদশ দিনব্যাপী এক যজ্ঞ) সম্বন্ধে এইরূপ মীমাংসিত হইয়াছে যে "দ্বাদশাহমৃদ্ধিকামা উপেয়ুঃ" এই বাক্যে শ্রুতি "উপেয়ুঃ" পদ ব্যবহার করিয়া ঐ যাগের সত্রত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, আবার "দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ" এই বাক্যে "যাজয়েৎ" পদ ব্যবহার করিয়া ঐ যজ্ঞেরই "অহীনত্ব" স্থাপন করিয়াছেন ; অতএব "দ্বাদশাহ" যজ্ঞের "সত্রত্ব" ও "অহীনত্ব" উভয়রূপতাই সিদ্ধ ; তদ্রূপ মুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে শ্রুতি "সশরীরত্ব" ও "অশরীরত্ব" উভয় উপদেশ করাতে, মুক্ত পুরুষের উভয় রূপত্বই সিদ্ধ হয়। (যে যাগ "উপয়ন্তি" ও "আসতে" এই দুই ক্রিয়াপদের দ্বারা বিহিত হইয়াছে এবং যাহা বহু কর্ত্তার দ্বারা নিষ্পাদ্য, তাহা সত্র বলিয়া গণ্য ; তদ্ভিন্ন যজ্ ধাতুর পদের প্রয়োগ যে যাগ সম্বন্ধে শ্রুতিতে আছে তাহা অহীন বলিয়া গণ্য)।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৩শ সূত্র। তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ।

ভাষ্য। স্বসৃষ্টশরীরাদ্যভাবে স্বপ্নবৎ ভগবৎসৃষ্টশরীরাদিনা মুক্তভোগোপপত্তেঃ শরীরাদের্মুক্তস্রজ্যত্বানিয়মঃ।

অন্বয়ার্থ :—স্বসৃষ্ট শরীরাদির অভাবেও (স্বপ্নকালেও বদ্ধজীবের যে ভোগ হয় তাহার ন্যায়) ভগবৎসৃষ্ট শরীরাদি সমন্বিত হইয়া মুক্ত পুরুষের ভোগ উৎপন্ন হইতে পারে ; অতএব মুক্ত পুরুষ কর্ত্তৃকই যে তাঁহাদের শরীরাদি সৃষ্ট হয় এমন নিয়মও নাই।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৪শ সূত্র। ভাবে জাগ্রদ্বৎ।

ভাষ্য। স্বসৃষ্ট শরীরাদিভাবেঽপি মুক্তস্য ভগবল্লীলারসভোগোপপত্তেঃ কদাচিদ্ ভগবল্লীলানুসারিণা স্বসঙ্কল্পেনাপি সৃজতি।

অন্বয়ার্থ :—নিজেরই কর্তৃক সৃষ্ট শরীরাদি বিশিষ্ট হইয়াও মুক্ত পুরুষ ভগবল্লীলারস ভোগ করিতে পারেন; কখন মুক্ত পুরুষ ভগবল্লীলার অনুসরণ করিয়া জাগ্রৎ পুরুষের ন্যায় নিজেই সঙ্কল্প পূর্ব্বক শরীরাদি সৃষ্টি করিয়াও থাকেন।

মুক্ত পুরুষের এই সকল শক্তি প্রকাশিত হয়, এবং তিনি স্বরাট্ হয়েন সত্য, পরন্তু জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের অংশ, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং মুক্তাবস্থায়ও তিনি অংশই থাকেন। তিনি আপনাকে ও জগৎকে ব্রহ্ম-রূপে দর্শন করেন সত্য, কারণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তাঁহাতে কিংবা জগতে কিছু নাই। পরন্তু ব্রহ্ম অংশী, সুতরাং তিনি অংশ হইতে অধিক (বড়)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জীব ব্যষ্টি দ্রষ্টা, সমগ্র দ্রষ্টা নহেন। অতএব সম্যক্ জগতের প্রকাশাদি ব্যাপার সাধন করিতে মুক্তাবস্থায়ও জীবের সামর্থ্য হয় না। ভগবান্ বেদব্যাস এক্ষণে তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। যথা :—

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ১৭শ সূত্র :—

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥

ভাষ্য। জগৎ স্রষ্ট্যাদিব্যাপারেতরং মুক্তৈশ্বর্য্যম্। কুতঃ? "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদৌ, পরব্রহ্মপ্রকরণান্মুক্তস্য তত্রা-সন্নিহিতত্বাচ্চ।

অন্বয়ার্থ :—জগৎ স্রষ্টৃত্বাদি ব্যাপার ব্যতীত অপর সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য মুক্ত-পুরুষদিগের হইয়া থাকে। কারণ "যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূতগ্রাম সৃষ্টি প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি সৃষ্টি প্রকরণোক্ত শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মেরই জগৎ স্রষ্টৃত্ব উক্ত আছে; উক্ত প্রকরণে পরব্রহ্মই স্রষ্টা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (উক্ত প্রকরণ মুক্তপুরুষ বিষয়ক নহে); এবং মুক্তপুরুষদিগের জগৎসৃষ্টি সামর্থ্য হওয়া শ্রুতি কোন স্থানে উপদেশ করেন নাই।

পরন্তু জগদ্ব্যাপার সাধনের সামর্থ্য না জন্মিলেও মুক্ত পুরুষ ব্রহ্ম হইতে অভিন্নভাবে এবং অভিন্ন বুদ্ধিতে অবস্থিতি করেন।

৪র্থ অধ্যায় ৪র্থ পাদ ১৯শ সূত্র :—

বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ।

[বিকারে জন্মাদিষট্‌কে ন আবর্ত্ততে ইতি বিকারাবর্ত্তি জন্মাদিবিকার শূন্যং ; চ শব্দোঽবধারণে। তথাহি মুক্তস্থিতিমাহ শ্রুতিঃ ইত্যর্থঃ]

ভাষ্য। জন্মাদিবিকারশূন্যং স্বাভাবিকাচিন্ত্যানন্তগুণসাগরং সবিভূতিকং ব্রহ্মৈব মুক্তোঽনুভবতি। তথাহি মুক্তিস্থিতিমাহ শ্রুতিঃ। "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যে অনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতেঽথ সোঽভয়ং গতো ভবতি," "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি" ইত্যাদিকা।

অন্বয়ার্থ :—মুক্ত পুরুষগণ (জগদ্ব্যাপারসামর্থ্য লাভ না করিলেও) জন্মাদিবিকারশূন্য হয়েন, তাঁহারা স্বাভাবিক অচিন্ত্য অনন্তগুণসাগর সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন যে ব্রহ্ম, তৎস্বরূপ বলিয়া আপনাকে অনুভব করেন। মুক্তপুরুষদিগের এইরূপ স্থিতিই শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, যথা— তৈত্তিরীয় শ্রুতি মুক্তাবস্থার সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—"যখন এই জীব এই অদৃশ্য দেহাদি বিবর্জ্জিত, অক্ষর, স্বপ্রতিষ্ঠ যে পরব্রহ্ম তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েন এবং তদ্ধেতু সর্ব্ববিধ ভয় হইতে মুক্ত হয়েন, তখন তিনি সেই অভয় ব্রহ্মরূপই হয়েন," "তিনি রস স্বরূপ ; এই জীব সেই রস স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং আনন্দরূপতা লাভ করেন।" ইত্যাদি—

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ২১শ সূত্র। ভোগমাত্র সাম্যলিঙ্গাচ্চ।

ভাষ্য। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতে"তি ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ মুক্তৈশ্বর্য্যং জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং।

অম্বার্থঃ—"মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত সর্ব্ববিধ ভোগ (আনন্দ) উপলব্ধি করেন" এই স্পষ্ট শ্রুতিবাক্যে ঈশ্বরের সহিত মুক্ত পুরুষের কেবল ভোগ বিষয়েই সমতা থাকা শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, সামর্থ্যের সাম্য উপদেশ করেন নাই। অতএব ইহা দ্বারাও মুক্তপুরুষদিগের জগৎ-সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারের সামর্থ্য না থাকা (এবং পূর্ণব্রহ্মতা লাভ না করিয়া তদবস্থায় ব্রহ্মের অংশই থাকা) সিদ্ধান্ত হয়।

৪র্থ অঃ ৪র্থ পাদ ২২শ সূত্র। অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।

ভাষ্য। পরং জ্যোতিরুপসম্পন্নস্য সংসারাদ্বিমুক্তস্য প্রত্যগাত্মনঃ পুনরাবৃত্তির্নভবতি। কুতঃ? "এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" "মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" ইতি শব্দাৎ।

অম্বার্থ ঃ—পরম জ্যোতিঃস্বরূপপ্রাপ্ত, সংসার হইতে বিমুক্ত জীবের সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন "এই দেবযান পথে প্রস্থিত পুরুষদিগের আর এই মনুষ্য সম্বন্ধীয় আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইতে হয় না।" শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।"

জীবের স্বরূপ, প্রভাব ও গতিবিষয়ে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তসকল বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিলাম। এইক্ষণ তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।

বিমুক্ত জীবের যে অপরিসীম শক্তি প্রাদুর্ভূত হয় তাহা সর্ব্বত্র শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। বদ্ধাবস্থায় সে সমস্ত শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে না। পরন্তু **তপস্যা ও ভজনের দ্বারা যেমনই দেহ নির্ম্মল হইতে থাকে, তেমনি নানাবিধ শক্তি জীব লাভ করিতে থাকেন।** পূর্ণ মোক্ষাবস্থায় যে সকল শক্তি প্রকাশিত হয়, প্রায় তদ্রূপ শক্তি ব্রহ্মজ্ঞ জীবিত-পুরুষেরও আয়ত্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞ হইবার পূর্ব্বেও যে সাধকের বহুবিধ

অলৌকিক শক্তি লাভ হইয়া থাকে, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। যথা:—মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৫০।৫১ অধ্যায়ে চ্যবন ঋষির সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে, প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমস্থলে সলিল-মধ্যে তিনি বহুবর্ষ বাস করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। অনন্তর মৎস্য ধৃত করিবার নিমিত্ত কৈবর্ত্তগণ ঐ স্থানে জাল নিক্ষেপ করিলে বহু মৎস্যের সহিত চ্যবন ঋষিও জালে আবদ্ধ হইয়া উপরে নীত হয়েন। পরে তাঁহার অনুমতিক্রমে নহুষ নৃপতি কৈবর্ত্তগণকে গোদান করিয়া তাঁহাকে মৎস্যের সহিত মুক্ত করিলে তিনি এই সকল মৎস্য এবং ধীবরগণকে নৃপতি নহুষ ও অপর দর্শকবৃন্দের সাক্ষাতে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সৌভরি ঋষির সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, তিনি নৃপতি মান্ধাতার পঞ্চাশৎ কন্যা বিবাহ করিয়া যোগবলে তাহাদের নিমিত্ত পঞ্চাশৎ পৃথক্ পৃথক্ সুরম্য ভবন প্রস্তুত করেন এবং স্বয়ং এককালে পঞ্চাশৎ পৃথক পৃথক্ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐ পঞ্চাশৎ পত্নীর সহিত পৃথক্ পৃথক্ ভবনে বহুবৎসর ধরিয়া যুগপৎ বাস ও বিহারাদি করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কপিল দেবের পিতা কর্দ্দম ঋষির কথা উল্লেখ আছে যে, তিনি যোগবলে দাস-দাসী ও পশুপক্ষী সমন্বিত এক দিব্য বিমান প্রস্তুত করিয়া তাঁহার পত্নী দেবহূতির সহিত তদুপরি আরোহণ করিয়া বহুকাল পরিভ্রমণ ও বিহার করিয়াছিলেন। রামায়ণের আদিকাণ্ডের ষষ্টিতম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, বিশ্বামিত্র ঋষি রাজা ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং বহুবিধ নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়া ঐ রাজার অনুচর রূপে চতুর্দ্দিকে স্থাপন করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে নারিকেল ফল বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি বলিয়া এ যাবৎ প্রসিদ্ধি আছে। পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণ যখন এই সকল অভাবনীয়

কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহারা যথার্থ ব্রহ্মবিৎ হয়েন নাই; পরে সাধন অবলম্বন করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন। ইহা উক্ত পুরাণাদিতে উল্লিখিত আছে। ব্রহ্মবিৎ ঋষিগণের সামর্থ্য ইহা অপেক্ষা অশেষ গুণে অধিক। ব্রহ্মবিৎ পুরুষ সমস্ত বিশ্বকে আত্মস্বরূপ দেখিয়া থাকেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ষষ্ঠাধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, সমস্ত ভূতগ্রামকে আপনার আত্মাতে ব্রহ্মবিদ্ যোগিগণ দর্শন করিয়া থাকেন। সর্ব্বত্রই তাঁহাদের ব্রহ্মদর্শন হয়, যথা :—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥২৯
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৩০

—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণের দশম শ্রুতি-বাক্যেতে উল্লেখ আছে যে, "ব্রহ্মবিৎ পুরুষ সর্ব্বময়তা লাভ করেন।" অতএব এই ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া ঋষি বামদেব বলিয়াছিলেন যে, 'আমি মনু হইয়াছিলাম, আমিই সূর্য্য হইয়াছিলাম,' এবং এখনও যিনি ব্রহ্ম হইতে আপনাকে অভিন্ন জানিয়াছেন, তিনি আপনাকে সর্ব্বময় দর্শন করেন। দেবতারাও তাঁহা অপেক্ষা অধিক বলশালী বিবেচিত হয়েন না এবং তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয়েন না, কারণ তিনি এই সকল দেবতারও আত্মা হয়েন" (তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবম্ সূর্য্যশ্চেতি তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি, তস্য হ ন দেবাশ্চ না ভূত্যা ঈশত, আত্মা হ্যেষাং স ভবতি)।

মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বের ৪৬ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, ব্রহ্মজ্ঞ

ভগবান্ সনৎকুমার ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনাদিকে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে তৎসমস্ত তাঁহারই রূপ। আর ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ কৃপা করিয়া আপনার অনুভব অপরেও সঞ্চারিত করিতে পারেন।

অতএব সাধারণ জীবেরই যখন এতৎ সমস্ত শক্তি এবং মুক্ত পুরুষদের যখন ব্রহ্মরূপতাই লাভ হয়, তখন গোলোকাধিপতি অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনকে সমরক্ষেত্রে এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে সভামধ্যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

আর জিজ্ঞাসা করিয়াছ, বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াও অর্জ্জুনের অজ্ঞান কেন দূর হইল না ? এইক্ষণে তাহার উত্তর দিতেছি।

ভগবান্ যখন অবতার গ্রহণ করেন, তখন দেবতির্য্যক্ মনুষ্যাদিরূপে তাঁহার অবতার হয়, ইহা পূর্ব্বেই অবতারতত্ত্ব বর্ণনায় উল্লেখ করিয়াছি। ভগবান্ যখন মথুরায় শ্রীকৃষ্ণাবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি সাধারণ মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াই আপনাকে প্রকটিত করিয়াছিলেন বলিয়া শাস্ত্রে বহুস্থলে উল্লিখিত আছে। যথা শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৬ সংখ্যক শ্লোকে উল্লেখ আছে যে, জন্মগ্রহণানন্তর পিতামাতাকে প্রথমে শঙ্খ-চক্রাদিযুক্ত সাক্ষাৎ চতুর্ভুজ নারায়ণস্বরূপ দর্শন করাইয়া পরে তিনি প্রাকৃত (সাধারণ মনুষ্য) শিশু হইলেন ("সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ")।

নাট্যশালায় অভিনয় করিবার জন্য তুমি এক বাঘ সাজিয়া যাইতে পার ; যিনি ইহা অবগত হয়েন, তিনি জানেন যে সেই বাঘের সমস্ত অভিনয় তোমারই কার্য্য, সেই বাঘ তুমিই, অন্য কেহ নহে ; তাঁহার এই জ্ঞান সম্পূর্ণ সত্য জ্ঞান। পরন্তু সেই বাঘ দেখা, আর তোমাকে দেখা এক কথা নহে। এইরূপ ভগবান্ যখন যখন অবতার গ্রহণ

করিয়াছিলেন, তখন সেই সকল অবতার তিনিই, এবং অবতারের সমস্ত কার্য্য তাঁহারই কার্য্য ; পরন্তু অবতার দর্শন, আর তাঁহার নিজ স্বরূপের দর্শন এক নহে, সুতরাং এক প্রকার ফলদায়ক নহে। অতএব অবতার শ্রীকৃষ্ণকে বহুলোকে দর্শন করিয়াছিল সত্য, সেই দর্শনও তাহাদের অশেষ-বিধ কল্যাণ উৎপাদন করিয়াছিল ; কিন্তু যে রূপ দর্শন করিলে সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয় এবং কর্ম্মপাশ হইতে জীব বিমুক্ত হয় ("ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে") ইহা সেই রূপ নহে ; ইহা অবতাররূপ, লীলার নিমিত্ত ভগবান্ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আর যে অনন্ত বিরাট রূপের কিয়দংশ অর্জ্জুনকে এবং কিয়দংশ দুর্য্যোধনাদিকে ভগবান্ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাও এক প্রকার প্রাকৃত রূপ। ইন্দ্র, সূর্য্য, বসু, রুদ্র, সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রভৃতি যাহা অর্জ্জুন দেখিয়াছিলেন তৎ সমস্তই প্রাকৃতিক দৃশ্য। এই রূপও পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির লক্ষ্যীকৃত রূপ নহে—যাহার দর্শনমাত্র জীব কর্ম্মপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া পাপপুণ্য বর্জ্জিত হয়।

ব্রহ্মের চতুর্ব্বিধ রূপ আছে তাহা তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। সদ্রূপ এবং চিন্ময়রূপ এই দুইটিই তাঁহার অমূর্ত্ত রূপ ; প্রকাশিত অনন্ত জগৎ-রূপ এবং সমস্ত বিশেষ রূপ এই সদ্রূপ হইতে প্রকাশিত হয় এবং সদ্রূপেতেই লয় প্রাপ্ত হয়। সেই চিদানন্দময় রূপকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন যে তাহা দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি সমস্ত ছিন্ন হয়, সংসার দূর হয় এবং কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

বিষয়—বদ্ধজীবের, জীবন্মুক্ত পুরুষের, এবং ভগবদবতারের দেহের পার্থক্য কি ?

শিষ্য :—তবে ভগবৎ-অবতারের দেহ এবং সাধারণ জীবের দেহ এই উভয়ের কি কিছু পার্থক্য আছে ? অন্ততঃ জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের দেহ এবং অবতারের দেহে ত কিছুই প্রভেদ থাকা বুঝিতেছি না, জীবন্মুক্ত পুরুষেরও তো অভিমান দুর হইয়া যায়, এবং অবিদ্যা দুর হইয়া জগন্ময় ব্রহ্ম দর্শন হয় ? অবতার-দেহ কি প্রাকৃত দেহ নহে ?

গুরু :—ভগবৎ-অবতারের দেহ এবং জীবদেহ এই উভয়ের মধ্যে অশেষ প্রভেদ আছে ; জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের দেহের সহিতও ভগবদবতার-দেহের বহু প্রভেদ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগের নিমিত্ত সমস্ত জীবদেহ উৎপন্ন হয় ; সেই সকল কর্ম্মের ছাপ প্রত্যেক জীবদেহে থাকে, তদনুসারে ইহ জীবনে জীবের ভাগ্য প্রকাশ হইতে থাকে। ভগবদবতার-দেহ এইরূপ কর্ম্মাধীন দেহ নহে, জগতের কল্যাণের নিমিত্ত ভগবৎ ইচ্ছামাত্রে এই দেহ বিরচিত হয় ; এই দেহ কোন কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত গঠিত নহে। জীবন্মুক্তাবস্থায়ও জীব প্রারব্ধ কর্ম্মের অধীন থাকেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অপর জীবের দেহ এবং জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহমধ্যে এই প্রভেদ আছে যে, বদ্ধজীবের কৃতকর্ম্মের সংস্কার তাহাদের স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহে বর্ত্তমান হইতে থাকে। যেমন যেমন কর্ম্ম বদ্ধ জীব করিতে থাকে, তেমনি তেমনি ঐ সকল কর্ম্মের ছাপ (সংস্কার) তাহাদের অন্তরে বসিতে থাকে ; এই সকল সংস্কার পরজন্মের কারণ হইয়া ঐ জন্মে সুখ দুঃখাদি ভোগ প্রদান করে। পরন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষগণ যে সকল কর্ম্ম

করেন, সেই সকল কর্ম্মের সংস্কার তাঁহাদের অন্তরে লাগে না ; তাঁহারা ঐ সকল কর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত থাকেন। এই প্রভেদ বদ্ধজীবের দেহে এবং জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের দেহে আছে। ভগবদবতারের দেহে এই জন্মে কৃত কোন কর্ম্মসংস্কারের ছাপ তো লাগেই না, পরন্তু পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মেরও ছাপ তাহাতে নাই, সুতরাং ঐ দেহ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মবশ্যতাবর্জ্জিত ; নিজ অধিকারভূত ইচ্ছা মাত্রের ছাপ তাহাতে থাকে। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি। এক খণ্ড কাচের পৃষ্ঠে পারদ বসান থাকিলে, তাহা দর্পণের কার্য্য করে, তোমার মুখের ছবি তাহাতে বসে, তুমি ঐ ছবি দেখিতে পাও। কিন্তু পারদ বসান না থাকিলে সুধু কাচে উক্ত প্রকার ছবি বসে না, সুতরাং তদ্দ্বারা দর্পণের কার্য্য হয় না। ঐরূপ অবতার-দেহে এবং জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহে ইহ জন্মের কর্ম্মসংস্কার বসে না ; কারণ অবিদ্যারূপ পারদের সংসর্গ তাঁহাদের দেহে নাই। পরন্তু কাচটি যদি সবুজ রঙ্গের কাচ হয়, তাহার গঠন সময়েই যদি সবুজ রং তাহাতে মিশ্রিত থাকে, তবে পারদ লাগান অবস্থায় তোমার ছবি তাহাতে পতিত হইলে সেই ছবিও সবুজ রং বিশিষ্ট বোধ হইবে। যদি পারদ লাগান না থাকে, তবে কোন প্রতিবিম্ব ঐ কাচ গ্রহণ করিবে না সত্য, কিন্তু ঐ কাচের ভিতর দিয়া দৃষ্টি করিলে বাহিরের সমস্ত বস্তু সবুজ রং বিশিষ্ট বলিয়াই দৃষ্ট হইবে ; ইহা কিছুতে নিবারণ করা যায় না। কারণ সবুজ রং ঐ কাচের উৎপত্তি হইতে তাহার স্বরূপগত ভাবে প্রবিষ্ট আছে। জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহও এইরূপ পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবিশিষ্ট আছে। যেমন

সবুজ কাচখানি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া অগ্নি সংস্কার না করা পর্য্যন্ত তাহার রংটি ছাড়িবে না, তদ্রূপ জীবন্মুক্ত পুরুষেরও এই দেহের পতন না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ছাপ তাহাতে লগ্ন হইয়া থাকিবে, দেহপাতে দূর হইবে। পরন্তু কাচখানি গঠিত হইবার পর তাহার পৃষ্ঠে পারদ সংযুক্ত করাতে, ইহা দর্পণের কার্য্য করে, পারদ বিশ্লিষ্ট হইলে আর কোন ছবি তাহাতে বসে না; তদ্রূপ মুক্ত পুরুষদিগেরও অজ্ঞানের সহিত সংযোগ বিনষ্ট হওয়ায় আর কৃতকর্ম্মের সংস্কার তাঁহাদের অন্তরে বসে না।

অবতার দেহ কিন্তু সর্ব্বদা স্বচ্ছ নির্ম্মল কাচস্বরূপ; তাহার উৎপত্তি কোন কর্ম্মসংস্কাররূপ রংবিশিষ্টভাবে নহে; উৎপত্তির পরও কোন অবিদ্যা-রূপ পারদ তাহার সহিত যুক্ত হয় না। অতএব অবতার দেহ এবং অপর জীব দেহে অশেষ প্রভেদ আছে।

আর তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ অবতার দেহ প্রাকৃত দেহ কি না। প্রাকৃত শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ক্ষিতি ও অপ্ অংশ প্রধান পঞ্চভূতাত্মক দেহ যাহা সর্ব্বদা দৃষ্ট হয় তাহাই প্রাকৃত দেহ; যাহা তদ্রূপ নহে, তদপেক্ষা বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্ম তাহা অপ্রাকৃত; যেমন দেবতাদিগের দেহকে অপ্রাকৃত দেহ বলা হয়। আর মূল প্রকৃতির বিকার এই অর্থেও প্রাকৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই শেষোক্ত অর্থে যাহা কিছু প্রকাশিত অবয়ববিশিষ্ট তৎসমস্তই প্রাকৃত; এই অর্থে দেব-দেহও প্রাকৃত। পরন্তু প্রাকৃত অপ্রাকৃত বিষয়ক বিচার অজ্ঞানপ্রসূত বলিয়া জানিবে। সার সত্য এই যে, এতৎ সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম; মূল প্রকৃতি তাঁহারই শক্তিবিশেষ, ইহাকে মায়া, প্রধান, কাল ইত্যাদি নামে শাস্ত্রে আখ্যাত করা হইয়াছে।

যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় না হয়, সেই পর্য্যন্তই ভেদবুদ্ধি থাকে। যাবৎকাল প্রকৃতিকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মের আত্মভূত শক্তি বলিয়া জ্ঞান না জন্মে, তাবৎকালই এই বস্তু প্রাকৃত, এই বস্তু অপ্রাকৃত এইরূপ বিচার থাকে ; ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ প্রকৃতিকে এবং প্রাকৃত জগৎকে ব্রহ্মরূপেই (অপ্রাকৃত রূপেই) দর্শন করিয়া থাকেন। অচেতন জগতের স্বরূপ অবধারণ করিতে গিয়া শ্রীনিম্বার্ক ভগবান্ বেদান্ত কামধেনু নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন :—

অপ্রাকৃতং প্রাকৃতরূপকঞ্চ কালস্বরূপং তদচেতনং মতম্।
মায়া প্রধানাদি পদ প্রবাচ্যং শুক্লাদি ভেদাশ্চ সমেঽপি তত্র॥

অর্থাৎ অচেতনের দুই প্রকার রূপ আছে ; এক অপ্রাকৃত (সদ্ব্রহ্ম) রূপ, অপর প্রাকৃত রূপ। এই প্রাকৃতরূপই কালস্বরূপ, ইহা মায়া প্রধানাদি নামে আখ্যাত। শুক্ল, লোহিত ও কৃষ্ণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) এই সকল ভেদ ইহার আছে।

সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময়, এতৎ সমস্ত ব্রহ্মেরই প্রকাশ। ইহা শ্রুতি, স্মৃতি সর্ব্ববিধ শাস্ত্রে নিশ্চিতরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা জ্ঞাত হইয়াই সাধক আনন্দ লাভ করেন—নিজে আনন্দময় হয়েন ; ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি। ইহা যদি সার সত্য হয়, তবে ভগবানের স্বচ্ছ অবতাররূপকে সর্ব্ব প্রথমেই সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া ধারণা করা কি সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য নহে ? যিনি আপনার কল্যাণার্থী, যিনি অবিদ্যা পাশ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে অন্ততঃ ভগবদ্বিগ্রহে কি ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিতে অভ্যাস করা সর্ব্বাগ্রে উচিত হয় না ? ইহাও যিনি না করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে ভাগ্যহীন বই আর কি বলা যাইবে ? এই নিমিত্ত কোন কোন গ্রন্থে এইরূপও লিখিত হইয়াছে যে, এইরূপ পুরুষকে দেশ

হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে, তাহার সহবাস করিবে না। ভগবৎ-প্রতিমা এবং গুরুতেও এইরূপ ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করা আপনার কল্যাণার্থী পুরুষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে লিখিত আছে—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

অন্বার্থ :—আচার্য্যকে আমার (ভগবানের) স্বরূপ বলিয়া জানিবে, তাঁহাকে কদাপি অমর্য্যাদা করিবে না, মনুষ্যবুদ্ধিরূপ অসূয়া তাঁহাতে করিবে না। গুরুকে সর্ব্বদেবময় বলিয়া জানিবে।

অন্যত্র :—যো বিষ্ণোঃ প্রতিমাকারে লোহবুদ্ধিং করোতি বা।
যো গুরৌ মানুষং ভাবমুভৌ নরক পাতিনৌ॥

অন্বার্থ :—যে ব্যক্তি বিষ্ণুপ্রতিমাতে লৌহবুদ্ধি (অর্থাৎ লৌহ নির্ম্মিত প্রতিমাতে লৌহবুদ্ধি) এবং গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি করে তাহারা উভয়ে নরক-গামী হয়। শ্রুতি স্বয়ং বলিয়াছেন "স হি বিদ্যাং জনয়তি তচ্ছ্রেষ্ঠং জন্ম তস্মৈ দ্রুহ্যেন্ন কর্হিচিৎ।"

অর্থাৎ :—তিনি বিদ্যা উৎপাদন করেন, ইহাই শ্রেষ্ঠ জন্ম, ইঁহার কদাপি অমর্য্যাদা করিবে না। (প্রাকৃত বুদ্ধি তাঁহাতে করাই অমর্য্যাদা করা, কারণ ইহার দ্বারা তাঁহার প্রকৃত ব্রহ্মরূপতার অপলাপ করা হয়। এই নিমিত্ত ভাগবতকার বলিয়াছেন, "ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত")।

এইরূপ বহুশাস্ত্রে গুরুতে, শালগ্রামে, এবং অপর বিষ্ণু প্রতিমাতে প্রাকৃতিক বলিয়া বুদ্ধি স্থাপনকে অতিশয় নিন্দা করা হইয়াছে, এমন কি এইরূপ পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে।

অতএব আত্মকল্যাণার্থী সাধক পুরুষ কখন ভগবদ্বিগ্রহে প্রাকৃতবুদ্ধি স্থাপন করিবেন না। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। এই অবতার-দেহে

ভগবদ্ভাব উত্তমরূপে পোষণ করিতে পারিলে তাহার ফলে শীঘ্র শীঘ্র সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের স্ফুরণ হইতে থাকে।

আর আমাদের সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিই উপাসনার মুখ্য অবলম্বন। ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার ভজনে শীঘ্র সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হইয়া অন্তর নির্ম্মল হয়; তখন তিনি কৃপা করিয়া শীঘ্র সাধককে তাঁহার প্রকৃত চিদানন্দময়রূপ প্রদর্শন করেন এবং সাধক কৃতার্থ হয়। বস্তুতঃ ভগবানের নির্ম্মল সত্ত্বময় লোকের ভিতর দিয়া গমন করিয়াই সকল প্রকার উচ্চ সাধককে পর-ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে হয়; জীবন্মুক্ত পুরুষগণও দেহান্তে অর্চ্চি-রাদি মার্গাবলম্বনে ঐ উচ্চতম সত্ত্বময় লোকে প্রথম নীত হয়েন, তৎপর তাঁহারা পরব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়েন। ইহা শ্রুতিবাক্য সকলের বিচারের দ্বারা বেদান্ত-দর্শনের চতুর্থাধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস প্রমাণিত করিয়া-ছেন, তাহা পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি। জীবিত কালেও সাধক সেই সত্ত্বময়তার ভিতর দিয়া গমন করিয়াই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, কারণ বিশুদ্ধ সত্ত্বময়তা লাভ না করিলে—চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল না হইলে, ব্রহ্ম-দর্শন হয় না। সত্ত্বগুণাধিপতি ভগবানের উপাসনাতেই এই নির্ম্মলতা শীঘ্র লাভ করা যায়। যাঁহারা জ্ঞানযোগাবলম্বনে কেবল নিগুর্ণ অক্ষর ব্রহ্মের ধ্যান করেন, তাঁহারাও ঐ ধ্যানের বলে ইহার সাক্ষাৎ ফলস্বরূপে সগুণ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন; এই কথা ভগবদ্গীতার নানাস্থানে শ্রীভগবান্ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় **নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা** ॥ ৫০

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌব্যুদস্য চ ॥ ৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫

পূর্ব্বোদ্ধৃত ৫০ শ্লোকে ভগবান্ বলিলেন যে জ্ঞানের যাহা চরম অবস্থা (নিষ্ঠা = পর্য্যবসানং······ব্রহ্মজ্ঞানস্য যা পরাসমাপ্তিরিতি শাঙ্করভাষ্যে), তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি ;—এই বলিয়া ঐ জ্ঞান-সাধনপ্রণালী পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে বর্ণনা করিয়া, ৫৩ শ্লোকের শেষ চরণে ঐ জ্ঞান সাধনের ফল এইরূপ বর্ণনা করিলেন যে, সাধক "(ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে)" ব্রহ্মরূপে স্থিতি লাভ করেন ; তৎপরবর্ত্তী দুই শ্লোকে পুনরায় বলিলেন "(ব্রহ্মভূতঃ)" এই প্রকার ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তি হইলে পর, তিনি প্রসন্নাত্মা হয়েন এবং শোক ও আকাঙ্ক্ষারহিত ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়েন ; এই-রূপ হইয়া আমার সম্বন্ধিনী পরাভক্তি লাভ করেন ; এই পরাভক্তির দ্বারা তিনি তত্ত্বতঃ আমার স্বরূপ অবগত হয়েন ; অতঃপর আমাতে প্রবিষ্ট হয়েন। এইস্থানে লক্ষ্য করিবে যে জ্ঞান সাধনের শেষ ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি ; ইহা ৫৩ শ্লোকে ভগবান্ ব্যক্ত করিলেন। এই ব্রহ্ম পরব্রহ্ম হইতে পারেন না। ইঁহাকে হিরণ্যগর্ভ, কার্য্যব্রহ্ম, ইত্যাদি নামে অভিহিত

করা যায়। কারণ পরবর্ত্তী ৫৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, "ব্রহ্মভূতঃ" (ব্রহ্ম হইয়া—ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তির পর) সাধক ভগবৎ-সম্বন্ধিনী পরা-ভক্তি লাভ করেন; এবং তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ঐ পরা-ভক্তির দ্বারা তিনি পরব্রহ্মরূপী ভগবান্‌কে তত্ত্বের সহিত অবগত হইয়া, পরে তাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়েন। ব্রহ্ম শব্দ দুই অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়; পরব্রহ্ম এবং কার্য্যব্রহ্ম। যখন ৫৪।৫৫ শ্লোকে যে "মৎ" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা পরব্রহ্ম অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া অবশ্য স্বীকার্য্য, তখন প্রথমোক্ত ব্রহ্ম যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে পরাভক্তির উদয় হয় তিনি কার্য্যব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারেন না। শাঙ্করভাষ্যে ব্রহ্মভূতঃ পদের অর্থ "ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ" বলিয়াই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইলে যে ভগবানের প্রতি পরাভক্তি উপজাত হয় বলিয়া ঐ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা এক বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ ভক্তি বলিয়া শাঙ্করভাষ্যে উক্ত হইয়াছে। এই বিষয়ের বিচার এই স্থলে নিষ্প্রয়োজন, পরন্তু জ্ঞানের পরানিষ্ঠা হইতে যে ব্রহ্মকে প্রথম লাভ করা যায় বলিয়া ৫৩।৫৪ শ্লোকে প্রথমে বলা হইল, সেই ব্রহ্ম নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম হইতে পারেন না; কারণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে তদন্য কে আছেন যাঁহার প্রতি পরাভক্তির উদয় হইবে, অতএব এই প্রথমোক্ত ব্রহ্ম যে কার্য্যব্রহ্ম তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। ভক্তিযোগের দ্বারাও যে এই ব্রহ্মরূপতা লাভ হয়, তাহাও ভগবান্ গীতায় স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন। যথা :—

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

(গীতা, ১৪শ অঃ, ২৬ শ্লোক)

বাস্তবিক ভগবানের নির্ম্মল সত্ত্বগুণময় মূর্ত্তিই জীবের পক্ষে ভবসাগরের সেতু স্বরূপ। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে :—

আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছে-
দ্ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ॥
জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেৎ
মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ॥

অর্থাৎ স্থর্য্যদেব আরোগ্য দান করেন, আরোগ্য লাভের নিমিত্ত তাঁহার উপাসনা করিবে ; এইরূপ ধনলাভের নিমিত্ত হুতাশনের উপাসনা করিবে, জ্ঞানের নিমিত্ত শঙ্করের উপাসনা করিবে, মুক্তির নিমিত্ত জনার্দ্দন বাসুদেবের উপাসনা করিবে। হরি বাসুদেবরূপী ব্রহ্ম জীবের মুক্তিদান-রূপ যথার্থ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। অতএব ভববন্ধন হইতে যাঁহারা একেবারে বিমুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা জনার্দ্দন হরির উপাসনা অবলম্বন করিবেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বীয় ভক্ত-বাৎসল্যাদি গুণে ভক্তজনকে অতি শীঘ্র পার করিয়া স্বীয় আনন্দময়রূপে সংলগ্ন করিয়া দেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দ্বাদশাধ্যায়ের প্রথমে উল্লিখিত আছে যে, ভগবান্‌কে অর্জ্জুন নিম্নলিখিত প্রশ্ন করেন :—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১

একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ (এবং নিজ স্বাভাবিকরূপ) ভগবান্ অর্জ্জুনকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঐ অধ্যায়ের ৫২ শ্লোক হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভক্তিপূর্ব্বক এই সগুণ ব্রহ্মোপাসনার কথাই ভগবান্ উপদেশ করিয়াছেন। অতএব এই দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"হে কৃষ্ণ, এই প্রকার সতত ত্বদ্গতচিত্তে যে সকল ভক্ত তোমার সম্যক্ উপাসনা করেন, আর যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মের এইরূপ উপাসনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতম যোগবিৎ (যোগী)" ?

এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিলেন ঃ—

মষ্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২

অর্থাৎ আমাতে মনোনিবেশ পূর্ব্বক যাঁহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে আমাতে যুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠতম যোগী।

অতঃপর অক্ষরোপাসকগণ সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ—

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে সম্যক্ সংযত করিয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী ও সকল ভূতের হিতকারী হইয়া যে সকল পুরুষ অক্ষর, অনির্ব্বচনীয়, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপক, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অপরিবর্ত্তনশীল, ধ্রুব ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন। (অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া কেহ অক্ষররূপে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না)। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ৮ম প্রভৃতি অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্মা ভগবানের নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়া নিজের উৎপত্তির মূল অবগত হইবার অভিপ্রায়ে **নিরবলম্ব সমাধি যোগে অবস্থিত হইলে,** ব্রহ্ম সগুণ (সাকার) রূপেই তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত পুরাণে অনেক স্থলেই পাওয়া যায়।

যদি অক্ষর উপাসকগণও তোমাকেই প্রাপ্ত হয়েন, তবে তাঁহাদিগের অপেক্ষা তোমার ভক্তগণকে শ্রেষ্ঠ কি নিমিত্ত বলিলে, এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন ঃ—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাং।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্ ॥ ৭

অর্থাৎ অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনায় আসক্ত পুরুষদিগের (সিদ্ধিপ্রাপ্তি বিষয়ে) অধিকতর ক্লেশ হয়। (তাহাদের সিদ্ধিলাভ অতি কঠিন এবং অনেক কালবিলম্ব হয়); কারণ দেহধারী জীবের পক্ষে অব্যক্ত বিষয়ে মনের গতি (লক্ষ্য) স্থাপন করা অতি ক্লেশকর (ইহা সহজে হয় না) ॥৫॥

কিন্তু যাহারা মৎপরায়ণ হইয়া সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ পূর্ব্বক (নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান সম্পূর্ণ বর্জ্জন পূর্ব্বক) অপর সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে আমার ধ্যান করিয়া উপাসনা করে ॥৬॥

আমাতে নিবিষ্টচিত্ত সেই সকল পুরুষকে মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর হইতে অতি অল্পকাল মধ্যে আমি উদ্ধার করিয়া থাকি ॥৭॥

দুর্ব্বল নৌকার পক্ষে সমুদ্র লঙ্ঘন কার্য্য অতিশয় কঠিন; বলবান্ জাহাজের সহিত বাঁধিয়া দিলে নৌকা যতই দুর্ব্বল হউক, ইহা অনায়াসে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে। ভগবান্ বলিতেছেন যে, সাধারণ জীবের পক্ষে সেই অব্যক্ত, বাক্য মনের অগোচর বস্তুকে ধারণা করা দুঃসাধ্য; কিন্তু আমি বলবান্, আমার সহিত যুক্ত হইলে আমি সহজে তাহাকে

পার করিয়া দিই ; এই নিমিত্ত আমার উপাসকগণকে অধিক বুদ্ধিমান্ ও শ্রেষ্ঠ বলিলাম। অক্ষরোপাসক ("ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ") কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না, মনকে এমন নিরবলম্ব অবস্থায় রাখিবেন যাহাতে কোন প্রকার চিন্তা না আসে। এইরূপ অবস্থায় মনকে রাখা কত কঠিন, তাহা যিনি এইরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তিনিই জানেন এবং তিনিই বুঝিতে পারেন পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্য সকল কত সত্য। এই শ্লোকগুলি অতি সহজ ভাষায় গঠিত এবং ইহাদের অর্থ অতি সুস্পষ্ট ; পরন্তু কেহ কেহ এই সকল শ্লোকের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে ভগবানের মতে অব্যক্তের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। যাহা হউক ইহার বিচার নিষ্প্রয়োজন ; শ্লোকের ভাষা অতি সহজ, ভাষা দৃষ্টে তোমরাই এই বিচার অনায়াসে করিতে পারিবে। অব্যক্তে যাঁহারা চিত্তের সমাধান করিতে পারেন, তাঁহারা করুন ; ইহাতে কোন নিষেধ নাই। কিন্তু ইহাতে ফল লাভ বিলম্বে হয়। মোক্ষ ফল লাভই সকলের উদ্দেশ্য, পরন্তু ভগবান্ বলিয়াছেন, অক্ষরোপাসনা অপেক্ষা সহজে সেই ফল তাঁহার সগুণ ভাবের উপাসনায় লাভ করা যায় ; এই নিমিত্ত বৈষ্ণবগণ সাধারণতঃ সগুণ ব্রহ্মোপাসনাই অবলম্বন করেন। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, বিশ্বপ্রকাশক, আনন্দময় পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ অমূর্ত্ত, বাক্য মনের অগোচর, অচিন্ত্য হইলেও ভক্তগণের সুচিন্ত্য, ভক্তবাৎসল্যাদি গুণে সদা বিভূষিত, মনোহর, শুদ্ধসত্ত্বময় তনু জগতের কল্যাণার্থ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন ; তিনি ভিন্ন জীবের গতি নাই এইরূপ বুদ্ধিতে বৈষ্ণবগণ সাধারণতঃ তাঁহার ধ্যান-উপাসনা করিয়া থাকেন। অনন্ত আকাশব্যাপী অনন্তমূর্ত্তি ভগবানেরও ধ্যান ও উপাসনা বৈষ্ণবদিগের আদরণীয়)—এই প্রকার উপাসনাও কেহ কেহ অবলম্বন করেন। আর বিশ্বাতীত অথচ

সর্ব্বগত, কেবল চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষোত্তমরূপেও বৈষ্ণবগণ কেহ কেহ ভগবদ্ধ্যান করিয়া থাকেন; অপর কেহ কেহ "ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" ইত্যাদি শ্রেণীর বাক্যার্থের প্রতি বিশেষ নিষ্ঠা স্থাপন করিয়া চিত্তকে সর্ব্বপ্রকার ধ্যেয়বর্জ্জিত শূন্যমাত্রাবস্থায় অবস্থিতিরূপ নিরবচ্ছিন্ন অব্যক্তো-পাসনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন। পরন্তু এই উপাসনা কঠিন, ইহা সাধারণতঃ উপদেষ্টব্য নহে, কারণ ইহা ধারণা করিবার যোগ্যতা অল্প লোকেরই আছে। যাঁহারা সাকার উপাসনায় ভক্তি স্থাপন করিতে অসমর্থ, তাঁহারা কাজেই অক্ষরোপাসনায় মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিবেন, তাহাই তাঁহাদের পক্ষে প্রশস্ত।

বিষয়—শ্রীকৃষ্ণাবতার দ্বিভুজ অথবা চতুর্ভুজ ?

শিষ্য। শ্রীকৃষ্ণাবতার দ্বিভুজ অথবা চতুর্ভুজ এই বিষয়ে অনেক মতভেদ শুনিয়াছি। এ সম্বন্ধে আপনার সিদ্ধান্ত কি জানিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। ভগবান্ গোলোকাধিপতি যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং দ্বিভুজ মুরলীধর ইহা আমি পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতিতে ইহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ৫৪ অধ্যায় ইত্যাদি স্থল দ্রষ্টব্য)। তিনি অবতার গ্রহণ করিলে তখন তাঁহার মূর্ত্তি চতুর্ভুজ অথবা দ্বিভুজ ছিল ইহার বিচার উপাসক-গণের পক্ষে তত প্রয়োজনীয় নহে। চতুর্ভুজ নারায়ণ-রূপ সেই গোলোকাধিপতির আছেই। অতএব চতুর্ভুজ রূপেই হউক অথবা দ্বিভুজ রূপেই হউক উভয়রূপেই তাঁহার ধ্যান সঙ্গত। আমাদের সম্প্রদায়ে এই উভয়রূপের ধ্যানই প্রচলিত

আছে। দ্বারকা প্রভৃতি স্থানে অধিকাংশ বৈষ্ণব চতুর্ভুর্জ রূপই ধ্যান করেন। তাঁহারা ইহাও বলেন যে ভগবান্ চতুর্ভুর্জ হইয়াই পৃথিবীতে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রজে দ্বিভুজ রূপের উপাসনাই অধিক প্রচলিত। কেহ কেহ চতুর্ভুর্জ রূপেরও উপাসনা করিতে পারেন; কারণ ব্রজেও কোন কোন স্থানে প্রাচীন বিগ্রহ চতুর্ভুর্জ বিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই উভয়রূপেই ভগবান্ সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়েন ইহা নিশ্চিত সত্য বলিয়া জানিবে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে উক্ত আছে "যদ্ যদ্ধিয়া উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়তে সদনুগ্রহায়" অর্থাৎ "হে ভগবন্! ভক্তগণ স্বেচ্ছানুসারে আপনার যেরূপ মূর্ত্তির ধ্যান করেন, আপনি সেইরূপ মূর্ত্তি তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত প্রণয়ন করিয়া প্রকাশিত হয়েন।"

পরন্তু ভগবৎ অবতার মূর্ত্তি চতুর্ভুর্জ অথবা দ্বিভুজ ছিল, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র প্রমাণ আলোচনা করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে ঃ—

মহাভারতে নানাস্থানে তাঁহাকে চতুর্ভুর্জ বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে; যথা ভীষ্মপর্ব্বস্থিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার একাদশ অধ্যায়ের ৪৫, ৪৬ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত আছে যে, অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত হইয়া ভগবান্‌কে তাঁহার (অর্জ্জুনের) পূর্ব্বদৃষ্ট চতুর্ভুর্জ মূর্ত্তি ধারণ করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহাতে ভগবান্ ৪৯ শ্লোকে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—

......................পুনস্ত্বং

তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥

অর্থাৎ আমি পুনরায় তোমাকে আমার সেই পূর্ব্বরূপ প্রদর্শন করিতেছি, তুমি দর্শন কর। এই বলিয়া (৫০ শ্লোকে উক্ত আছে যে) ভগবান্ পুনরায় তাঁহার স্বীয় সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অর্জ্জুনকে তাহা প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে ৫১ শ্লোকে উল্লেখ আছে যে অর্জ্জুন তাঁহার সৌম্য "মনুষ্য" মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। অতএব এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে চতুর্ভুজধারী মনুষ্যমূর্ত্তিই বিশ্বরূপ ধারণ করিবার পূর্ব্বে ভগবানের ছিল। অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহাকে সেই চতুর্ভুজ মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তদনুসারে ভগবান্ বিশ্বরূপ মূর্ত্তি সম্বরণ করিয়া সেই চতুর্ভুজ মনুষ্যমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। ইহাদ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে ভগবান্ চতুর্ভুজরূপেই অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভারতের মৌষল পর্ব্বের অষ্টমাধ্যায়ে ২০শ, ২১শ, ২২শ শ্লোকে উল্লেখ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ লীলা সংবরণ করিলে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া আক্ষেপ করিতে করিতে ব্যাসদেবের নিকট বলিতেছেন :—

"চতুর্ভুজঃ পীতবাসা শ্যামঃ পদ্মদলেক্ষণঃ।
যশ্চ যাতি পুরস্তান্মে রথস্য সুমহাদ্যুতিঃ॥
প্রদহন্ রিপুসৈন্যানি ন পশ্যাম্যহমচ্যুতম্।
যেন পূর্ব্বং প্রদগ্ধানি শত্রুসৈন্যানি তেজসা॥
শরৈর্গাণ্ডীবনির্ম্মুক্তৈরহং পশ্চাচ্চ নাশয়ন্।
তমপশ্যন্ বিষীদামি ঘূর্ণামীব চ সত্তম॥"

অর্থাৎ সেই চতুর্ভুজ, পীতবসন, কমললোচন (কৃষ্ণ) যিনি স্বীয় তেজ দ্বারা অগ্রেই আমার শত্রুসৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে করিতে আমার রথের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন, আর আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ গাণ্ডীব-

বিনির্ম্মুক্ত শরের দ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করিতাম, আমি সম্প্রতি তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহাকে না দেখিয়া আমি বিষণ্ণ হইতেছি এবং আমার অন্তঃকরণ বিঘূর্ণিত হইতেছে ইত্যাদি।

পুনরায় ঐ অধ্যায়ের ২৯শ শ্লোকে অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিতে গিয়া বেদব্যাস ভগবান্‌কে চতুর্ভুজ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—

তব স্নেহাৎ পুরাণর্ষির্বাসুদেবশ্চতুর্ভুজঃ।
কৃত্বা ভারাবতরণং পৃথিব্যাঃ পৃথুলোচনঃ॥

মহাভারতের অন্যান্য কোন কোন স্থানেও এইরূপই বর্ণনা আছে।

ব্রহ্মপুরাণে ২১১ অধ্যায়ে লেখা আছে যে ভগবান্ লীলা সংবরণের পূর্ব্বে জানুর উপরে পদস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিত হইয়া যোগাবলম্বন করিলে, জরা নামক ব্যাধ তাঁহার পদতলকে দূর হইতে মৃগাকার দর্শনে মৃগবোধে উহা লক্ষ্য করতঃ বাণদ্বারা তাহা বিদ্ধ করিয়া পরে—

"গতশ্চ দদৃশে তত্র চতুর্ব্বাহুধরং নরম্।
প্রণিপত্যাহ চৈবৈনং প্রসীদেতি পুনঃ পুনঃ॥ ৭
অজানতা কৃতমিদং ময়া হরিণশঙ্কয়া।
ক্ষম্যতামাত্মপাপেন দগ্ধং মা দগ্ধুমর্হসি॥" ৮

অন্বয়ার্থ :—নিকটে গিয়া তথায় চতুর্ব্বাহুবিশিষ্ট মনুষ্যকে দেখিতে পাইল (দেখিল যে মৃগ নহে, চতুর্ভুজ একজন মনুষ্যকেই সে বিদ্ধ করিয়াছে); তখন সে প্রণিপাত পূর্ব্বক "আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন" এইরূপ পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল। আর বলিল "আমি হরিণ বোধে অজ্ঞান বশতঃ এই কার্য্য করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আত্মপাপেই দগ্ধ হইয়াছি, আমাকে আর দগ্ধ করিবেন না।"

· গীতার এবং মৌষল পর্ব্বের যে সমস্ত বাক্য পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি

তাহার ভাব অন্য প্রকারেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে; কিন্তু এই ব্রহ্মপুরাণের শ্লোকের ভাব অন্য কোন প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায় না। জরা ব্যাধ হরিণকে বিদ্ধ করিয়াছে বলিয়াই মনে করিয়াছিল, তথায় কোন বিশেষ মনুষ্যরূপ দর্শন করিবে এরূপ তাহার কল্পনাও ছিল না। কিন্তু সে গিয়া দেখিল যে চতুর্ভুজধারী মনুষ্যকে সে শরের দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ভগবৎ অবতারের চতুর্ভুজবিশিষ্ট মনুষ্যরূপই ছিল। পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে মহাভারতের মৌষল পর্ব্বের ২৩ সংখ্যক শ্লোকেও উক্ত আছে যে জরা ব্যাধ (বাণের দ্বারা মৃগজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ বিদ্ধ করিয়া) নিকটে গিয়া ("অথাপশ্যৎ পুরুষং যোগযুক্তং পীতাম্বরং লুব্ধ-কোঽনেকবাহুম্")। অনেক বাহুযুক্ত (সুতরাং দুই হইতে অধিক অর্থাৎ চতুর্ব্বাহুযুক্ত) তাঁহাকে দর্শন করিল। দুই বাহু হইলে বিশেষরূপে বাহুর উল্লেখ ঐ স্থানে নিষ্প্রয়োজন হইত।

শ্রীমদ্ভাগবতের নানাস্থানে এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ মনুষ্যরূপ থাকা বর্ণিত হইয়াছে। যথা ব্রহ্মপুরাণোক্ত পূর্ব্বোক্ত ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া ১১শ স্কন্ধের ৩০শ অধ্যায়ের ৩৩।৩৪।৩৫ সংখ্যক শ্লোকে ভাগবতকার বলিয়াছেন,—

মুষলাবশেষায়ঃ খণ্ডকৃতেষুলুব্ধকো জরা।
মৃগস্যাকারং তচ্চরণং বিব্যাধ মৃগশঙ্কয়া ॥ ৩৩
চতুর্ভুজং তং পুরুষং দৃষ্ট্বা স কৃতকিল্বিষঃ।
ভীতঃ পপাত শিরসা পাদয়োরসুরদ্বিষঃ ॥ ৩৪
অজানতা কৃতমিদং পাপেন মধুসূদন।
ক্ষন্তুমর্হসি পাপস্য উত্তমশ্লোক মেঽনঘ ॥ ৩৫

অর্থাৎ জরা নামক ব্যাধ মুষলের ক্ষয়াবিশিষ্ট লৌহখণ্ডদ্বারা বাণ

প্রস্তুত করিয়াছিল। সে দূর হইতে মৃগমস্তক বোধে ভগবানের চরণ লক্ষ্য করিয়া ঐ বাণ দ্বারা তাহা বিদ্ধ করিল ॥ ৩৩ ॥

পরন্তু তৎপরে তাঁহাকে চতুর্ভুর্জ পুরুষ দর্শন করিয়া নিজেকে অপরাধী বোধে ভীত হইয়া সেই অসুরদ্বেষী ভগবানের চরণে মস্তক রাখিয়া নিপতিত হইল ॥ ৩৪ ॥

এবং বলিল "হে মধুসূদন! আমি অজ্ঞান বশতঃ এই পাপ কর্ম্ম করিয়াছি। হে নিষ্পাপ উত্তমশ্লোক! আমার অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন" ॥ ৩৫ ॥

এই বর্ণনাদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে ভগবানের দেহ চতুর্ভুর্জ-বিশিষ্ট ছিল।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের আরও বহুস্থলে তাঁহার চতুর্ভুর্জ রূপ থাকা উক্ত হইয়াছে; যথা—তৃতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ভাগে উদ্ধব-বিদুর সংবাদে উক্ত আছে যে, উদ্ধব ভগবান্‌কে অন্বেষণ করিতে করিতে সরস্বতী তীরে তাঁহাকে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। তিনি দূর হইতে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া যে কারণে অবধারণ করিলেন, তাহা ঐ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, যথা :—

"শ্যামাবদাতং বিরজং প্রশান্তারুণলোচনম্।
দোর্ভিশ্চতুর্ভির্বিদিতং পীতকৌশাম্বরেণ চ" ॥

অর্থাৎ হে বিদুর! তাঁহাকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, শুদ্ধসত্ত্বময়রূপ, অরুণ লোচন, পীত কৌশেয় বসনধারী এবং ভুজচতুষ্টয়বিশিষ্ট অবলোকন করিয়া দূর হইতেই আমি কৃষ্ণ বলিয়া অবগত হইয়াছিলাম।

এইস্থানে উদ্ধব বলিতেছেন "দোর্ভিশ্চতুর্ভির্বিদিতম্" অর্থাৎ চারিটি ভুজ থাকা দৃষ্টে আমি তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া চিনিয়াছিলাম। এই বাক্য

পাঠ করিয়া আর কোন সন্দেহ থাকে না যে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজবিশিষ্ট ছিলেন এবং ইহাই তাঁহার একটি বিশেষ চিহ্ন ছিল।

পুনরায় শ্রীমদ্‌ভাগবতে দশম স্কন্ধের ৫১ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লেখ আছে যে কালযবন মথুরা আক্রমণ করিলে ভগবান্ দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করিয়া স্বজনগণকে তথায় স্থাপন করিয়া মথুরায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক একাকী গলদেশে পদ্মমালা ধারণ করতঃ কোন অস্ত্রধারণ বিনা মথুরার দ্বার দিয়া নির্গত হইলে, ঐ কালযবন তাঁহাকে এইরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, যথা :—

"তং বিলোক্য বিনিষ্ক্রান্তমুজ্জিহানমিবোড়ুপম্।
দর্শনীয়তমং শ্যামং পীতকৌশেয় বাসসম্ ॥ ১ ॥
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎ কৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্।
পৃথুদীর্ঘ চতুর্ব্বাহুং নবকঞ্জারুণেক্ষণম্ ॥ ২ ॥"

অন্বয়ার্থ :—তাঁহার রূপ নবোদিত শশধরের ন্যায় অতি রমণীয়। তিনি শ্যামবর্ণ, পীত কৌশেয়বসনধারী, তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, গলদেশে কৌস্তুভমণি ; তিনি আজানুলম্বিত স্থূল চারিটি বাহুযুক্ত এবং প্রস্ফুটিত রক্তপদ্মের ন্যায় লোচনবিশিষ্ট। [তাঁহার এইরূপ দেখিয়া কালযবন সিদ্ধান্ত করিলেন যে ইনিই শ্রীকৃষ্ণ, অন্য কেহ হইতে পারেন না। কারণ কৃষ্ণকে শ্রীবৎসলাঞ্ছিতবক্ষ, কমললোচন, বনমালী, চতুর্ভুজ এবং অতি সুন্দর বলিয়া নারদ পূর্ব্বে তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। ইনিও তদ্রূপই দৃষ্ট হইতেছেন।]

"বাসুদেবো হ্যয়মিতি পুমান্ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ।
চতুর্ভুজোঽরবিন্দাক্ষো বনমাল্যতিসুন্দরঃ ॥
লক্ষণৈর্নারদপ্রোক্তৈর্নান্যো ভবিতুমর্হতি।"

এইরূপে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া নিশ্চয় করিয়া কালযবন তাঁহাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন।

এই বর্ণনা দ্বারা দেখা যায় যে মহাবল কালযবনকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার সংগ্রাম বাধাইবার উদ্দেশ্যে নারদ শ্রীকৃষ্ণের বল ও পরাক্রমের কথা পূর্ব্বে কালযবনকে বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিচয়ার্থ তাঁহার রূপও বর্ণনা করিয়াছিলেন। কালযবন আসিয়া সেই বর্ণনানুযায়ী তাঁহার রূপ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় করিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণাবতার যে চতুর্ভুজ ছিলেন তাহা ইহা দ্বারাও স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

পুনরায় ঐ অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকে উল্লিখিত আছে যে মুচুকুন্দগুহায় কালযবনের সহিত ভগবান্ প্রবিষ্ট হইলে মুচুকুন্দের নিদ্রাভঙ্গ করাতে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া দৃষ্টিপাত করিলে, কালযবন তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল। তখন ভগবান্ মুচুকুন্দকে দর্শন দিলেন এবং মুচুকুন্দ তাঁহাকে চতুর্ভুজ-বিশিষ্ট রূপেই দর্শন করিয়াছিলেন ("চতুর্ভুজং রোচমানং বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া")।

পুনরায় দশম স্কন্ধের ৬০ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে ভগবান্ কৌতুক-চ্ছলে রুক্মিণীকে নিজের অনুরূপ অন্য পতি বরণ করিবার কথা বলিলে, রুক্মিণী রোদন করিতে করিতে এতই দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন যে তাঁহার দেহ একেবারে ধরণীপৃষ্ঠে অকস্মাৎ নিপতিত হইল। তখন ভগবান্ তাঁহার চতুর্ভুজ দ্বারা তাঁহাকে উত্থাপন করিয়া মুখ মুছাইয়া দিলেন। যথা ঃ—

"পর্য্যঙ্কাদবরুহ্যাশু তামুত্থাপ্য চতুর্ভুজঃ।
কেশান্ সমুহ্য তদ্বক্ত্রং প্রামৃজৎ পদ্মপাণিনা॥" ২৫॥

পুনরায় দশম স্কন্ধের ৮৬ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে মিথিলায় শ্রুতদেব নামক ব্রাহ্মণের গৃহে মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া ভগবান্ আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন ঐ ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে—

"ন ব্রাহ্মণান্মে দয়িতং রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্।
সর্ব্বদেবময়ো বিপ্রঃ সর্ব্বদেবময়ো হ্যহম্॥" ৫৪॥

অর্থাৎ আমার এই যে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ইহাও ব্রাহ্মণের অপেক্ষা প্রিয় নহে, কারণ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদেবময় এবং আমিও সর্ব্বদেবময়॥ ৫৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্রও এরূপ চতুর্ভুজ থাকা বর্ণিত হইয়াছে। (যথা:—প্রথম স্কন্ধ নবম অধ্যায় ২৪ শ্লোক)। ১০ম স্কন্ধের ১৩শ অধ্যায়েও উল্লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মা গোপালগণ ও গোবৎসাদি হরণ করিয়া লয়েন, কিন্তু ভগবান্ নিজে গোপাল ও গোবৎসাদি রূপ ধারণ করিয়া তাহাদের হরণ ব্যাপার কাহাকেও বুঝিতে দেন নাই; এক বৎসরান্তে ব্রহ্মা আসিয়া দেখিলেন যে অপহৃত গোবৎসাদি পূর্ব্ববৎই বর্ত্তমান আছে; পরে দেখিলেন যে তৎসমস্তই চতুর্ভুজবিশিষ্ট, ইহা দেখিয়া জানিতে পারিলেন যে কৃষ্ণই এই সমস্ত রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এই বর্ণনাও শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজত্ববিষয়ক প্রমাণেরই অনুকূল।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজবিশিষ্ট মনুষ্যরূপধারী বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে অথবা অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থে এমন প্রমাণ এপর্য্যন্ত দেখি নাই, যাহাতে এইরূপ উল্লেখ আছে যে ভগবান্ অবতার গ্রহণ করিবার পর প্রথমে দ্বিভুজ থাকিয়া পরে কোন সময় হইতে চতুর্ভুজবিশিষ্ট হইয়া আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের কোন কোন স্থানে বিশেষ বিশেষ কার্য্য বর্ণনা স্থলে দ্বিভুজের কার্য্য উল্লেখ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা পূর্ব্বোদ্ধৃত স্থল সকলে যে চতুর্ভুজত্ব বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বিরোধ হয় না। যে সকল স্থলে ঐরূপ দ্বিবাহুর কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হইতেছে, তাহা এইক্ষণে উল্লেখ করিতেছি। যথা :—

দশম স্কন্ধের ষষ্ঠাধ্যায়ে ১০ম শ্লোকে উল্লেখ আছে যে, যখন পূতনা বালকরূপী ভগবান্‌কে ক্রোড়ে করিয়া অতি তীব্রবীর্য্য হলাহলে প্রলিপ্ত স্তন তাঁহার মুখে প্রদান করিল। তখন—

"গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড্য তৎ প্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোঽপিবৎ॥"

অর্থাৎ ভগবান্ ক্রুদ্ধ হইয়া দুই হস্তের দ্বারা তাহার সেই স্তন নিষ্পেষণ করিয়া তাঁহার প্রাণের সহিত পান করিয়া ফেলিলেন।

এই স্থলে স্তনদ্বয় পেষণ করিবার নিমিত্ত দুই হস্তেরই প্রয়োজন ছিল। সুতরাং দ্বিবচনান্ত "করাভ্যাং" পদ শ্লোকে উল্লিখিত থাকাতে, তাঁহার যে দুইটির অধিক কর ছিল না তাহা প্রকাশ পায় না। অতএব চারিভুজ থাকা বিষয়ে অন্যান্য যে সকল শ্লোক ভাগবত হইতে পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার কোন বিরোধ হয় না।

এইরূপ দশম স্কন্ধের অষ্টমাধ্যায়ে ২১ শ্লোকে উল্লেখ আছে—

"কালেন ব্রজতাল্পেন গোকুলে রামকেশবৌ।
জানুভ্যাং সহ পাণিভ্যাং রিঙ্গমানৌ বিজহ্রতুঃ॥"

অর্থাৎ শিশু রাম ও কৃষ্ণ কালক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, তখন কিছুদিন পর জানুদ্বয় ও হস্তদ্বয়ে নির্ভর করিয়া গোকুল মধ্যে হামাগুড়ি দিয়া বিহার করিতে লাগিলেন।

যে যে স্থলে ভগবানের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তথায় দেখা যায় যে প্রত্যেক স্কন্ধে অগ্রপশ্চাৎ ভাবে দুইটি করিয়া বাহু সংলগ্ন আছে। হামাগুড়ি দিতে অগ্রস্থিত দুই বাহুরই প্রয়োজন; তাহাতে চারিবাহুরই ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয় না। অতএব এই বর্ণনা দ্বারা তাঁহার চতুর্ব্বাহুত্বের বর্ণনার সহিত কোন বিরোধ হয় নাই।

এইরূপ একাদশ অধ্যায়ে ৫১শ শ্লোকে উল্লেখ আছে যে, কংস-প্রেরিত বকাসুর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিলে তিনি তাহার দুই চঞ্চু দুই হাত দ্বারা ধারণ করিয়া তাহা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

"তমাপতন্তং স নিগৃহ্যতুণ্ডয়োর্দোর্ভ্যাং বকং কংসসখং সতাং পতিঃ।
পশ্যৎসু বালেষু দদার লীলয়া মুদাবহো বীরণবদ্দিবৌকসাম্॥"

দুই ঠোঁট বিদারণ করিতে দুই হাতের অধিক ব্যবহার করিবার প্রয়োজন ছিল না; অতএব এতদ্দ্বারা তাঁহার চতুর্ভুজত্বের খর্ব্বতা হয় না।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের (ব্রহ্মার স্তবে) প্রথম শ্লোকে উল্লেখ আছে যে ভগবান্ ঐ স্তুতি সময়ে দধি মিশ্রিত অন্ন, বেত্র, শৃঙ্গ, বেণু এই সকলে শোভিত ছিলেন ("কবল বেত্রবিষাণ বেণুলক্ষশ্রিয়ে") এই সমস্ত হস্তেই থাকিবার জিনিষ, তাঁহার হস্তেই ছিল বলিয়া বোধ হয়। অতএব এই বর্ণনার দ্বারা তাঁহার দুইটি মাত্র হস্ত থাকা বুঝা যায় না; পরন্তু চারিটি হস্ত থাকাই বোধ হয়। চারি জিনিষ চারিটি হস্তে ছিল ইহাই সহজ অনুমান।

পুনরায় ২৩ অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকে উল্লেখ আছে যে ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত আহার্য্য বস্তু সকল সঙ্গে লইয়া গিয়া দেখিলেন যে তিনি পার্শ্বস্থিত সখার স্কন্ধে একটি হাত রাখিয়া দণ্ডায়মান আছেন এবং

অপর হস্তে একটি কমল ঘুরাইতেছেন ইত্যাদি। ইহার দ্বারাও যে দুই হস্তের দ্বারা যে বিশেষ দুই কার্য্য করিতেছিলেন তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। অপর দুই হস্ত যে ছিল না এরূপ বুঝা যায় না। অতএব অন্যান্য শ্লোকের দ্বারা যে চতুর্ভুজত্ব স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহা এই স্থানের এই উক্তির দ্বারা খণ্ডিত হয় না; উভয় উক্তিরই সামঞ্জস্য আছে। অবশ্য অন্যত্র চতুর্ভুজত্বের উক্তি না থাকিলে এই সকল উক্তি দ্বিভুজত্বেরই জ্ঞাপক হইত।

অতঃপর ২৯ অধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। যাঁহারা ভগবদবতারের দ্বিভুজত্ববাদী, সম্ভবতঃ তাঁহারা এই শ্লোকের উপরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ভর করিতে পারেন। এই অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া গোপিকাগণ তাঁহার সহিত বিহারের নিমিত্ত কামার্ত্ত হইয়া গৃহ হইতে বনে তাঁহার নিকট গমন করিলে, ভগবান্ তাঁহাদিগকে প্রথমে প্রত্যাখ্যান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে উপদেশ করিলেন। তখন গোপিকাগণ তাঁহার প্রতি তাঁহাদের গভীর প্রেম ও তৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইবার গাঢ় কামনা জ্ঞাপন করিতে করিতে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি বাক্য এইরূপ আছে। যথা :—

"বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রীগণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য বক্ষঃশ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ"॥৩৯॥

অর্থাৎ হে প্রিয়! তোমার এই অলকাবৃত সুন্দর মুখ, তোমার উজ্জ্বল কুণ্ডলবিশিষ্ট কপোলদ্বয় এবং সুধাসমন্বিত অধর, সহাস্য অবলোকন, আর অভয়দানকারী ভুজদ্বয়, এবং লক্ষ্মীরও বাঞ্ছিত বক্ষঃস্থল দর্শন করিয়া আমরা তোমার দাসী হইয়াছি।

এই স্থলে "দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং" (অভয়দানকারী দুইটি ভুজ) পদ আছে সত্য, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ভগবানের সম্পূর্ণ অঙ্গ বর্ণনা করা এই স্থলে গ্রন্থকারের এবং গোপিকাদিগের অভিপ্রেত নহে। তাঁহার যে যে অঙ্গ গোপিকাদিগের চিত্তকে বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতেছিল তাহারই বর্ণনা তাঁহারা করিতেছেন। গোপিকারা ভগবানের আলিঙ্গন কামনা করিতেছিলেন। অগ্রবর্ত্তী দুই ভুজই ঐ আলিঙ্গন কার্য্যের উপযোগী, পশ্চাদ্বর্ত্তী দুই ভুজ ঐ আলিঙ্গন কার্য্যের উপযোগী নহে। অতএব গোপিকারা ঐ সম্মুখবর্ত্তী দুই ভুজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে তোমার আলিঙ্গন লাভ করিব এইরূপ অভয় তোমার ঐ সুন্দর দুইটি হস্ত আমাদিগকে দান করিতেছে। এই স্থলে অপর দুইটি হস্তের বর্ণনা তাঁহারা না করাতে যে ঐ হস্তদ্বয় ছিল না তাহা স্থিরীকৃত হয় না। ভগবানের পৃষ্ঠদেশের বর্ণনা তাঁহারা করেন নাই, তদ্দ্বারা পৃষ্ঠদেশ না থাকা যেমন সিদ্ধান্ত হয় না, তদ্রূপ অন্যস্থলে বর্ণিত তাঁহার চতুর্ভুজত্বের নিষেধও এই শ্লোকের দ্বারা হয় না।

দ্বিবাহুর উল্লেখ থাকা যে সকল স্থলে আমি লক্ষ্য করিয়াছি, প্রায় তৎসমস্তই উপরে উদ্ধৃত করিলাম। আমি বিবেচনা করি যে দ্বিবাহুত্ব ও চতুর্ব্বাহুত্ব বিষয়ে পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রমাণ সকল একত্র করিয়া বিচার করিলে, চতুর্ব্বাহুবিশিষ্টরূপে ভগবান্ অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাই সিদ্ধান্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে ভগবান্ জন্মগ্রহণ কালে তাঁহার চতুর্ভুজ ও শঙ্খচক্রাদি অস্ত্রবিশিষ্ট অলৌকিক দিব্যমূর্ত্তি পিতামাতাকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তখন পিতামাতা তাঁহার

নারায়ণ মূর্ত্তি দর্শনে প্রথমে তাঁহার স্তব করিয়া, তাঁহার ঐ অলৌকিক মূর্ত্তি উপসংহার করিতে প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহা সম্বরণ করিয়া তাঁহাদের সমক্ষেই প্রাকৃত মনুষ্যশিশুরূপ ধারণ করিলেন ("পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ ॥ ৪৬ ॥) সাধারণ মনুষ্য-রূপ অবশ্যই দ্বিভুজ বিশিষ্ট। যদি তাঁহার চতুর্ভুজ থাকা অন্যস্থলে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত না হইত তবে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় দ্বিভুজধারী মনুষ্যবালকরূপ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাই এই শ্লোকের দ্বারা বোধগম্য হইত, কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক সকলে তাঁহার চতুর্ভুজবিশিষ্ট মনুষ্যদেহ থাকা সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত থাকায়, তিনি চতুর্ভুজবিশিষ্ট মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ব্রহ্মপুরাণ হইতে যে শ্লোক পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে "চতুর্ব্বাহুধরং নরম্" (চতুর্ব্বাহু বিশিষ্ট মনুষ্য) শব্দ স্পষ্টরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহার অনুরূপ যে শ্লোক আছে তাহাও পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। বস্তুতঃ কোন মনুষ্যবালক চারিহস্ত বিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে যে তাহাকে মনুষ্যবালক বলা হইবে না এমন নহে। মহাভারতে সভাপর্ব্বের ৪৩ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে শিশুপাল চতুর্ভুজ ও ত্রিনেত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মনুষ্যদেহবিশিষ্ট হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করাতে, চতুর্ভুজ ও ত্রিনেত্র থাকা সত্ত্বেও, তিনি মনুষ্যশিশু বলিয়াই গণ্য হইয়াছিলেন। অদ্যাপি দেখা যায় কোন কোন পুরুষ বাইশ অঙ্গুলি বিশিষ্ট আছেন, সাধারণ মনুষ্যের বিশ অঙ্গুলি হয়। তাঁহাদের এক কি দুই অঙ্গুলি অধিক থাকাতে তাঁহারা মনুষ্য নহেন এরূপ কেহ বিবেচনা করেন না। এইরূপ কাহারও নাক থাকে না, কাহারও একটি মাত্র কাণ থাকে, ইত্যাদি। আমি বালককালে সংবাদ পত্রে পড়িয়াছিলাম যে চীনদেশে

এক অদ্ভুত বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার দুই মস্তক, চারি পা ও চারি হাত ছিল। সে অল্পকাল জীবিত থাকিয়া মারা যায়। এইরূপ প্রকৃতির বিকার অনেকস্থলে হয়, তাহাতে মনুষ্যত্বের কোন হানি হয় না। ভগবান্ লীলা সংবরণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলে যুধিষ্ঠির মহারাজও স্বর্গগমনান্তে ঋষিগণসহ তথায় গিয়া তাঁহাকে যেরূপ দর্শন করিলেন, তাহা মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্ব্বের চতুর্থ অধ্যায়ে এইরূপ উল্লিখিত আছে। যথা :—

"দদর্শ তত্র গোবিন্দং ব্রাহ্মেণ বপুষান্বিতম্।
তেনৈব দৃষ্টপূর্ব্বেণ সাদৃশ্যেনৈব সূচিতম্॥ ২
দীপ্যমানঃ স্ববপুষা দিব্যৈরস্ত্রৈরুপস্থিতম্।
চক্রপ্রভৃতির্ঘোরৈর্দিব্যৈঃ পুরুষ বিগ্রহৈঃ॥ ৩

অর্থাৎ তথায় পূর্ব্বদৃষ্ট রূপের সহিত সাদৃশ্যের দ্বারা সূচিত ব্রাহ্মবপুযুক্ত গোবিন্দকে (যুধিষ্ঠির) দর্শন করিলেন। তিনি তখন সেই ব্রাহ্মবপুর (তেজের) দ্বারা দীপ্যমান ছিলেন, চক্র প্রভৃতি ঘোরতর দিব্য জীবন্ত পুরুষ বিগ্রহ সকল তাঁহার উপাসনা করিতেছিল॥২।৩॥

অবতারকালে তাঁহার মনুষ্যবপু ছিল, এইক্ষণে তাঁহার ব্রাহ্মবপু হইয়াছে; কিন্তু উভয় বপুর আকৃতি একই প্রকার। এই আকৃতির সাদৃশ্য দেখিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহাকে পরিচয় করিয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার তাৎকালিক আকৃতি যে চতুর্ভুজবিশিষ্ট ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ নারায়ণ চতুর্ভুজবিশিষ্ট এবং চক্রাদি আয়ুধধারী ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত আছে, এবং তাঁহার এই অলৌকিক দিব্য রূপই জন্মকালে পিতা-মাতাকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাও চতুর্ভুজবিশিষ্ট থাকা বর্ণিত আছে। অপরাপর অনেক পুরাণেও কৃষ্ণাবতারকে চতুর্ভুজবিশিষ্ট

বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। পরন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নামক পুরাণের বর্ণনা অপরাপর পুরাণ হইতে বিভিন্ন প্রকারের। কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে আখ্যায়িকা সমস্তই ঐ পুরাণে অন্যান্য পুরাণ হইতে অনেক বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়া প্রথমে বসুদেব ও দেবকীকে দর্শন দেন, তখন দ্বিভুজ মুরলীধর রূপেই দর্শন দেন এবং তাঁহারা তাঁহার স্তুতি করেন এবং গোলোকে ও গোকুলে বৃন্দাবন নামক বনে দ্বিভুজ রূপেই গোপাল ও গোপিকাদিগের সহিত রাধাপতিরূপে ভগবান্ নিত্য বিরাজ করেন, এইরূপ ঐ পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে। গোলোকে গোলোকাধিপতিরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বিভুজ মুরলীধারী, তদ্বিষয়ে অপরাপর পুরাণের সহিত কোন বিরোধ থাকা প্রকাশ পায় না। কারণ অপরাপর পুরাণে তৎসম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ বর্ণনা দেখি নাই। যে সকল ভক্ত সাধকের ঐ দ্বিভুজ মূর্ত্তিরই ধ্যান অনুকূল ও প্রিয়, তাঁহাদের পক্ষে পৃথিবীস্থ বৃন্দাবনেও গোপ-গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিভুজ মুরলীধর রূপেই ধ্যান করা শ্রেয়স্কর, এই অভিপ্রায়ে ঐ পুরাণের বর্ণনা উক্ত প্রকারে করা হইয়াছে বলিয়া বোধ করি। ভগবান্ **নিত্য** দ্বিভুজ-রূপে বৃন্দাবনে বিরাজমান আছেন বলাতে, তিনি ঐ রূপেই ধ্যাতব্য এই অভিপ্রায়ই প্রকাশ পায়; কারণ সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে তিনি তথায় নিত্য বিদ্যমান নাই, এবং অবতার কালেও নিত্য তথায় ছিলেন না।

অতএব এই সমস্ত গ্রন্থ আলোচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে অবতাররূপে লীলাকালে ভগবান চতুর্ভুজবিশিষ্ট ছিলেন। বস্তুতঃ অবতার চতুর্ভুজবিশিষ্ট হইলেও দ্বিভুজরূপে ভগবানের ধ্যান কোন প্রকারে অসঙ্গত নহে, পরন্তু সঙ্গতই। কিন্তু যাঁহারা

চতুর্ভুজ মূর্ত্তির ধ্যান করেন তাঁহাদের ধ্যানও সঙ্গতই এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।*

আর একটি কথা এই স্থলে বলা আবশ্যক। চতুর্ভুজত্বের এবং দ্বিভুজত্বের মধ্যেও অনেকে অংশাংশীর বিচার প্রবর্ত্তিত করেন। পরন্তু অবতার সম্বন্ধে কেহ অংশ কেহ অংশী এই সকল বিচার অজ্ঞান প্রসূত বলিয়াই জানিবে। আমি পূর্ব্বে তোমাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া বলিয়াছি যে ব্রহ্ম এক বই দুই নহেন। তিনি সর্ব্বদা পূর্ণস্বরূপ এবং সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরই প্রভেদ আছে এবং সেই শক্তিই অনন্ত

---

*এই সকল উত্তর লিখাইয়া দিবার পর কোন বন্ধুর প্রেরিত পদ্ম পুরাণের উত্তর খণ্ডে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণলীলা পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহাতে বর্ণিত আছে যে ভগবান্ চতুর্ভুজরূপে প্রথমে দেবকীর গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করেন; পরে বসুদেবের প্রার্থনায় দ্বিভুজ মনুষ্যরূপ ধারণ করেন এবং বসুদেব তাঁহাকে নন্দালয়ে রাখিয়া আসেন। এই পদ্ম পুরাণ পাঠে তিনি যে পরে কখন চতুর্ভুজরূপে দর্শন দিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না, পক্ষান্তরে দেহত্যাগ করিবার সময় পর্য্যন্ত দ্বিভুজই ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। পদ্ম পুরাণের উত্তর খণ্ডের ২৫২ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ব্যাধ তাঁহার চরণ বিদ্ধ করিয়া, পরে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইল এবং অপরাধ ক্ষমার নিমিত্ত স্তুতি করিতে লাগিল। তখন তিনি ("সুধাময়করাভ্যাং তমুত্থাপ্য ভবতা নাপরাধং কৃতং") তাহাকে তাঁহার সুধাময় করযুগলের দ্বারা উত্থাপিত করিয়া বলিলেন যে, তুমি কোন অপরাধ কর নাই। এইরূপে তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া তাহাকে বৈষ্ণব লোকে প্রেরণ করিলেন। পরে দারুক তথায় উপস্থিত হইলে, তদ্দ্বারা অর্জ্জুনকে নিজ সমীপে আনাইয়া বলিলেন যে তিনি নিজ লোকে গমন করিবেন, অতএব অর্জ্জুন দ্বারাবতীতে গমন করিয়া রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্ট মহিষীকে তথা হইতে আনয়ন করিয়া যেন তাঁহার দেহের সহিত মিলাইয়া দেন। তখন অর্জ্জুন দারুক সহ দ্বারাবতীতে গমন করিলে, ("কৃষ্ণোঽপি মানুষদেহং সন্ন্যস্য বাসুদেবাত্মকং দেহং ধৃত্বা বৈনতেয়মারুহ্য মহর্ষিভিস্তূয়-

জগতের সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে প্রকাশিত। একটি শক্তি যত ক্ষুদ্রই হউক, তাহা অনন্ত অপার পূর্ণব্রহ্মেরই শক্তি। প্রত্যেক শক্তিই সেই পূর্ণেতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হইতেছে। যেমন তোমার দর্শন শ্রবণাদি শক্তি ক্ষুদ্রই হউক অথবা প্রভূতই হউক, প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ তোমাতে আশ্রিত, ইহাদিগের দ্বারা নিষ্পন্ন প্রত্যেক কার্য্য সম্পূর্ণ তোমারই কার্য্য, তদ্রূপ প্রত্যেক বিশিষ্টরূপে যে প্রকাশ তাহা পূর্ণব্রহ্মেরই প্রকাশ। প্রত্যেক বিশিষ্ট রূপের আশ্রয়রূপে পূর্ণব্রহ্মই আছেন; অতএব কেহ অংশ,

---

মানো জগাম") শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া বাসুদেবাত্মক দেহ ধারণ করিয়া গরুড়ারোহণ পূর্ব্বক মহর্ষিগণের দ্বারা স্তূয়মান হইয়া গমন করিলেন।

এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণলীলা যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতির সহিত অনেক স্থানে অতিশয় অনৈক্য দৃষ্ট হয়; এবং ইহা পাঠে স্পষ্টই বোধ হয় যে শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির পাঠক হইতে অনেক পরিমাণে কনিষ্ঠাধিকারীর পাঠোপযোগী রূপে এই পুরাণ রচিত হইয়াছে। তাঁহাদের পক্ষে সাধারণ দ্বিভুজ মনুষ্যরূপই ধ্যানের উপযোগী বিবেচনা করিয়াই সম্ভবতঃ গ্রন্থকার এইরূপ লিখিয়াছেন এবং লীলাসকলের বর্ণনারও ব্যতিক্রম করিয়াছেন।

পুরাণ সকলের বর্ণনায় এইরূপ অনৈক্য থাকাতে বর্ত্তমান উপাসক সম্প্রদায় সকলের এই বিষয়ে নানাপ্রকার মতবিরোধ আছে। এই সকল মতের মধ্যে নিজ কল্পনার আশ্রয় না লইয়া, কেবল গ্রন্থোক্ত স্পষ্ট বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া সামঞ্জস্য স্থাপন করা অতি কঠিন। তবে যদি এইরূপ কল্পনা করা যায় যে, ব্রজে থাকা কালে ভগবান্ দ্বিভুজরূপে প্রকাশিত ছিলেন, পরে মথুরায় আসিবার পর জরাসন্ধের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তিনি আপনাকে চতুর্ভুজরূপে প্রকাশিত করিলেন, এবং তদবধি চতুর্ভুজরূপেই বিরাজ করিতে লাগিলেন, তবে বিভিন্ন মত সকলের এবং গ্রন্থ সকলের মধ্যে কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে; কিন্তু আমি যে সকল গ্রন্থ এযাবৎ দেখিয়াছি তাহাতে কোন গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা এতাবৎ দেখি নাই।

কেহ পূর্ণ এই সমস্ত বিচার বাস্তবিক অজ্ঞান-প্রসূত। পুরাণ সকল পাঠ করিলে দেখিবে যে যখন যাঁহাকে স্তুতি করা হইয়াছে তাঁহাকেই পূর্ণ-ব্রহ্মরূপে, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তারূপে, জগদতীতরূপে, এবং সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবপ্রাপ্ত জগৎরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রহ্মা, মহাদেবকে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের হেতু, এক, অদ্বৈত, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বেশ্বর, পরম ব্রহ্ম ইত্যাদিরূপে ৩৬ সংখ্যকাদি শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। দশম স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়েও শ্রীকৃষ্ণের স্তবও ব্রহ্মা ঐ রূপই করিয়াছেন। চতুর্থ স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ে পৃথুরাজাকে স্তুতি করিতে গিয়া পৃথিবী তাঁহাকে এইরূপ গুণাতীত, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ ইত্যাদি পরব্রহ্ম রূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ অন্যান্য পুরাণেও দেখা যায় যে যখন যাঁহাকে যে কেহ স্তুতি করিয়াছেন তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়াই তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাভারতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তুতিতে তাঁহাদিগকেও এইরূপেই স্তুতি করা হইয়াছে; ইহাই সার সত্য। সমস্ত বেদান্তবাক্য এই সারতত্ত্বেরই জ্ঞাপক। ব্রহ্মের দুই অমূর্ত্তরূপ সচ্চিদানন্দরূপ এবং সমষ্টিও ব্যষ্টিভাবে অনন্ত জগৎ-রূপ যুগপৎ বর্ত্তমান আছে। উপাসনার নিমিত্ত কেবল এক এক রূপ বিশেষ-রূপে অবলম্বন করা হয়। যিনি যেমন অধিকারী তাঁহাকে ব্রহ্মের তদনুরূপ স্বরূপ উপদেশ করা হয়। এই কথাগুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। তাহা হইলে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইবে না এবং গ্রন্থোল্লিখিত উপদেশ সকলের মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হইবে না। ব্রহ্মের যে বিশেষ স্বরূপকে যাঁহার নিকট উপাস্যরূপে ঋষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাকেই পূর্ণব্রহ্মরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং সেই উপাসকের ভেদবুদ্ধি থাকাতে উপাস্যের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা দৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে,

তাঁহার উপাস্যের সহিত তুলনায় অপর সকলকে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তি-বিশিষ্ট ও তাঁহার উপাসক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বিষয়—পুরাণ সকলের বর্ণনায় অনৈক্যের কারণ কি ?

শিষ্য। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আখ্যায়িকাসকল যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিত অন্যান্য পুরাণের বর্ণনার অনেক প্রভেদ আছে বলিলেন। অন্যান্য পুরাণ সকলের মধ্যেও এইরূপ অনেক অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অনেক স্থলে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়, অতএব এই সকল অনৈক্যের কারণ কি জানিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। পুরাণকে ইতিহাসরূপে গ্রহণ করিতে নাই; ইতিহাস এবং পুরাণের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। মহাভারত ও বাল্মীকি রামায়ণ ইতিহাস, তাহাতে বর্ণিত ঘটনা সকল সত্য; পরন্তু পুরাণ তদ্রূপ ইতিহাস নহে। বেদান্ত পাঠ করিয়া তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সকলে সমর্থ নহে, বেদান্তপাঠে সকলের অধিকারও নাই; অতএব বেদান্তোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা সাধারণ অজ্ঞ লোকের নিকট ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে পুরাণ রচিত হইয়াছে; পৌরাণিক আখ্যায়িকা সকলকে ঐ সকল উপদেশের অনুরূপ করিয়া প্রায়শঃ ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বনে রচিত করা হইয়াছে। স্বর্গ, প্রলয়, মন্বন্তর, সৃষ্টিক্রম, রাজাদিগের বংশ-পরম্পরা এবং ব্রহ্মাণ্ডের ও সর্ব্বপ্রকার জীবের উৎপত্তি ও লয়-প্রণালী প্রভৃতি সমস্ত পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে সত্য; পরন্তু ইতিহাস লিখিবার অভিপ্রায়ে এ সকল বর্ণনা করা হয় নাই।

ব্রহ্মই যে জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ ইহাই সর্ব্ব-সাধারণ লোককে বুঝাইবার অভিপ্রায়ে এতৎ সমস্তের ব্রহ্ম হইতে ক্রমে প্রকাশ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। আর সাধক সকলের উপযুক্ততা ও মতি অনুসারে তাহাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর সাধন প্রণালী ও আচার প্রভৃতি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কখন ঐতিহাসিক আখ্যান, কখন কল্পিত উপাখ্যান, কখন ঐতিহাসিক আখ্যানের পরিবর্ত্তন ও তৎসহ কল্পিত আখ্যানের সংযোগ দ্বারা শ্রুতি ও স্মৃতির কথিত উপদেশ সকল গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন। যেরূপ পাঠক অথবা শ্রোতা-সকলের নিমিত্ত যে গ্রন্থ রচনা হইয়াছে, তাহাদের উপযোগী করিবার জন্যই আখ্যায়িকাসকলকে নানারূপে গঠিত করা হইয়াছে জানিবে। আখ্যান সকলের প্রভেদ দৃষ্টে গ্রন্থের মূল উপদেশ সম্বন্ধে মনে কোন প্রকার সন্দেহ আনিও না। আর যে আখ্যায়িকা বহুপুরাণে একই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, বিশেষতঃ মহাভারতের সহিত যাহার ঐক্য আছে, সাধারণতঃ তাহাকে সত্য—ঐতিহাসিক আখ্যান বলিয়া গ্রহণ করা যায় জানিবে।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে ভিন্ন ভিন্ন কল্পের ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত পুরাণ সকলে বিরোধ দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থলে ইহাও হইতে পারে, পরন্তু আমি যে সকল পুরাণ দেখিয়াছি, এবং যে সকল পুরাণ এইক্ষণ প্রচলিত আছে তৎসমস্তে এই কল্পের বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া বহুস্থানে লিখিত আছে। সুতরাং পণ্ডিতদিগের উক্ত উক্তির দ্বারা এই সমস্ত বিরোধ ব্যাখ্যাত হয় না।

এবঞ্চ পুরাণে যে কল্পিত উপাখ্যান থাকে তাহা কোন কোন পুরাণে

স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, এবং পুরাণ রচনার উদ্দেশ্য আমি যেরূপ বলিলাম তদ্রূপই থাকাও বহুস্থলে উক্ত হইয়াছে। গ্রন্থসকল আদ্যোপান্ত স্থির চিত্তে পাঠ করিলে তোমার প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছি তাহাই অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়।

বিষয়—শ্রীগৌরাঙ্গদেব সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ?

শিষ্য। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে ভগবানের অবতার বলিয়া বর্ণনা করেন এবং তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতার ও উপাস্য, এইরূপ তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন। এই বিষয়ে আপনার অভিমত কি ?

গুরু। বেদান্তের, এবং তদনুরূপ ভগবান্ বেদব্যাসের, উপদেশ এই যে জগৎ-ব্যাপার ব্রহ্মেরই ক্রীড়ামাত্র। এক ব্রহ্মই অনন্তরূপে প্রকটিত হইয়া জগৎব্যাপার সাধন করিতেছেন। এতৎ সমস্তই এক লীলাময়ের লীলা, এই অর্থে শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীভগবৎ-অবতার বলিয়া বর্ণনা করিলে তাহা সম্পূর্ণ সত্যই হইবে। ব্রহ্ম সদাই পূর্ণস্বভাব, আমি শ্রীচৈতন্যদেবকে সেই পূর্ণব্রহ্মের সহিত এক বলিয়াই জানি। তাঁহাকে যাঁহারা পূর্ণব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তাঁহাদের এই উপাসনা ব্রহ্মেরই উপাসনা। এইরূপ পুরুষকে যিনি ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবেন, তাঁহার যে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। সর্ব্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপনই আমাদের ধর্ম্ম। যে কোন ব্যক্তি যে কোন নির্ম্মল পুরুষকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করেন, তাঁহার সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই। তবে 'অবতার' শব্দ পুরাণাদি শাস্ত্রে এই অর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। জগতের স্থিতিকারণ এবং ইহার রক্ষণ ও পালন-কর্ত্তা বিষ্ণুরূপী ব্রহ্ম জগতের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত দেবতাদিগের প্রার্থনায় দেব তির্য্যক্ মনুষ্যাদি কলেবর প্রয়োজনানুসারে ধারণ করিয়া ইহলোক সকলে সময় সময় অবতীর্ণ হয়েন এবং জীবসকলের ক্লেশ বিদূরিত করিয়া সত্যধর্ম্ম স্থাপন করেন। তাঁহার সেই সকল গৃহীত মূর্ত্তিই সচরাচর শাস্ত্রে 'অবতার' শব্দের বাচ্য হয়। তন্মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রে মৎস্য-কূর্ম্মাদি দশাবতার প্রসিদ্ধ আছে। প্রশ্নের উল্লিখিত 'অবতার' শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে শ্রীমৎগৌরাঙ্গদেব সম্বন্ধে সাধারণতঃ প্রচলিত যে সকল গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি সেই সকল গ্রন্থে উল্লিখিত প্রমাণসমূহ তাঁহার উক্ত অর্থে অবতারত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে আমি সমীচীন বলিয়া বোধ করি না। এবিষয়ে আলোচনায়

প্রবৃত্ত হওয়াও এস্থলে নিষ্প্রয়োজন মনে করি। একদিকে শ্রীচৈতন্যদেবে প্রকাশিত শক্তির দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাতে যে ভক্তি ও প্রেমশক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অতি অদ্ভুত। বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট বিশেষরূপে ঋণী। বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের মূল তিনিই। বঙ্গদেশে তাঁহার ভক্তি-প্রচারের কার্য্য অবতারের কার্য্য বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। অপরদিকে শ্রীমৎগৌরাঙ্গদেবের অবতারত্ব-প্রতিপাদক সন্তোষজনক শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখি নাই বলিয়াছি; পরন্তু ভগবৎ-অবতার অসংখ্য ("অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ")। সকল অবতারের সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ এক্ষণে প্রাপ্ত না হওয়া যাইতে পারে, তাহা না পাওয়া গেলেই যে অবতার নহেন, এইরূপও সিদ্ধান্ত করা যায় না। কোন্ দেহে কে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা দিব্যদর্শী ঋষিগণই অবগত হইতে পারেন। কেবল বাহিরের অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্য দৃষ্টে অবতারত্ব অবধারিত হয় না। বিশ্বামিত্রের যে সকল অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্য ব্রহ্মবিৎ হইবার পূর্ব্বেও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু আমি পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। তাঁহার তুল্য অলৌকিক শক্তিও ইদানীং কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। অতএব এই সকল যোগৈশ্বর্য্য থাকা কি না থাকার উপর নির্ভর করিয়াও কাহারও অবতারত্ব অথবা অনবতারত্ব অবধারণ করা সঙ্গত নহে। আর ইহাও মনে রাখিবে যে, মহাপুরুষগণ নির্ম্মল সত্ত্বগুণের ভূমিতে আরূঢ় হইলে যখন প্রকৃত সমাধির যোগ্যতা লাভ করেন, তখন তাঁহাদিগের ব্রহ্মের সহিত ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া অভেদবুদ্ধি স্থাপিত হয়। সুতরাং "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ অভেদ ভাব তাঁহাদিগকে সময় সময় বাহিরেও প্রকাশ করিতে দেখা যায়। ইহা দ্বারাও উক্ত অর্থে তাঁহাদের অবতারত্ব অবধারণ করা যায় না।

বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ-দেহ পাঞ্চভৌতিক কি না ?

শিষ্য। (এই সকল প্রশ্নোত্তর লিখিত হইবার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না; এইক্ষণ ইহা পাঠ করিয়া অবতার বিষয়ে একটি প্রশ্ন আমার মনে উদিত হইয়াছে; তাহা এই:—) ভগবান্ যখন মনুষ্যলোকে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার দেহ সাধারণ মানবদেহ এমন কি জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের দেহ

হইতেও যে বিভিন্ন প্রকারের, তাহা আপনার উত্তর পাঠে বুঝিয়াছি। কিন্তু তথাপি আমার জিজ্ঞাস্য এই যে এই দেহ মনুষ্যদেহের উপকরণেই গঠিত কি না? শাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে এই দেহের বাল্যাদি অবস্থাভেদ এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি-হ্রাস মনুষ্য দেহের মতন হইয়াছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ১৫৯ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে দুর্ব্বাসা ঋষিকে ভগবান্ কিছুদিন পর্য্যন্ত সেবা করিয়াছিলেন; পরে এক দিবস অতি উষ্ণ পায়স তাঁহাকে আহার করিতে দেওয়াতে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ উষ্ণ পায়স নিজ অঙ্গে লেপন করিতে ভগবান্‌কে আদেশ করিলে, তিনি মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত স্বীয় অঙ্গে ঐ উচ্ছিষ্ট পায়স লেপন করিতে আরম্ভ করিলেন; ইত্যবসরে ঋষি নিজ হস্তে সাক্ষাতে দণ্ডায়মানা রুক্মিণী দেবীরও অঙ্গে ঐ পায়স মাখিয়া দিলেন; তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া ভগবানের সাক্ষাতেই রুক্মিণীদেবীকে ঘোড়ার ন্যায় এক রথে সংযোজিত করিয়া বেত্র হস্তে ঐ রথে আরোহণ করিয়া রাজপথে বহির্গত হইলেন। দেবী রুক্মিণী ঐ রথ ভালরূপে টানিতে না পারাতে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া রথ হইতে অবতরণ করিয়া দিগন্তরে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। ভগবান্ তাঁহার ঐ কার্য্যে কোন প্রকার ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং বেগে ঋষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া রথ তিনি নিজে টানিয়া দিবেন বলিয়া, ঋষিকে ফিরিয়া আসিতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত ভাব দর্শনে ঋষি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন "বাসুদেব, তুমিই যথার্থ ক্রোধকে জয় করিয়াছ; এইক্ষণে তোমাকে আমি এই

বর দিতেছি যে আমার প্রসাদী পায়স তোমার শরীরে যে যে স্থানে লিপ্ত হইয়াছে, তৎসমস্ত সর্ব্ববিধ অস্ত্রের অভেদ্য হইবে এবং তোমার শরীরে যুবাভাব সর্ব্বদা স্থির থাকিবে ইত্যাদি।” ভগবান্ পদতলে পায়স লেপন করেন নাই দেখিয়া ঋষি দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তৎপর দেবী রুক্মিণীকেও সর্ব্বদা স্থির-যৌবনা থাকিবার এবং অন্যান্য বর প্রদান করিয়া ঋষি প্রস্থান করিলেন। এই বর প্রদত্ত হইলে তাঁহাদের উভয়ের শরীর অতি পুষ্ট ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিল। ভগবান্ যখন লীলা সংবরণ করেন, তখন ঐ পাদতলই ব্যাধশরে বিদ্ধ হইয়াছিল। এই বর্ণনা পাঠে ত ভগবদ্দেহও মনুষ্যদেহ বলিয়াই বোধ জন্মে। অতএব এই দেহকে নিত্য ও অমানুষ দেহ বলিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে? শ্রীকৃষ্ণ যখন লীলা সংবরণ করিলেন, তখন তাঁহার দেহ কি হইল এই বিষয়েও ভাগবতের বাক্য সকলের অর্থ অসন্দিগ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। অতএব এই সকল বিষয়ে আপনার উপদেশ জানিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। গোলোকাধিপতি ভগবানের স্বকীয় রূপ অতিশয় প্রভাযুক্ত, সূর্য্যের অপেক্ষাও অধিক প্রভাযুক্ত, ইহা মনুষ্যের চর্ম্ম চক্ষুর দ্বারা দর্শনীয় নহে; ভগবান্ দিব্য চক্ষু প্রদান করিলেই ভক্তজন তাহা দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন। মর্ত্ত্য মনুষ্যলোকে মনুষ্যের দর্শনীয় হইয়া মনুষ্যবৎ কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্তই তিনি অবতার গ্রহণ করেন; সুতরাং তিনি যে-দেহ ধারণ করেন, তাহা যে মনুষ্যজাতীয় দেহ তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব অপর মনুষ্য-

দেহের ন্যায় তাঁহার দেহের বাল্যাদি অবস্থাভেদ হইয়াছে এবং দুর্ব্বাসা ঋষির বরও তাহাতে ফলিত হইয়াছে।

ভগবান্ দেবকীর গর্ভে জাত হইয়া, তিনিই যে জাত হইয়াছেন তদ্বিষয়ে বসুদেব ও দেবকীর বিশ্বাস উৎপাদন করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে স্বকীয় রূপই প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; তখন তাঁহারা উভয়ে তাঁহার স্তুতি করিয়া কংস-ভয়ে ঐ রূপ সম্বরণ করিতে প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মকৃত তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাদের প্রার্থনায় তাঁহাদের পুত্রত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকার করতঃ তাঁহাদের পূর্ব্বের দুই জন্মে প্রথমবার যজ্ঞনামে ও দ্বিতীয়বার বামন নামে পুত্র হইয়া যে জন্মিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে ঃ—

এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্মস্মরণায় মে।
নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্ত্যলিঙ্গেন জায়তে ॥ ৪৪ ॥
যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন চাসকৃৎ।
চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্গতিং পরাম্ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায়।

অর্থাৎ তোমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তোমাদের পুত্ররূপে যে আমিই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করাইবার জন্যই তোমাদিগকে আমার এই রূপ প্রদর্শন করিলাম। কারণ **মর্ত্ত্য মানবদেহ** ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইলে আমিই যে জন্মিয়াছি এই বিষয়ে জ্ঞান হইতে পারে না (তোমরা তাহা জানিতে পারিতে না) ॥ ৪৪ ॥

আমাকে তোমরা ব্রহ্মবুদ্ধিতে ভজন কর, অথবা স্নেহের সহিত পুত্রভাবেই চিন্তা কর, তাহাতেই পরম গতি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৫ ॥

এই কথা বলিয়া তিনি মনুষ্য-দেহ ধারণ করিলেন—

ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া।
পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ সদ্যো বভূব **প্রাকৃতঃ শিশুঃ** ॥ ৪৬ ॥

অর্থাৎ এই কথা বলিয়া ভগবান্ বিরত হইলেন এবং পিতামাতার সাক্ষাতেই (প্রাকৃত) মনুষ্যশিশু হইলেন ॥ ৪৬ ॥

অতএব ভগবান্ যে "মনুষ্যশিশু" হইয়া প্রকাশিত হইলেন ইহা ভাগবতকার ত স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন।

তিনি লীলা-সংবরণ কালে যে এই দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা পুরাণশাস্ত্রে বহুস্থানে উল্লিখিত আছে। ব্রহ্মপুরাণের ২১১শ অধ্যায়ের দ্বাদশ সংখ্যক শ্লোকে এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে উল্লেখ আছে যে :—

ত্যক্ত্বা স মানুষং দেহমবাপ ত্রিদশাং গতিম্ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্ম পুঃ ২১১ অঃ।
অর্জ্জুনোঽপি তদান্বিষ্য কৃষ্ণরামকলেবরে।
সংস্কারং লম্ভয়ামাস তথান্যেষামনুক্রমাৎ ॥ ১ ॥ ব্রহ্ম পুঃ ২১২ অঃ।

অর্থাৎ **ভগবান্ মনুষ্য দেহ ত্যাগ করিয়া** দৈবী গতি প্রাপ্ত হইলেন। অর্জ্জুন রাম, কৃষ্ণ এবং অপরাপর যাদবগণের কলেবর অন্বেষণ করিয়া তাহার সংস্কার করাইলেন।

বিষ্ণুপুরাণেও ঠিক ঐ ভাষায়ই উক্ত বিষয় বর্ণিত আছে। বিষ্ণুপুরাণের ৫ম অংশের ৩৭ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক ও ৩৮ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক দেখ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ১২৯ অধ্যায়ের ৬২ সংখ্যক শ্লোকেও ভগবানের দেহ পরিত্যাগ হওয়া উল্লিখিত আছে। স্কন্দপুরাণ প্রভৃতিতেও এইরূপই উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের বহুস্থানে ভগবানের অবতার-

কলেবর পরিত্যাগ করিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে ; যথা—৩য় স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

শ্রীশুক উবাচ

ব্রহ্মশাপাপদেশেন কালেনামোঘবাঞ্ছিতঃ।
সংহৃত্য স্বকুলং স্ফীতং **ত্যক্ষ্যন্ দেহম**চিন্তয়ৎ ॥ ২৯ ॥

*　*　*　*

বিদুরোঽপ্যুদ্ধবাৎ শ্রুত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
ক্রীড়য়োপাত্তদেহস্য কর্ম্মাণি শ্লাঘিতানি চ ॥ ৩৩ ॥
দেহন্যাসঞ্চ তস্যৈবং ধীরাণাং ধৈর্য্যবর্দ্ধনম্।
অন্যেষাং দুষ্করতরং পশূনাং বিক্লবাত্মনাম্ ॥ ৩৪ ॥
আত্মানঞ্চ কুরুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণেন মনসেক্ষিতম্।
ধ্যায়ন্ গতে ভাগবতে রুরোদ প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৩৫ ॥

অর্থাৎ—

শ্রীশুকদেব বলিলেন :—

সেই সত্যসঙ্কল্প প্রভু ব্রহ্মশাপ উপলক্ষে নিজের বিস্তৃত কুলকে সংহার করিয়া নিজদেহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া ভাবিলেন ॥ ২৯ ॥

*　*　*　*　*

লীলার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় (মানব) দেহ ধারণকারী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শ্লাঘনীয় কর্ম্মসকলের কথা, এবং ধীরগণের বৈরাগ্যবর্দ্ধক অথচ পশুবৎ বিষয়াবিষ্ট চঞ্চলচিত্ত পুরুষদিগের পক্ষে ভীতিজনক তাঁহার **দেহত্যাগের** কথা, এবং তিনি যে তৎকালে বিদুরকে স্মরণ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়, উদ্ধবের নিকট শ্রবণ করিয়া, উদ্ধব গমন করিলে পর, বিদুর ভগবান্‌কে ধ্যান করতঃ প্রেমবিহ্বলচিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩,৩৪,৩৫ ॥

ভাগবৎ শ্রোতা পরীক্ষিতের উক্তিও কয়েকটি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা :—

শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ৪র্থ অঃ—

শ্রীরাজোবাচ

নিধনমুপগতেষু বৃষ্ণিভোজেষ্বধিরথযূথপযূথপেষু মুখ্যঃ।
স তু কথমবশিষ্ট উদ্ধবো **যদ্ধরিরপি তত্যাজ আকৃতিং ত্র্যধীশঃ** ॥২৮॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ৩০ অঃ—

ব্রহ্মশাপোপসংসৃষ্টে স্বকুলে যাদবর্ষভঃ।
প্রেয়সীং সর্ব্বনেত্রাণাং **তনুং স কথমত্যজৎ** ॥ ২ ॥

শুকদেবের প্রদত্ত এই প্রশ্নের উত্তরও নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা :—

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ৩১শ অঃ—

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।
যোগধারণয়াগ্নেয্যা **দগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্** ॥ ৬ ॥

রাজন্ পরস্য **তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা** মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।
সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে সংহৃত্য চাত্মমহিম্নোপরতঃ স আস্তে ॥১১॥

মর্ত্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং ত্বাঞ্চানয়চ্ছরণদঃ পরমাস্ত্রদগ্ধম্।
জিগ্যেঽন্তকান্তকমপীশমসা**বনীশঃ কিং স্বাবনে** স্বরনয়ন্মৃগয়ুং সদেহম্ ॥ ১২ ॥

তথাপ্যশেষস্থিতিসম্ভবাপ্যয়েষ্বনন্যহেতুর্যদশেষশক্তিধৃক্।
নৈচ্ছৎ প্রণেতুং **বপুরত্র শেষিতং** মর্ত্ত্যেন কিং স্বস্থগতিং প্রদর্শয়ন্ ॥১৩॥

এই সকল শ্লোকের অর্থ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে। যথা :—

রাজা পরীক্ষিত বলিলেন :—যূথপতিগণের শ্রেষ্ঠ অধিরথ, বৃষ্ণি ও ভোজ বংশীয়গণ সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইলে এবং ত্রিলোকনাথ হরিও **দেহ পরিত্যাগ করিলে** সেই প্রসিদ্ধ ভক্ত উদ্ধব আর কি নিমিত্ত জীবিত রহিলেন ? ২৮ ॥ ৩য় স্কন্ধ ৪র্থ অঃ ভাগবত।

১১শ স্কন্ধ ৩০শ অধ্যায় :—

পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন :—স্বকীয় যদুবংশ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইলে, যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে সর্ব্বলোকের পক্ষে আনন্দদর্শন **নিজ দেহ পরিত্যাগ করিলেন** ? ॥ ২ ॥

এই প্রশ্নের উত্তরে যাদবদিগের প্রভাসতীর্থে গমন ও তথায় মদিরা পানে মত্ত হইয়া পরস্পর যুদ্ধে আসক্ত হইয়া দেহত্যাগ, ও পরে বলদেবের দেহত্যাগ, তৎপর ভগবানের এক পিপ্পলবৃক্ষের মূলদেশে পৃষ্ঠদেশ ধারণপূর্ব্বক ধরাপৃষ্ঠে উপবেশন, ও তথায় ব্যাধ কর্ত্তৃক মৃগবোধে তাঁহার পাদতল শরাঘাতে বিদ্ধ হওয়া, ও পরে ব্যাধের স্তুতি, ও ভগবান্ কর্ত্তৃক তাহাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ বর্ণনা করিয়া শুকদেব বলিলেন :—

১১শ স্কন্ধ ভাগবত ৩১শ অধ্যায় :—

যাহা সর্ব্বলোকের আনন্দদায়ক, যে দেহের ধারণা ও ধ্যান সর্ব্ববিধ মঙ্গল প্রদান করিয়া থাকে, ভগবান্ আগ্নেয়ী যোগ-ধারণা দ্বারা সেই দেহ দগ্ধ করিয়া স্বীয়ধামে গমন করিলেন ॥ ৬ ॥

শ্লোকে "আগ্নেয্যা দগ্ধা" পদ উক্ত আছে ; এই পদ যেমন আছে তদ্রূপই ইহার অনুবাদ করা হইল। পরন্তু আগ্নেয্যা + অদগ্ধা = "আগ্নেয্যাদগ্ধা" এইরূপও পদ যোজনা করা যাইতে পারে ; শ্রীধরস্বামী তাহাই করিয়া শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন ; কারণ তিনি বলেন জগৎ এই দেহেই প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এই দেহ দগ্ধ হইলে জগতেরও দাহ প্রসঙ্গ

হয়। ভগবান্ অর্জ্জুনকে এবং যশোদাকে এই দেহেই ত্রিভুবন প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বোধ হয় এই নিমিত্ত শ্রীধরস্বামী এইরূপ মনে করিয়া থাকিবেন যে, এই দেহে জগৎ প্রতিষ্ঠিত থাকায়, ইহার দাহে জগতেরও দাহ উপস্থিত হইবার প্রসঙ্গ হয়। মুনিদিগেরও কখন কখন মতিভ্রম হয় ইহা একটি প্রসিদ্ধ বাক্য। অতএব শ্রীধরস্বামীরও এই স্থানে ভ্রমই হইয়াছে বোধ হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ত সর্ব্বপ্রকার সামর্থ্যই ছিল; পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষমাত্রই আপনাতে সমস্ত বিশ্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়েন; তাহা ভগবান্ স্বয়ং ভগবদ্গীতায় উপদেশ করিয়াছেন "যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি" (গীতা ৪র্থ অঃ ৩৫ শ্লোক)। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ আপনাতে সমগ্র বিশ্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন, এবং তাঁহারা শক্তিদান করিলে অপরেও সমর্থ হয়; এই নিমিত্ত কি তাঁহার দেহের বিনাশে সমস্ত বিশ্বের বিনাশ হয়? এক ক্ষুদ্র দর্পণে অনন্ত আকাশ প্রতিবিম্বিত হয়; তন্নিমিত্ত ঐ দর্পণের ধ্বংসে আকাশের ধ্বংস হয় না। মহাভারতে বনপর্ব্বের ৯৯ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে, শ্রীরামাবতারেও পরশুরামকে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র নিজ দেহে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক স্বামীর প্রদর্শিত যুক্তি সঙ্গত না হইলেও, "আগ্নেয্যাদগ্ধা" পদের আগ্নেয্যা + অদগ্ধা এইরূপে সন্ধিবিশ্লেষ করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ করিয়া অর্থ করিবার কোন হেতু দৃষ্ট হয় না; কারণ আগ্নেয়ী যোগ ধারণার কোন প্রসঙ্গ ভাগবতে কোন স্থানে পূর্ব্বে নাই; হঠাৎ এই স্থানে এই আগ্নেয়ী যোগের বিষয় উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক "অ" অক্ষর "দগ্ধা" পদের পূর্ব্বে যোজনা করিয়া অর্থ করিলেও, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি অপরাপর পুরাণের এবং শ্রীমদ্ভাগবতেরও পূর্ব্বোদ্ধৃত

বাক্য সকলের সহিত একবাক্যতা রক্ষা করিয়া, এইরূপই অর্থ করিতে হয় যে, ভগবান্ আগ্নেয়ী ধারণা দ্বারা দেহকে দগ্ধ না করিয়া, তাহা এইখানে অমনি পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় ধামে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

"দগ্ধা" পদের পূর্ব্বে অকার যোগ না করিয়া শ্লোকার্থ করিলেও অপর পুরাণ সকলের সহিত এক বাক্যতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই বলিতে হইবে যে "দগ্ধা" পদের অর্থ একেবারে ভস্মীকরণ নহে, সাধারণ ভাবে দাহ মাত্র, যাহাতে দেহ বিকৃত হইয়াও বর্ত্তমান থাকে; কারণ পরে অর্জ্জুন অন্বেষণ করিয়া রাম কৃষ্ণ উভয়ের দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তাহার সৎকার করিয়াছেন বলিয়া অন্যান্য পুরাণে উল্লিখিত আছে।

বস্তুতঃ ভগবান্ যে স্বীয় মানুষ কলেবর ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা অন্যান্য পুরাণের অনুরূপ ভাগবতকারও অনেক স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে কয়েকটি স্থল পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ঐ ৩১শ অধ্যায়ের পূর্ব্বোদ্ধৃত ৬ষ্ঠ সংখ্যক শ্লোকের পরে যে ১১।১২।১৩ সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা পাঠেও এই বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এইক্ষণ ঐ সকল শ্লোকের অর্থ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে। যথা:—

হে রাজন্! পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দেহধারী যাদবগণের কুলে জন্মগ্রহণ ও দেহত্যাগকে (তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা = তনুভৃৎসু যাদবাদিষু জননাপ্যয়েহা আবির্ভাব-তিরোভাব-চেষ্টা ইতি শ্রীধরস্বামী; অপ্যয় = দেহনাশ + ঈহা = চেষ্টা, কর্ম্ম) নটের মায়ার অনুকরণ মাত্র জানিবে। তিনি নিজে দেহ রচনা করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া (কিছুকাল) বিহারপূর্ব্বক স্বয়ংই তাহা সংহার করতঃ আপন মহিমাতে বিরাজিত আছেন॥১১॥

সকলের আশ্রয়দাতা যিনি এই মর্ত্ত্য দেহ দ্বারাই যমলোকগত গুরু-পুত্রকে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ তোমাকে রক্ষা

করিয়াছিলেন, যিনি মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবকেও সংগ্রামে জয় করিয়াছিলেন, যিনি ব্যাধকে পর্য্যন্ত সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি কি নিজের দেহকে রক্ষা করিতে অসমর্থ ছিলেন? ("অনীশঃ কিং স্বাবনে" =স্বাবনে স্বরক্ষণে কিং অনীশঃ=অসমর্থঃ) ॥১২॥

"স্বাবনে" পদের অর্থ শ্রীধরস্বামীও "স্বরক্ষণে" করিয়াছেন। "স্বানাং যদূনাং অবনে রক্ষণে" এইরূপ অর্থও কেহ কেহ করিয়াছেন, তাহা অস্বাভাবিক কষ্ট কল্পনা বলিয়া বোধ হয়।

যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের একমাত্র কারণ এবং অনন্ত শক্তিধারী তিনি মর্ত্ত্যদেহের আদর যে বৃথা ইহা শিক্ষা দিবার নিমিত্তই যতুকুল সংহারের পর পৃথিবীতে অবশিষ্ট একমাত্র নিজ দেহকেও বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন নাই ॥১৩॥

এই সকল এবং এইরূপ অন্যান্য প্রমাণ দৃষ্টে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে ভগবান্ মনুষ্য-দেহাবলম্বনেই মনুষ্যলোকে প্রকাশিত হইয়াছিলেন এবং লীলা সম্বরণ সময়ে সেই দেহকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ ধামে গমন করিয়াছিলেন।

পরন্তু মনুষ্য-দেহ কোন্ উপাদানে নির্ম্মিত ইহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। ইহা সকলেরই বিদিত আছে যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ পদার্থের বিভিন্ন প্রকার বিমিশ্রণে (পঞ্চীকরণে) দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ ও জাগতিক সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হইয়াছে। মনুষ্যাদি মর্ত্ত্যদেহে ক্ষিতি ও অপের অংশ অধিক; দেবাদির দেহে ক্ষিতি ও অপের অংশ অতি অল্প এবং অপর ভূতত্রয়ের অংশ অধিক; পরন্তু ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম নামবিশিষ্ট যে পাঁচটি পদার্থ আছে, ইহাদের স্বরূপ কি, ইহারা কোন্ উপাদানে গঠিত এবিষয়ের অনুসন্ধান করিলে

জানা যায় যে, শ্রুতি বলিয়াছেন এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম ("সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"), ইহাদের সকলেরই একমাত্র উপাদান ব্রহ্ম। ব্রহ্মস্বরূপ ও জগৎস্বরূপ ব্যাখ্যাকালে নানাবিধ শ্রুতি প্রমাণ উল্লেখ করিয়া এবং নানাবিধ দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। শ্রুতি স্বয়ং দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যাঁহার অবিকৃত সুবর্ণের জ্ঞান হইয়াছে, তিনি জানেন যে সুবর্ণনির্ম্মিত বলয়, কুণ্ডল, হার প্রভৃতি সমস্তই সুবর্ণমাত্র, তদ্ভিন্ন কিছু নহে, কেবল পৃথক্ পৃথক্ নাম রূপের দ্বারা পরস্পর হইতে বিভিন্ন বলিয়া পরিচিত হয় (ছান্দোগ্য ৬ অঃ ১ম খণ্ড)। তদ্রূপ জাগতিক সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই সকলের উপাদান, কেবল ভিন্ন ভিন্ন নামের ও রূপের দ্বারা পরস্পর হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়; অবিকৃত স্বর্ণ দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন বলয় কুণ্ডলাদিকে এক সুবর্ণ বলিয়া জ্ঞান জন্মে না, তদ্রূপ ব্রহ্মদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত জাগতিক বস্তুনিচয় যে সমস্তই ব্রহ্ম তাহার বোধ জন্মে না, ব্রহ্ম দর্শন হইলে সকলকেই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হয়। বস্তু সকলের যে বিভিন্ন রূপ, তাহাও যে ব্রহ্মেই অবস্থিত আছে, তাহা যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, তাহা প্রস্তরখণ্ডের দৃষ্টান্ত ও অপরাপর দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সম্পূর্ণরূপে অবিকৃত থাকিলেও তাহার বিশেষ বিশেষ অংশের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিলে তাহাতে কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা প্রভৃতি অসংখ্য রূপ দৃষ্ট হইতে পারে ইহা পূর্ব্বে বিশেষ-রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছি; এই তথ্য প্রকাশক অপরাপর দৃষ্টান্ত ও যুক্তির দ্বারা এই বিষয়টি খুব পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিবে।

অতএব মনুষ্য-দেহ যে ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ পদার্থের দ্বারা গঠিত, সেই ক্ষিতি প্রভৃতি পদার্থের উপাদান যখন ব্রহ্ম, তখন ভগবান্ মনুষ্য-দেহা-

বলম্বনে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া থাকিলেও, তাঁহার দেহ সর্ব্বাংশে ব্রহ্মই, অন্য কিছু নহে। তাঁহার কোন প্রকার অবিদ্যা সম্বন্ধ না থাকায়, এবং তাঁহার দেহ কোন প্রকার প্রাক্তন কর্ম্মাধীন না হওয়ায়, ইহা কেবল তাঁহার নিজ ইচ্ছা দ্বারা প্রকাশিত হওয়ায়, অপর জীবের দেহ হইতে ইহার বহু পার্থক্য আছে, ইহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি। এই দেহাবলম্বনে ভগবান্ ইন্দ্রলোকে গিয়া ইন্দ্রের পারিজাত আহরণ করিয়াছিলেন, বরুণ ও যম লোকে গমন করিয়া নিজ পিতা নন্দরাজকে এবং গুরুপুত্রকে আনয়ন করিয়াছিলেন, মৃত ব্রাহ্মণকুমার সকলকে আনয়ন করিবার জন্য অর্জ্জুন সহকারে ত্রিলোকের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক তমোময় লোক পর্য্যন্ত উৎক্রমণ করিয়া ভগবান্ অনন্তদেবের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সকল কার্য্য কি সাধারণ মনুষ্যদেহের দ্বারা সম্ভাবিত হইতে পারে? অতএব যদি সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করাই যথার্থ সত্য দর্শন হয়, এবং ইহাই যদি জীবের পক্ষে পরম শ্রেয়ঃ সাধন হয়, তবে সর্ব্বপ্রথমেই কি এই বিশুদ্ধ অবতার-দেহে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য নহে? যাহার এই দেহেও ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপিত হইবে না, যিনি এই দেহেও ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবেন না, তাঁহার পক্ষে অন্যত্র কোন স্থানে ইহা স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি? জাগতিক কোন অবয়বে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জ্ঞানে কেবল পঞ্চ ভূতাত্মক বলিয়া বুদ্ধি স্থাপন করাই অবিদ্যার পুষ্টিসাধক এবং মিথ্যা জ্ঞানের প্রশ্রয়প্রদ। অতএব আপনার কল্যাণার্থী পুরুষ অন্ততঃ ভগবদবতার-দেহে এই ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিবেন। ভগবদ্দেহকে মনুষ্য দেহ বলিয়া বিশেষিত করিয়া বলিলেই বাস্তবিক অব্রহ্মজ্ঞ লোকের মনে এই ভাব বর্ত্তমান হয় যে ইহা ব্রহ্ম নহে, ক্ষুদ্র জড় বস্তু। অতএব ইহার দ্বারা তাঁহার

অবজ্ঞাই হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাতে অপরাধ জন্মে। অতএব কল্যাণার্থী পুরুষ ভগবদ্দেহে মনুষ্য বুদ্ধি পরিহার করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ হইবেন।

আর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে প্রকাশিত জাগতিক সমস্ত রূপই ব্রহ্ম-সত্ত্বায় নিত্য বর্ত্তমান আছে। সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের জ্ঞানে যে সমস্ত জাগতিক বস্তুর নিত্য বিদ্যমানতা আছে তাহা পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে এমত আশঙ্কা করিও না। দেখ, তোমার নিজের বাল্যকাল হইতে এই পর্য্যন্ত কত অনন্ত বস্তু তোমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছে ; তৎসমস্তের রূপ তোমার চিত্তে অঙ্কিত হইয়া আছে, তাহা তুমি বুঝিতে পার না ; কিন্তু উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলে অতীতকালে দৃষ্ট বস্তুর ও ঘটনাসকলের রূপ তোমার স্মৃতিপথে উদিত হয়, এবং তাহারা যে তোমার চিত্তে অদৃশ্যভাবে বর্ত্তমান ছিল তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করিয়া দেয়। হ্যামিল্টনের Lectures on metaphysics গ্রন্থে আমি বালককালে পড়িয়াছিলাম বলিয়া মনে হইতেছে যে, তাহার একস্থানে এইরূপ লিখিত আছে যে একটি মেয়ের হিষ্টিরিয়া রোগ হয় ; সে কখনও ল্যাটিন ভাষা পড়ে নাই ও জানিত না ; কিন্তু তাহার ব্যারাম উপস্থিত হইলে ল্যাটিন ভাষার গ্রন্থের উক্তিসকল আবৃত্তি করিত। ইহা দেখিয়া তাহার আত্মীয়েরা প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, কোন পণ্ডিত প্রেত (learned ghost) তাহার শরীরকে আশ্রয় করিয়াছে। কিন্তু পরে অনুসন্ধানে জানা গেল যে তাহার শৈশবাবস্থায় এক ল্যাটিন ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট সে থাকিত ; ঐ পণ্ডিত ল্যাটিন ভাষার গ্রন্থ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেন, সেই বালিকা অবশ্য তাহা শুনিতে পাইত, কিন্তু কিছু বুঝিত না ; সেই সকল ল্যাটিন বোল অলক্ষিতভাবে তাহার চিত্তে অঙ্কিত হইয়াছিল, ব্যারামের সময় সেই সকল বোল তাহার স্মৃতিপথে

উদয় হওয়াতে, ঐ অবস্থায় সে তাহা উচ্চারণ করিত, কিন্তু ভাল অবস্থায় তাহা কোন প্রকারে স্মরণ করিতে পারিত না। প্রত্যেকের জীবনেই ন্যূনাধিক পরিমাণে ইহার অনুরূপ ঘটনাসকল দৃষ্ট হয়। অনন্ত আকাশেও সমস্ত দৃশ্যবর্গের ছবির ছাপ অঙ্কিত থাকে। শুনিয়াছি সম্প্রতি একজন 'থিয়সফিষ্ট্' সাহেব বলিয়াছেন যে তিনি ধ্যানে অবস্থিত হইলে কুরু-ক্ষেত্র সংগ্রামের দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। যোগীদের যে ভূত ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞান উদিত হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই; ইহার প্রমাণ তোমরাও কেহ কেহ সময় সময় পাইয়া থাকিবে। অতএব অচিন্ত্যশক্তি, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মে যে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্ত নিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। বিষ্ণুপুরাণের ১ম অংশের ২২শ অধ্যায়ে লিখিত আছে "তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্ মুনিবরাখিলম্। আবির্ভাব-তিরোভাব-জন্মনাশবিকল্পবৎ॥" অর্থাৎ হে মুনিবর, এই সমস্ত জগৎ অক্ষয়, নিত্য; ইহার আবির্ভাব ও তিরোভাবকেই উৎপত্তি ও নাশ শব্দে ব্যাখ্যা করা যায়।

ভগবদবতারের রূপও এইরূপ নিত্য বলিয়া জানিবে; তাহা নিত্য ব্রহ্মসত্তায় বর্ত্তমান থাকায়, সাধককে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত তাহার ধ্যেয় রূপাবলম্বনে ভগবান্ তাহার নিকট প্রকাশিত হইয়া তাহার বাঞ্ছা পূরণ করেন। অতএব অবতার-দেহের পতন হইলেও তাঁহার মূর্ত্তির ধ্যান ব্যর্থ হয় না, তাহা অমোঘ ফলপ্রদ, ইহাতে কোন সংশয় করিবে না; এই ধ্যান কদাপি নিষ্ফল হয় না। ইহা বিশ্বাস করিয়া সাধন করিলে ইহার সত্যতা আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত ও সাধন

বিষয়—ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) সিদ্ধান্ত কি ?

শিষ্য। দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত কি, কি নিমিত্ত ইহাকে দ্বৈতাদ্বৈত অথবা ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত বলে, এই বিষয়ে যাহাতে পরিষ্কার ধারণা হয়, এইরূপ পরিষ্কারভাবে সংক্ষেপে ইহা কৃপা করিয়া বর্ণনা করুন।

গুরু। আমাদের সিদ্ধান্তানুসারে শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মবিদ্যা যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে সংক্ষেপতঃ তাহা বর্ণনা করিতেছি :—

ওঁ

১। ব্রহ্ম চিদানন্দরূপ অদ্বৈত সদ্বস্তু।

ব্যাখ্যা :—ব্রহ্ম সদ্বস্তু, তিনি আছেন ; তিনি স্বরূপতঃ আনন্দময় ; কিন্তু চিনি যেমন নিজের মিষ্টতা অনুভব করিতে পারে না, ব্রহ্ম তদ্রূপ নহেন ; তিনি নিজে আনন্দরূপ হইয়াও নিজের স্বরূপগত সেই আনন্দকে অনুভব করেন। অতএব তিনি চিদানন্দরূপ সদ্বস্তু। আর তিনি ভিন্ন সদ্বস্তু দ্বিতীয় কিছু নাই ; এই নিমিত্ত তিনি অদ্বৈত।

২। এই যে অনন্তরূপবিশিষ্ট বিচিত্র জগৎ এবং জাগতিক পদার্থ সকল, তৎসমস্ত সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মের সহিত একরস হইয়া ব্রহ্মসত্তায় নিত্য বর্ত্তমান আছে ; এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম। অতএব ইহাদের অস্তিত্বের দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বৈতত্বের হানি হয় না।

ব্যাখ্যা :—যেমন পীত, নীল, লোহিতাদি (violet, indigo, blue

&c.) সাতটি বর্ণ পরস্পর ভেদরহিত হইয়া এক শুক্ল (white) বর্ণে বর্ত্তমান থাকে, যেমন তোমার এক চিত্তে দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন প্রভৃতি শক্তি, পরস্পর ভেদবিবর্জ্জিত হইয়া চিত্তের সহিত এক হইয়া নিত্য বর্ত্তমান থাকে ; যেমন বাহ্য বস্তুসকলের রূপ, রসাদি তোমার ইন্দ্রিয়দিগের দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হইলে, প্রত্যক্ষকালীন তোমার চিত্তে অঙ্কিত তাহাদের প্রতিবিম্ব সকল পরে চিত্তে লীন হইয়া, পরস্পরের ভেদবর্জ্জিতাবস্থায় চিত্তের সহিত এক হইয়া বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মের যে আনন্দাংশ, তাহার সহিত এক রস হইয়া সমস্ত জাগতিক বস্তুনিচয় পরস্পর ভেদবিবর্জ্জিত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে।

৩। (ক) ব্রহ্মের চিৎশক্তির দ্বারা অনন্ত প্রকারে অনুভূত হইবার যোগ্যতা ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দাংশের আছে। যেমন এক মার্জ্জিত প্রস্তরখণ্ডের বিশেষ বিশেষ অংশের উপর দৃষ্টি স্থির করিলে ঐ অবিকৃত প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে নানাবিধ রূপ কল্পনার দ্বারা দৃষ্ট হইতে পারে, অতএব ঐ প্রস্তরখণ্ড এক অবিকৃত থাকিলেও, **বহুরূপে দৃষ্ট হইবার যোগ্যতা ইহার আছে** ; যেমন প্রত্যক্ষীভূত বাহ্য বস্তুর চিত্তে প্রতিবিম্বিত রূপসকল চিত্তে লীন হইয়া থাকে, পরে উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলে, স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া চিত্তে অবস্থিত থাকিয়াও, চিত্ত হইতে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, অতএব নিজের মধ্যেই বিভিন্ন রূপসকল প্রকাশিত হইতে পারে এমত যোগ্যতা চিত্তের আছে ; তদ্রূপ ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দাংশেরও স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াও অনন্ত বিভিন্নরূপে তাঁহার চিৎশক্তির দ্বারা অনুভূত হইবার যোগ্যতা আছে। **ইহারই নাম মায়াশক্তি**। স্বীয় স্বরূপগত চিচ্ছক্তির দ্বারা স্বীয় স্বরূপগত এক আনন্দকে অনন্তরূপে তিনি অনুভব করিতে পারেন। ইহাই ব্রহ্মের ঐশী শক্তি।

এক হইয়া অনন্তরূপে আপনাকে দর্শন করেন—আপনার আনন্দ অনন্তরূপে আস্বাদন করেন, এই নিমিত্ত তাঁহার ঈশ্বর সংজ্ঞা হয়।

(খ) ব্রহ্মের আনন্দাংশের যেমন অনন্ত বিভিন্নরূপে অনুভূত হইবার যোগ্যতা নিত্য বর্ত্তমান আছে, তদ্রূপ ঐ আনন্দকে অনন্তরূপে অনুভব করিবার নিমিত্ত অনন্তভাগে প্রকাশিত হইবার যোগ্যতা তাঁহার চিদংশেরও নিত্য বর্ত্তমান আছে। ব্রহ্ম যেন তাঁহার চিচ্ছক্তির অনন্ত শাখা বিস্তার করিয়া তাঁহার আনন্দাংশকে অনন্তপ্রকারে নিত্য ভোগ করিয়া থাকেন। সূর্য্যদেব যেমন অনন্ত রশ্মি সর্ব্বদিকে বিস্তার করিয়া সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করেন এবং তৎস্থিত সর্ব্বপদার্থের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হয়েন, তদ্রূপ অনন্ত সূক্ষ্ম চিৎরশ্মিসকলের দ্বারা ব্রহ্ম অনন্তরূপে স্বীয় আনন্দাংশের সহিত মিলিত হইয়া ঐ আনন্দকে অনন্তরূপে আস্বাদন করেন। ব্রহ্মের এই সকল সূক্ষ্ম চিৎরশ্মি (অথবা চিৎশাখা)ই জীব নামে আখ্যাত ; ইহাই জীবের স্বরূপ। ব্রহ্মের যে ব্যাপক চিৎশক্তি, যাহা ঐশীশক্তি নামে আখ্যাত হয়, তাহার নিত্য অন্তর্ভূ'ত এই জীব-শক্তি। আর ব্রহ্মে অভিন্নভাবে স্থিত থাকিয়াও তাঁহার আনন্দাংশ যে অনন্তরূপে তাঁহার চিচ্ছক্তির দ্বারা অনুভূত হয়, তাহাই দৃশ্য স্থানীয় জগৎ ; ঈশ্বর ইহার সম্যক্ দ্রষ্টা, জীব ইহার ব্যষ্টি দ্রষ্টা। ব্রহ্মের এই আনন্দ ও চিৎকে কেবল বুঝাইবার নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ব্যাখ্যা করা হইল ; বস্তুতঃ ঐ আনন্দ অথবা তাহার কোন অংশ কখন চিদ্রহিত থাকে না, এবং চিৎও আনন্দ সংযুক্ত না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে না। উভয়ই এক অবিভক্ত সদ্‌ব্রহ্মরূপের অন্তর্গত।

ঈশ্বর নিত্য সম্যক্ দ্রষ্টা হওয়ায়, তিনি জাগতিক সমস্ত রূপকে স্বীয় আনন্দাংশের প্রকাশভাব মাত্র বলিয়া জানেন—তাঁহার নিজেরই স্বরূপ

মধ্যে স্থিত বলিয়া দর্শন করেন; এই দর্শন আনন্দেরই দর্শন; অতএব তাঁহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও অজ্ঞান অথবা দুঃখানুভব নাই। জীব তাঁহার অংশ হইলেও স্বভাবতঃ অসম্যগ্‌দর্শী; দৃশ্যস্থানীয় আনন্দাংশের প্রতি বিশেষ-রূপে অভিনিবেশ বশতঃ, **স্বীয় দ্রষ্টৃ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া** এবং কেবল নিজের ভোগ্য সামগ্রীরূপে দৃশ্যের জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া যখন বর্ত্তমান হয়েন, তখন দৃশ্যস্থানীয় জগৎকেও চৈতন্যবিহীন—কেবল ভোগ্য অচেতন পদার্থ বলিয়া অনুভব করেন, ইহাই অবিদ্যার স্বরূপ। অবিদ্যাযুক্ত জীবকে বদ্ধজীব বলে। আর যখন জীব ঈশ্বরের বিধানানুসারে স্বীয় চিদ্রূপে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, **যখন স্বীয় চিদ্রূপকেও সম্যক্ জ্ঞাত হয়েন,** তখন দৃশ্যস্থানীয় জগৎও চিদানন্দময়রূপে তাঁহার নিকট প্রতিভাত হয়। তিনি আর জগৎকে অচেতন দেখেন না। তদবস্থায় তাঁহাকে মুক্তজীব বলা যায়। পরন্তু চিদ্রূপের দর্শন হইবা মাত্রই জগতের অচেতনত্ব বিষয়ক সংস্কার তিরোহিত হয় না; অতএব ব্রহ্মজ্ঞান হইবার পরও অচেতন দেহধারীরূপে তিনি জীবিত থাকেন; যখন ভোগের দ্বারা এই সংস্কার সম্যক্ তিরোহিত হয়, তখন তাঁহার স্থূলদেহ প্রথমে বিযুক্ত হয়, তিনি সূক্ষ্মদেহ আশ্রয় করিয়া সূক্ষ্ম ব্রহ্মলোকে গমন করেন; যাইতে যাইতে ক্রমশঃ তাঁহার সূক্ষ্মদেহের সংস্কারও বিলুপ্ত হইতে থাকে, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পর একেবারে বিলুপ্ত হয়; তখন তাঁহার সূক্ষ্মদেহ বিশেষত্ববর্জ্জিত হইয়া আপন আনন্দরূপতা লাভ করে, তখন তিনি নিজে আনন্দময় হইয়া চিদ্রূপে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইহাই পরম মোক্ষ, যাহাকে কৈবল্য অথবা বিদেহমুক্তি বলা যায়। ব্রহ্মদর্শন হইবার পর যতদিন তিনি স্থূলদেহধারী রূপে জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁহাকে জীবন্মুক্ত

বলা যায় ; চিদ্রূপ ব্রহ্মের জ্ঞান হইলেও জগতের প্রতি অচেতন বুদ্ধির পূর্ব্ব সংস্কার সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে কিছু বিলম্ব হয়। বালককালে এক স্থানে ভূত আছে শুনিয়াছিলে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিতরূপে জানিলে যে তথায় ভূত নাই, কিন্তু এইরূপ জানিলেও পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ যেমন সেই স্থানে একক রাত্রে যাইতে কিছুকাল পর্য্যন্ত মনে ভয়ের সঞ্চার হয়, ইহাও তদ্রূপ। স্থূলদেহধারী বলিয়া যে সংস্কার তাহা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, সূক্ষ্মদেহধারী বলিয়া যে সংস্কার (মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আমার স্বরূপগত বলিয়া যে সংস্কার) তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক দৃঢ়। প্রাক্তন ভোগের দ্বারা স্থূলদেহের সংস্কার দূরীভূত হইলে, সূক্ষ্মদেহের সংস্কার সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয় না ; অতএব স্থূলদেহের সংস্কার বিলুপ্ত হইলে, ঐ দেহ সূক্ষ্মদেহ হইতে বিযুক্ত হইয়া পতিত হয় ; জীব তখন সূক্ষ্মদেহাবলম্বনে অর্চ্চিরাদি মার্গ অবলম্বনে ব্রহ্মলোকগত হয় ; তথায় ঐ দেহের সংস্কারও সম্যক্ বিলুপ্ত হইলে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়রূপে ঐ সূক্ষ্মদেহের উপকরণ সকল প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আনন্দময়রূপে ইহাদের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বদাই ছিল, কিন্তু তদাশ্রিত জীবচৈতন্য বদ্ধাবস্থায় স্বরূপজ্ঞান হইতে বিচ্যুত হওয়ায়, তিনি ইহারও যথার্থ চৈতন্যময় স্বরূপ অনুভব করিতে না পারিয়া দুঃখভাগী হইয়াছিলেন। এইক্ষণ সেই ভ্রম ঈশ্বরকৃপায় বিদূরিত হওয়ায়, পুনরায় চিদানন্দময়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এক কথায় বলিতে হইলে **চিদ্রূপতার বিস্মৃতিই বন্ধহেতু, চিন্ময়তার সাক্ষাৎকারই মোক্ষহেতু, চিদানন্দময়রূপে প্রতিষ্ঠাই মোক্ষ।**

ব্রহ্ম এক অদ্বৈত হইয়াও অনন্ত বিভিন্নরূপে যে আপনাকে উক্ত প্রকারে অনুভব করেন, ইহাই তাঁহার দ্বৈতত্ব। ইহাও নিত্য তাঁহার

স্বরূপে বর্ত্তমান থাকাতে, তাঁহার সম্পূর্ণ স্বরূপ বর্ণনা করিতে হইলে তাঁহাকে দ্বৈতাদ্বৈত বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

জীব (বদ্ধ এবং মুক্ত উভয় অবস্থায়, স্বরূপতঃ) ব্রহ্মের অঙ্গীভূত অংশ মাত্র। অংশের সহিত অংশীর সম্বন্ধ ভেদাভেদ সম্বন্ধ। অংশ সর্ব্বতো-ভাবে অংশীর অন্তর্গত, অতএব অভিন্ন। আবার অংশ অপেক্ষা অংশী ব্যাপক, অতএব ভিন্নও বটে। সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধকে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলা যায়। অংশীতেই অংশের প্রতিষ্ঠা, অতএব অংশ অংশীকেই আপনার আত্মা বলিয়া জ্ঞাত হয়েন; তদ্ধেতু অংশীর সহিত অংশের **তাদাত্ম্য** সম্বন্ধ থাকা বলা যায়।

দৃশ্যমান জগতের উপাদান আনন্দময় ব্রহ্ম। অতএব এই সত্য কারণের কার্য্যরূপে প্রকাশিত জগৎও সত্য। ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল বলিয়া যে বোধ ইহা ভ্রম; ইহা জীবের অসম্যক্ দর্শিত্বের ফল; ইহারই নাম অবিদ্যা। জগতের সঙ্গেও ব্রহ্মের ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) সম্বন্ধ, কারণ জগতও ব্রহ্মের অংশমাত্র।

এই ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান সদ্‌গুরুর আশ্রয় ভিন্ন উপজাত হয় না। তাঁহাতে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক ভক্তির সহিত ভজন করিলে ব্রহ্ম সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়েন। ব্রহ্মই জীবের আত্মা ও প্রতিষ্ঠাস্থান ইহা জানিয়া তাঁহাতে ঐকান্তিক ভক্তিযুক্ত হইলে, তাঁহার স্বরূপ সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়, তখন তিনি ভেদবুদ্ধিবর্জ্জিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চিদানন্দময়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

সংক্ষেপে এই ব্রহ্মবিদ্যা স্বীয় বোধ অনুসারে ব্যাখ্যা করিলাম।

ওঁ তৎ সৎ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয়—গুরু-লক্ষণ, শিষ্য-লক্ষণ, দীক্ষা ও উপাসনা প্রণালী দ্বৈতাদ্বৈত মতে কিরূপ ?

শিষ্য। সদ্‌গুরুর লক্ষণ কি, দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি, এবং দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তানুগত নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের দীক্ষা প্রণালী কি, এবং এই সম্প্রদায়ের সাধন প্রণালীই বা কি, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। ক্রমশঃ সংক্ষেপে এই সকল বিষয় বর্ণনা করিতেছি :—

১। গুরুর লক্ষণ ও দীক্ষার প্রয়োজন—

গুরু ব্রহ্মবিৎ ঋষিগণ হইতে পরম্পরাগত সম্প্রদায়ভুক্ত পুরুষ হওয়া চাই। গুরু সম্বন্ধে এইটি সর্ব্বপ্রথমে দ্রষ্টব্য। জগতের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মবিৎ গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন, এবং ঐ উপদেশসকল উপযুক্ত শিষ্যে স্ফুরণ করিবার শক্তি গুরুতে সঞ্চারিত করিয়াছেন। এই শক্তি পরম্পরা-রূপে আগত হইয়াছে। পরম্পরারূপে আগত এই শক্তি যিনি লাভ না করিয়াছেন তিনি যতই শক্তিশালী এবং যতই জ্ঞানী হউন না কেন, শিষ্যকে মোক্ষমার্গ প্রাপ্তি করাইতে পারিবেন না। "সম্প্রদায় বিহীনা বিদ্যা" (পরম্পরা সূত্রে প্রাপ্ত না হইলে) যে ফলবতী হয় না তদ্বিষয়ে বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রসিদ্ধ আছে, অতএব তাহার আর উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। দীক্ষা ভিন্ন বিদ্যা যে ফলবতী হয় না তাহা ত সর্ব্ববিধ শাস্ত্রকারগণ এবং অপরাপর মহাপুরুষগণ একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। আর দীক্ষিত ভিন্ন কেহ যে ব্রহ্মদর্শন লাভ করিতে পারেন ইহার কোন প্রমাণও নাই।

"মন্ত্ররহস্য-ষোড়শী" নামক এক গ্রন্থ শ্রীনিম্বার্ক ভগবান্ রচনা করিয়া গিয়াছেন; ঐ গ্রন্থের এক বিস্তৃত টীকা আছে; তাহা তৎশিষ্য

শ্রীসুন্দর ভট্টজী কৃত বলিয়া পরিচিত আছে; তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার সদ্‌গুরুর অন্যান্য লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে।

সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ না করিলে যে ব্রহ্মবিদ্যার স্ফুরণ হয় না, তদ্বিষয়ক বহু শ্রুতি ও অপর শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

কিং চ "শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং" "ত্রিষু বর্ণেষু সম্ভূতো, মামেব শরণং গতঃ, নিত্যনৈমিত্তিকপরো মদীয়ারাধনে রতঃ, আত্মীয় পরকীয়েষু সমো দেশিক উচ্যতে" ইতি। "আচার্য্যো বেদসম্পন্নো বিষ্ণুভক্তো বিমৎসরঃ। মন্ত্রজ্ঞো মন্ত্রভক্তশ্চ সদা মন্ত্রাশ্রয়ঃ শুচি॥ গুরুভক্তিসমাযুক্তঃ পুরাণজ্ঞ বিশেষতঃ। এবং লক্ষণসম্পন্নো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥" ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত লক্ষণসম্পন্নঃ কারুণ্য-বাৎসল্য-ক্ষমার্জ্জবমার্দ্দবাদি-গুণাশ্রয় এব মুমুক্ষুণা আশ্রয়নীয়ঃ; ব্যতিরেকে দোষ স্মরণাৎ "ভিন্ননাবাশ্রিতঃ স্তব্ধো যথা পারং ন গচ্ছতি। জ্ঞানহীনং গুরুং প্রাপ্য কুতো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥" ইত্যাদিভিঃ প্রসঙ্গ-প্রাপ্তং গুরু-লক্ষণমুক্তম্।

এই সংস্কৃত বাঙ্গালার ন্যায় সহজ; অতএব ইহার অনুবাদ করা নিষ্প্রয়োজন।

২। শিষ্য-লক্ষণ:—

পূর্ব্বোক্ত "মন্ত্ররহস্য-ষোড়শী"র ব্যাখ্যা গ্রন্থে শ্রীসুন্দর ভট্টজী শিষ্য-লক্ষণও বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে শিষ্য চারি প্রকারের হয়:—১ম শিষ্যমাত্র, ২য় অন্তরঙ্গ শিষ্য, ৩য় অন্তরঙ্গতর, ৪র্থ অন্তরঙ্গতম। তন্মধ্যে "মন্ত্ররহস্য-ষোড়শী" গ্রন্থে লিখিত ব্রহ্মবিদ্যায় অন্তরঙ্গতম শিষ্যেরই অধিকার; তদ্রূপ শিষ্যই সম্পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মবিদ্যা

লাভের অধিকারী। শ্রীনিম্বার্ক ভগবানের নিজকৃত শ্লোকে উক্ত শিষ্য-লক্ষণ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা :—

গুর্বর্থং যস্ত প্রাণাদি যৌবনং ধনমেব চ।
আত্মাত্মীয়েষু নির্ব্বিণ্ণোঽধিকারী সম্যগীর্য্যতে॥

অর্থাৎ যাঁহার প্রাণাদি, যৌবন, ধন সমস্তই গুরুর নিমিত্ত, যিনি নিজের প্রতি এবং নিজসম্বন্ধীয় সকলের প্রতি নির্ব্বেদযুক্ত (মোহশূন্য), তিনিই সম্যক্ অধিকারী বলিয়া কথিত হয়েন।

বেদান্তের ভাষ্যকার শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যকৃত এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শিষ্য-লক্ষণসকল বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে; সংক্ষেপে তাহার সার নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

উত্তম শিষ্যের এই সকল গুণ থাকা চাই :—

(১) শ্রদ্ধা (গুরুবাক্যে অটল বিশ্বাস) (২) বিবেক (নিত্যানিত্য বিচার এবং জাগতিক সমস্ত বস্তু পরমেশ্বরের, নিজস্ব বলিয়া কিছুই নাই, এই বোধ)। (৩) আর্জ্জব (সম্পূর্ণ অকপট ভাব)। (৪) অকিঞ্চনত্ব ("সাধনানুষ্ঠান-সামর্থ্যাদি-বিষয়ক কর্ত্তৃত্বাদিরূপাভিমানাদি শূন্যত্বং" অর্থাৎ সাধনানুষ্ঠানাদি বিষয়ে নিজের কোন সামর্থ্যাদি থাকার অভিমানশূন্যতা)। (৫) অনন্যগতিত্ব (গুরু ভিন্ন অন্য গতি নাই এইরূপ বোধ)। (৬) নির্ব্বেদ (বিষয়ে অনাসক্তি)। (৭) শৌচাদি সম্পন্নতা ইত্যাদি।

৩। দীক্ষা ও সাধন প্রণালী :—

শ্রীনিম্বার্ক স্বামী অতি সাধারণভাবে দীক্ষার বিষয় তিনটি শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—

আদৌ গুরৌ ন্যসেৎ প্রাণানাত্মানং ধনমেব চ।
সর্ব্বসম্বন্ধবিষয়ং কৃত্বা সেবেত নিত্যশঃ ॥
দেহেন্দ্রিয়মনপ্রাণৈর্মায়াং হিত্বা সমাহিতঃ।
ভৃত্যবৎ পুত্রবৎ সেবেৎ প্রিয়াবন্মিত্রবত্তথা ॥
যা দেয়া গুরুণা বিদ্যা ভবসম্বন্ধধ্বংসিনী।
তাং তদুক্তেন মার্গেণ ধারয়েদ্বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥

অর্থাৎ সর্ব্ব প্রথমে আপনার প্রাণ, আত্মা ও ধন সমস্ত গুরুতে অর্পণ করিবে; গুরুকেই পিতামাতা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ প্রিয় সম্বন্ধের বিষয় করিয়া নিত্য তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইবে। সমাহিত চিত্তে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন এবং প্রাণের দ্বারা মায়ামোহ পরিত্যাগ করিয়া, ভৃত্যর ন্যায়, পুত্রের ন্যায়, স্ত্রীর ন্যায়, মিত্রের ন্যায় হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিবে। ভবসম্বন্ধনাশক যে বিদ্যা গুরু প্রদান করেন, তাহা তাঁহার উপদিষ্টমার্গে বৈষ্ণবোত্তম সাধক ধারণ করিবেন।

এই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ, ও ইহা যেরূপে স্থাপিত হয় তাহা শ্রীসুন্দর ভট্টজীকৃত ব্যাখ্যাতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে; উত্তম শিষ্যের দীক্ষা প্রণালীও বিস্তৃতভাবেই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। আচার্য্য কেশব কাশ্মীর ভট্টজীর সঙ্কলিত "ক্রমদীপিকা" গ্রন্থে সাধারণ দীক্ষা-প্রণালী পঞ্চ-রাত্রানুসারে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পরন্তু সাম্প্রদায়িক প্রথার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্রীসুন্দর ভট্টজীর বর্ণিত উত্তম অধিকারীর দীক্ষা-প্রণালীই এই স্থলে নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

(১) গুরুপরিচর্য্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়া মুমুক্ষু ব্যক্তি গুরুকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যখন জানিবেন যে, তিনি অতি দয়াল, সর্ব্ব-প্রাণীর হিতকারী, নিস্পৃহ, সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ, সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধমনোরথ,

সর্ব্ব-সংশয়ছেত্তা এবং অনলস-স্বভাব ইত্যাদি, এবং গুরুরূপে বৃত হইবার যোগ্য, এবং তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস উপজাত হইয়াছে, তখন "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" ইত্যাদি প্রমাণানুসারে গুরুতে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করিবেন। এই আত্মনিবেদন সম্বন্ধে বিহিত বাক্য এইরূপ :—"ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরো, সংসারবহ্নিনা দগ্ধং মাং কালদষ্টং চ ত্বামহং শরণং গতঃ"। এইরূপ বলিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিবে।

(২) তখন দীক্ষার্থীকে গুরু কিছুকাল নিকটে রাখিয়া নানাবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া ও তাহার জাতি, স্বভাব, গুণ ও আন্তরিক বৈরাগ্য ইত্যাদি বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া যখন তাহাকে উত্তমাধিকারী বলিয়া নির্ণয় করিবেন এবং দেখিবেন যে সম্পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মবিদ্যা এই ব্যক্তি ধারণ করিতে পারিবে, তখন তাহাকে দীক্ষা প্রদান করিবেন।

(৩) দীক্ষার দিনে শিষ্য নিজ নিত্যক্রিয়া প্রভৃতি সমাপন করিয়া গুরুর অগ্রে আসিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিবেন, পরে করযোড়ে পূর্ব্বোক্ত "ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ" ইত্যাদি শ্লোক পাঠান্তে বলিবেন, "ভো ভগবন্, ত্রিবিধতাপৈঃ ষড়্ভির্ব্বিকারৈঃ গুণকর্ম্মভিঃ শব্দাদিভিশ্চাবিদ্যয়া সদৈব সর্ব্বতো গ্রস্তোঽহং অনন্তাসংখ্যেয়-সর্ব্বপ্রকারক-পাতকোপপাতক-মহাপাতকাদিভিশ্চ নিতরাং পীড়িতোঽহং, আত্মনি স্বতন্ত্র-কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাভিঃ স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয়ত্ব-রূপসত্তাভিমানেন দেহেন্দ্রিয়মনবুদ্ধ্যাদিষু স্বভোগসাধনাভিমানেন পুত্রকলত্র-মিত্রশত্রুদ্রব্যগৃহাদিষু স্বভোগ্যতা-ভিমানেন তত্তৎ সম্বন্ধাভিমানেন চ, তত্র তত্র সম্বন্ধাভিনিবেশজন্য ক্লেশা-জ্জাতবেপথুঃ, তেষু নির্ব্বিণ্ণঃ, তেভ্যো মুমুক্ষুর্দাবাগ্নিপীড়িতো, গঙ্গোদকমিব

ত্বাং শরণং গতোঽস্মি ; ভৃত্যো ভূত্বা ভর্ত্তারং ত্বাং বৃণোমি, মিত্রং ভূত্বা মিত্রং ত্বাং বৃণোমি, আত্মীয়ো ভূত্বা সর্ব্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নং আত্মানং ত্বাং বৃণোমি ; সর্ব্বসাধনশূন্যং অকিঞ্চনং সর্ব্বপাপযুক্তং অগতিং চাপি মাং কেবল-স্বাসাধারণকারুণ্যাদিগুণবশাৎ সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া নিবেদিতমাত্মানং আত্মীয়বর্গঞ্চ আত্মসাৎ কৃত্বা সর্ব্বসম্বন্ধেন মম গোপ্তা ভূত্বা মামনুগৃহাণ"। ইতি গোপ্তৃত্ববরণবিধিঃ।

ইহার ভাবার্থ :—হে ভগবন্! ত্রিবিধ তাপাদি এবং বহুশাখাবিশিষ্ট অবিদ্যাকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া সর্ব্ববিধ পাপকর্ম্মের দ্বারা আমি জর্জ্জরিত হইয়াছি ; দেহাদিতে আত্মীয়-বুদ্ধি এবং নিজের স্বাতন্ত্র্য ও কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি দ্বারা প্রেরিত হইয়া এবং গৃহ, পুত্র, কলত্রাদিতে নিজের ভোগ্য ও নিজের স্বত্ব এইরূপ জ্ঞান স্থাপন করিয়া ক্লেশে কম্পিতকলেবর হইয়াছি ; এইক্ষণ তৎসমস্তের প্রতি আমার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব দাবাগ্নিদ্বারা পীড়িত ব্যক্তি যেমন গঙ্গোদক প্রাপ্ত হইয়া আশ্বস্ত হয়, তদ্রূপ আশ্বস্ত চিত্তে আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম ; আমি ভৃত্য হইয়া আপনাকে ভর্ত্তৃত্বে, মিত্র হইয়া মিত্রত্বে এবং সর্ব্ববিধ সম্বন্ধবিশিষ্টরূপে আপনার নিকট আমার নিজ আত্মাকে বরণ করিতেছি। আমি সর্ব্ববিধ সাধনশূন্য, কোন বিষয়ে কিছু সামর্থ্য আমার নাই, আমি পাপে মলিন এবং গতিহীন ; আপনি কেবল নিজের অসাধারণ করুণাগুণে আমাকে সর্ব্বতোভাবে আপনার নিজের করিয়া গ্রহণ করতঃ আমাকে রক্ষা করুন। ইহাই গুরুকে "রক্ষকত্বে" বরণপ্রণালী।

অতঃপর গুরু শিষ্যকে সমীপে বসাইয়া তাহার হস্তধারণপূর্ব্বক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "যদি তুমি সংসার হইতে ভীত হইয়া থাক, তবে সম্পূর্ণরূপে আমার দাস (অধীন) হইবে ত ?" তদুত্তরে শিষ্য

তিনবার বলিবেন "হাঁ, হইব"। তৎপর গুরু বলিবেন "যদি সম্পূর্ণরূপে অনুগত ভৃত্য হও, তবে তোমাকে আমি আত্মসাৎ (নিজের) করিব।" এইরূপ পুত্র, মিত্র ইত্যাদি সর্ব্ববিধ সম্বন্ধের কথা পৃথক্ পৃথক্ রূপে বলিয়া গুরু জিজ্ঞাসা করিবেন, "তুমি এইরূপ হইবে ত"? এবং শিষ্য প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে তিনবার করিয়া "হাঁ, হইব" এইরূপ বলিবেন, এবং গুরুও "আত্মসাৎ করিব" এই কথা বলিবেন এবং সর্ব্বশেষে বলিবেন "তোমাকে আমি আত্মসাৎ করিয়া তোমার রক্ষক হইব, তুমি ভয় পরিত্যাগ কর।" এইটি "আত্মসাৎ-করণ" প্রণালী।

(৪) অতঃপর গুরু স্বহস্তে তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিত মাল্য শিষ্যের কণ্ঠে ধারণ করাইবেন এবং বিহিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক গোপীচন্দনের দ্বারা ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র এবং অন্যান্য স্থানে দ্বাদশ তিলক রচনা করিবেন ও বাহুতে শঙ্খ চক্র অঙ্কিত করিবেন এবং মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক "ভগবানের নিজ" এই অর্থ-প্রকাশক নামের দ্বারা তাহার নামকরণ করিবেন। অতঃপর গুরু শিষ্যকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া, তাহার দক্ষিণ হস্ত নিজ কণ্ঠে স্থাপন করিবেন, এবং গুরু-পরম্পরা (অর্থাৎ প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর পূর্ব্বাচার্য্যদিগের নাম) উপদেশ করিবেন। তখন হইতে শিষ্য আচার্য্য কুলের বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) অতঃপর শিষ্যের স্বারাজ্যাভিষেক করিবেন। তাহার মন্ত্র ও প্রণালী এইরূপ, যথা :—"স স্বরাড্ ভবতি" এই মন্ত্রের দ্বারা তাহার স্বারাজ্য বিধান করিবেন আর বলিবেন "গুরোরঙ্কমেব তব সিংহাসনম্" (গুরুর ক্রোড়ই তোমার সিংহাসন); "গুরোর্দক্ষিণহস্ত এব তব ছত্রং" (গুরুর দক্ষিণ হস্তই তোমার ছত্র); "তদ্বামহস্ত এব চামরম্" (তাঁহার বাম হস্ত তোমার চামর); "তদ্বা তাপসপরিকর বিষ্টৈব তব সেনা"

(তপস্যার সহকারী বিদ্যাই তোমার সেনা); "শ্রীভগবৎসম্বন্ধ এব তব রাজধানী" (ভগবানের সহিত যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ তাহাই তোমার রাজধানী); "শ্রীভগবদ্ভাবাপত্তিরেব জয়শ্রীঃ" (ভগবদ্ভাব লাভই অর্থাৎ তাদাত্ম্যে স্থিতিই তোমার জয়শ্রী); "কামাদিনিবৃত্তিপূর্ব্বক প্রকৃতিসম্বন্ধ-ধ্বংস এব তব দিগ্বিজয়ঃ" (কামাদি নিবৃত্তি পূর্ব্বক মায়া-সম্বন্ধের ধ্বংসই তোমার দিগ্বিজয়)। এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া গুরু বলিবেন :—

শিষ্য পুত্র মহাভাগ সমাহিতমনা ভব।
অভিষেক স্তেহ্যকরবম্ ব্রহ্ম-স্বারাজ্য সিদ্ধয়ে॥
সংসারভয়মুৎসৃজ্য মমাঙ্কারোহণং কুরু।
আত্মানং তত্র নিক্ষিপ্য নির্ভয়ো ভব সুব্রত॥
ব্রহ্মবিদ্যাং প্রদাস্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
যয়া সর্ব্বাণি ভূতানি পশ্যস্যাত্মন্যথো হরৌ॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥
তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগমাত্মনঃ।
লভ্যতে পরমং ধাম যতো নাবর্ত্ততে বুধঃ॥

অতঃপর শান্তিপাঠ পূর্ব্বক শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে মন্ত্ররাজ উচ্চারণ করিবেন এবং তৎপর "রহস্য-ষোড়শী" (যাহাতে মন্ত্রার্থ বর্ণিত হইয়াছে তাহা) তাহাকে ব্যাখ্যা পূর্ব্বক শ্রবণ করাইবেন। অতঃপর শিষ্য গুরুর ক্রোড় হইতে উত্থিত হইয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া গুরুকে প্রণাম করিবেন। তৎপর গুরু শিষ্যের দক্ষিণ হস্তে জল রাখিয়া নিজ হস্তে ভগবদ্বিগ্রহ শালগ্রাম স্থাপন পূর্ব্বক আত্মাত্মীয়ার্পণরূপ সঙ্কল্প নিজে

পাঠ করিতে করিতে শিষ্যের দ্বারাও ঐ সঙ্কল্প পাঠ করাইয়া শিষ্যের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করতঃ "শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজন-মনোহর, স্বানুগ্রহেণ ভগবন্ আত্মসাৎ কুরু কেশব। সংসারতাপমগ্নোঽহয়ং আগতঃ শরণং তব, স্ববাৎসল্যগুণেনৈনং হ্যাত্মসাৎ কুরু মাধব" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শিষ্যের ঐ হস্তে ঐ শালগ্রাম প্রদান পূর্ব্বক শিষ্যকে ভগবান্ কর্ত্তৃক আত্মসাৎ করাইবেন। অতঃপর গুরু নিজের পাদোদক ও প্রসাদ শিষ্যকে প্রদান করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিবেন "ময়া ত্বং সর্ব্বভাবেন আত্মসাৎ কৃতঃ, সর্ব্বসম্বন্ধানুসারেণ তত্তদবস্থোচিতা পরিচর্য্যা ভৃত্যপুত্রাদিবৎ কর্ত্তব্যা (আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আত্মসাৎ করিলাম; ভৃত্যপুত্রাদির ন্যায় সর্ব্ববিধ সম্বন্ধানুসারে অবস্থানুযায়ী পরিচর্য্যা করিতে থাক)। শিষ্যও তিনবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিবেন "ভগবন্! আমি এইরূপই করিব"। তৎপর শিষ্যের প্রতি সর্ব্বপ্রকার প্রীতিযুক্ত হইয়া গুরু তাহার বুদ্ধির ধারণাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেশ ও কালোপযোগীরূপে সেবাদির উপদেশ করিবেন।

(৬) অতঃপর গুরু উক্ত শ্রীভগবদ্বিগ্রহকে যথামতি উপচার দ্বারা প্রীতিপূর্ব্বক পূজা করিয়া শিষ্যের মস্তকোপরি স্থাপন করিয়া বলিবেন, **"আমি তোমার হইলাম",—এই** বলিয়া "যে ভগবানে তুমি নিজ আত্মাকে এবং প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় দেহাদি আত্মীয় বস্তুকে অর্পণ করিয়াছ, (যাঁহাতে আমারও প্রাণাদি সমস্ত অর্পিত আছে) সেই ভগবানে তুমি আত্মবুদ্ধি করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক সর্ব্বসম্বন্ধানুসারে অবস্থোচিত তাঁহার সেবা কার্য্যে নিত্য প্রবৃত্ত হও"। এইরূপ উপদেশ করিয়া ভগবানের নিকট পূর্ব্ববৎ "শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক শিষ্যের নিমিত্ত প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবেন এবং শিষ্যের হিতের নিমিত্ত পূজাদি নিয়ম

তাহাকে উপদেশ করিয়া তাহার মুখে পুনরায় সেই সকল আবৃত্তি করাইয়া ঐ ভগবৎ-বিগ্রহ শিষ্যকে অর্পণ করিবেন।

(৭) উত্তমাধিকারী শিষ্যের দীক্ষাপ্রণালী সংক্ষেপে উক্ত হইল। দীক্ষার পর শিষ্য গুরু সমীপে বাস করিয়া পরিচর্য্যায় রত হইবেন এবং "অহমপি স্বতন্ত্রসত্তাকো ন ভবামি, দেহাদিবর্গোঽপি মদীয়ো ন ভবতি, কিন্তু তৌ তদীয়ৌ এব, ইতি কৃত্বা উভয়োঃ স্বত্বং গুরৌ ন্যসেৎ, তদীয়ত্বেন তদায়ত্তং কুর্য্যাৎ" (অর্থাৎ আমি স্বতন্ত্র সত্তাযুক্ত নহি, আমার দেহেন্দ্রিয়াদিও আমার নহে, সমস্ত গুরুরূপী ব্রহ্মেরই স্বত্ব, এই দৃঢ় ধারণা করিয়া আপনাকে এবং আপনার দেহান্দ্রিয়াদিকে গুরুতে অর্পণ করতঃ সম্যক্‌রূপে তাঁহার আয়ত্তাধীন করিয়া দিবে)। আর সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে—

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম গুরুরেব পরায়ণং।
গুরুরেব পরা বিদ্যা গুরুরেব পরাগতিঃ॥
অর্চ্চনীয়শ্চ বন্দ্যশ্চ কীর্ত্তনীয়শ্চ সর্ব্বদা।
ধ্যায়েদ্ জপেন্নমেদ্ ভক্ত্যা ভজেৎ সমর্চ্চয়েন্মুদা॥
উপায়োপেয়ভাবেন তমেব শরণং ব্রজেৎ।

আর 'ভগবান্‌ই আমার আত্মা' এইরূপ ধারণা করিয়া সদা ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া তদ্‌গত চিত্তে অবস্থান করিবে এবং ধ্যানাদির উপদেশ গুরু যেরূপ করিবেন তদনুসারে আচরণ করিতে প্রযত্ন করিবে।

গুরুর উপদেশানুসারে শিষ্য মন্ত্রের জপ সর্ব্বদা করিবেন; জপকালে ভগবান্‌কে মন্ত্ররূপী বিবেচনা করিয়া জপ করিবেন। পদ্মপুরাণোক্ত নিম্নলিখিত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যাকার জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, শৌচাশৌচ বিচার এই মন্ত্র সম্বন্ধে করিবে না:—

অশুচির্ব্বা শয়ানো বা তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ সদাপি বা।
মন্ত্রৈকশরণো বিদ্বান্ মনসৈব সদা জপন্ ॥
চৌরদুষ্ট মৃগব্যাল সঙ্কুলেঽপি বনে চরন্।
অসাধিতং সাধিতং বা জপন্ মন্ত্রং ন বাধ্যতে ॥

আর ভগবান্ই সর্ব্ববিধ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সুখ দুঃখাদি সমস্তই তাঁহার অধীন, নিজের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই এই ধারণায় স্থিত হইবে; কখন অনবধানতা বশতঃ কোন অনুচিত কর্ম্ম করিয়া ফেলিলেও **'তাঁহার মায়ার শক্তি অনিবার্য্য'**, ইহা স্মরণ করিয়া পশ্চাত্তাপ পরিত্যাগ করিবে; কখন ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা দুঃখার্ত্ত হইলে মনে করিবে যে, **তাঁহার কোন জাগতিক প্রয়োজনের নিমিত্ত** আমার এই দুঃখের প্রতি প্রভু উপেক্ষা করিতেছেন, কিন্তু সময় হইলে তিনি এতৎ সমস্তই হরণ করিবেন; তাঁহার প্রদত্ত এই দুঃখও আমার প্রসন্নচিত্তে গ্রহণীয়। আর জাগতিক সমস্ত জীব, জন্তু প্রভৃতি ভগবৎ-অধীন এবং তাঁহারই অঙ্গবিশেষ, এই দৃঢ় ধারণায় স্থিত হইয়া সকলের প্রতি প্রীতিভাবসম্পন্ন হইতে যত্ন করিবে।

এই ত সাধারণভাবে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের লিখিত উত্তম অধিকারীর দীক্ষা ও সাধন প্রণালী বর্ণনা করিলাম; পরন্তু শিষ্যদিগের নিজ নিজ উপযোগী বিশেষ সাধন গুরুমুখ হইতে অবগত হইয়া শিষ্য তদ্রূপ আচরণ করিবে। ইহা সাধারণ ভাবে বলা যায় না।

যাঁহারা সর্ব্বোত্তম অধিকারী নহেন, তাঁহাদের দীক্ষাতেও তুলসীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত মাল্য ধারণ, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, দ্বাদশ তিলক এবং শঙ্খ চক্র চিহ্ন ধারণ, মন্ত্রগ্রহণ, এবং যাঁহারা অনাশ্রমী সাধু হয়েন তাঁহাদের নূতন নামকরণ

এবং সকল শ্রেণীর শিষ্যেরই যথাসম্ভব আত্মসমর্পণ এবং গুরু কর্তৃক আত্মসাৎ করণ এবং শিষ্যের গুরুকুলে প্রবেশন ইত্যাদি আচরিত হইয়া থাকে এবং যোগ্যতানুসারে সাধন প্রণালীরও উপদেশ গুরু করিয়া থাকেন। মন্ত্রজপ, গুরুসেবা, নিজের সম্বন্ধে সর্ব্বদা ভগবদ্দাস-বুদ্ধি রক্ষা করা, সকল ঘটেই ভগবৎ-সত্তার মনন, সর্ব্বজীবের প্রতি দয়া, সরল নিষ্কপট ব্যবহার ও আলস্যবর্জ্জন—এই সকল সাধন সকলের পক্ষেই সাধারণ।

সাধন করিতে করিতে যে সকল ভূমি (অবস্থা) লাভ হয়, তাহা আমার গুরুদেবের জীবনচরিত গ্রন্থের ৭ম অধ্যায়ের শেষভাগে বর্ণিত আছে। তাহা পাঠ করিলে তৎসমস্ত জানিতে পারিবে।

উত্তমাধিকারীর পক্ষে মুখ্য সাধন কয়টি সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করিতেছি:—

১। (ক) **সদাচার সম্পন্ন**, (খ) **সংযতেন্দ্রিয়** ও (গ) নির্লোভ হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক (১) গুরুপরিচর্য্যা (২) ভগবদ্বিগ্রহ পরিচর্য্যা এবং (৩) যোগ্যতানুসারে শাস্ত্রানুযায়ী সর্ব্বজীবের বিশেষতঃ ভক্ত মহাত্মা-দিগের সেবা।

২। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥" ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যানুসারে সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে নিজের অ-কর্তৃত্ব বুদ্ধি স্থাপন।

৩। অনন্ত রূপবিশিষ্ট জগৎ আমার উপাস্যদেবেই প্রতিষ্ঠিত, দৃশ্যমান্ সমস্ত রূপ তাঁহারই প্রকাশমাত্র, ইহা জানিয়া দোষগুণ দর্শন বর্জ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বপদার্থে তাঁহার ধ্যানাভ্যাস।

৪। আমার উপাস্য চিদানন্দরূপ; ভক্তের প্রতি কৃপাবশতঃই

তিনি ভক্তের ধ্যানোপযোগী এই অপূর্ব্ব বিগ্রহরূপ ধারণ করিয়াছেন; আমি তাঁহার অঙ্গীভূত অংশমাত্র, তাহা হইতে অভিন্ন; তিনিই আমার প্রতিষ্ঠা, তিনিই আমার আত্মা, আনন্দদাতা। এই ধারণাজনিত অনুপম প্রীতির সহিত সর্ব্বদা তাঁহার স্মরণ করা।

আত্মা সকলেরই প্রিয়, তদপেক্ষা প্রিয় কিছুই নাই, আত্মার সম্বন্ধেই অপর সমস্ত প্রিয় হয়। সুতরাং পরমাত্মাকে নিজ আত্মা বলিয়া বোধ হইলে তৎপ্রতি এক গাঢ় অনির্ব্বচনীয় অনুরাগ ও আকর্ষণ উপস্থিত হয়; ইহারই নাম পরাভক্তি—যাহা নারদ-ভক্তি নামে বিখ্যাত। ভেদভাব থাকিতে পরমাত্মাতে আত্মবুদ্ধি আসে না; সুতরাং এই পরাভক্তিও উপজাত হয় না। এই ভেদভাব দূর করিয়া চিত্তকে নির্ম্মল করাই প্রথমাবলম্বনীয় সর্ব্ববিধ সাধনের ফল। ভগবদ্গীতায় ভগবান্ ইহা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা, গীতার ১৮শ অধ্যায়ে ৪৫ হইতে ৪৯ শ্লোকে কর্ম্মযোগের সিদ্ধি পর্য্যন্ত বর্ণনাপূর্ব্বক ৫০ হইতে ৫৩ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞানের পরিসমাপ্তি (**"নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা"**) রূপ সন্ন্যাস ও সমাধি বর্ণনা করিয়া, তাহার ফল ৫৩ শ্লোকের শেষার্দ্ধে বলিয়াছেন "নির্ম্মমঃ শান্তো **ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে**"। অর্থাৎ নিজের পার্থক্যমূলক যে আমি ও আমার জ্ঞান, তাহা বর্জ্জিত হয় এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া বুদ্ধি উপজাত হয় (অহংতত্ত্ব মহতে—কার্য্যব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়)। আবার গীতার ১৪শ অধ্যায়ের ২৬ সংখ্যক শ্লোকে সাধনভক্তিযোগের ফল বর্ণনা করিতে গিয়াও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন; যথা "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ **ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে**॥" এই প্রকারে **ব্রহ্ম হইতে** অভেদবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত

হইলে কি হয় তাহা ১৮শ অধ্যায়ের ৫৪-৫৫ শ্লোকে ভগবান্ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ৫৫॥

অর্থাৎ পার্থক্যবুদ্ধিযুক্ত অহংজ্ঞান তিরোহিত হইয়া 'ব্যাপক ব্রহ্মই আমার আত্মা' এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে ("ব্রহ্মভূতঃ") সর্ব্ববিধ অবসাদ দূরীভূত হইয়া চিত্ত প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়, শোক ও কামনাসকল দূরে যায় ; সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ অবস্থা লাভ হইলে সাধক আমার সম্বন্ধিনী পরাভক্তি লাভ করেন। এই ভক্তিদ্বারা তত্ত্বের সহিত আমার (চিদানন্দ) স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া অন্তিমে আমাতে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ সর্ব্ববিধ দেহসংস্কার বিলুপ্ত হইয়া আমার চিদানন্দ-রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইহা যে দেহান্তে ঘটিয়া থাকে তাহা "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" ইত্যাদি শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন।

এই আমাদের দীক্ষা ও সাধন প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

বিষয়—সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সাধন কি প্রকার? দাস্যভাবই বা কি?

শিষ্য। বৈষ্ণবদিগের পক্ষে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই তিনটি সাধনই প্রসিদ্ধ বলিয়া আমার ধারণা ছিল ; আপনি ত এই বিষয়ে কিছু বলিলেন না। এই তিন ভাবের এবং দাস্যভাবের সাধনই বা কি, এবং তাহার ফলই বা কি, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। তোমার বর্ণিত ত্রিবিধ ভাবের ভজন বর্ত্তমানে বঙ্গীয় গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে অধিক প্রচলিত। মনুষ্য মাত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে অবিদ্যার বশীভূত, সুতরাং কেবল দ্বৈতভাব সকলেরই স্বাভাবিক। তোমার বর্ণিত ত্রিবিধ ভজনই ঐ দ্বৈতভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর উপাস্যের প্রতি ভগবদ্বুদ্ধি থাকিলে,- তিনি সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর এই বুদ্ধি থাকিলে,—তাঁহার প্রতি যথার্থ বাৎসল্য, সখ্য কিংবা কান্তভাব স্থান প্রাপ্ত হয় না। যাহার প্রতি সমকক্ষ মনুষ্যভাব থাকে, তাহাকেই মনুষ্য যথার্থরূপে সখা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, এবং পুরাণোক্ত ব্রজের গোপালদিগের ন্যায় তাহার সহিত সখার ভাবে ব্যবহার করিতে পারে; তদ্রূপ বালক, প্রতিপালনীয় ও কমনীয় বলিয়া যাহার প্রতি বুদ্ধি জন্মে, তাহার প্রতিই যথার্থ বাৎসল্য ভাবের উদয় হইতে পারে, ভগবদ্বুদ্ধি হইলে আর বাৎসল্য ভাব স্থান প্রাপ্ত হয় না। তদ্রূপ অতি কমনীয়, সুন্দর ও বিহারের যোগ্য পুরুষ বলিয়া ধারণা হইলে তৎপ্রতি স্ত্রীভাবাপন্ন মনুষ্যের কান্তভাব (যাহাকে মধুরভাব নামে বর্ণনা করা যায় তাহা) উপজাত হইতে পারে। ভগবৎ প্রতিমূর্ত্তিতে ভাগ্যক্রমে কাহারও এই সকল ভাব উপজাত হয়। ভগবান্ যখন ব্রজে মনুষ্যাবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ঐ মনুষ্যমূর্ত্তিতে স্বভাবতঃই মাতাপিতা, সমবয়স্ক গোপবালক ও গোপিকা প্রভৃতির ঐ সকল ভাব উপজাত হইয়াছিল। তিনি লীলা সংবরণ করিবার পর পুরাণ শাস্ত্রে বর্ণিত তাঁহার লীলা ও রূপ ধ্যান করিয়া তাহাতে আকৃষ্টচিত্ত হইলে, ঐ কল্পিত রূপে অথবা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিতে কাহার কাহার ভাগ্য-

ক্রমে ঐরূপ ভাব উপজাত হইয়া থাকে ; পরন্তু এই ভাব সাধারণের অনুকরণীয় নহে। এইরূপ ভাব ভাগ্যক্রমে যাঁহার হয়, তিনি সেই মূর্ত্তিকে ভগবৎ মূর্ত্তি বলিয়া জানেন না ; নিজের সখা, পুত্র অথবা কান্ত এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। যাঁহাদের এইরূপ দৃঢ়মতি হয়, তাঁহারা তৎপ্রতি তত্তদ্ভাবানুরূপ আত্যন্তিক প্রেমনিবন্ধন তাহা স্বভাবতঃ অন্তরে ধারণ করিয়া নিয়ত সেই প্রিয়মূর্ত্তিরই ধ্যানপরায়ণ হয়েন ; প্রিয়ের লীলা শ্রবণ, লীলা গান ও লীলা ধ্যান ইহাই তাঁহাদের ভজন। এইরূপ প্রেম পূর্ব্বক ঐকান্তিক ধ্যানে তাঁহাদের অপর বিষয়-বাসনা সমস্ত শীঘ্র দূরীভূত হয় এবং তাঁহারা তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়েন। অপর বদ্ধ-জীবের প্রতি এইরূপ আসক্তি হইলে তাহা বন্ধের কারণ হয়, কিন্তু ভগবদ্বিগ্রহে ঐরূপ আসক্তি হওয়াতে তাহা বন্ধের হেতু হয় না ; কারণ ধ্যানকর্ত্তা ধ্যেয়ের স্বভাব ক্রমশঃ প্রাপ্ত হয় ইহা প্রসিদ্ধই আছে ; অতএব ভগবন্মূর্ত্তিতে এইরূপ আসক্তির দ্বারা চিত্ত নির্ম্মলই হইয়া থাকে। যে পরিমাণে তাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল হইতে থাকে সেই পরিমাণে তাঁহারা ঐ প্রিয়মূর্ত্তির ধ্যানে অধিক হইতে অধিকতর আনন্দানুভব করিতে থাকেন। এই আনন্দে তাঁহারা এত আসক্ত হয়েন যে, ইহা পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষলাভ করিতেও তাঁহাদের ইচ্ছা হয় না। আমার পূর্ব্ব বর্ণিত পরম মোক্ষপ্রদ পরাভক্তিতেও ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব বুদ্ধি বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং ইহাও তাঁহাদের বাৎসল্যাদি ভাবের অনুকূল নহে বলিয়া ইহাতেও তাঁহাদের অভিলাষ হয় না। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজা-

ম্যহম্।” অতএব তাঁহার মূর্ত্তিতেই এইরূপ আসক্তিযুক্ত সাধক-গণের নিকট ভগবান্ তাঁহাদের ধ্যেয়রূপেই প্রকাশিত হইয়া তাঁহাদের ভাবানুরূপ ভোগ তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়া তাঁহাদের সহিত বিহার করিয়া থাকেন; দেহান্তে তাঁহারা ঐ প্রকার বিহার-যোগ্য লোক প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে বিরাজিত হয়েন। তৎপর সাক্ষাৎ ভগবৎসঙ্গে অধিকতর নির্ম্মলতা লাভান্তে অবশেষে সম্যক্ ভেদবুদ্ধি রহিত হইয়া তাঁহারা অচ্যুতানন্দরূপ পরম মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন। ইহাকেই ক্রম মুক্তি বলে। আমার শ্রীশ্রীগুরুদেবের জীবন চরিত গ্রন্থের “পরিশিষ্ট” নামক শেষ অধ্যায়ে এই সকল বিষয় কিছু বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে; এই অধ্যায়টি নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলে এতৎসম্বন্ধীয় সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে। পরন্তু এইটি সর্ব্বসাধারণের পক্ষে প্রশস্ত রাস্তা (royal road) নহে; ভগবদ্বিগ্রহে কান্ত, বাৎসল্যাদি ভাব অতি অল্পলোকেরই প্রকৃতিগত হয়; ইহা অনুকরণীয় নহে। যাঁহার হয় তিনি সহজে আপেক্ষিক নির্ম্মলতা লাভ করিয়া থাকেন, এবং ইহার দ্বারাই তিনি তাঁহার বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয়েন।

সংক্ষেপে সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তভাবের ভজন প্রণালী এই বর্ণনা করিলাম। ইহার সহিত আমাদের সম্প্রদায়ের কোন বিরোধ নাই; আমাদের সম্প্রদায়েরও কোন কোন আচার্য্যের এই সকল ভাব স্বভাবতঃ প্রকাশ পাইয়াছিল। শ্রীহরিব্যাস আচার্য্য সখী-ভাবে যুগলরূপের সেবা করিতেন; এবং বঙ্গদেশে যেরূপ “মহাজনী পদাবলী” বর্ত্তমান আছে, আমাদের সম্প্রদায়েও তদ্রূপ ব্রজবোলীতে অতি উৎকৃষ্ট পদাবলী বর্ত্তমান

আছে। কথিত আছে যে ঘমণ্ডদেবাচার্য্যের নিকট ভগবান্ রাসানুরক্ত মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া রাসস্থানে তিনি যে শিরোভূষণ মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে প্রদান করেন। সেই মুকুট ব্রজের করেলা গ্রামে রক্ষিত ছিল, তাহার নকল মাত্র এইক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়, মূল মুকুট এখন নাই। ঘমণ্ডদেবের শিক্ষানুসারে রাসলীলার বহু গায়কমণ্ডলী সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা অদ্যাপি ব্রজে আচার্য্য শ্রীভট্টজীউর "যুগল শতক" এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রীহরিব্যাসদেবজীর "মহাবাণী" পদ সকল গান ও লীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করে। পরন্তু ইহা সাম্প্রদায়িক সর্ব্বসাধারণের সাধন-প্রণালী মধ্যে ও আদর্শমধ্যে গণ্য নহে। যাঁহার এই সকল ভাব স্বভাবতঃ উদয় হয়, তিনি অন্য কিছু চান না, মোক্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট আদরণীয় নহে, ইহা সত্য। পরন্তু জাগতিক কোন বস্তুতেও কাহারও এরূপ আসক্তি হইলে, তাহা ছাড়িয়া অন্য বস্তু বহু পরিমাণে উৎকৃষ্ট হইলেও, তিনি তাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না, ইহা সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তিনি ইহা ইচ্ছা করেন না বলিয়াই যে সে বস্তু খাট হইয়া যায় তাহা নহে। এক মোক্ষই সর্ব্ববিধ দুঃখরহিত, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দদায়ক বলিয়া শ্রুতি-প্রমুখ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। অপর কোন আদর্শে নিরবচ্ছিন্ন অক্ষয় আনন্দ নাই। বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে বিহার ভূমিতেও বিচ্ছেদজনিত ক্লেশ, প্রিয়ের পর রমণীতে আসক্তি দর্শনে নিজের প্রতি উপেক্ষাবোধ জনিত দারুণ দুঃখ, তন্নিমিত্ত অভিমান ও অভিসম্পাৎ ইত্যাদি ক্লেশ বর্ত্তমান থাকা পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে; এই সকল বর্ণনা করিয়া উহাও যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় নহে, ইহা পৌরাণিকগণ বিচক্ষণ পাঠককে উপদেশ করিয়াছেন, অতএব ইহা আদর্শস্থানীয় আনন্দ

বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য নহে। পক্ষান্তরে পুরাণশাস্ত্রে এই আনন্দের এবং আনন্দদায়ক লোক-সকলের সম্বন্ধে বহু প্রশংসাপর বাক্যও আছে সন্দেহ নাই। ভগবৎ-বিগ্রহের প্রতি উক্ত প্রকার প্রেম এবং এই সকল লোক ও ভগবৎ-সান্নিধ্য প্রাপ্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ এবং তত্তুল্য অপর কিছুই নাই, এমনও বর্ণনা আছে সত্য ; কিন্তু এই সকল প্রশংসাপর বাক্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য নহে। শ্রুতিবাক্যের বিচারেও যখন প্রশংসাপর বাক্যকে প্রমাণস্থলে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, তখন অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠাধিকারীর প্রবৃত্তি উৎপাদনের নিমিত্ত ব্যবহৃত প্রশংসাপর পৌরাণিক বাক্য-সকলকে যে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না, তাহাতে আর সন্দেহ কি হইতে পারে? পার্থিব কাশী, পুরী প্রভৃতি তীর্থ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ প্রকারের প্রশংসাপর বাক্যসকল পুরাণে স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে ; সেই সকল বাক্যকেও তৎতৎতীর্থ সম্বন্ধে প্রবৃত্ত্যুৎপাদক বাক্য বলিয়াই গ্রহণ করা যায়, সত্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সত্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলে ভিন্ন ভিন্ন তীর্থস্থান ও পুরীর সম্বন্ধে বাক্যসকল পরস্পর বিরোধীও হইয়া পড়ে। বাস্তবিক স্পষ্ট শ্রুতিবাক্যের বিরোধী অপর কোন বাক্যই প্রমাণরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য নহে, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। শ্রুতিসকল যখন মোক্ষপদকেই একমাত্র নিত্য, সর্ব্বদুঃখনিবারক ও নিত্যানন্দদায়ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া এই সকল প্রশংসাপর বাক্যকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা কিরূপে সঙ্গত বলা যাইতে পারে?

পরন্তু সত্যের অনুরোধে যাহা বলিলাম তাহা হইতে এইরূপ ধারণা যেন তোমার না হয় যে, বৈকুণ্ঠাদি ভগবৎবিহার লোকসকল এক এক প্রকার স্বর্গলোক বিশেষ। বস্তুতঃ স্বর্গলোকের সহিত এই সকল

লোকের বহু প্রভেদ আছে। এই সংসারে যথার্থ সৎ ও উত্তম মনুষ্যদিগের দেহান্তে দ্বিবিধ পন্থায় গতি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একটি পন্থাকে ধূমমার্গ এবং অপরটিকে অর্চ্চিরাদি মার্গ নামে শাস্ত্রে আখ্যাত করা হইয়াছে। সকাম অথচ অতি পুণ্যাত্মা জনগণ দেহান্তে পূর্ব্বোক্ত ধূমমার্গ প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা স্বর্গলোকে গমন করেন এবং তথায় আপনাপন স্বর্গসুখভোগোপযোগী কর্ম্মানুরূপ স্থানসকল প্রাপ্ত হয়েন। তথায় নানাবিধ উৎকৃষ্ট ভোগের দ্বারা তাঁহাদের ঐ সকল পুণ্যকর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তাঁহারা স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া এই মর্ত্ত্য ভূর্লোকে পতিত হয়েন, এবং ইহলোকের ভোগোপযুক্ত অবশিষ্ট কর্ম্মানুসারে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া পুনরায় কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়েন; সেই কর্ম্মানুসারে পুনরায় পরলোকপ্রাপ্তি এবং পুনরায় ইহলোকে জন্মগ্রহণ, এইরূপ যাতায়াত তাঁহাদের নিরন্তর ঘটিয়া থাকে। অতএব ধূমমার্গে স্বর্গলোকে গমনকারী মনুষ্যের সংসারে যাতায়াত ও তথাকার সুখদুঃখাদি ভোগ নিবৃত্ত হয় না। পরন্তু যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সখ্য বাৎসল্যাদি ভাবের ভজন দ্বারা অথবা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যাত ভক্তি কিম্বা জ্ঞানমার্গের নিষ্কাম ভজনাবলম্বনে সিদ্ধমনোরথ হয়েন, তাঁহারা দেহান্তে ধূমমার্গে গমন না করিয়া অর্চ্চিরাদি মার্গ প্রাপ্ত হয়েন; এই মার্গে তড়িদ্বেগে অগ্রসর হইয়া সূর্য্যমণ্ডল ভেদপূর্ব্বক তাঁহারা অবশেষে ক্রমশঃ ভগবৎলোক প্রাপ্ত হয়েন। অনেকেই স্বীয় স্বীয় ভজনানুরূপ ঐ সকল লোকে বাস করিয়া কৃতকৃত্য হয়েন। আর যাঁহারা জীবিত কালেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছেন (ইঁহাদের সংখ্যা যুগে যুগেই অতি অল্প জানিবে), তাঁহারা ঐ সকল ভগবৎলোকও অতিক্রম করিয়া নামরূপাবদ্ধতা বর্জ্জন পূর্ব্বক মোক্ষস্বরূপ আনন্দময় পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া নিজ শুদ্ধ জ্ঞানাত্মকরূপে

অচ্যুতানন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ; ইহাকেই সত্তমুক্তি বলে। যাঁহারা বৈকুণ্ঠ গোলোকাদি ভগবদ্ধামে বাস প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদেরও সাধারণতঃ মর্ত্ত্যলোকে পুনরায় আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ভোগের দ্বারা পুণ্যক্ষয়ান্তে যেরূপ স্বর্গে বাসপ্রাপ্ত পুণ্যাত্মা মনুষ্যসকলের মর্ত্ত্যলোকে পতন হয় বলিয়াছি, তদ্রূপ পতন তাঁহাদের হয় না। মর্ত্ত্যলোকে অধিক ক্লেশ দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া কখনও তাঁহারা তথায় অবতার গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু দেহান্তে তাঁহারা পুনরায় স্বীয় স্বীয় স্থান প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও চিত্তে যদি বৈষয়িক মলিনতা কিঞ্চিৎ থাকিয়া গিয়া থাকে, তবে তাহা দূরীকরণের নিমিত্ত ভগবদিচ্ছায় কোন না কোন সূত্রে অভিসম্পাত আদি কারণে তাঁহাদেরও (যথা জয় বিজয় আদির) মর্ত্ত্যলোকে পতন হওয়া পুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই পতন নির্দ্দিষ্টকাল মাত্র স্থায়ী ; সেই কাল অতীত হইলে তাঁহারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া ভগবল্লোকে পুনরায় স্বীয় স্বীয় স্থান প্রাপ্ত হয়েন। পরে তথায় নিরন্তর ভগবৎসঙ্গ হেতু ক্রমশঃ ভেদবুদ্ধি বিবর্জ্জিত হইয়া তাঁহারা পরম মোক্ষপদ লাভের অধিকারী হয়েন ও পরে মোক্ষপদ লাভ করেন। ইহা ক্রমমুক্তি নামে শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। ইহা একই কল্পে না হইয়া কল্পান্তরে উক্ত লোকসকলে জন্মগ্রহণান্তর হইতে পারে। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই উল্লেখ আছে যে, ভগবান্ নারদ বেদব্যাসের নিকট আপনার পূর্ব্বজন্মের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব্ব কল্পে তিনি দাসীপুত্র হইয়া এই মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বাল্যকালেই সাধুসঙ্গে সাধুকৃপায় তাঁহার বৈরাগ্য ও ভক্তির উদয় হয় ; এবং ঘটনাক্রমে অনতিবিলম্বে তাঁহার মাতারও বিয়োগ হয়। তখন তিনি নিশ্চিন্তমনে বনে প্রস্থান করিয়া সুমহৎ তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েন এবং অবশেষে ভগবদ্দর্শন

লাভ করেন। তৎপরে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত হইলে, তিনি ভগবল্লোকে গমন করিয়া ভগবৎ-পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তৎপর কল্পের অবশিষ্ট কাল তথায় যাপন করিবার পর, প্রলয়কালে সমস্ত জাগতিক জীবের ন্যায় তিনিও ভগবৎ অঙ্গে লীন হইয়া থাকেন। প্রলয়ান্তে পুনরায় সৃষ্টি প্রকাশিত হইলে ব্রহ্ম-পুত্ররূপে পুনরায় বর্ত্তমান কল্পে জন্মগ্রহণ করিয়া, পরে (পূর্ণব্রহ্মবিৎ) নারদ ঋষিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। অতএব ভগবৎ-লোক লাভ করিলেই যে সব শেষ হইয়া যায় এবং জীব যথার্থ পূর্ণানন্দ লাভ করেন তাহা নহে। প্রাকৃতিক প্রলয়ে যে গোলোকবাসী সমস্ত জীব লয়প্রাপ্ত হয়েন তাহা ঐ সকল লোকের অতি প্রশংসাকারী কোন কোন পুরাণেও স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে। যথা :—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে যে প্রলয়কালে কেবল শ্রীকৃষ্ণই বর্ত্তমান থাকেন। সৃষ্টি হইলে গোলোক গোপগোপীসকল দ্বারা পূর্ণ হয়। ("লয়ে কৃষ্ণযুতং, সৃষ্টৌ গোপগোপীভিরাবৃতম্")। তবে যে ভগবৎ-পার্ষদ প্রভৃতির দেহকে নিত্য বলিয়া পুরাণাদিতে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার এই অর্থ বুঝিয়া লইবে যে, বর্ত্তমান কল্পে সেই সকল দেহের পতন হয় না; এই অর্থেই দেবতাসকলকেও "অমর" নামে আখ্যাত করা হইয়াছে, কিন্তু এই অমরত্ব ও নিত্যত্ব আপেক্ষিক অমরত্ব ও নিত্যত্ব; মনুষ্যাদি জীবের ন্যায় তাহারা পুনঃ পুনঃ দৃষ্টতঃ মরণশীল নহেন, এইমাত্র ইহার তাৎপর্য্য। কল্পান্তে প্রথমেই ভূর্লোক বিনষ্ট হয়, সুতরাং স্বর্লোকস্থ অমরবৃন্দের ও তদূর্দ্ধস্থ অপর সমস্ত লোকের পতন মনুষ্যাদি কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না, এই নিমিত্তই তৎসম্বন্ধে 'অমর' ও 'নিত্য' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা একান্ত অলীক ও অর্থশূন্য নহে।

ইহা জানিয়া রাখিলে পুরাণ-বাক্যার্থ বিচারে সহজে ভ্রমে পতিত হইতে হয় না।

দাস্যভাবের সাধন কি জানিতে চাহিয়াছ, আমাদের সাধন প্রণালী বর্ণনা করা উপলক্ষে পূর্ব্বেই ভাষান্তরে ইহা আমি একপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছি। 'দাস' বলিলে স্বাতন্ত্র্যরহিত সম্পূর্ণরূপে অধীন বুঝা যায়। যদি কোন বিষয়ে কোনপ্রকার স্বাতন্ত্র্য-বোধ থাকে তবে যে পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য-বোধ থাকিবে, সেই পরিমাণে দাসত্বের হানি হইবে। যিনি সম্পূর্ণ দাস তিনি প্রভুর অঙ্গবিশেষ স্বরূপ—যেমন তোমার হস্ত তোমার শরীরের একটি অঙ্গ ; ইহার স্বাতন্ত্র্য কিছুমাত্র নাই, তুমি চালাইলে চলে, তুমি যে স্থানে যে অবস্থায় রাখ, সেই স্থানে সেই অবস্থায় থাকে। এই অবস্থাপন্ন দাসের প্রভুই নিয়ন্তা—আত্মা, প্রভু হইতে ভিন্ন বোধ তাহার নাই। বেদান্ত দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ১ম পাদের ৩য় সূত্রে যে সাধক-অবস্থায়ও ব্রহ্মকেই শিষ্যের আত্মা বলিয়া ধারণা করিতে গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিবেন বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহা এই দাস্য-ভাব সাধনের অন্তর্গত, সাধক সর্ব্বদাই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভগবদধীন এবং তিনিই তাহার আত্মা বলিয়া ধ্যান করিবেন। ইহাই সর্ব্বোত্তম অধিকারীর পক্ষে উপদেশ। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠাধিকারী, তাঁহারাও আপনাপন সামর্থ্যানুসারে এই দাস্যভাবের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপনাকে তদ্‌ভাবাপন্ন করিতে সর্ব্বদা প্রযত্ন করিবেন ; এইরূপে প্রযত্ন করিতে করিতে তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার অভিমান দূর হইয়া যাইবে এবং তাঁহারা ক্রমশঃ উচ্চাধিকারীর স্থান প্রাপ্ত হইবেন। সর্ব্বসাধারণ বৈষ্ণবদিগের এই দাস্যভাবের সাধনই প্রশস্ত সাধন এবং ইহা সর্ব্ব-সাধারণের পক্ষে আমাদের সম্প্রদায়ে গৃহীত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

একান্তাদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত

বিষয়—শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত সিদ্ধান্ত কি এবং রামানুজ স্বামীর বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত কি এবং ইহাদের দোষ গুণ কি ?

শিষ্য :—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের একান্তাদ্বৈত মত এবং শ্রীমদ্রামানুজ স্বামীর বিশিষ্টাদ্বৈত মত কি, এবং শ্রীনিম্বার্কোপদিষ্ট ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) মতের সহিত এই সকল মতের পার্থক্য কি, তাহা আমি ভালরূপ বুঝিতে ইচ্ছা করি ; আর এই সকল মতের কিছু সমালোচনাও শুনিতে ইচ্ছা করি, তদ্দ্বারা ভেদাভেদ মত ভালরূপ বুঝিবার সুবিধাও হইবে।

গুরু :—

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের মত সম্প্রতি বঙ্গদেশে খুব প্রচারিত হইয়াছে ; তাঁহার প্রণীত বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্য বহুদিন পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়াছে ; এবং তাঁহার প্রণীত বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতি বহু গ্রন্থও এই দেশে বহুল পরিমাণে প্রচারিত আছে ; সুতরাং তাঁহার মত ন্যূনাধিক পরিমাণে বহুলোকের পরিজ্ঞাত আছে। অতএব ঐ মত এ যাবৎ আমি যতদূর বুঝিয়াছি, অতি সংক্ষেপে তাহা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

১। ব্রহ্ম অদ্বিতীয় সৎ পদার্থ ; তিনি সর্ব্ববিধ গুণবর্জ্জিত, বাক্য, মন ও বুদ্ধির অগোচর, সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে ধারণার অযোগ্য ; কোন সাধনের দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না।

২। এই জগৎ কেবল নাম ও রূপাত্মক। সৎস্বরূপ ব্রহ্মে এই নাম ও

রূপাত্মক জগতের ভ্রম হইয়া থাকে, এই ভ্রম অনাদি। সুতরাং জগৎ ভ্রম মাত্র, ইহার সত্যতা কিছু নাই। যেমন মরুভূমিতে মরীচিকার ভ্রম হয়, শুক্তিতে জল অথবা রজত দৃষ্ট হয়, বাস্তবিক ইহা ভ্রম মাত্র; যেমন অন্ধকার স্থলে রজ্জুতে সর্প বলিয়া ভ্রম জন্মে, বস্তুতঃ সর্প মিথ্যা; তদ্রূপ সদ্ব্রহ্মে এই জগৎ-রূপ ভ্রম ঘটিয়া থাকে, বস্তুতঃ জগৎ মিথ্যা—ভ্রম মাত্র। এই ভ্রমের নাম অবিদ্যা অথবা মায়া।

৩। জীবের যে জীবত্ব তাহাও এই ভ্রমমূলক—ইহা অবিদ্যা-কল্পিত। বস্তুতঃ স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদরহিত এক অখণ্ড ব্রহ্মই একমাত্র সত্য; জীব সেই ব্রহ্ম, ব্রহ্মের সহিত জীবের কিঞ্চিন্মাত্রও প্রভেদ নাই। অহঙ্কাররূপ অবিদ্যাকল্পিত একটি মানসিক বৃত্তিতে যে আত্মবুদ্ধি তাহাই জীবত্ব, ইহা ভ্রম মাত্র। যেমন জলে তরঙ্গ উত্থিত হইলে, তাহাতে পতিত চন্দ্রবিম্ব বহু বলিয়া প্রতীত হওয়ায়, চন্দ্র বহু বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ জীবও অবিদ্যাবশতঃ বহু বলিয়া প্রতীত হয়; জীব তরঙ্গায়িত জলে পতিত চন্দ্রপ্রতিবিম্ব স্থানীয়। বস্তুতঃ এক ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই নাই।

৪। এই ব্রহ্ম কেবল শ্রুতিপ্রমাণগম্য। শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা এই ভ্রমাত্মক জগৎ-জ্ঞান যখন বিদূরিত হয়, যখন একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান উপজাত হয়, তখন জীব স্বীয় নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মরূপে স্বতঃ প্রকাশিত হয়। যেমন সূর্য্য নিত্যই প্রকাশরূপে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার আবরক মেঘ অপসারিত হইলে স্বীয় স্বরূপেই প্রকাশ পাইতে থাকেন, তাঁহার স্বরূপের তদ্দ্বারা কিছুমাত্র ইতরবিশেষ হয় না; তদ্রূপ জগৎরূপ ভ্রম বিদূরিত হইলে জীব স্বীয় ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হয়েন। ইহারই নাম মোক্ষ। এই মোক্ষ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু নহে;

সুতরাং মোক্ষ স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, ইহা কোন কর্ম্মের ফল নহে—ইহা কর্ম্মসাধ্য নহে। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে যেমন ভ্রমশূন্য বিশ্বস্ত লোকের বাক্যে তাহা বিদূরিত হয় এবং রজ্জুজ্ঞান স্বতঃই প্রকাশিত হয়; তদ্রূপ উপনিষদ্-বাক্যে জগতের ভ্রমমূলকতা এবং একমাত্র ব্রহ্মের সত্যতা জ্ঞাত হইলে ব্রহ্মস্বরূপ স্বতঃই প্রকাশিত হয়। উপাসনা একটি মনের কার্য্য; মন কোন না কোন গুণকেই অবলম্বন করিতে পারে, নির্গুণ পদার্থকে অবলম্বন করিতে পারে না। ব্রহ্ম নির্গুণ; সুতরাং উপাসনার দ্বারা তিনি প্রকাশিত হইতে পারেন না। বেদান্তবাক্য শ্রবণের দ্বারা উপজাত যে জগতের ভ্রমাত্মকতা-বিষয়ক নিশ্চিতজ্ঞান, তদ্দ্বারা ঐ ভ্রম দূরীকৃত হইলে ব্রহ্মস্বরূপ স্বতঃ প্রকাশিত হয়। এই জ্ঞানই অজ্ঞাননাশক, ইহা কেবল বেদান্তের উপদেশ শ্রবণের দ্বারা উপজাত হয়, কোন উপাসনা অথবা অন্য কর্ম্মের দ্বারা নহে; কারণ সর্ব্ববিধ কর্ম্মই অজ্ঞানতামূলক।

৫। জীবের ব্রহ্মাত্মকতার প্রকাশরূপ মোক্ষ জীবিত কালেই হইতে পারে। এই মোক্ষ প্রকাশিত হইলে জীবের কোন লৌকিক ব্যবহার থাকে না, তিনি স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মরূপ হইয়া যান। অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইলে সর্ব্ববিধ ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ায়, ঐ ভেদ-জ্ঞানাবলম্বনে যে প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রমাতা ইত্যাদি বস্তুরূপে দৃষ্ট হইয়াছিল, তৎসমস্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং মোক্ষে স্থিত পুরুষের সর্ব্ববিধ ব্যবহার বিলুপ্ত হয়।

৬। যে পর্য্যন্ত অবিদ্যা বর্ত্তমান থাকে, সেই পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যবহার বর্ত্তমান থাকে; শাস্ত্রের যে ব্যবহার-বিষয়ক উপদেশ, তাহা অবিদ্যা বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত প্রতিপালনীয়।

৭। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়

কারণ—অতএব ঈশ্বরপদ বাচ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই সমস্ত গুণ তাঁহার স্বরূপগত নহে—ঔপচারিক, অবিদ্যামূলক জগতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে মাত্র। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় সদ্বস্তু নাই, তিনি একমাত্র প্রকাশ-স্বভাব বস্তু। প্রদীপ যেমন প্রকাশাত্মক বস্তু হইয়া নিজ স্বরূপকেও প্রকাশিত করে, গৃহস্থিত অপর বস্তুসকলকেও প্রকাশিত করে, তদ্রূপ স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম একমাত্র সদ্বস্তু হওয়ায় তাঁহাকেই জগৎরূপ ভ্রমেরও প্রকাশক বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই অর্থেই শ্রুতি ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্বাদি গুণের বর্ণনা করিয়াছেন; বস্তুতঃ তাঁহার নিজ স্বরূপে কোন গুণ আছে ইহা ঐ সকল শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন এইরূপ বুঝিতে হইবে না। কারণ ব্রহ্মের স্বরূপাবধারক অপর শ্রুতিসকল ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; সেই সকল শ্রুতির দ্বারা গুণাত্মকতার বর্ণনাকারী শ্রুতিসকল বাধিত হইয়াছে।

৮। অবিদ্যাকে জগৎজ্ঞানের ও জীববুদ্ধির কারণ বলা হইল। এই অবিদ্যার স্বরূপ অবধারণ করিতে গিয়া দেখা যায় যে, ইহা ব্রহ্মস্বরূপাশ্রিত পদার্থ হইতে পারে না, কারণ এইরূপ বলিলে ইহা একদিকে নিত্য পদার্থ এবং অবিনাশী হইয়া পড়ে, সুতরাং মোক্ষ অসম্ভব হয়, এবং অপরদিকে ব্রহ্মের স্বরূপই অবিদ্যা দ্বারা কলুষিত হইয়া পড়ে; কারণ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন জীব কেহ নাই, যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই অবিদ্যা থাকিতে পারে, অতএব ব্রহ্মও জীববৎ দোষযুক্ত (অজ্ঞানী) হইয়া পড়েন; ইহা বহুশ্রুতি-বিরুদ্ধ। যদি এই অবিদ্যাকে ব্রহ্মস্বরূপাশ্রিত পদার্থ নহে বলা যায়, তবে ইহাকেই এক স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া অবধারণ করিতে হয়; পরন্তু ইহাতে ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ত্বের হানি হয়; এবং সতের বিনাশ নাই, অতএব অবিদ্যাও অবিনাশী বস্তু হইয়া পড়ে, সুতরাং মোক্ষের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে অবিদ্যা "তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়া"। অর্থাৎ অবিদ্যাকে ব্রহ্মও বলা যায় না, ব্রহ্মভিন্নও বলা যায় না, ইহা সদ্বস্তুও নহে, অসৎও নহে, ইহা এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ—কুহক স্বরূপ; অতএব ইহাকে মায়া নামে অভিহিত করা যায়।

শাঙ্করিক মত যতদূর বুঝিয়াছি তাহা সংক্ষেপে এই বর্ণনা করিলাম। এইক্ষণ শ্রীমদ্‌রামানুজ স্বামীর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নিজ বোধ অনুসারে বর্ণনা করিতেছি।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

১। বিশিষ্ট শব্দের অর্থ বিশেষণযুক্ত; বিশেষণ শব্দে গুণ বুঝায়; অতএব বিশিষ্ট শব্দের অর্থ গুণযুক্ত, সগুণ। ব্রহ্ম সৎ পদার্থ; কিন্তু তিনি নির্গুণ নহেন, তিনি গুণবিশিষ্ট, সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদি গুণ নিত্য তাঁহার স্বরূপাশ্রিত আছে। "অশব্দমস্পর্শং" ইত্যাদি নির্গুণত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিসকল যে তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি প্রাকৃতিক গুণসকলই তাঁহার না থাকা প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদি গুণের নিষেধ হয় নাই।

ব্রহ্ম যে সদা সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণসম্পন্ন, একান্ত নির্গুণ নহেন, ইহা সকল প্রকার বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই সম্মত। সমস্ত শাক্ত সম্প্রদায়ও ব্রহ্মের শক্তিমত্তা স্বীকার করিয়া, এই শক্তিরই উপাসনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ যাঁহারা কোন প্রকার উপাসনার সার্থকতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের সকলেরই ব্রহ্মের শক্তিমত্তা স্বীকার্য্য। পরন্তু এই মাত্রই শ্রীমদ্রামানুজ স্বামীর ব্যাখ্যাত বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত নহে; ইহা আরও বিস্তৃতরূপে নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

২। জীব স্বরূপতঃ জ্ঞানাত্মক, সংখ্যায় বহু; জ্ঞানাকারে জীব-সকলের স্বরূপ ঠিক এক প্রকার—সদৃশ; দেব, মনুষ্যাদি ভেদে যে জীবে ভেদবুদ্ধি, ইহাই পরিত্যজ্য বলিয়া জীবের একত্ব বিষয়ক বাক্যসকল শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে; কেবল অনাদি কর্ম্মহেতু তৎফল ভোগের নিমিত্ত দেব, মনুষ্য, তির্য্যগাদি দেহসম্বন্ধ জীবের ঘটিয়া থাকে। ভগবৎ-উপাসনা ও পরিচর্য্যার দ্বারা জীবের কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, ভগবৎ কৃপায় কেবল জ্ঞানরূপতায় জীব প্রতিষ্ঠা লাভ করেন; ইহাই মোক্ষ। পরন্তু দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইবার যোগ্যতা জীবের স্বরূপগত সুতরাং মোক্ষ কালেও ইহা জীবকে পরিত্যাগ করে না। স্বরূপতঃ জ্ঞানাত্মক হওয়ায় জীবকে 'চিৎ' ইত্যাদি শব্দে শ্রুতি আখ্যাত করিয়াছেন।

৩। দৃশ্যস্থানীয় জগৎ মিথ্যা নহে; ইহা অচেতন স্বভাব, ইহা জীবের ভোগ্য; ইহা অচিৎ-শব্দ বাচ্য, বিনাশ যোগ্য। শরীর মাত্রই পরিবর্ত্তন ও বিনাশশীল; অতএব শ্রুতিতে ইহাকে "অসৎ" শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে। আত্মাশ্রয়ভিন্ন শরীর থাকিতে পারে না, ইহা আত্মারই এক প্রকার ধর্ম্মস্বরূপ।

৪। চিৎ-অচিৎ (চেতনাচেতন) সমষ্টিই (যাহাকে "সঙ্ঘাত" বলা যায়, তাহা) জগতের উপাদান-কারণ; এই "সমষ্টি" ব্রহ্মের বহিরঙ্গ—শরীর। এই অর্থেই ব্রহ্মকে জগতের উপাদান বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন; প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা ব্রহ্মের স্বরূপভুক্ত নহে; জীব ও জগৎ এই উভয়ের সহিত ব্রহ্মের শরীর-শরীরী-সম্বন্ধ। শ্রীমদ্রামানুজস্বামী বলিয়াছেন "কার্য্যাবস্থঃ কারণাবস্থশ্চ স্থূল-সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তু-শরীরঃ পরম-পুরুষঃ;......স্থূল-সূক্ষ্মচিদচিৎ **প্রকারং** ব্রহ্মৈব কার্য্যং কারণং চেতি

ব্রহ্মোপাদানং জগৎ। সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তু-শরীরং ব্রহ্মৈব কারণম্।” অর্থাৎ পরমাত্মা কার্য্য ও কারণরূপে অবস্থিত যে স্থূল-সূক্ষ্ম-চেতনাচেতন-বস্তু তদ্রূপ শরীর বিশিষ্ট।......স্থূল সূক্ষ্ম চিদচিৎ **“প্রকার”** বিশিষ্ট ব্রহ্মই কার্য্য ও কারণ, এই অর্থে ব্রহ্ম জগতের উপাদান। অর্থাৎ **সূক্ষ্ম** চিদচিৎ-বস্তুরূপ শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মই স্থূল জগতের কারণ। এই কথাগুলিকে আরও পরিষ্কার করিতে গিয়া শ্রীমদ্রামানুজস্বামী বলিয়াছেন ঃ—

“ব্রহ্মোপাদানত্বেঽপি সঙ্ঘাতস্যোপাদানত্বে চিদচিতো ব্রহ্মণশ্চ স্বভাবাসঙ্করোঽপ্যুপপন্নতরঃ। যথা শুক্ল-রক্ত-কৃষ্ণতন্তু-সংঘাতোপাদানত্বেঽপি, চিত্রপটস্য তত্তত্তন্তুপ্রদেশ এব শৌক্লাদি সম্বন্ধ, ইতি কার্য্যাবস্থায়ামপি ন সর্ব্বত্র সঙ্করঃ, তথা চিদচিদীশ্বরসঙ্ঘাতোপাদানত্বেঽপি জগতঃ কার্য্যাবস্থায়ামপি ভোক্তৃত্ব-ভোগ্যত্ব-নিয়ন্তৃত্বাদ্যসঙ্করঃ। তন্তূনাং পৃথকস্থিতিযোগ্যানাম্ এব পুরুষেচ্ছয়া কদাচিৎ সংহতানাং কারণত্ব কার্য্যত্বঞ্চ। ইহ তু সর্ব্বাবস্থাবস্থয়োঃ পরমপুরুষ-শরীরত্বেন চিদচিতোস্তৎ **প্রকার**তয়ৈব পদার্থত্বাৎ, তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষঃ সর্ব্বদা সর্ব্বশব্দবাচ্য ইতি বিশেষঃ। স্বভাবভেদস্তদসঙ্করশ্চ তত্র চাত্র চ তুল্যঃ।”

অর্থাৎ ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান বলিয়া (সাধারণ ভাবে) বলা হইয়াছে সত্য, পরন্তু প্রকৃতপক্ষে চিদচিতের যে সূক্ষ্ম সমষ্টি (“সংঘাত”) তাহাই জগতের উপাদান; সুতরাং এই চিদচিৎ বস্তুনিচয়ের স্বভাব ও ব্রহ্মের স্বভাব (ধর্ম্ম সকল) পরস্পরে সংক্রামিত হয় না। যেমন শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ রূপে রঞ্জিত, কিন্তু একত্র মিলিত, তন্তু-সকলের দ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশেই শুক্লাদি বর্ণের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, বস্ত্রের সর্ব্বাংশে সকল বর্ণের সংক্রমণ হয় না; তদ্রূপ চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিনের সমষ্টি জগতের উপাদান হইলেও প্রকাশিত

কার্য্যাবস্থাপন জগতেও ভোক্তৃত্ব (জীবত্ব), ভোগ্যত্ব (অচেতনত্ব) এবং নিয়ন্তৃত্ব (ঈশ্বরত্ব), এই তিনটি পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মের পরস্পরের সহিত সংক্রমণ (বিমিশ্রণ) হয় না। তবে তন্তুসকল পরস্পর হইতে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে ও থাকিতে পারে; বস্ত্রকর্ত্তার ইচ্ছানুসারে একত্রিত ও মিলিত হয়, এবং মিলিত হইয়া কারণস্থানীয় সূত্ররূপে এবং কার্য্যস্থানীয় বস্ত্ররূপে অবস্থিতি করে; কিন্তু এখানে জাগতিক চেতন ও অচেতন বস্তু সমস্ত সর্ব্বাবস্থাতেই পরম পুরুষের শরীর স্থানীয় হওয়ায় ইহারা তাঁহারই **"প্রকার" বিশেষ** রূপে নিত্য অবস্থিত; এই নিমিত্ত এই চেতনাচেতন "প্রকার" বিশিষ্ট পরমাত্মা সর্ব্বদা "সর্ব্ব" শব্দ বাচ্য হইয়াছেন (অর্থাৎ তিনিই এতৎ সমস্ত এইরূপ বলা হইয়াছে)। কিন্তু দৃষ্টান্তস্থলে যেমন তন্তুসকলের প্রকৃতির ভেদ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে, পরস্পরের ধর্ম্ম কদাপি পরস্পরে সংক্রামিত হয় না (রক্তবর্ণ তন্তু কখন শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ হয় না), তদ্রূপ এখানেও চিৎ (জীব), অচিৎ (জড়বর্গ) এবং ঈশ্বর, ইহাদের স্বভাবগত ধর্ম্মসকল সর্ব্বদা পৃথক্ পৃথক্‌ই থাকিয়া যায়; এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্ত— উভয়ই তুল্য।

ভাষ্যকার পুনরায় আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"চিদচিতোঃ পরমাত্মনশ্চ সর্ব্বদা শরীরাত্মভাবম্; শরীরভূতয়োঃ কারণদশায়াং নামরূপবিভাগানর্হা সূক্ষ্মদশাপত্তিম্, কার্য্যদশায়াঞ্চ তদর্হস্থূলদশাপত্তিং বদন্তীভিঃ শ্রুতিভিরেব জ্ঞায়তে"।

অর্থাৎ চেতন, অচেতন ও পরমাত্মায় সর্ব্বদা শরীর ও শরীরী সম্বন্ধ। শরীরস্থানীয় চেতনাচেতন দ্রব্য কারণাবস্থাতে নামরূপ বিভাগ বর্জ্জিত হইয়া সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান থাকে, কার্য্যাবস্থায় (প্রকাশিত জগদবস্থায়)

নামরূপ-বিশিষ্ট হইয়া স্থূলভাবে বিরাজিত হয়; ইহাই শ্রুতিসকলের বাক্যে জানা যায়।

৫। মুক্তাবস্থায়ও জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করিতে পারে না। ভাষ্যকার বলিতেছেন :—

"নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নির্মুক্তাবিদ্যস্য পরেণ স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ, অবিদ্যাশ্রয়ত্বযোগ্যস্য তদর্হত্বানসম্ভবাৎ।"

অর্থাৎ সাধনের অনুষ্ঠান দ্বারা অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইবার পরও পরমাত্মার সহিত জীবের একরূপতা হয় না; কারণ অবিদ্যার আশ্রয় হইবার যোগ্যতা যখন জীবের স্বভাবগত ধর্ম্ম, তখন ঐ ধর্ম্ম কখন পরিত্যক্ত হইতে পারে না, থাকিয়াই যায় (কিন্তু পরমাত্মার স্বরূপে ঐরূপ যোগ্যতা কদাপি নাই; এই স্বরূপগত ভেদ থাকায় মুক্তাবস্থায়ও জীব পরমাত্মার সহিত একরূপতা লাভ করিতে পারে না)। **স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়বর্গ ও জীব এই উভয়ের সঙ্ঘাতরূপ শরীর-বিশিষ্ট, অশেষ কল্যাণ গুণসম্পন্ন ব্রহ্ম এক অদ্বৈত; এই অর্থে বিশিষ্টাদ্বৈত।** ইহাই শ্রীমদ্‌রামানুজ স্বামীর বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত।

শ্রীমদ্রামানুজ স্বামীর প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সংক্ষেপে এই বর্ণনা করিলাম। শ্রীমদ্রামানুজস্বামিকৃত বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকে শ্রীভাষ্য বলে। এই ভাষ্যে তিনি আমাদের ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) সিদ্ধান্তের প্রতি এই দোষ দিয়াছেন যে, "ভেদাভেদবাদে তু ব্রহ্মণ্যেবোপাধিসংসর্গাৎ তৎ-প্রযুক্তাঃ জীবগতা দোষা ব্রহ্মণ্যেব প্রাদুঃষ্যুরিতি নিরস্তনিখিলদোষ-কল্যাণগুণাত্মক-ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশা হি বিরোধাদেব পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ"॥ অর্থাৎ ভেদাভেদবাদে ব্রহ্মের স্বরূপেই উপাধির বিদ্যমানতা স্বীকার করা

হয়, সুতরাং উপাধি-প্রযুক্ত জীবের যে সমস্ত দোষ (দুঃখ পাপাদি), তাহা ব্রহ্মেতেই বর্ত্তমান আছে বলিতে হইবে। সুতরাং সর্ব্ববিধ দোষ বর্জ্জিত এবং সর্ব্ববিধ কল্যাণ গুণাত্মক ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদোপদেশ (যুক্তি ও শাস্ত্র) বিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যাগের যোগ্য।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও এই দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তের সমালোচনা তাঁহার ভাষ্যে করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"সন্ত্যভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ ; "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ। "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্" ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ। ······তত্রোভয়লিঙ্গ শ্রুত্যনুগ্রহাদুভয় লিঙ্গমেব ব্রহ্মেত্যেবং প্রাপ্তে, ব্রূমঃ। ন তাবৎ স্বত এব পরস্য ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বমুপপদ্যতে। ন হ্যেকং বস্তু স্বত এব রূপাদিবিশেষোপেতং তদ্বিপরীতঞ্চেত্যভ্যুপগন্তুং শক্যং, বিরোধাৎ। ······অতঃ······নির্ব্বিকল্পমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতম্।" সর্ব্বত্র হি ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইত্যেবমাদিষ্বপাস্ত-সমস্ত-বিশেষমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে"। বেদান্তভাষ্য ৩য় অঃ ২য় পাদ ১১শ সূত্র।

অর্থাৎ ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গ প্রতিপাদক শ্রুতি সকল আছে সত্য ; যথা :—"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" ইত্যাদি ; এই সকল শ্রুতি ব্রহ্মের সবিশেষত্ব (সগুণত্ব) প্রতিপাদন করে। আবার "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের নির্গুণত্ব প্রতিপাদন করে। ···উভয়লিঙ্গ বোধক শ্রুতি থাকাতে উভয়লিঙ্গ বলিয়াই অবধারণ করা উচিত, এই রূপই প্রথমে বোধ হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে ; একই বস্তু রূপাদিবিশিষ্ট অথচ তদ্বিপরীত, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ এই দুইটি পরস্পর বিরোধী। অতএব ব্রহ্মকে একরূপই বলিতে

হইবে। তাহা অবশ্য নিগুর্ণরূপ; কারণ ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদক শ্রুতি-বাক্যে ("অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইত্যাদি বাক্যে) সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে নিগুর্ণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের এই আপত্তি সম্বন্ধে এই স্থলে সংক্ষেপে এই বলিতেছি যে, ব্রহ্মসম্বন্ধে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ। ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয় বস্তু হওয়ায়, এবং অনুমান কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষের উপরই স্থাপিত হওয়ায়, ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না; ইহা শ্রীমচ্ছঙ্করা-চার্য্যও স্বীয় ভাষ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু শ্রুতি যখন উভয়লিঙ্গ বলিয়া ব্রহ্মকে বর্ণনা করিয়াছেন, তখন তাহা অগ্রাহ্য করিয়া কেবল অনুমান মূলে ব্রহ্মের একরূপত্ব স্থাপন করা অসঙ্গত। আর সগুণত্ব বিষয়ক শ্রুতিকে মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিলে, নিগুর্ণত্ব বিষয়ক শ্রুতিরও প্রামাণিকতা থাকে না; কতকগুলি শ্রুতি প্রমাণরূপে গ্রহণীয় না হইলে, অপরগুলিরও প্রমাণরূপে গৃহীত হইবার যোগ্যতা নষ্ট হইয়া যায়; ব্রহ্ম-বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণই থাকে না। পরন্তু শ্রুতিবাক্যে বস্তুতঃ বিরোধও কিছু নাই; "অশব্দমস্পর্শম্" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত কঠ-শ্রুতিতে অমূর্ত্ত ঈশ্বররূপে ব্রহ্মের প্রাকৃতিক শব্দস্পর্শাদি গুণেরই নিষেধ হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতির পরিচালক ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্তাদির নিষেধ তদ্দ্বারা হয় নাই; সেই সকল সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণই "সর্ব্বকর্ম্মা" প্রভৃতি শ্রুতিদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব শ্রুতি ব্রহ্মকে একান্ত নিগুর্ণ বলিয়া প্রতিপাদন না করিয়া সর্ব্বশক্তিমত্তাদি গুণবিশিষ্টরূপেই উপদেশ করিয়াছেন। অধিকন্তু জগদ্ব্যাপার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য যে এক "অবিদ্যা" নামক পদার্থের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা করিতে তিনি বলিয়াছেন যে, এই

অবিদ্যা ব্রহ্মও নহে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও নহে, অস্তিও নহে, নাস্তিও নহে, ইহা এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ। ("তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়া")। তাঁহার বর্ণনানুসারে এই অবিদ্যার স্বরূপে যে বিরুদ্ধতা দৃষ্ট হয়, তদপেক্ষা অধিক বিরোধ কি উক্ত শ্রুতিবাক্যসকলে দৃষ্ট হইয়া থাকে? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও এই দৃষ্টতঃ বিরুদ্ধ দ্বিরূপতা নানা স্থানে উক্ত হইয়াছে। যথা :—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভুতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥৪
ন চ মৎস্থানি ভুতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ।৫॥ ৯ম অঃ ॥

রূপবিশিষ্ট (মূর্ত্ত) এবং রূপবিহীন (অমূর্ত্ত) এই উভয় পরস্পর বিরোধী; অতএব ব্রহ্ম মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত উভয় হইতে পারেন না, এই যুক্তিমূলে শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের সগুণত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিসকল অগ্রাহ্য করিয়াছেন! কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণে শ্রুতির ন্যায় বেদব্যাস স্বয়ং এই মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয় ভাব স্পষ্টরূপেই পুরাণ সকলে ও মহাভারতে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :—বিষ্ণুপুরাণ ৭ম অঃ ৬ষ্ঠাংশে :—

আশ্রয়শ্চেতসো ব্রহ্ম দ্বিধা তচ্চ স্বভাবতঃ।
ভূপ মূর্ত্ত অমূর্ত্তঞ্চ পরঞ্চাপরমেব চ ॥৪৭

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৪১ অধ্যায়ে ("নির্গুণায় গুণাত্মনে" ইত্যাদি বাক্যে) এবং অন্য অসংখ্য স্থানে এই দৃষ্টতঃ বিরুদ্ধ দ্বিরূপতা বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল আপ্ত বাক্য কেবল শঙ্করাচার্য্যের উপরোক্ত যুক্তি-মূলে পরিত্যাগ করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।

দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম একাধারে থাকিবার যে একেবারে দৃষ্টান্তাভাব, তাহাও নহে। প্রত্যেক জীবেরই বিকারিত্ব ও অবিকারিত্ব অনুভব-সিদ্ধ ; জীব একাংশে অবিকারী থাকিয়া অপরাংশে অহরহঃ সুখ, দুঃখ, স্বপ্ন, জাগরণ, বাল্য, যৌবন প্রভৃতি নানাবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। বাহ্যবস্তু সকলের অবস্থাও এইরূপ। দেখ, একটি গোলাপ কলিকা-অবস্থা হইতে পর্য্যুসিত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে, তাহার রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি দৃশ্যমান সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, অথচ ইন্দ্রিয়াতীত এক অংশে তাহার একত্ব অচলভাবে রক্ষিত হওয়াতে, ইহা সেই একই গোলাপ বলিয়া পরিচিত হইতেছে। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত এই প্রশ্নোত্তরে পূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছি। এবঞ্চ বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রাহ্মণাংশ সমস্তই সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদক ; উপনিষদেও শ্রুতি প্রায় সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়সামর্থ্যবিশিষ্টত্ব বর্ণনা করিয়া, এবং সর্ব্বত্রই উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া ব্রহ্মের সগুণত্বের ঘোষণা করিয়াছেন। উপনিষদের ব্যাখ্যার নিমিত্ত ভগবান্ বেদব্যাস যে বেদান্ত-দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহারও অধিকাংশই ব্রহ্মের জগৎ-কারণতা, জীবের উপর তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব, কর্ম্মফল-দাতৃত্ব, এবং তাঁহার উপাসনা-প্রণালী বর্ণনা করিয়া, তাঁহার সগুণত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন। জগৎ ও জীব সমস্তই ভ্রম ও মিথ্যা, ব্রহ্ম কিছু করেন না, শক্তিহীন এইরূপ বলিলে এতৎ সমস্তই প্রহসন-স্থানীয় হইয়া পড়ে। এখানে এই নির্গুণত্ব-বাদের আর বিস্তৃত সমালোচনা অনাবশ্যক বোধ করি। তবে শাঙ্করিক মতের খুব বিস্তৃত সমালোচনা শ্রীভাষ্যে আছে ; ইচ্ছা করিলে তাহা পাঠ করিতে পার।

বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে শাঙ্করিক মোক্ষও এক প্রকার

আত্মবিনাশ। ব্রহ্ম ত আছেনই, আমি ব্রহ্মকে পাইয়া আনন্দ লাভ করিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু শঙ্কর বলিতেছেন, আমি কিছুই নহি, অবিদ্যা কল্পিত মাত্র, জ্ঞানোদয়ে এই জীবত্ব বিনষ্ট হইয়া যাইবে; ব্রহ্ম ত আছেনই, তিনিই থাকিবেন। দুঃখেই থাকুক, আর সুখেই থাকুক, নিজের চির-কাল থাকিবার ইচ্ছা সর্ব্বজীবের স্বভাবগত। শাঙ্করিকমত ভালরূপ বুঝিলে যে কেহ ঐ প্রকার মোক্ষের নিমিত্ত অগ্রসর হইবে এইরূপ আশাও করা যাইতে পারে না। যাহা হউক জীব যে ব্রহ্মের অংশ সুতরাং নিত্য—মিথ্যা নহে, ইহা শ্রুতি বহুস্থানে বর্ণনা করিয়াছেন; বেদব্যাস সেই সমস্ত শ্রুতির সার উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের ৪২ সূত্রে বলিয়াছেন—

"অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি, দাসকিতবাদিত্বমধীয়তএকে" অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের অংশ; কারণ জীবকে শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন উভয়ই উপদেশ করিয়াছেন, এমন কি কোন শ্রুতি "ধূর্ত্ত, কৈবর্ত্ত ও দাস"কেও ব্রহ্ম বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন।

শাঙ্কর ভাষ্যেও এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—"অতো ভেদা-ভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ" (অর্থাৎ শ্রুতি বিচার দ্বারা ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদ ও অভেদ এই উভয় সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায়, জীব ব্রহ্মের অংশ বলিয়া অবগত হওয়া যায়)। অতএব শ্রুতিবাক্য সকলের অভি-প্রায় এবং বেদব্যাসের নিজ সিদ্ধান্ত যখন এই যে, জীব ব্রহ্মের অংশ, তখন এই সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া শাঙ্করিক মায়াবাদ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তাঁহার মত শ্রুতির দ্বারাই তিনি স্থাপন করিতে চাহেন; কিন্তু বেদব্যাস স্বয়ং শ্রুতির তাৎপর্য্য অন্যপ্রকার থাকা সিদ্ধান্ত করাতে, তদ্বিরোধী শাঙ্করিক মত গ্রহণীয় হইতে পারে না।

এই পর্য্যন্তই শাঙ্করিক মতের সমালোচনা করিলাম। পূর্ব্বে আমিও বেদান্ত-দর্শনের এক ব্যাখ্যা প্রকাশিত করিয়াছিলাম, তাহাতে শাঙ্করিক মতের বিচার অনেক স্থলে আছে, তাহাও পাঠ করিতে পার।

অতঃপর শ্রীমদ্রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত মত সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। শ্রীনিম্বার্কস্বামীর ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত শ্রীরামানুজ স্বামী অপেক্ষা প্রাচীন; শ্রীরামানুজ স্বামী বোধ করিলেন যে এই সিদ্ধান্তে জীব ও জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপের অন্তর্ভূত অংশ বলাতে ব্রহ্মস্বরূপেই জীবের পাপ-জনিত দুঃখাদি দোষ উপস্থিত হয়। পরন্তু ব্রহ্ম নির্দ্দোষ, সর্ব্ব কল্যাণ-গুণাকর। অতএব এই দোষ পরিহার করিবার নিমিত্ত তিনি এই সিদ্ধান্ত প্রচার করিলেন যে, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের স্বরূপান্তর্গত নহে, সেই স্বরূপ সদা সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সদ্গুণসম্পন্ন, নির্দ্দোষ, জগৎ ও জীব তাঁহা হইতে পৃথক্, কখন পরস্পরের ধর্ম্ম পরস্পরে সংক্রামিত হয় না (কখন মিশ খায় না)। পরন্তু এইরূপ বলিলে শ্রুতির উপদিষ্ট অদ্বৈতবাদের অপলাপ হয়। অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শরীর-স্বরূপ (বহিরঙ্গ); ইহাদের সহিত তাঁহার শরীর-শরীরীভাব। এই মত স্থাপন করিতে গিয়া বহু কষ্ট কল্পনার দ্বারা নানাবিধ লক্ষণা করিয়া শ্রুতি সকলের অর্থ এই মতের অনুকূল করিয়া ব্যাখ্যা করিতে শ্রীরামানুজ স্বামী প্রযত্ন করিয়াছেন। পরন্তু ব্রহ্মকে যে দোষ-সংস্পর্শজনিত অপবাদ হইতে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত এই মত তিনি উদ্ভাবন করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি এবং ইহার দ্বারা সেই দোষ ক্ষালন করিতে তিনি কি পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা নিবিষ্ট চিত্তে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

শ্রীভাষ্যকার বলেন যে "যেমন শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণ তিনটি পৃথক্‌রূপে রঞ্জিত কিন্তু একত্র মিলিত তন্তু সকলের দ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশেই শুক্লাদি বর্ণের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়," (অর্থাৎ বস্ত্রের ঠিক একই স্থানে ত্রিবিধ বর্ণের তন্তুরই সন্নিবেশ থাকা অসম্ভব, প্রত্যেক বর্ণের তন্তুই পৃথক্ পৃথক্ স্থান অধিকার করিয়া অপর তন্তু হইতে পৃথক্‌ভাবে থাকে, সুতরাং পরস্পার কখনও এক হইয়া যাইতে পারে না ; অথচ ঐ বস্ত্র ত্রিবিধ বর্ণের তন্তুর মিলনেই গঠিত), তদ্রূপ চিৎ (জীব) অচিৎ (অচেতন জগৎ) ও ঈশ্বর এই তিনের সমষ্টি জগতের উপাদান হইলেও, ভোক্তৃত্ব (জীবত্ব), ভোগ্যত্ব (অচেতনত্ব) এবং নিয়ন্তৃত্ব (ঈশ্বরত্ব) এই তিনটি পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মের পরস্পারের সহিত পরস্পরের কদাচ সংক্রমণ হয় না। ইহারা সর্ব্বদা পৃথক্‌ই থাকিয়া যায়। এই স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে "ঈশ্বর" ও "ব্রহ্ম" শব্দ একই অর্থে ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়া তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইক্ষণে তাঁহার এই মতের তাৎপর্য্য ও ফল বিচার করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য এই যে শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ রূপে রঞ্জিত তন্তু তিনটি যেমন সর্ব্বদাই পৃথক্ আছে ও থাকে, তদ্রূপ যদি ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সর্ব্বদাই পৃথক্ আছেন ও থাকেন, তবে শ্রুতি যে ব্রহ্মকে একমাত্র অদ্বৈত বলিয়া পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার যথার্থতা কি প্রকারে রক্ষা পায় ? রক্ত ও কৃষ্ণ তন্তু দুইটি যেমন শুক্ল তন্তু হইতে সর্ব্বদাই বিভিন্ন পদার্থরূপে অবস্থিত আছে, তদ্রূপ জীব ও জগৎ সর্ব্বদাই ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন আছে, সুতরাং ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব-বিষয়ক শ্রুতি সকল এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী হয়। ভূমা বিদ্যা প্রভৃতির ব্যাখ্যা স্থলে শ্রুতি "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" (যাহাতে অন্য

কিছু দর্শন করে না) ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিছুমাত্রও বস্তু নাই, ইহাই সত্য, এবং এই জ্ঞানে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ হইলেই মোক্ষলাভ হয়। সুতরাং রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ তন্তু একই বস্ত্রে স্থিত হইলেও যেমন শুক্লবর্ণ তন্তু হইতে ইহারা সর্ব্বদাই পৃথক্ থাকে, তদ্রূপ যদি জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে সর্ব্বদা পৃথক্ রূপেই অবস্থিত থাকে, তবে সম্পূর্ণ ভেদবাদেরই স্থাপন করা হয়, ব্রহ্ম ইহাদিগের নিত্য সান্নিধ্যে স্থিত এবং নিত্য নিয়ন্তা হইলেও, তাঁহার কেবল এই নিয়ন্তৃত্ব-শক্তি নিবন্ধন ইহাদিগকে তাঁহার সহিত এক বলিয়া কখনই বলা যাইতে পারে না। কিন্তু এক না হইলে ভেদ রহিয়াই গেল, সুতরাং এইমত পূর্ব্ব লিখিত অদ্বৈত শ্রুতি ও ব্রহ্মের পূর্ণত্ব এবং সর্ব্বব্যাপিত্ব-বিষয়ক শ্রুতি সকলের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া পড়ে।

এই আপত্তি হইতে স্বীয় মতকে রক্ষা করিবার জন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের শরীর-শরীরী সম্বন্ধ ; জগৎ ও জীবের সমষ্টি ("চিদচিৎ-সংঘাত") ব্রহ্মের শরীর, আর ব্রহ্ম নিজে শরীরী (আত্মা) ; এই উভয়ের মধ্যে "শরীরাত্মভাব" বিদ্যমান আছে। অতএব তিনি বলেন যে "চিদচিৎ-সংঘাত" ব্রহ্মেরই শরীর হওয়ায়, অদ্বৈতত্ব-বিষয়ক শ্রুতি সকলের সহিত তাঁহার মতের কোন বিরোধ হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জগতের মূল উপাদান-কারণ ঐ চেতনাচেতনসংঘাত রূপ শরীর ; ব্রহ্ম ইহার নিয়ন্তা ও নিমিত্ত-কারণ মাত্র।

শ্রীমদ্রামানুজ স্বামীর এই বাক্যের অর্থ এইরূপ বোধ হয় যে শরীর পৃথক্ হইলেও, তদধিষ্ঠিত জীবাত্মার সহিত যেমন ইহার একত্ব-বুদ্ধিতে

সমস্ত ব্যবহার সিদ্ধ হয়, (শরীরকে দেখিয়া, শরীরী জীবকেই দেখিয়াছি বলিয়া আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি), এবং ঐ শরীরাধিষ্ঠিত জীবও দেহাত্মবুদ্ধিতেই সমস্ত ব্যবহার সাধন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রুতিও অদ্বৈত মত প্রচার করিয়া বলিয়াছেন—ব্রহ্মই জগৎ কারণ, তাঁহা হইতেই জগদুৎপন্ন, তাঁহাতেই স্থিত, ইত্যাদি ; বস্তুতঃ জগতের মূল উপাদান ব্রহ্ম নহেন, তিনি উহার নিমিত্ত কারণ মাত্র।

এইক্ষণ এই শরীর-শরীরী-সম্বন্ধ কি, তাহা বিশেষ রূপে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। দৃশ্যস্থানীয় পঞ্চভূতাত্মক দেহকে শরীর বলা যায়, ইহার দ্বারা যে জীবের ভোগ সাধিত হয়, তিনিই ঐ শরীরের সম্বন্ধে শরীরী। এই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি, তাহার বিচার সাধারণের বোধগম্যরূপে করিলে দেখা যায় যে, শরীর হইতে শরীরী জীব পৃথক্, শরীরের ধ্বংসে জীবের ধ্বংস নাই, শরীর জীবের ভোগসাধনযন্ত্র মাত্র। কিন্তু বিভিন্ন হইলেও জীবের অবিদ্যা হেতু, আপনা হইতে পৃথক্ এই শরীরে জীবের আত্মবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে ; অবিদ্যা নিবারিত হইলে আর এই জড় দেহে আত্মবুদ্ধি থাকে না ; অবিদ্যা থাকা অবস্থায়ই শরীরের কর্ম্ম নিজেরই কর্ম্ম বলিয়া জীব স্বয়ং ও অপরে বোধ করিয়া থাকে। এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে ব্রহ্মেরও কি জগতের সহিত তদ্রূপই সম্বন্ধ? ব্রহ্মেরও কি এইরূপ অবিদ্যা বর্ত্তমান আছে? যদি থাকে, তবে তদ্দ্বারা তাঁহার স্বরূপই কলঙ্কিত হইল, কলঙ্কসংসর্গ হইতে ভাষ্যকার ব্রহ্মকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। যদি না থাকে, তবে সাধারণ জীবের ন্যায় জীব ও অচেতন জগতে তাঁহার আত্মবুদ্ধি কিরূপে থাকিতে পারে? এবং তাঁহার আত্মবুদ্ধি পর্য্যন্তও না থাকিলে, ইহাদিগকে তাঁহার সহিত অভিন্ন বলিয়া "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি অসংখ্য বাক্যে শ্রুতি কিরূপে

উপদেশ করিতে পারেন? যদি বল ব্রহ্মের দেহাত্মবুদ্ধি নাই, কিন্তু উপদেশের পাত্র জীবের দেহাত্মবুদ্ধি বর্ত্তমান থাকাতে, ঐ জীবকে বুঝাইবার জন্য শ্রুতি এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন; তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, যখন অবিদ্যা-হেতুই জীব মিথ্যাকল্পে শরীরে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করে, সেই অবিদ্যাকেই আরও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কি মোক্ষ বিষয়ে উপদেশ করিতে গিয়াও শ্রুতি দৃঢ়রূপে পুনঃ পুনঃ এই মিথ্যা উপদেশ করিয়াছেন যে, জীব ও জগৎ উভয়ই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে ইহারা সম্পূর্ণ অভিন্ন? আর এইরূপ বলিলে ব্রহ্মকেও সংসারী জীবেরই রূপান্তর মাত্র বলা হইল না কি? অবিদ্যা হইতে মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় উপদেশ করিতে গিয়া যে শ্রুতি এইরূপ মিথ্যা উপদেশ দ্বারা জীবকে অধিকতর তমসাচ্ছন্ন করিবেন, ইহা কখন কল্পনাও করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ শ্রীভাষ্যকারের মতেও যখন অবিদ্যার কোন সম্বন্ধ ব্রহ্মে কদাপি নাই এবং তাঁহার স্বরূপ যখন সর্ব্বদাই সর্ব্বপ্রকার জীবধর্ম্ম ও জগদ্ধর্ম্ম রহিত, তিনি সর্ব্বদাই নিষ্কলঙ্ক, তখন ঐ মতে ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন জীব ও জগতে তাঁহার আত্মবুদ্ধি থাকিবার কোন কারণই কল্পনা করা যাইতে পারে না এবং এই আত্মবুদ্ধি যখন বাস্তবিক মিথ্যা, তখন অপর কোন কারণেও সেই মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া ঘোষণা করা মোক্ষোপদেশ-কারিণী শ্রুতিসকলের অভিপ্রায় বলিয়া কখনই মনে করা যাইতে পারে না। এই সমস্যা এড়াইবার জন্য ভাষ্যকার বলেন যে, পরমপুরুষ ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের তদ্রূপ ভেদভাব নাই; জীব ও জগৎ উভয়ই ব্রহ্মেরই এক এক বিশেষ "**প্রকার**" মাত্র; "পরমপুরুষশরীরত্বেন চিদ-চিতোস্তৎ প্রকারতয়ৈব পদার্থত্বাৎ, তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষঃ সর্ব্বদা সর্ব্বশব্দ বাচ্যঃ"। অর্থাৎ জীব ও জগৎ পরমপুরুষের শরীর হওয়াতে, ইহারা

তাঁহারই এক এক বিশেষ "প্রকার" মাত্র হইতেছে; উক্ত প্রকার-বিশিষ্ট ব্রহ্ম সর্ব্বদা "সর্ব্ব" শব্দের বাচ্য হইয়াছেন; সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় শ্রুতি-বাক্য সকলের সহিত তাঁহার এই মতের কোন বিরোধ হয় না।

এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে ভাষ্যকার যে জীব ও জগৎকে ব্রহ্মের এক এক বিশেষ "প্রকার" বলিয়া বর্ণনা করিলেন, এই "প্রকার" শব্দের যথার্থ তাৎপর্য্য কি? আমরা বোম্বাই, ন্যাংড়া, গোপাল ভোগ, দেশী আম, প্রভৃতি আমের প্রকার ভেদ আছে বলিয়া থাকি; একটিকে বোম্বাই আম, একটিকে ন্যাংড়া আম, একটিকে দেশী আম বলিয়া বর্ণনা করি, প্রত্যেকটিই এক এক বিশেষ প্রকারের আম, পরস্পর হইতে কোন কোন গুণে বিভিন্ন হইলেও আম্রত্ব-বিষয়ে সকলেই এক, ইহাই আমের প্রকারভেদ শব্দে বোধগম্য হইয়া থাকে। কিন্তু দেশীয় আমকে কখনও বোম্বাই আমের প্রকারভেদ বলা যাইতে পারে না, ন্যাংড়া আমেরও প্রকারভেদ বলা যাইতে পারে না; কারণ ইহারা সম শ্রেণীর পৃথক্ বস্তু, এক আম্রত্ব-বিষয়ে ইহাদের মধ্যে একত্ব; কিন্তু বোম্বাই আম বলিলে যে-সকল বিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্ট আম বুঝায়, দেশী আম বলিলে তন্মধ্যে সেই সকল বিশেষ ধর্ম্মের অভাব ও অন্যবিধ বিশেষ ধর্ম্মের অবস্থিতি বুঝায়; অতএব দেশীয় আমকে কখনও বোম্বাই আমের প্রকারান্তর মাত্র বলা যায় না। অতএব ভাষ্যকারের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ পৃথক্ পৃথক্ তিনটি তন্তুর ন্যায় পরমাত্মা-ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ, এই তিনের মধ্যে সাধর্ম্ম্য না থাকিলে, এবং ইহারা পৃথক্ পৃথক্ রূপেই সর্ব্বদা অবস্থিত পদার্থ হইলে, তিনটিই পৃথক্ বস্তু হইয়া পড়ে, সুতরাং জগৎ ও জীবকে ব্রহ্মের প্রকারভেদ বলিয়া কোন প্রকারে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না। একটি বস্তুকে

অপর বস্তুর প্রকারভেদ বলিলে ইহাই বুঝা যায় যে, যেটি মূল বস্তু— যাহার প্রকারভেদ বলা হয়, সেই মূল সাধারণ বস্তুটি কোন বিশেষ গুণের যোগে বিশেষ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র। এইরূপ স্বরূপে এক থাকিয়া, কেবল গুণ অথবা ধর্ম্মের কিছু কিছু ভেদ থাকা অর্থে যদি জীব ও জগৎকে ব্রহ্মের "প্রকার ভেদ" বলা হয়, তবে ন্যাংড়া, বোম্বাই প্রভৃতি সকল প্রকার আমকেই যেমন আম বলা যায়, তদ্রূপ জীব ও জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়াই বর্ণনা করিতে হইবে, জীব ও জগৎকে আর ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলা যাইতে পারিবে না, ব্রহ্মকেই ইহাদের মূল স্বরূপ বলিতে হইবে। পরন্তু জীব ও জগৎকে উক্ত অর্থে ব্রহ্মের প্রকারভেদ বলিলে, জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই স্বরূপস্থিত বস্তু হইয়া পড়িল। সুতরাং যে দোষাপবাদ অপনয়ন করিবার নিমিত্ত শ্রীমদ্রামানুজ স্বামী এই কষ্টকল্পনাসম্ভূত মত উদ্ভাবন করিয়াছেন, ইহাতে সেই দোষাপবাদ সম্পূর্ণ ই রহিয়া গেল, জীবও ব্রহ্ম হওয়াতে, জীবের অজ্ঞান, পাপ ইত্যাদি সমস্ত ব্রহ্মেরই হইয়া গেল।

ইহার উত্তরে বলা হয় যেঃ—এই "সঙ্ঘাত" (চেতনাচেতন সমষ্টি) ব্রহ্মের স্বরূপভুক্ত নহে, ইহা তাঁহার গুণ বিশেষ মাত্র, পরন্তু তাঁহার স্বরূপ-ভুক্ত গুণ নহে, বাহ্য গুণ। এই কথা আরও পরিষ্কার করিতে গিয়া বলা হয় যে, ব্রহ্মের যে সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি স্বাভাবিক স্বরূপভুক্ত গুণ আছে, সেই গুণসকলের সহিতই এই সকল বাহ্য-গুণ যুক্তভাবে বর্ত্তমান আছে, ইহা তাঁহার **স্বরূপের** সহিত যুক্ত নহে ; সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ নিষ্কলঙ্কই থাকিয়া যায়। ভগবানের স্বরূপে কোন প্রকার কলঙ্ক দৃষ্ট হইবে ভয়ে ভক্তের প্রাণ সহজেই শিহরিয়া উঠে ; সুতরাং ভাষ্যকার যে প্রাণপণে নিজের বুদ্ধি-কৌশল পরিচালিত করিয়া, যে কোন

প্রকারে হউক, এই দোষ-স্পর্শ হইতে ভগবৎস্বরূপকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভক্তিরই গভীরত্বের পরিচয় প্রদান করে, পরন্তু তন্নিমিত্ত তাঁহার এই মতকে যুক্তি ও শাস্ত্রমূলক বলিয়া কোন প্রকারে বলা যাইতে পারে না। ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি কল্যাণ-গুণসকল তাঁহার স্বরূপগত, ইহা ভাষ্যকারের স্বীকার্য্য। পরন্তু স্বরূপ-গত কথার অর্থ স্বরূপে স্থিত, স্বরূপকে অতিক্রম করিয়া কোন অংশে বর্ত্তমান নাই ; এই সকল ভগবদ্গুণ অপর কাহার আশ্রয়ে কোথায়ই বা থাকিবে? অতএব এই সকল গুণের সহিত যে বস্তু সংযুক্ত থাকে, তাহা তাঁহার স্বরূপের সহিতই সংযুক্ত হইয়া আছে, তাঁহার স্বরূপকে কোন অংশে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান নহে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। একটি বাক্সের আকার চতুষ্কোণ, এই চতুষ্কোণত্বটি বাক্সের একটি স্বরূপগত গুণ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। এইক্ষণ এই চতুষ্কোণ আকারের সহিত লোহিত বর্ণটি যুক্ত আছে বলিলে, সেই লোহিতবর্ণ কি বাক্সেরই স্বরূপভুক্ত হইল না? বাক্সটিকেই কি লোহিতবর্ণবিশিষ্ট বলা হইবে না? অতএব চিদচিৎ-সমষ্টিরূপ গুণও ব্রহ্মের স্বরূপগত সর্ব্বশক্তিমত্তাদি গুণের সহিত যুক্ত থাকায়, তাহা ব্রহ্মেরই স্বরূপকে রঞ্জিত করে বলিতে হইবে, ব্রহ্মের স্বরূপকে রঞ্জিত না করিয়া তাঁহার স্বরূপগত গুণের সহিত যুক্ত হওয়া কথার কোন অর্থই হয় না। যদি বল এই "চিদচিৎ"-সমষ্টি ব্রহ্মের স্বাভাবিক সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণের সহিতও সংশ্লিষ্ট নহে ; তবে ইহা ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থই হইল, ইহাকে ব্রহ্মের গুণ বলা অর্থশূন্য জল্পনা মাত্র ; ইহা এক প্রকার সাংখ্য অথবা পাশুপত মত। সাংখ্য মতে জগতের উপাদান-কারণ প্রকৃতি "গর্ত্তদাসবৎ" স্বভাবতঃ নিত্য পুরুষাধীন এবং স্বয়ং নিত্যা। পাশুপত

মতও এই বিষয়ে প্রায় একই প্রকারের। শ্রীমদ্‌রামানুজ স্বামীর মত এবং এই সকল মত এই উভয়ের মধ্যে ভাষাগত প্রভেদ দৃষ্ট হইলেও, এই বিষয়ে উভয় শ্রেণীর মত একই প্রকারের। এই সকল মত শ্রুতি ও যুক্তি মূলে বেদব্যাস স্বয়ং অশেষরূপে খণ্ডন করিয়াছেন; এইস্থলে সেই সকল যুক্তি ও শ্রুতি প্রমাণের বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন; তন্নিমিত্ত আবশ্যক হইলে ব্রহ্মসূত্রের ১ম ও ২য় অধ্যায় পাঠ করিবে। অতএব যে দোষ নিবারণের জন্য শ্রীমদ্‌রামানুজ স্বামী এত কষ্টকল্পনার উদ্ভাবন করিয়াছেন, সেই দোষ এই সিদ্ধান্তের দ্বারা নিবারিত হয় নাই, তাঁহার মতেও এই দোষ (যদি ইহা দোষ হয় তবে তাহা) থাকিয়াই যায়।

এই শ্রেণীর আপত্তি এড়াইবার জন্য এইরূপ বলা যায় যে, শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ তন্তুত্রয়-নির্ম্মিত বস্ত্রের দৃষ্টান্তের অর্থ এই যে, ব্রহ্ম সাধারণ অরঞ্জিত কার্পাস স্থানীয়; মূল কার্পাস শুক্লবর্ণ হওয়ায় তন্নির্ম্মিত তন্তু শুক্লবর্ণই হয়; অতএব ঈশ্বরস্থানীয় শুক্লবর্ণ তন্তুটি সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ। পরন্তু জীব ও জগতস্থানীয় রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ তন্তুদ্বয় এমন পাকা রং দ্বারা রঞ্জিত যে, ইহারা উভয়ই তন্তুরূপে ব্রহ্মের প্রকারভেদ হইলেও, ইহাদের স্বীয় স্বীয় বর্ণটি কখনও পরিত্যক্ত হয় না; শুক্লবর্ণ তন্তু হইতে ইহারা সর্ব্বাবস্থায় পৃথক্ থাকিয়া যায়,—কখনও স্বীয় রং বর্জ্জিত হইয়া ঐকান্তিক শুক্লতা প্রাপ্ত হয় না। যেমন ঘট ও সরাব মূলতঃ মৃত্তিকার প্রকার ভেদ হইলেও, ঘট ও সরাব রূপে সর্ব্বদাই মৃত্তিকা হইতে বিভিন্ন দৃষ্ট হয়, ইহাও তদ্রূপ।

এই ব্যাখ্যা আপাততঃ বেশ মনোহর বলিয়া বোধ হইতে পারে; পরন্তু এই মনোহারিত্ব কেবল বাহ্যিক। কারণ, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ সূত্রদ্বয়

যদি মূলে কার্পাসনির্ম্মিত শুক্ল তন্তু হইত, এবং পরে পাকা রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ তাহাতে সঞ্চারিত হইত, (অর্থাৎ জীব ও জগৎস্থানীয় রঞ্জিত সূত্রদ্বয় যদি ঈশ্বর স্থানীয় শুক্ল কার্পাসসূত্রের ন্যায় মূলতঃ শুক্ল হইত এবং পরে রঞ্জিত হইত) তবে ঐ দৃষ্টান্তটি সঙ্গত বলিয়া গ্রহণযোগ্য হইতেও পারিত। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ইহারা কদাপি ঈশ্বরবৎ শুক্ল ছিল না ও কদাপি তদ্রূপ হইবে না ; এবং শুক্লবর্ণ তন্তুতেও কখনও রক্ত অথবা কৃষ্ণবর্ণ সঞ্চারিত হইবার যোগ্যতা নাই, কারণ বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ইহাদের পরস্পরের ধর্ম্ম সকল কখনও পরস্পরে সংক্রামিত হয় না। এবঞ্চ পরে পাকা রংএ রঞ্জিত হইতে হইলে ঐ রংএর পৃথক্‌রূপে এবং অবিনাশি-ভাবে অস্তিত্বে স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে সম্পূর্ণ দ্বৈতত্বেরই সিদ্ধি হয়। সুতরাং এই ব্যাখ্যা দ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈত মতের কোন পোষকতা হয় না। আর ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে উৎপত্তিশীল পদার্থমাত্রই বিনাশশীল। সুতরাং শুক্লবর্ণ তন্তুতে পরে রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ সঞ্চারিত হইয়া থাকিলে, সেই রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণের সংযোগ কদাপি চিরস্থায়ী হইতে পারে না, তাহার বিনাশ হইবেই, এবং বিনষ্ট হইলে তন্তুদ্বয় পুনরায় শুক্লতা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু এইরূপ শুক্লতা-প্রাপ্তিও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের বিরুদ্ধ, ঐ মতে অচেতন জগতও কখনই ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হয় না, জীবও মোক্ষদশায় পর্য্যন্ত ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং এ ব্যাখ্যা কোন প্রকারে গ্রহীতব্য নহে।

যদি দৃষ্টান্ত স্থির রাখিবার জন্য বলা যায় যে শুক্লবর্ণ তন্তু রঞ্জিত না হইয়া মূল কার্পাসই রঞ্জিত হইয়াছে, তাহাতেও উক্ত আপত্তি সমস্তই প্রযোজ্য হয়। তাহাতে কোন বিশেষত্ব নাই। যদি বলা যায় যে কার্প্পাস প্রথমে শুক্ল থাকিয়া পরে রঞ্জিত হয় নাই ; স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই

কার্পাসের কোন অংশ শুক্লবর্ণ, কোন অংশ রক্তবর্ণ, কোন অংশ কৃষ্ণবর্ণ; তবে কার্পাস-স্থানীয় ব্রহ্মই স্বরূপতঃ আংশিক রঞ্জিত অর্থাৎ অবিদ্যাদির দ্বারা দুষ্ট হইয়া পড়িলেন, ইহা বিশিষ্টাদ্বৈত বাদের অসম্মত। কারণ তাহাতে ব্রহ্মের স্বরূপেই দোষ প্রবেশ করিল; অথচ এক খণ্ড সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণসম্পন্ন, অপর খণ্ড পাপদুষ্ট হইলে ব্রহ্মের শ্রুতিসিদ্ধ অখণ্ডত্ব আর থাকিল না।

মৃত্তিকার দৃষ্টান্তেও ঘট শরাবাদি অংশ বর্জ্জিত হইয়া যে মৃত্তিকা অবশিষ্ট থাকে, তাহা কাজেই স্বরূপতঃ অপূর্ণ এবং এইরূপ খণ্ড থাকাতে মৃত্তিকা যেমন অখণ্ড বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, ব্রহ্মও তদ্রূপ আর অখণ্ড বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। অতএব এই ব্যাখ্যা কোন প্রকারে আদরণীয় নহে।

বস্তুতঃ ভেদাভেদ সিদ্ধান্তই সর্ব্বশাস্ত্র-সঙ্গত এবং যুক্তিও ইঁহারই সর্ব্বতোভাবে অনুকূল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা করিয়াছি যে সর্ব্বশাস্ত্রানুসারেই ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপ; তন্মধ্যে অচেতন জগতের উপাদান ব্রহ্মের আনন্দাংশ আর তাঁহার চিৎশক্তি অনন্ত প্রকারবিশিষ্ট হওয়ায় তাঁহার ব্যষ্টিদর্শনযুক্ত অবস্থাই জীব, এবং তাঁহার সম্যক দর্শন-শক্তিযুক্ত ভাবই ঈশ্বরত্ব। এইমাত্র জানিয়া রাখিলে সর্ব্বশাস্ত্রের উপদেশ সমঞ্জসীভূত দেখিতে পাইবে। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে, এই ভেদত্রয় কোন প্রকারে ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ত্বের হানিকর নহে; এই ত্রিবিধত্ব একই পূর্ণ সৎস্বরূপাশ্রিত। সেই আনন্দময় সৎ অনন্তশক্তিশালী, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিশেষ বিশেষ শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিশেষ বিশেষ নামের দ্বারা তাঁহার বর্ণনা করা হয় মাত্র। অতএব এই সিদ্ধান্তে ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব, অখণ্ডত্ব ও ঈশ্বরত্ব, জীবের জীবত্ব, বন্ধ ও মোক্ষ, উপাসনার

আবশ্যকতা, জগতের দৃশ্যস্থানীয়ত্ব সুতরাং অচেতনত্ব প্রভৃতি সমস্তই রক্ষা পায় এবং শ্রুতি সকলেরও অবিরোধত্ব স্থাপিত হয়।

শ্রুতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মকিতবা" ইত্যাদি, গীতায়ও "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইত্যাদি বাক্যে ভগবান্ স্বয়ং জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। বেদব্যাসও "অংশনানাব্যপদেশাদন্যথা চ" (২য় অঃ ৩য় পাদ ৪২) ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত সূত্রে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া শ্রুতিপ্রণোদিত স্থির সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। জগতের উপাদান যে ব্রহ্ম তাহাও বহু শ্রুতি ও যুক্তি মূলে বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের প্রথম দুই অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন। গীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন "একাংশেন স্থিতোজগৎ" (১০ম অঃ ৪২ শ্লোক)।

বস্তুতঃ ব্রহ্মের ঈক্ষণশক্তির স্বরূপগত অনন্ত ভেদ থাকাতেই একই ব্রহ্ম বহুরূপে দৃষ্ট হন মাত্র। ইহা ছান্দোগ্য প্রভৃতি শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন; যথা—"তদৈক্ষত বহুস্যাং", অর্থাৎ ঈক্ষণের দ্বারাই ব্রহ্ম বহু হইলেন। স্বয়ং এক হইলেও, এই সকল শ্রুতি ব্রহ্মের ঈক্ষণশক্তির ভেদমূলেই তাঁহার বহুরূপে প্রকাশিত হওয়ার যোগ্যতা থাকা উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু বহুরূপে প্রতিভাত হইলেও ব্রহ্মস্বরূপ সর্ব্বদাই নিষ্কলঙ্ক থাকে। এই ঈক্ষণের বহুত্বনিবন্ধন ব্রহ্মস্বরূপে কলঙ্ক স্পর্শ হওয়া দূরে থাকুক, ইহার দ্বারা তাঁহার স্বরূপের পূর্ণতা এবং অনন্তত্বই প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব যখন নিত্যই বর্ত্তমান আছে, তখন অজ্ঞানজনিত কলঙ্ক আর তাঁহাকে কিরূপে স্পর্শ করিতে পারে? অল্পজ্ঞ জীব তাঁহার স্বরূপভুক্ত হইলেও, সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মে সর্ব্বজ্ঞেশ্বরত্ব নিত্য বর্ত্তমান থাকায়, ঐ স্বরূপ বস্তুতঃ কখনই কলুষিত হয় না। ইহা

একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। যোগীশ্বরগণের তৃতীয় জ্ঞাননেত্র খুলিয়া যায়, ইহা ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ আছে; দেশ ও কাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন, দূরস্থিত পদার্থকে তাঁহারা ঐ জ্ঞাননেত্রের দ্বারা দর্শন করিতে পারেন। কিন্তু এইরূপ দর্শন করিতে পারেন বলিয়া যে তাঁহাদের সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় চর্ম্মচক্ষু থাকে না তাহা নহে। পরশমণির অধিকারী ক্রোড়পতির হাতেও যেমন অল্পমূল্যের পয়সাও থাকে এবং তদ্দ্বারা তদুপযুক্ত কার্য্য সম্পাদিত হয়, তদ্বৎ তাঁহাদেরও চর্ম্মচক্ষু থাকে এবং ঐ চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় তাঁহারা দর্শন করিয়া থাকেন। ঐ চর্ম্মচক্ষুতে রোগও জন্মিতে পারে, ইহার জ্যোতিরও হানি হইতে পারে এবং একেবারে অন্ধও হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু তন্নিমিত্ত ঐ সকল যোগীশ্বরদিগকে কখনও দর্শনশক্তিহীন বলিয়া বলা যাইতে পারে না; কারণ ঐ চর্ম্মচক্ষু দুষ্ট হইলেও তৃতীয় জ্ঞান-নেত্রের দ্বারা তাঁহারা সমস্ত দর্শন করিতে পারেন; চর্ম্মচক্ষু দুষ্ট হইলেও তাঁহাদিগের দৃষ্টিকে সেই দোষ স্পর্শ করে না। এইরূপ ব্রহ্মের জীবশক্তি সীমাবদ্ধ ও দুষ্ট হইলেও, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান নিত্যানন্দময় ব্রহ্ম তদ্দ্বারা কোন প্রকারে দুষ্ট হয়েন না।

ভাষ্যকার স্বামী রামানুজ কেবল জগন্নিয়ন্তৃত্বশক্তিযুক্ত ঈশ্বরত্বে মাত্র ব্রহ্মস্বরূপকে পর্য্যবসিত করিয়াছেন, পরন্তু শ্রুতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন:—

উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ।

* * * * *

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশাবনীশা
বজাহ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।

অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপোহ্যকর্ত্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥ ৯ ॥
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)

অর্থাৎ এই ব্রহ্মকেই বেদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (সর্ব্বসার) বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, তাঁহাতেই ত্রিবিধত্ব (ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব ও দৃশ্য জগদ্রূপত্ব) প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তিনি (সর্ব্বাশ্রয়রূপে) অক্ষর স্বভাবও বটেন, (সর্ব্বদা একরূপ অপরিবর্ত্তনীয়ও বটেন)। ব্রহ্মের ঈশ্বররূপে তিনি "জ্ঞ" অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞস্বভাব ; অনীশ্বর অর্থাৎ জীবরূপে তিনি "অজ্ঞ" অর্থাৎ অপূর্ণজ্ঞস্বভাব ; তাঁহার উভয়ত্বই অনাদি নিত্য। তদ্ভিন্ন তাঁহার আর একটি রূপ আছে যাহা জীবরূপী ব্রহ্মের ভোগ-সাধক—অর্থাৎ বহির্জগৎ ; ইহাও জন্মরহিত নিত্য। এবঞ্চ ব্রহ্ম আত্মাস্বরূপ, অথচ তিনি অনন্ত (সর্ব্বব্যাপী) এবং বিশ্বরূপ, অর্থাৎ ত্রিকালে প্রকাশিত সমস্ত বিশ্ব তাঁহার স্বরূপগত ; সুতরাং তিনি অকর্ত্তা; কারণ পূর্ব্বোক্ত ত্রিতয়ই তাঁহার এই আত্মরূপের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া আছে ["যত এবানন্তো বিশ্বরূপ আত্মা, অতএব অকর্ত্তা, কর্ত্তৃত্বাদি সংসারধর্ম্মরহিত ইত্যর্থঃ" ইতি শাঙ্করভাষ্যে। অর্থাৎ যখন ত্রিকালে প্রকাশিত সমস্ত বিশ্বই অক্ষররূপী ব্রহ্মের স্বরূপগত, তখন তাঁহার কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না ; কারণ সকলই যখন স্বরূপে বর্ত্তমানই আছে, তখন তিনি আর নূতন করিয়া করিবেন কি ?]। ৯ ॥
ব্রহ্মের এই ত্রিবিধত্ব শ্রুতি নানাস্থানে প্রকাশিত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রুতিবাক্যের প্রামাণিকতা সর্ব্বাংশে স্বীকার করিয়াও একমাত্র ঈশ্বরত্বে ব্রহ্মসত্ত্বাকে পর্য্যবসিত করিয়া শ্রীভাষ্যকার উক্ত সকল বাক্যে যে মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অমূলক বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। তাঁহার মত স্বীকার করিতে হইলে ব্রহ্মস্বরূপ অপূর্ণ ও

অন্তবিশিষ্ট হইয়া যায়—ইহা সর্ব্ববিধ শাস্ত্র বিরুদ্ধ। পরন্তু শ্রীভাষ্যেও পূর্ব্বোদ্ধৃত "অংশ নানা ব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি সূত্র ব্যাখ্যানে জীব ও জগৎকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া ভগবান্ বেদব্যাসের অভিপ্রায় থাকা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং জীব ও জগৎকে ব্রহ্মের নিত্য বিশেষণ-স্থানীয় বলিয়াও ঐ ভাষ্যে নানাস্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ভাষা "ভেদাভেদ" সিদ্ধান্তেরই সম্পূর্ণ অনুকূল। কোন বস্তুর বিশেষণ বলিলে ঐ বিশেষণটি সেই বস্তুর অঙ্গীভূত—স্বরূপান্তর্গত হওয়া চাই নতুবা কেবল সান্নিধ্যে স্থিতি ও নিয়ম্য সম্বন্ধ মাত্র থাকিলে তাহাকে বিশেষণ বলা যাইতে পারে না। অতএব বিশেষ্য-বিশেষণ কথার স্বাভাবিক অর্থ স্থির রাখিয়া ঐ বিশেষ্য-বিশেষণ শব্দ ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ জ্ঞাপক বলিলে এবং তিন প্রকার বিভিন্ন রংএ রঞ্জিত এক বস্ত্রে সংযোজিত তিনটি পৃথক্ পৃথক্ সূত্রের সম্বন্ধ বিষয়ক দৃষ্টান্তের ভাব পরিহার করিলে তাহার সহিত আমাদের "ভেদাভেদ" মতের কোন প্রকার পার্থক্য থাকে না এবং শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মের অদ্বৈতত্বের বিষয়ক উপদেশও স্থিরতর থাকে।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতের সমালোচনা এই স্থলে এই পর্য্যন্ত যথেষ্ট হইবে ; এতদ্দ্বারা এই মত এবং আমাদের ভেদাভেদ মত সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হইবে।

আর একটি কথা জানিয়া রাখিবে যে শ্রীমদ্রামানুজ স্বামীর আদর্শ পুরাণোক্ত কারণাব্ধিশায়ী নারায়ণে পর্য্যাপ্ত হয়। ভগবান্ নারায়ণের শয়নাবস্থাই (জগতের প্রকৃতি লীনাবস্থাই) রামানুজ স্বামীর সূক্ষ্ম চিদ-চিৎ-সংঘাত। ইহার অধিষ্ঠাতা ভগবান্ নারায়ণ স্বীয় দেহ আকুঞ্চিত করিয়া প্রলয়কালে কারণ বারিতে শয়ান হয়েন, পুনরায় স্বীয় দেহকে

যেন প্রসারিত করিয়া বিরাটরূপ ধারণ করেন। ইহাই ব্রহ্মের তৃতীয় মূর্ত্ত-রূপ—যাহা বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি।

আর চিদানন্দ বর্জ্জিত অনির্দ্দেশ্য এক সন্মাত্র রূপই শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের আদর্শস্থানীয় ব্রহ্ম। বস্তুতঃ চিদানন্দ ও ঐ চিদানন্দের প্রকাশভাব রহিত হইয়া যে "সৎ" কখন থাকেন না, তাহা ঐ মতে লক্ষিত হওয়া দৃষ্ট হয় না। সেই অমূর্ত্তরূপই তাঁহার একমাত্র রূপ নহে; ঐ অমূর্ত্ত সদ্রূপের সহিত সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদিগুণ নিত্য সংযোজিত আছে;—এইরূপ সংযোজিত থাকিয়া তাঁহার স্বরূপের পূর্ণতা ও অদ্বৈতত্ত্বের সম্পাদন করিতেছেন। ভেদাভেদবাদী নিম্বার্কীয়গণ ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত উভয় রূপই স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে শ্রীমদ্রামানুজ স্বামীর আদর্শস্থানীয় নারায়ণরূপী ব্রহ্ম ব্রহ্মের প্রকাশিত মূর্ত্তরূপ মাত্র; তাঁহার প্রকৃতিলীনাবস্থায় কোন রূপের স্পষ্ট প্রকাশ না থাকিলেও, রূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইবার উন্মুখতা তখনও বর্ত্তমান থাকে, ঐ অবস্থাই রূপসকলের বীজভাব। অতএব ইহাকে নারায়ণের শয়নাবস্থামাত্র বলিয়া বর্ণনা করা যায়। পরন্তু এই মূর্ত্ত নারায়ণরূপে ব্রহ্ম পূর্ণ নহেন; তদ্ব্যতীত তাঁহার একেবারে অমূর্ত্ত (প্রকাশের জন্য উন্মুখভাব পর্য্যন্ত রহিত) রূপও আছে। শাঙ্করিক মতে সেই অমূর্ত্ত রূপই ব্রহ্মের একমাত্র রূপ; জগত ও জীবকে অবিদ্যা কল্পিত বলিয়াই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। এই অবিদ্যাকে একান্ত অলীক পদার্থ বলিলে—জগত ও জীবকে "তৎকল্পিত" বর্ণনা করা অর্থশূন্য প্রলাপ বাক্য হইয়া পড়ে। যাহা একান্ত অলীক, তাহার কল্পনারূপ ক্রিয়া থাকা একেবারে অর্থশূন্য প্রলাপ হয়,—অতএব তাহার একপ্রকার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই জগত-ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা হইল—ইহাতে দ্বৈত-বাদই স্থাপিত হয়—ব্রহ্মের অদ্বৈত আর থাকে না—তাহার জগত

কারণত্ব সিদ্ধান্তেরও অপলাপ করা হয়। জগতই যদি নাই হয় তবে তাহার কর্ত্তাকেও নাই বলিয়াই গণ্য করিতে হয়। ইহা এক প্রকার সর্ব্বশূন্যবাদ—যাহা বেদান্ত দর্শনে খণ্ডিত হইয়াছে। এই মাত্র জানিয়া রাখিলে সকল মতই বুঝিবার সুবিধা হইবে। এই সমালোচনা এই স্থানেই শেষ করিলাম ; ইহা ভালরূপ বুঝিলে সকল দর্শনশাস্ত্রই নিজে নিজে বুঝিয়া লইতে পারিবে।

বিষয়—শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজস্বামী উভয়েই অবতার, তবে তাঁহাদের মতে ভেদ ও ভ্রম কেন ?

শিষ্য। শঙ্করাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করের অবতার এবং রামানুজস্বামী ভগবান্ অনন্তদেবের অবতার ছিলেন বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধি আছে এবং তাঁহাদের আপন আপন সম্প্রদায়ে ঐ প্রকার অবতার রূপেই তাঁহারা সম্মানিত হয়েন। ইহা সত্য হইলে তাঁহাদের মতে ভ্রম কিরূপে থাকিতে পারে? এবং তাঁহাদের মতসকল যেরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ তাহাতে সামঞ্জস্য কোন প্রকারেই স্থাপিত হইতে পারে না। তাঁহারা অবতার হইলে এরূপ হওয়া কিরূপে সম্ভবপর হয় ?

গুরু। অবতার হইলেই যে অভ্রান্ত পূর্ণ সত্যদর্শী হইবেন এইরূপ কোন নিয়ম নাই। অবতার অনেক প্রকারের আছেন। পরশুরাম দেব ভগবদবতার ছিলেন, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত আছে। তিনি সর্ব্বজ্ঞ তত্ত্বদর্শী ছিলেন বলিয়া জানা যায় না। রামায়ণে উল্লিখিত আছে যে শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিবার সময় তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য এবং তাঁহার সহিত সংগ্রামেপ্সু হইয়া পথিমধ্যে পরশুরাম দেব তাঁহাকে

আক্রমণ করিতে যান। পরে শ্রীরামচন্দ্রের বলবীর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহার তত্ত্ব অবগত হন। বুদ্ধদেবও সর্ব্বশাস্ত্রে অবতারদিগের মধ্যে গণ্য কিন্তু তাঁহার উপদিষ্ট মতসকলকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় না। নরনারায়ণ ঋষি উভয়েই ভগবদবতার ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত, এই নরঋষি কুরুকুলে অর্জ্জুনরূপে অবতীর্ণ হয়েন এবং বৃষ্ণিকুলে শ্রীকৃষ্ণরূপে নারায়ণ আবির্ভূত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, কিন্তু অর্জ্জুন ভগবদবতার হইলেও তদ্রূপ ছিলেন না, ইহা মহাভারত পাঠে নিশ্চিতরূপে বোধ জন্মে।

বাস্তবিক কোন্ উদ্দেশ্যে, কোন্ কার্য্যের নিমিত্ত ঈশ্বরগণ কোন্ অবতার গ্রহণ করেন তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে। কথিত আছে অসুরভাবাপন্ন লোক সকলকে তত্ত্বজ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট করিয়া তাহাদের বুদ্ধিকে মোহিত করিবার জন্যই বুদ্ধাবতার প্রকটিত হয়েন। ইহা সত্য কি মিথ্যা তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন কিন্তু ভগবানের সকল কার্য্যের গূঢ় অভিপ্রায় নিশ্চিতরূপে অবধারণ করা অনেক সময়েই যে সম্ভবপর নহে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য, সুতরাং সকল অবতারকে অভ্রান্ত সত্যদর্শী অথবা সত্যতত্ত্ব প্রকাশক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। অবতার পরশুরামদেব, বুদ্ধদেব এবং অর্জ্জুনের দৃষ্টান্তে ইহা স্পষ্টরূপেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

বস্তুতঃ কেহ অবতার কি না এবং অবতার হইলে কাহার অবতার ইহাও কেবল তাঁহার কার্য্যকলাপ দৃষ্টে কখনই নিরূপণ করিতে পারা যায় না। যে কোন অবতারে যে কোন শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে প্রায়

তদনুরূপ অথবা কখন কখন তদধিক শক্তিও সিদ্ধ ঋষিগণ ও অপর সিদ্ধ পুরুষগণ সময় সময় প্রকটিত করিয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ থাকা দেখা যায়। জ্ঞানবত্তা সম্বন্ধেও এইরূপ। সুতরাং কোন শক্তিপ্রকাশ প্রভৃতি কার্য্যদৃষ্টে অবতারত্ব অবধারিত হয় না। কোন্ দেহকে আশ্রয় করিয়া কে কার্য্য করিতেছেন ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন করিবার শক্তি প্রজ্ঞানেত্র ঋষিগণেরই খুলিয়াছিল। তাঁহারাই জানিতে পারেন কে কোন্ দেহ অবলম্বনে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন অথবা কোন্ দেহ আশ্রয় করিয়া কে কার্য্য করিতেছেন। পাতঞ্জল যোগসূত্রে কৈবল্য পাদের, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ সূত্র ও ভাষ্যে উল্লিখিত আছে যে সিদ্ধ মহাপুরুষগণের এইরূপ শক্তি আছে যে বিভিন্নপ্রকার চিত্ত নির্ম্মাণ করিয়া একই কালে তাঁহারা বিভিন্নদেহ অবলম্বন করিতে পারেন এবং বিভিন্নদেহে বিভিন্নপ্রকার কার্য্য তত্তৎ দেহনিষ্ঠ চিত্তের দ্বারা সম্পাদন করিতে পারেন। সেই সকল বিভিন্নচিত্তে তাঁহাদের সম্যক্ শক্তি প্রকাশিত হয় না। সুতরাং কেবল বাহ্যিক কার্য্যদৃষ্টে অবতারত্ব কাহারও স্থির করা যায় না এবং অবতার হইলেই যে অভ্রান্ত সত্যদর্শী হইবেন ইহারও কোন স্থিরতা নাই।

কোন কোন সময়ে জনসমাজের অবস্থাদৃষ্টে ভগবদবতারের আবির্ভাব বহুলোকের মনে প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তখন অপেক্ষাকৃত অধিকশক্তিসম্পন্ন কাহাকে দেখিলেই উক্তপ্রকার ভাবাক্রান্ত অনেক লোকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছেন এবং আরও কিছু শক্ত্যাধিক্যের পরিচয় পাইলেই তাঁহারা আপন ইচ্ছানুরূপ অবতার আসিয়াছেন বলিয়া নিশ্চিতরূপে ধারণা করিয়া লয়েন। যাঁহারা এইরূপ স্বভাবতঃ শক্তিশালী হয়েন তাঁহাদেরও মনে কখন কখন এইরূপ

ভ্রম জন্মিয়া থাকে যে তাঁহারা স্বয়ং অবতার। যাঁহারা উচ্চসাধক তাঁহা-দিগের উপাস্যের সহিত অভেদ বুদ্ধিও সময় সময় সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তন্নিমিত্ত অত্যুৎসাহ বশতঃ তাঁহারাও আপনাদিগকে সেই ইষ্টেরই অবতার বলিয়া নিজে মনে করেন এবং অপরের নিকট প্রকাশিত করেন। আধুনিক কালে যথার্থ সর্ব্বদর্শী ঋষিগণের প্রকাশ বিরল হওয়ায় বহুবিধ অবতার এইরূপে কল্পিত হইয়া বহুবিধ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। ইহার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কেহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা মহেশ্বরের অবতার কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হওয়া এই কারণে অসম্ভব হইয়াছে। অতএব অবতারত্ব বিষয়ে যখন নিশ্চিত শাস্ত্রীয় প্রমাণ দৃষ্ট হয় না এবং অবতার হইলেও যখন তাঁহার অভ্রান্তত্ব বিষয়ে নিশ্চয়তা নাই তখন শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এবং শ্রীমৎ রামানুজস্বামী অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও, এমনকি অবতার হইলেও তাঁহাদের বাক্যকে শাস্ত্রপ্রমাণাভাবে অথবা শাস্ত্রপ্রমাণের বিরুদ্ধে ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। উক্ত কারণে তাঁহাদের প্রচারিত মতসকলের মধ্যেও বিরুদ্ধভাব থাকা একান্ত বিস্ময়জনক নহে।

ব্রহ্ম স্বরূপ কি ও তাঁহাকে লাভ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় কি, ইহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

শিষ্য। ব্রহ্মবিদ্যা নানাপ্রকারে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইক্ষণ খুব সংক্ষেপে—দুই চারি কথায় সহজে ধারণার উপযোগীরূপে ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইতে এবং তাঁহাকে লাভ করিবার অতি সহজ ভজন কি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। আচ্ছা, ব্রহ্মস্বরূপ ও তাঁহাকে লাভের সহজ উপায় অতি

সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। (১) অনন্ত প্রকারে আপনাকে অনুভব করিবার শক্তি (চিৎ অথবা **ঈক্ষণ শক্তি**) সম্পন্ন, এবং (২) অনন্তরূপে অনুভূত (দৃষ্ট) হইবার যোগ্যতাবিশিষ্ট, যে (৩) ভূমা (অদ্বৈত, সর্ব্বব্যাপী) **আনন্দময় সদ্বস্তু তাহাই ব্রহ্ম।** তত্ত্বসকলের স্ফুরণের নিমিত্ত এই সংক্ষেপোক্তির কিঞ্চিৎ বিস্তার নিম্নে করিতেছি :—

(ক) ব্রহ্ম আনন্দময় সদ্বস্তু, আনন্দই তাঁহার মূল স্বরূপ।

(খ) পরন্তু এই আনন্দ চিৎশক্তিযুক্ত। এই চিৎশক্তি এই প্রকারের যে তদ্দ্বারা আপন স্বরূপগত আনন্দকে তিনি অনন্তরূপে বিষয় করিতে পারেন ও নিত্য করিয়া থাকেন।

(গ) ঐ আনন্দেরও অনন্তরূপে অনুভূত (দৃষ্ট, জ্ঞাত) হইবার যোগ্যতা নিত্য বর্ত্তমান আছে এবং তাঁহার উক্ত চিচ্ছক্তির দ্বারা নিত্য অনুভূত (জ্ঞাত, দৃষ্ট) হইতেছে।

(ঘ) ঐ চিচ্ছক্তির দ্বারা এক ভেদরহিত আনন্দমাত্ররূপে ব্রহ্ম আপনাকে (১) যে অবস্থায় জ্ঞাত হইতেছেন, যাহাতে ঐ আনন্দের কোন বিশেষরূপে স্ফুরণ নাই, তদবস্থাকে ব্রহ্মের পর অমূর্ত্তরূপ বলা যায়; ইহাই অক্ষরব্রহ্ম নামে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। "যত্র সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তত্র কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্রুতি এই অবস্থারই প্রকাশক। এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মকে নিগুর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়।

(২) ঐ চিচ্ছক্তির দ্বারা ব্রহ্ম আপনার স্বরূপগত আনন্দকে যে অবস্থায় অনন্তরূপবিশিষ্টরূপে **সম্যক্‌**দর্শন করেন, তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায়। এই ঈশ্বররূপকে অপর অমূর্ত্ত রূপ বলে। ইহাই ভূমা শ্রুতি

প্রভৃতির লক্ষ্যীকৃত অবস্থা ; এবং এই অবস্থায় ব্রহ্ম ভগবান্ ও বাসুদেব শব্দ বাচ্য।

(৩) ঐ চিচ্ছক্তির যে অবস্থায় আপন স্বরূপগত আনন্দের কেবল অনন্তপ্রকারের ভোগ্য অথবা ভোগযোগ্যরূপে অনুভব (দর্শন) হয়, নিজ স্বরূপগতরূপে দর্শন হয় না, সেই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মের মহা-বিরাট, অনন্তদেব, হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি আখ্যা হয়, ইহাই তাঁহার তৃতীয় পরমূর্ত্ত অবস্থা। স্বরূপগত আনন্দের যে ভোগ্যরূপে দর্শন ইহা হিরণ্যগর্ভের জাগ্রদবস্থা, আর ভোগযোগ্যরূপেমাত্র যে অনুভব তাহা তাঁহার শয়নাবস্থা, যাহাকে প্রকৃতিলীনাবস্থাও বলে। ঐ প্রকৃতি-লীনাবস্থায় তাঁহার নাম কারণাব্ধিশায়ী নারায়ণ।

(৪) ঐ চিচ্ছক্তির যে অবস্থায় ব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপগত আনন্দকে বিশেষ বিশেষ রূপবিশিষ্টরূপে এবং ঐ বিশেষ বিশেষ রূপকে ব্যষ্টিভাবে (অসম্যক্ভাবে) দর্শন করেন, তখন তাঁহাকে জীব বলা যায়। যে অবস্থায় ঐ জীবের আপন চিন্ময়তার স্ফুরণ বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং তিনি বিশেষ দর্শনকারী চিন্ময় আনন্দরূপে বিরাজমান থাকেন, তখন তাঁহাকে বিমুক্ত জীব বলা যায়। এই অবস্থায় তিনি পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বর-স্বারূপ্য লাভ করেন, ঈশ্বর সম্যক্ দর্শনকর্ত্তা, তিনি ব্যষ্টি দর্শনকর্ত্তা এইমাত্র প্রভেদ। যে অবস্থায় আপন চিন্ময়তার স্ফুরণ থাকে না, সুতরাং তখন অচেতন দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্টরূপে তিনি অবস্থিত থাকেন, তখন তাঁহাকে বদ্ধজীব বলা যায়।

(৫) ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দ তাঁহার চিচ্ছক্তির যে অবস্থায় কেবল ভোগ্য অথবা ভোগযোগ্যরূপে অনুভূত (জ্ঞাত, দৃষ্ট) হয়, তখন ইহার জগত ও অচেতন সংজ্ঞা হয়। ইহাকেই ব্রহ্মের প্রকাশভাব অথবা জগদ্রূপতা বলে।

অতএব ব্রহ্মস্বরূপ যুগপৎ চতুষ্পাদবিশিষ্ট—(১) অচেতন জগৎ (২) ব্যষ্টি দ্রষ্টা (মুক্ত ও বদ্ধ) জীব (৩) (মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত) ঈশ্বর (৪) অক্ষর ব্রহ্ম। এই চতুষ্পাদকেই শ্রুতিসকল কখন বিভিন্ন করিয়া কখন একত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি প্রথমাধ্যায়ে ৭।৮।৯ বাক্যে এই চতুষ্পাদকে অতি পরিষ্কাররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ উপনিষৎ খানি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিবে।

সহজ ভাষায় এতৎ সমস্ত বর্ণনার মিলিত ফল এই যে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অংশ মাত্র, তাঁহার পূর্ণাঙ্গের এক এক পাদ; ঈশ্বররূপী ব্রহ্ম এতদুভয়ের নিয়ন্তা; পরন্তু এতৎ সমস্তের নিয়ন্তা ঈশ্বর হইলেও তাঁহার বিভিন্নরূপদর্শনবর্জ্জিত কেবল চিদানন্দময় নিগুর্ণাবস্থাও যুগপৎ বর্ত্তমান আছে

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ইহা সহজেই বুঝিবে যে দৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম, এবং তুমি (সাধক) ব্রহ্মের অঙ্গীভূত অংশ মাত্র, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে তদধীন। অতএব—(১) ব্রহ্মই তোমার আত্মা এবং তুমি সম্পূর্ণরূপে তদধীন দাস মাত্র, এইরূপ জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া, (২) সমস্ত জগৎ ও জাগতিক জীবকে ব্রহ্মেরই প্রকাশভাবমাত্র জানিয়া, সুতরাং সর্ব্বত্র অদোষদর্শী হইয়া, (৩) ব্রহ্মবুদ্ধিতে সকলের (পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, দাস প্রভৃতি সকলের) যথাসম্ভব সেবায় নিযুক্ত হইয়া (৪) নির্লিপ্তভাবে কাল যাপন করিবে। এইরূপ করিয়া পরে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মলচিত্ত হইলে পরাভক্তির উদয় হইয়া অক্ষরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং পরম মোক্ষপদ লাভ হইবে। ইহাই ব্রহ্মলাভের প্রশস্ত রাজপথস্বরূপ।

অথবা উপরোক্তভাব যথাসম্ভব স্মরণ রাখিয়া বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীব-সকলের সর্ব্ববিধ সাধারণ কল্যাণ সাধন এবং বিশেষতঃ মোক্ষানন্দ প্রদান করিবার জন্য ব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন, তাঁহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার স্বরূপের ধ্যান, সদ্‌গুরুদত্ত তাঁহাব নাম জপ ও তদর্থে সমস্ত কর্ম্ম দাসভাবে সম্পাদন করিয়া তদ্গত চিত্তে যিনি কাল যাপন করিবেন, তিনি অচিরে সমস্ত কল্যাণ লাভ করিয়া মোক্ষাধিকারী হইবেন।

আর এই ভাবও যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইবেন তিনি মোক্ষার্থী হইলে যদি তিনি ভাগ্যক্রমে সদ্গুরু প্রাপ্ত হয়েন, তবে তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক নিজে সাধনাদির ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার বর্জ্জন করিয়া অনলস ও নির্লিপ্তভাবে কেবল তাঁহার আদেশ প্রতিপালনীয়, এই বুদ্ধিতে যদি আদিষ্ট কার্য্য করিতে করিতে কাল যাপন করেন, তবে তাহাতেই ভববন্ধন হইতে মুক্তি ও শান্তি লাভ করিবেন।

ওঁ তৎ সৎ

ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ

শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী

প্রণীত

অমূল্য গ্রন্থরাজি

১। **ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা**—এই গ্রন্থ হিন্দুধর্ম্মাচার এবং দর্শন-শাস্ত্রের সারব্যঞ্জক। ভারতের প্রাচীন উন্নত অবস্থার প্রমাণ সহ বর্ণনাও ইহাতে যথেষ্ট আছে। পৃষ্ঠা ৩৭৫ ; মূল্য দুই টাকা।

২। **দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা—প্রথম খণ্ড** (২য় সংস্করণ)—এই খণ্ডে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আছে:—বৈশেষিক-দর্শন, ন্যায়-দর্শন, পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শন (কিয়দংশ), সাংখ্য-প্রবচনসূত্র, সাংখ্যকারিকা ও তত্ত্বসমাস বঙ্গানুবাদ সমেত। পৃষ্ঠা ৩৭৫ ; মূল্য দুই টাকা।

৩। **দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা—দ্বিতীয় খণ্ড** (২য় সংস্করণ)—পাতঞ্জল-দর্শন, ব্যাস-ভাষ্য ও তাহার বঙ্গানুবাদ এবং গ্রন্থের সারার্থ-ব্যঞ্জক ভূমিকা সমেত। পৃষ্ঠা ২৯৮ ; মূল্য দেড় টাকা।

৪। **বেদান্ত-দর্শন (দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা—তৃতীয় খণ্ড)**—তৃতীয় সংস্করণ ; শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যভাষ্য ও তাহার বঙ্গানুবাদ, স্থানে স্থানে শাঙ্করভাষ্য ও তাহার অনুবাদ এবং গ্রন্থকারের নিজ ব্যাখ্যা সমেত। পৃষ্ঠা ৬৫০ ; মূল্য চারি টাকা। **ঐ হিন্দি সংস্করণ**—মূল্য চারি টাকা।

৫। **শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজীর জীবন-চরিত**—চতুর্থ সংস্করণ ; বাবাজী মহারাজের দুইখানি চিত্র এবং মহন্ত শ্রীসন্তদাসজী মহারাজের একখানি চিত্র সম্বলিত। ৫১ পৃষ্ঠা পরিশিষ্ট সমেত ২৭০ পৃষ্ঠা ; মূল্য দেড় টাকা। **ঐ হিন্দি সংস্করণ**—মূল্য পাঁচ সিকা।

৬। **ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) সিদ্ধান্ত এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ।** পৃষ্ঠা ১৩০; মূল্য এক টাকা।

৭। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**—(উপক্রমণিকা—গীতার ঐতিহাসিক তত্ত্ব, শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মস্বরূপের বর্ণনা, গীতায় উপদিষ্ট ব্রহ্মতত্ত্ব, গীতার প্রতি অধ্যায়ে বর্ণিত উপদেশের মর্ম্ম—সরল ও প্রাঞ্জল অন্বয়, ব্যাখ্যা, মন্তব্য, শব্দসূচী ইত্যাদি সমন্বিত); মূল্য দুই টাকা।

৮। **গুরু-শিষ্য-সংবাদ (ব্রহ্মবিদ্যা)**—দ্বিতীয় সংস্করণ; শ্রীমৎ স্বামী সন্তদাসজী ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ প্রদত্ত উপদেশের কিয়দংশ তদীয় শিষ্য শ্রীসুধীরগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্. এ. দ্বারা সংগৃহীত। পৃষ্ঠা ২৫৭; মূল্য পাঁচ সিকা। **ঐ হিন্দি সংস্করণ**—মূল্য পাঁচ সিকা।

৯। **শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়, সাধন-প্রণালী ও ভগবদবতার-দেহতত্ত্ব নিরূপণ**—শ্রীসুধীরগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্. এ. প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা।

১০। **সতীর্থ-মণ্ডলী (১ম খণ্ড)**—(শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের শিষ্যগণের নাম ও ঠিকানার তালিকা); ২য় সংস্করণ; মূল্য ।৵০ আনা। **ঐ দ্বিতীয় খণ্ড**—মূল্য ।৵০ আনা।

১১। **বৈষ্ণব চারি সম্প্রদায়ের আরতি স্তুতি**—মূল্য ৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান:—

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বঙ্গীয় নিম্বার্ক আশ্রম

৮৮।১নং কলেজ রোড, পোঃ বটানিক গার্ডেন, হাওড়া।